শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গদ্যসংস্করণ

(মূল ও অনুবাদ)

প্রথম খণ্ড

আদিলীলা

অনুবাদক—

শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্‌, শিলং শাখা

প্রকাশক

বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারিণীসমিতি, কলিকাতা

পরিবেশক

ওরিয়েণ্টাল্‌ বুক কোম্পানি

৫৬, সূর্যসেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

গদ্যসংস্করণ

প্রথম খণ্ড

আদিলীলা

প্রথম প্রকাশ... .. . ১৩৬৬

প্রকাশক—ডক্টর সতীশচন্দ্র রায় এম্, এ, (লণ্ডন), ডি. ডি ; আই, ই, এস (Rtd.

বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতির পক্ষে

১৩এ, ডোভার রোড্, কলিকাতা—১৯

মুদ্রক— শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র

এল্‌ম্ প্রেস

৬৩, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

---:*:---

পরম আরাধ্যতম পিতৃদেব, ধন্বন্তরীসদৃশ কবিরাজ
৺কৃষ্ণসদয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির
উদ্দেশে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের
আদিলীলার গদ্য সংস্করণ
ভক্তি ও শ্রদ্ধার
সহিত অর্পিত
হইল।

সুপ্রীতিভবন,
রিলবং, শিলং
মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৬৫ সাল।

অকৃতি সন্তান—
কুমুদ রঞ্জন

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা—গদ্যসংস্করণ
"Service and Goodwill Mission"এর সৌজন্যে
"বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি" কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশকের নিবেদন

বিগত ১৩৬৫ বাং ১১ই পৌষ (২৮।১২।৫৮ ইং) বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি গঠিত হওয়ার পর প্রায় আট মাসের মধ্যে এই সমিতির প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ গদ্যানুবাদে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-পাদের বিরচিত) আদিলীলা প্রকাশিত হইলেন। এজন্য সর্বাগ্রে শ্রীগৌর-হরির চরণে কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণিপাত করি।

"শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণ লীলা" লিখিয়া যিনি বৈষ্ণব-সমাজের, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ভাগবতগণের সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শিলং শাখার সম্পাদক রূপে যিনি জনসাধারণের তথা সাহিত্য-সেবকগণের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই অক্লান্ত-কর্মা, কর্তব্যপরায়ণ, প্রেমভক্তি-সাধননিষ্ঠ, নিপুণ-লেখনীশিল্পী শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়কে শুধু গ্রন্থ সম্পাদকরূপে নয়, মুদ্রাযন্ত্রের সহযোগী সেবক ও প্রুফ সংশোধকরূপে এই গ্রন্থ প্রচারণে তিনি যে বিপুল পরিশ্রম ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ প্রদানের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যিক পরম ভাগবত স্বনামধন্য শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃপা করিয়া এই গ্রন্থরত্নের মর্যাদা উপযোগী ভূমিকা লিখিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আশীর্বাদপাত্র ও বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারিণী সমিতির অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহাকে আমার সভক্তি দণ্ডবৎ প্রণতি জানাই। ওরিয়েণ্টাল্ বুক কোম্পানী এবং এলম্ প্রেসের স্বত্বাধিকারী ও অন্যান্য হিতৈষী সহযোগিগণ আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ্গণের অন্যতম। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই অবিকল প্রযোজ্য—

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
কৃষ্ণদাস কবি (রাজ) মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥

তাঁহার এই বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থে সাহিত্যস্রষ্টার সর্বপ্রধান গুণ সহমর্মিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। সহমর্মীরূপেই তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মুখের বাণী, বুকের ভাব, কীর্তনের মাধুর্য, নর্তনের চমৎকারিত্ব, চরিত্রের অমৃত বর্ষণ যেন দিব্যদৃষ্টিতে মানসচক্ষে দেখিয়া, মানসকর্ণে শুনিয়া, মরমী দরদী ভক্ত-প্রাণে অনুভব করিয়া, ভগবচ্চরণে একান্তযুক্ত যোগীর মত ধ্যান করিয়া নররূপী দেবতা শ্রীগৌরহরির জীবনালেখ্য পরিবেশন করিয়াছেন। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ কতটুকু ঘনিষ্ঠ, নিবিড়, অব্যবহিত ও অপ্রতিহত হইলে ভগবানের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাঁহার অবতরণের মুখ্য প্রয়োজনের সূত্রটুকু ধরিয়া তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার গুণ, তাঁহার কর্ম, তাঁহার লীলা, তাঁহার মাহাত্ম্য, এমন সুন্দরভাবে মধুর ভাষায় কলিহত জীবের অজ্ঞান তিমিরান্ধ চক্ষুর সমক্ষে জীবন্ত জলন্ত বিগ্রহের মত ধরা যায়, তাহা ভাষায় বর্ণনীয় নয়, অনুভববেদ্য। এই সহমর্মিতা যেমন ভগবানের শ্রীচরণসরোজে সৃজনশিল্পী কবিকে মত্ত মধুপের ন্যায় রসাবিষ্ট ও মধুমত্ত রাখে, তেমনি রসিক সামাজিক ভক্তমণ্ডলীর অন্তরতম অভাবের সম্বেদন জাগাইয়া জীবের উদ্ধারের পথ, পারমার্থিক কল্যাণের পথ দেখাইবার শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত করে। শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী এই শ্রীগ্রন্থের রচনায় শ্রেষ্ঠ "কবিরাজ" রূপে সুপরিচিত হইয়াছেন,—একদিকে তিনি কাব্যামৃতরস পরিবেশক কবিগণের অগ্রগণ্য বলিয়া "কবিরাজ"; আর একদিকে কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রদত্ত ভবরোগের পরমৌষধ নামামৃত, কথামৃত, লীলামৃত, রসামৃত পরিবেশনে জগতের নর-নারীর ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তির সন্ধান দিয়া, ব্রজগোপীসকলের রাগানুগা-ভজনের আনুগত্যে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমামৃতের চিদানন্দ রসপানে বিশোক, বিজ্বর, অমল, অভয়, অমর হইবার উপায় প্রদর্শন করিয়া "কবিরাজ" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। এহেন শ্রীগ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার যত বেশী হয় ততই জগতের সুমহৎ সুমঙ্গল। শ্রীরূপ রঘুনাথের পদে যাঁর আশ, সেই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার—কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাসের জয় হউক।

ভক্তিনিকেতন,
২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৬ সাল।

শ্রীহরিদাস দাসানুদাস (নামানন্দ)
শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
সম্পাদক, বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি।

ভূমিকা

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরু, করুণাসিন্ধু, ভুবনপাবন বৈষ্ণবকৃপা এই মরলোকে এক অলৌকিক সম্পদ। এই ঐশ্বর্য যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য সম্পন্ন মাধুর্য-বিগ্রহ শ্রীভগবানের আপনার জন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। এই সম্পদ এমনই লোভনীয় যে নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণও তাহা লাভের জন্য লোলুপতা প্রকাশ করেন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণদাসের জীবন ইহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থল; লোকশিক্ষা হেতুও এই উদাহরণের প্রয়োজনীয়তা ছিল।

শ্রীকৃষ্ণদাস কৈশোরেই শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ পরম বৈষ্ণব শ্রীরামদাসের সঙ্গ লাভ করেন। এই "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গ" তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপালাভের অধিকার দান করে। শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা-পাথেয় সম্বল শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হন। শ্রীধামে ছয় গোস্বামীর করুণায় তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। তাহারই প্রথম পরিচয় শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের গূঢ়ার্থ প্রকাশক টীকা সারঙ্গ রঙ্গদা, এবং অন্যতম শ্রীগ্রন্থ শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত। গ্রন্থ দুইখানি পাঠ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের বৈষ্ণব মণ্ডলী অপূর্ব আনন্দে মগ্ন হইলেন, এবং কবিরাজকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্ত্যলীলা বর্ণনে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের অমৃত ফল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলার নিগূঢ় মর্ম অনুভবে স্ফুরিত না হইলে এ হেন গ্রন্থ প্রণয়ন ঋষিগণেরও সাধ্যাতীত। শ্রীল স্বরূপ দামোদরের কৃপা ভাজন শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামীর বিশেষ কৃপাবলেই এইরূপ অঘটন সংঘটিত হইয়াছিল। গ্রন্থ রচিত হইতেছে, প্রতি সন্ধ্যায় শ্রীগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গনে শ্রীধামের বৈষ্ণবগণ তাহা শ্রবণ করিতেছেন, আস্বাদন করিতেছেন। গ্রন্থকারের ইহাও এক অভাবনীয় সৌভাগ্য। তথ্য ও তত্ত্বের দিক হইতে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রামাণিকতারও ইহা সর্বপ্রধান প্রমাণ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভারতের অন্যতম রহস্য গ্রন্থ। গ্রন্থদ্রষ্টা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস এই চরিতামৃত আহরণে স্মরণীয় পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বন্দনীয় পুরুষ, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। এই গ্রন্থে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের, দার্শনিকতার সঙ্গে রসজ্ঞতার, ভাবুকতার সঙ্গে তত্ত্ব ও তথ্য নিষ্ঠার এক অপরূপ সমন্বয় সংঘটিত হইয়াছে। বিষয়বস্তুর—এক জটিল, গভীর, সুদূরপ্রসারী দুরালোক্য মহিমার এমন স্বচ্ছন্দ প্রকাশও অন্যত্র দুর্লভ।

সত্য স্বয়ম্প্রকাশ। তথাপি তাহার সমগ্রতা সাধারণ দৃষ্টির অধিকার বহির্ভূত। কোন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন দ্রষ্টা দর্শনকৌশলের সন্ধান দান না করিলে, অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া না দিলে সত্যের ক্ষুদ্রাংশও অপরের গোচরীভূত হয় না। সত্য এক এবং অখণ্ড। কিন্তু দেশে দেশে কালে কালে তাহার প্রকাশ ও বিকাশ-ভঙ্গী পৃথক। ঋষি দৃষ্টিতে এই প্রকাশ ও বিকাশের পার্থক্যও উপলব্ধ হয়। এবং "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু" এইরূপ এক এক জন দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণেই সাধারণ মানুষ সত্যের একাংশ বা কতকাংশ দর্শনের, আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করে। এই দ্রষ্টাগণই জাতির প্রতিনিধি। ইঁহাদের মানস দর্পণে সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও বেদনা প্রতিফলিত হয়। এইজন্য একজন প্রকৃত কবির দৃষ্টিকে একটা জাতির দৃষ্টি বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। জাতির ভাগ্যফলে দীর্ঘ শতাব্দীর ইতিহাসে এই ঋষি বা কবিগণের আবির্ভাব ঘটে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস এবং শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রাচীন ভারতীয় ঋষি গোষ্ঠীরই গোত্রবর্দ্ধক উত্তর পুরুষ। লোকোত্তর মানব, ত্রিকাল-সত্য শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের আবির্ভাব যে কোন জাতির সহস্রাব্দের ইতিহাসের এক গৌরবান্বিত অধ্যায়। শ্রীবৃন্দাবন দাস ও শ্রীকৃষ্ণদাস জন্মগ্রহণ না করিলে আমরা এই অবশ্য অধ্যেতব্য অধ্যায় অধ্যয়নের সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইতাম।

শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেই আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের বিরাট মহিমার কথঞ্চিৎ উপলব্ধির সুযোগ লাভ করিয়াছি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পার্থক্য আছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস যাঁহাকে অধর্মের অভ্যুত্থান-নিবারক ধর্ম-সংস্থাপক এবং নাম প্রেম প্রচারক শ্রীভগবান রূপে পরিচিত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণদাসের কৃপায় তাঁহার নিজ প্রয়োজনের নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া আমরা আপ্যায়িত

হইয়াছি। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার প্রসঙ্গ মাত্র নাই। শ্রীমদ্ ভাগবতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই দিক দিয়া—এক রহস্যজনক ঐক্য আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের চিত্র খণ্ডচিত্র। শ্রীচৈতন্য চরিত্রের একাংশের চিত্র। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই অভাব পূর্ণ হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য চরিত্রের একটা পূর্ণ রূপ প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর লৌকিক ও আধ্যাত্মিক রূপ এবং তাহার যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য-সমৃদ্ধ দার্শনিক ব্যাখ্যা আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেই প্রাপ্ত হই। যেমন জীবন, তেমনই জীবনীকার। একজন মহাকবির জীবন লইয়া অপর একজন কবি একখানি মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দিক দিয়া শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের তুলনা হয় না। তথাপি আমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিপূরক গ্রন্থ বলিয়া মনে করি।

শ্রীচৈতন্যদেবকে নানাজনে নানারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদর, শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভৃতি প্রত্যেকেই সাধারণ মানবের প্রতি কৃপা পুরঃসর আপন আপন আস্বাদনের কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। স্বরূপদামোদর বলিয়াছেন—ব্রজে বৃন্দাবন-চন্দ্রের যে তিন বাঞ্ছা অপূর্ণ ছিল, সেই তিন বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেই শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। বাসুদেব সার্বভৌম দেখিয়াছেন—কালক্রমে নষ্ট নিজ ভক্তিযোগ এবং বৈরাগ্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই সেই পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব। রায় রামানন্দ গৌরদেহে স্বর্ণ পঞ্চালিকা সমাবৃত নীলতনু শ্যাম গোপতনয়ের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ রূপ দেখিয়াছিলেন—"বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল পশুপালাম্বুজদৃশাং"। বাঙ্গালার ভক্তগণ পুরীধামে গিয়া দীর্ঘদিন অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালায় ফিরিলে লোকে তাঁহাদের মুখে এই সব বিচিত্র কথা শুনিত, কথা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইত। শ্রীবৃন্দাবন দাস নিশ্চয়ই সেই সমস্ত অদ্ভুত বার্তা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইহার প্রসঙ্গ মাত্রও উল্লিখিত হয় নাই। অথচ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতি পৃষ্ঠায় ইহার বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাইবে। চরিতামৃতে উপরি কথিত শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভৃতি ভক্তগণের বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃষ্টির

উদাহরণ-মধুর উজ্জলচিত্র রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এই মূলগত বিভিন্নতা আজ পর্যন্ত কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। কেহ এই পার্থক্যের কারণও বিশ্লেষণ করেন নাই। আমি প্রসঙ্গত এই পার্থক্যের উল্লেখ মাত্র করিয়া রাখিলাম। শ্রীনিত্যানন্দের করুণা হইলে সময়ান্তরে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত না হইলে আমরা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার অনেক কিছুই জানিতে পারিতাম না। শুধু লীলা কথা নহে—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত না হইলে ভারতের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকেও আমরা দেখিতে পাইতাম না। শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভিনব বস্তু, সম্পূর্ণ নূতন। প্রেমের এই দুর্নিরীক্ষ্য রূপ—যেমন দুরবগাহ গভীরতা, তেমনই পারাপারহীন অকূল পাথার বিশালতা, কেহ কখনো প্রত্যক্ষ করে নাই। আবার এই প্রেমেরই অপর একটি দিকে কি প্রচণ্ড আলোড়ন, দুর্গত মানবের জন্য কি আকুল চাঞ্চল্য। যে প্রেম কৃষ্ণকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, দেহস্মৃতি হারাইয়াছে, সেই প্রেমই মর্ত্ত্য মানবের জন্য স্বজন সংসার ত্যাগ করিয়া পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিয়াছে। ভগবৎপ্রেম ও মানব প্রেমের দুই মহানদী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাসাগরে সম্মিলিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস না আঁকিলে এ অপূর্ব চিত্রের আমরা কোথায় সাক্ষাৎ পাইতাম?

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার নাম মুখে আনিতেন না। কিন্তু জননী শচীদেবীর জন্ম সেকি আর্তি! বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবল্লভ সনাতন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। সম্বলমাত্র তিন মুদ্রার ভোট কম্বল। এই শেষ বিষয়ভোগ ছাড়াইবার জন্য শ্রীচৈতন্যের সে কি অমায়িক ইঙ্গিত! প্রিয়পাত্র জগদানন্দ শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের কঠোরতা সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাহার প্রতিটি অনুরোধই মহাপ্রভু নির্মমভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তুলার বালিশ দূরে সরাইতে হইয়াছে, সুগন্ধি তৈলের কলসী জগদানন্দই আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, তৈলরাশি গম্ভীরা-প্রাঙ্গনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চর্মাম্বর-পরিহিত গুরুপর্যায়ের ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে তিনি চর্ম ত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন। পুরী হইতে মহাপ্রভুর বাঙ্গালায় আগমনের সময় সঙ্গলাভের জন্য বাল্যসঙ্গী গদাধরের সে কি আকুতি, সে কি আর্ত্ত অনুনয়,

আর মহাপ্রভুর সে কি মধুর তিরস্কার! গদাধরের ক্ষেত্র বাস ও গোপীনাথের সেবার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কেমন করুণাপূর্ণ অনুরোধ! মহাপ্রভু নদীবক্ষে নৌকায় আরোহণ করিলেন, আর গদাধর নদীতীরে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু ফিরিয়াও চাহিলেন না। গুণ্ডিচা মার্জনের দিন অগণিত ভক্ত সঙ্গে মহাপ্রভু স্বহস্তে গুণ্ডিচা মার্জনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। গুণ্ডিচা প্রাঙ্গন জলে জলময়। তাহারই এক প্রান্তে মহাপ্রভু, অন্যপ্রান্ত হইতে এক গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সেই জল এক গণ্ডুষ পান করিয়াছেন, এই অপরাধে মহাপ্রভুর আদেশে স্বরূপ দামোদর তাঁহাকে গলায় হাত দিয়া দূর করিয়া দিয়াছেন। আবার রঘুনাথ দাসের খুল্লতাত কালিদাস যে দিন তাঁহারই সম্মুখে তাঁহারই পাদধৌত জল অঞ্জলি পাতিয়া এক দুই তিন অঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক পান করিয়াছিলেন, সেদিন কি মহাপ্রভু কি তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবক গোবিন্দ, কেহই নিষেধ করিতে সাহসী হন নাই। ছোট হরিদাসের বর্জন শ্রীচৈতন্য-চরিত্রের এক বিরল দর্শন চিত্র। সেদিন পুরীবাসী সমস্ত ভক্তের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও তিনি স্বীয় সংকল্পে অটল ছিলেন। এমন কত উদাহরণ দিব।

কুলীনগ্রামের সত্যরাজখান ও তৎপুত্র রামানন্দ বসুর প্রশ্নে মহাপ্রভু যে উত্তর দিয়াছিলেন, সর্বকালে সর্বদেশে সর্বজাতির মানবের তাহাই একমাত্র আচরণীয় ধর্ম। পিতাপুত্র প্রশ্ন করিতেছেন—তোমার সঙ্গ হারা হইয়া গৃহে গিয়া কেমন করিয়া দিন যাপন করিব? কি আমাদের করণীয়? মহাপ্রভু উত্তর দিয়াছেন—শ্রীভগবানের নাম করিও, আর বৈষ্ণব সেবা করিও।

প্রশ্ন হইল—বৈষ্ণব চিনিব কিরূপে? উত্তর দিলেন একবার যাহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিবে সে-ই বৈষ্ণব।

মহাপ্রভু দ্বিতীয় বৎসরেও অনুরূপ প্রশ্নের একই উত্তর দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিয়াছিলেন—নিরন্তর যাহার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিবে সে-ই বৈষ্ণব। তৃতীয় বৎসরের প্রশ্নে বৈষ্ণব চিনিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছিলেন—

যাহারে দেখিলে মুখে স্ফুরে কৃষ্ণনাম।
তাহাকে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান।

আমি এই উপদেশ যুগ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করি। এই কৌপীন সম্বল সন্ন্যাসী ছিলেন যুগমানব। বাঙ্গালার তথা ভারতেরও একটা যুগের ইতিহাস তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইয়াছে। তাঁহার পৌরুষ,

তাঁহার বীর্য, তাঁহার দৈন্য, তাঁহার বিনয়, তাঁহার তেজ, তাঁহার দৃঢ়তা, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার করুণা, তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত হরিনাম, তাঁহার অশ্রুধারা, তাঁহার রূপ, তাঁহার লাবণ্য—সমস্তই ছিল অলোকসামান্য, অতুলনীয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহারই একটি প্রতিরূপ অঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন। বলিতে বাধা নাই, অনেকাংশেই তিনি কৃতকার্য হইয়াছেন। কৃষ্ণদাসের তুলিকা সর্বভারতীয় পটভূমিকায় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যে আলেখ্য উপস্থাপিত করিয়াছে, অতিরঞ্জন ছিলনা বলিয়াই সেই চির অম্লান-চিত্র মহনীয় মাধুর্যে আজিও অগণিত নরনারীর মনোহরণ করিতেছে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থখানি সর্বজনবোধ্য নহে, সহজ বোধ্যও নহে। অথচ সর্বসাধারণকে এই গ্রন্থ বুঝাইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সাধারণেরও তাহা বুঝিবার জন্য আগ্রহের অভাব নাই। এই প্রয়োজন ও আগ্রহ পূরণের জন্য অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন, যত্ন লইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের নামসর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সম্পাদিত শ্রীগ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রায় সর্ব সংশয়ের নিরসন হইয়াছে। কিন্তু কয়েক খণ্ডে বিভক্ত সেই গ্রন্থ সংগ্রহ সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। বর্দ্ধমান কালনা—আনন্দ আশ্রমের পূজ্যপাদ শ্রীল ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহাশয় শ্রীগ্রন্থের একখানি সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় কর্তৃক এই গ্রন্থ ইংরাজী ভাষাতেও অনুদিত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা বহুদিন হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি সর্বজন-বোধ্য সহজলভ্য গদ্যানুবাদের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় আমার প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীমান্ কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের চিরপোষিত সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন। ভট্টাচার্য মহাশয় পণ্ডিত, কবি এবং ভক্ত তাঁহার অনুবাদ যেমন সাবলীল, তেমনই প্রাঞ্জল এবং সর্বসাধারণের সহজ-বোধ্য হইয়াছে। আমি শ্রীগ্রন্থের কুমুদরঞ্জন-কৃত কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদই যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। চরিতামৃতের সংস্কৃত শ্লোকগুলি হয় তো টীকা টিপ্পনির সাহায্যে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পয়ারের ও ত্রিপদীর মর্মার্থ বৈষ্ণবকৃপা ভিন্ন বুঝিবার

সামর্থ্য হয় না। ভট্টাচার্য মহাশয় বৈষ্ণব কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন। এইজন্য চরিতামৃতের পয়ার ত্রিপদীর মর্মার্থ অনেকাংশে আপনি বুঝিয়া অপরকেও বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছেন। আমি এই কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম।

স্বনামধন্য পরম ভাগবত শ্রীহরিদাস নামানন্দ মহাশয় গ্রন্থখানির মুদ্রণভার গ্রহণপূর্বক আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। আমার মনে হয় গ্রন্থখানি যাহাতে সর্বসাধারণে গ্রহণ করিতে পারে তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বৈষ্ণব কৃপাধন্য ভট্টাচার্য মহাশয় এবং নামানন্দ মহাশয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করি। ভরসা আছে শ্রীগ্রন্থখানি সর্বসাধারণে সমাদরেই গ্রহণ করিবেন। ইতি—

সারদা কুটীর
কুড়মিঠা (বীরভুম)
সন ১৩৬৬ সাল, ২৩শে আষাঢ়
শ্রীশ্রীরথযাত্রা

বিনয়াবনত
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ-পরিচিতি

বেদের সারভাগ বেদান্ত। শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে বেদান্তের সার কথা গীতায় শুনাইয়াছেন। সেই গীতার সমাপ্তি যেখানে, শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ সেই-খানে। শ্রীমদ্ভাগবতের চরম সিদ্ধান্ত মহারাস-বিলাস। সেই মহারাস-বিলাসের পরিণতি, রাইকানু-একাকৃতি, যুগল-উজ্জ্বল-রসনির্যাস-মূরতি, মহাভাব রসরাজঘনাকৃতি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সুধা হইতেও সুমধুর লীলামৃত যে গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে তাহার নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপ রহস্য এবং নিগূঢ় লীলারহস্যের সন্ধান জানিতেন একমাত্র শ্রীস্বরূপদামোদর। শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-কলেবর—অতি-অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তিনি নিগূঢ় গৌরাঙ্গলীলা জগতে জানাইবার জন্য একখানি করচা রচনা করিয়াছিলেন। সেই করচা তিনি তাঁহার পরম প্রিয় শ্রীরঘুনাথ দাসকে শুনাইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাসের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। তিনি সেই করচার দুইটি শ্লোক শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই শ্লোক দুইটিই শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বর্ণনার মুখ্য অবলম্বন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত রচনার উপাদান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> চৈতন্যলীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার
> তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
> তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল
> ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-চরণ ভক্তগণকে যে ভেট দিয়াছেন তাহা অমৃত হইতেও সুমধুর। তৃষাতুর ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া ঐ অমৃত পান করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। কিন্তু সর্বসাধারণের এই অমৃত আস্বাদনের অনেক অসুবিধা ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বাংলা ভাষায় পদ্য ছন্দে লিখিত হইলেও উহার বিন্যাস পারিপাট্য, সুমার্জিত সংস্কৃত বহুল ভাষার ভাব-গাম্ভীর্যগভীরে প্রবেশাধিকার জনসাধারণের ছিল না।

বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার বিংশ ও একবিংশ পরিচ্ছেদে সনাতন শিক্ষায়, সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারে শ্রীসনাতন গোস্বামী কৃত 'বৃহৎভাগবতামৃতের' দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে অভিধেয় ভক্তিতত্ত্ব বিচারে, শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর' এবং ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে প্রয়োজন প্রেমতত্ত্ব বিচারে "উজ্জ্বলনীলমণির" সিদ্ধান্তসার সমুদ্ধৃত হওয়াতে উহাতে অনেকেই প্রবেশ করিতে পারিতেন না।

শিলং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক, বঙ্গভারতীর কৃতি সন্তান, পরাবিদ্যাপ্রবীণ শ্রীল কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় সুদীর্ঘ ছয়বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সমগ্র শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের গদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবকল্যাণ ব্রতের সর্বোত্তম সেবা। সর্বসাধারণ যাহাতে অনায়াসে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আস্বাদন করিতে পারেন, তিনি তাহার সর্বাঙ্গসুন্দর উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। উহা দেখিয়া সত্যই সুখী হইলাম। কার্য দেখিয়া কারণের অনুসন্ধান পাইলাম—

গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা সে করে বর্ণন।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ যার হয় প্রাণধন॥

অতএব বুঝিলাম শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ শ্রীকুমুদরঞ্জনের প্রাণধন। তাঁহারা ইঁহাকে পরিপূর্ণ কৃপা করিয়াছেন, তজ্জন্যই তিনি এই অসাধ্য-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-কৃপার জয় হোক্। ঘরে ঘরে এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রচারিত হউক। ত্রিতাপ-তাপিত জীবগণ এই অপ্রাকৃত অমৃত আস্বাদন করিয়া সুশীতল হউক, তাহাদের জীবন সার্থক হউক। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-চরণের অভয়বাণী সকলে অন্তরে গ্রহণ করুন—

ভবসিন্ধু তরিবারে যার আছে চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি শুনে সেই চৈতন্য-চরিত॥

ভাগবত ভবন
১০২।৩, বকুলবাগান রোড,
কলিকাতা ২৫
২৯শে শ্রাবণ, সন ১৩৬৬।

গুণমুগ্ধ
শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী,
ভাগবতশাস্ত্রী

অবতরণিকা

১৩৬০ সালে প্রয়াগের কুম্ভমেলার পর ৺কাশীধামে আসিয়া বাস করিতেছি। একদিন দুই জন বন্ধুসহ পরম শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় গোপীনাম কবিরাজ এম, এ. মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমার বন্ধু আমাকে শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকরূপে পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের ধর্মমত, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হইল। আমি মহাপ্রভু-প্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। মহাপণ্ডিত সোজা হইয়া বসিলেন এবং প্রায় তিন ঘণ্টাকাল বৈষ্ণবদর্শন ও অচিন্ত্যভেদাভেদ ব্যাখ্যা করিলেন। বিদায় নিয়া বাহিরে আসিয়া আমি বন্ধুদিগকে বলিলাম বৈষ্ণব শাস্ত্রের আকর গ্রন্থগুলি তেমন ভাবে পাঠ না করায় আমি কবিরাজ মহাশয়ের ব্যাখ্যার অনেকাংশ অনুসরণ করিতে পারি নাই। তাঁহার এত পরিশ্রম সার্থক হইল না। বন্ধুগণও সেইমত প্রকাশ করিলেন। শিলংএ ফিরিয়াই বৈষ্ণব শাস্ত্র গভীরভাবে পাঠ করিতে লাগিলাম।

গ্রন্থের বিশাল পরিধি

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ আরম্ভ করিয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি না। পদে পদে সংস্কৃত শ্লোকের বেড়াজাল। কবিতাগুলি অতি-সুললিত ও ভাবব্যঞ্জক হইলেও প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন বাংলায় লিখিত, স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য। গ্রন্থে এরূপ সর্বমোট ১০,৫২৪টি পয়ার ও ত্রিপদী। এতদ্ব্যতীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা, রঘুবংশ, উত্তরচরিত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্য; উদ্বাহতত্ত্ব, মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র; বিষ্ণুপুরাণ, কূর্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণশাস্ত্র; গীতা, ভাগবত, গীতগোবিন্দ, ভাগবতসন্দর্ভ, হরিভক্তি-বিলাস, জগন্নাথবল্লভ নাটক, বিদগ্ধমাধব নাটক, ললিতমাধব নাটক, গোবিন্দ লীলামৃত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র; বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্র, সাত্বত তন্ত্র

প্রভৃতি আগম শাস্ত্র; সর্বমোট ৭৬ খানা আকর গ্রন্থ হইতে মোট ১,০১১টি সংস্কৃত শ্লোক এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এর উপরে বেদ, বেদান্ত, উপনিষৎ, ষড়দর্শনাদির মর্মও বহুস্থলে সন্নিবেশিত। এসব কারণে এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সাধারণ-পাঠক গ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন না। ইহাতে গভীর অধ্যবসায় ও অভিনিবেশের প্রয়োজন হয়। বহু পরিশ্রমে আমি সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিলাম। পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। মনে হইল ইহাতে ধর্মশাস্ত্রের, দর্শনশাস্ত্রের চরম তত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ এক অমূল্যনিধি। মনে হইল—এ গ্রন্থ সাধারণের বোধ্য গদ্যে অনূদিত হইলে অনেকেই ইহার রসাস্বাদন করিতে পারিতেন।

এমন সময়ে শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও আসামের শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন অধিকর্তা শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় এম্, এ, (লণ্ডন), ডি, ডি; আই, ই এস্ (আর) মহাশয় 'হরিদাস নামানন্দ' নাম গ্রহণপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। ইনি শুধু সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি ছিলেন না, শিলঙের বহু জনহিতকর, কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সহিতও ঘনিষ্ঠভাবে ছিলেন জড়িত। ইনি একাধারে অক্লান্তকর্মী, প্রাজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত। বহুক্ষেত্রে ইঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া আমি স্নেহধন্য হইয়াছি। ইঁহার প্রীতির জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ গদ্যে রূপান্তরিত করিয়া তাঁহার করে অর্পণ করি। তিনিও স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ ইহা 'শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণলীলা, নামে 'স্বর্ণমণি-ললিতা সাহিত্যভবন' হইতে প্রকাশিত ভক্তিনিকেতন গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থরূপে মুদ্রিত করেন। এই গ্রন্থ সাময়িক পত্রাদিতে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। তাহা ছাড়া বহু সাহিত্যিক ও রসজ্ঞব্যক্তি আমাকে সমগ্র গ্রন্থ অনুবাদের জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

এই দুই পরিচ্ছেদের অনুবাদ আমাকে এক অপূর্ব আনন্দ দান করে। সেই আনন্দে আমি অনুবাদ করিয়া যাইতেছিলাম। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলার মুখবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম—যদি এই দুই পরিচ্ছেদ সাধারণ পাঠকের মনঃপূত হয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে উৎসাহ পাই, তবে সমগ্র গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশের সংকল্পই রহিল। বৃহৎ কর্ম, বৃহৎ সংকল্প। বিরাট পাণ্ডিত্য ও অজস্র অর্থের প্রয়োজন। আমি উভয়তঃই নিঃস্ব।

একমাত্র ভরসা—

—"ইহা আমি কিছুই না জানি।
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী॥" চৈ. চ. ২।৮।১৩

সাধারণ পাঠকের আশাতীত উৎসাহ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। অল্পদিনেই "বৃন্দাবন ভ্রমণলীলা" নিঃশেষিত হইয়া যায়। সেই উৎসাহই আমাকে সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী করিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত এই বৃহৎকর্ম সম্পন্ন হইত না—ইহাও আমি বিশ্বাস করি। তাঁহার কৃপা হইলেই অনুবাদ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থকার পরিচিতি

গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে আনুমানিক ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। নয়বৎসরের ঐকান্তিক পরিশ্রমে ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা সমাপ্তির পর তাঁহার তিরোধান ঘটে। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধা-দামোদরের মন্দিরে রক্ষিত আছে। কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব ও গ্রন্থ রচনার তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কাহারো কাহারো মতে কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম ১৫১৮ এর কাছাকাছি।

গদ্যসংস্করণের বিভাগ

গ্রন্থ আমি পাঁচ খণ্ডে ভাগ করিয়াছি। প্রথম খণ্ডে আদিলীলা, দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যলীলার ষোড়শ হইতে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত, তৃতীয় খণ্ডে মধ্যলীলার ষোডশ হইতে পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ এবং চতুর্থখণ্ডে সমগ্র অন্ত্যলীলা থাকিবে। পঞ্চম খণ্ডে থাকিবে দুরূহ শব্দাদির অর্থ সম্বলিত পরিশিষ্ট, মহাপ্রভুর পার্ষদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁহার পাদস্পর্শে-ধন্য স্থান সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, হস্তলিখিত চরিতামৃত সমূহের তালিকা ও বিভিন্ন মুদ্রিত চরিতামৃতের তালিকা প্রভৃতি। শ্রীগ্রন্থের মূল পয়ারাদি ও সংস্কৃত শ্লোক প্রতিখণ্ডের শেষে থাকিবে। সেজন্য প্রয়োজনবোধে গ্রন্থ-বিভাগের কিছু পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

	সংস্কৃত শ্লোক সংখ্যা	পয়ার ও ত্রিপদী সংখ্যা
প্রথম খণ্ড—আদিলীলা	২০৯	২০৯৫
দ্বিতীয় খণ্ড—মধ্যলীলার ১ম হইতে ১৫শ পরিচ্ছেদ	১৮৯	৩,৩১৯
তৃতীয় খণ্ড—মধ্যলীলার ১৬শ হইতে ২৫শ পরিচ্ছেদ	৪২৯	২,০৬৮
চতুর্থ খণ্ড—অন্ত্যলীলা	১৮৪	৩,০৪২
মোট	১,০১১ শ্লোক	১০,৫২৪ পয়ার ও ত্রিপদী
সর্বমোট	১১,৫৩৫	

এই অনুবাদে আমি অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীরাধা গোবিন্দ নাথ ভাগবতভূষণ মহাশয়ের সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং গৌড়ীয় মঠ কর্তৃক প্রকাশিত, দেবসাহিত্য-কুটীর কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী ও শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এবং শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের ইংরেজী অনুবাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ নির্ভুল বলিয়া সুধী সমাজে স্বীকৃত; শ্রদ্ধেয় নাথ মহাশয় এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপন আপন সম্পাদিত গ্রন্থে সেই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমিও তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছি। যেখানে অর্থ সংগ্রহে অসমর্থ হইয়াছি, আমি উপরোক্ত গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা আলোচনা করিয়াছি এবং ডক্টর নাথ মহাশয়ের অমৃত-বর্ষী "গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকার" সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার গ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ দুরূহ কর্ম অসম্ভব হইত। আমি ইঁহাদের সকলের নিকটে, বিশেষভাবে ডক্টর নাথ মহাশয়ের নিকটে কৃতজ্ঞ।

ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখিয়াছেন চৈতন্যচরিতামৃতে মোট শ্লোক সংখ্যা ১২,০৫১। আমরা উপরে ১১,৫৩৫টি দেখাইয়াছি। তিনি আদিলীলায় উপরের সংখ্যা হইতে ১৯৬টি, মধ্যলীলায় ৪৬টি এবং অন্ত্যলীলায় ২৭৪টি, মোট ৫১৬টি বেশী দেখাইয়াছেন। ডক্টর সেন বহু হস্তলিখিত শ্রীগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন। কোন্ স্থানের গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন লিখেন নাই।

এই অনুবাদে আমার ক্ষুদ্রশক্তি অনুসারে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। অর্থবোধের জন্য যাহা অতিরিক্তভাবে সংযোগ করিতে হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ বন্ধনীর ভিতরে দিয়াছি। মূল গ্রন্থখানি গদ্যে উপস্থিত করিতে কতটুকু সক্ষম হইয়াছি, রসিক সুধীবৃন্দ বিচার করিবেন। কোন দোষ ত্রুটি প্রদর্শন করিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধনের চেষ্টা করিব।

এক্ষণে গ্রন্থে বর্ণিত লীলাদি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্য জীবনী

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃত শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। তখন দেশ বিদেশ হইতে শিক্ষার্থী ও পুণ্যার্থী নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করিতেন। শ্রীহট্ট হইতেও বহু ব্যক্তি গিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্তী ও পুরন্দর জগন্নাথ মিশ্র তাঁহাদের অন্যতম। কালক্রমে জগন্নাথ মিশ্রের সহিত নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীর বিবাহ হয়। জগন্নাথ ও শচীমাতা পর পর আটটি কন্যা সন্তান হারাইয়া বিশ্বরূপকে জন্ম দান করেন। তৎপরে ১৪০৭ শকের (১৪৮৫ খৃঃ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীমন্ মহাপ্রভু জন্ম পরিগ্রহ করেন। শৈশবে তিনি বিশ্বম্ভর, গৌরাঙ্গ ও নিমাই নামে পরিচিত ছিলেন। অসামান্য প্রতিভাবলে নিমাই অল্পকাল মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া টোল স্থাপন করেন। যৌবনারম্ভে নিমাই পণ্ডিতের সহিত বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর বিবাহ হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গেলে দয়িত-বিরহ-সর্প লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে দংশন করে এবং তাহাতেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। অতঃপর সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পিতৃবিয়োগের পরে নিমাই পণ্ডিত বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের জন্য গয়াধামে গমন করেন। সেখানে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকটে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দীক্ষার পর হইতে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া পড়েন এবং ২৪ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বৃদ্ধা মাতা, যুবতী পত্নী, স্নেহময় স্বজন, বন্ধুগণ ও সাংসারিক ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পরিচিত হন। মাতৃ আজ্ঞা

গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ ২৪ বৎসর তিনি নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ছয় বৎসর তীর্থ ভ্রমণাদিতে অতিবাহিত হয়। মহাপ্রভু ১৪৮৫—১৫৩৩ খৃঃ (১৪০৭—১৪৫৫ শক) পর্যন্ত আটচল্লিশ বৎসর কাল প্রকট ছিলেন। তিনি কি ভাবে লীলা সম্বরণ করিলেন গ্রন্থকার কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টভাবে লিখেন নাই।

জন্ম হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত চব্বিশ বৎসর **আদিলীলা** বলিয়া খ্যাত। আদি লীলার চব্বিশ বৎসর প্রভু নবদ্বীপে কীর্তন বিলাসে অতিবাহিত করেন। তৎপরের ছয় বৎসর (১৫০৯—১৫১৫ খৃঃ) দাক্ষিণাত্য, গৌড়, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ কৃষ্ণ-নাম-প্রেমের বন্যায় ভাসাইয়া দেন। ইহারই নাম **মধ্যলীলা** বা **লীলা-মুখ্যধাম**। পরবর্তী অষ্টাদশ বৎসর **অন্ত্যলীলা** বলিয়া খ্যাত। এ সময়ে প্রভু নীলাচলে বাস করেন। ইহার মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য-গীত-রঙ্গে যাপন করিয়া জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেন। এবং শেষ দ্বাদশ বৎসর "গম্ভীরায়" বাস করিয়া রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেমের অনন্ত বৈচিত্রী রস আস্বাদন করেন।

চৈতন্যলীলা অনন্ত। স্বয়ং অনন্তদেব সহস্রবদনে সূত্রাকারে বর্ণনা করিলেও তাহার অন্ত পাইবেন না। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে সেই লীলা মধুরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে তিনি বহু লীলা লিপিবদ্ধ করেন নাই, বিশেষতঃ নিত্যানন্দলীলা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি এমনভাবে বিভোর হইয়া পড়েন যে 'চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ'। কবিরাজ গোস্বামী—স্বরূপ-দামোদর ও মুরারি গুপ্তের কড়চা ও কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত চরিত গ্রন্থ অবলম্বনে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব ভক্তগণের আদেশে, সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদন গোপাল বিগ্রহের আজ্ঞায় এবং স্বীয় শিক্ষাগুরু রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, জীব গোস্বামী ও গোপালভট্ট এবং দীক্ষাগুরু রঘুনাথ ভট্টের চরণ স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের কোন ঘটনাই তাঁহার স্ব-কল্পিত নয়। তিনি কোন্ কাহিনী কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থ মধ্যে স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবনীর মধ্যে বাঙ্গালা পদ্যে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য

চরিতামৃত, সংস্কৃতে স্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্তের কড়চা, কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাকাব্যম্ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকম্ প্রধান। স্বরূপ-দামোদরের কড়চা পাওয়া যায় না। এ সমস্ত চরিত গ্রন্থের মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃত কবিত্বে, বর্ণনার মাধুর্যে, দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে এবং ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশনে সর্বশ্রেষ্ঠ। এমন কি ইহা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় লিখিত শ্রেষ্ঠ জীবন চরিত ও দার্শনিক গ্রন্থের অন্যতম। এই গ্রন্থ বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং সংস্কৃতে উহার টীকা লিখিত হইয়াছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীগোপাল হালদার মহাশয় বলিয়াছেন—"সমস্ত মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে যদি কোন বিশেষ গ্রন্থকে মহৎ বল্‌তে হয়, তাহলে তা বল্‌তে হবে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'কে,......বাঙ্‌লার অন্য কোন কাব্য বিষয়-মাহাত্ম্যে, অকৃত্রিমতায়, তথ্য-নিষ্ঠায়, সরল প্রাঞ্জল বাক্য-গুণে—দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যের অপরূপ সমন্বয়ে—এমন গৌরব অর্জন করতে পারেনি।"

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার নিগূঢ় অভিপ্রায় কবিরাজ গোস্বামী নিজগ্রন্থে চিত্রিত করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তের সার এই যে যশোদানন্দনই শচীনন্দন রূপে অবতীর্ণ হইয়া দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চতুর্বিধ ভক্তভাব আস্বাদন করিয়াছেন। তিনি স্বমাধুর্য ও রাধা-প্রেমরস পরিপূর্ণভাবে আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অধিকাংশ সময় শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি আপনাকে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় কান্ত বলিয়া মনে করিতেন। দ্বাপরে যিনি ছিলেন ব্রজেশ্বর নন্দ, নবদ্বীপে তিনিই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র; যিনি ছিলেন ব্রজেশ্বরী যশোদা, তিনিই মাতা শচীদেবী; যিনি ছিলেন নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই শ্রীচৈতন্য গোস্বামী; যিনি ছিলেন বলদেব, তিনিই এখানে নিত্যানন্দ।

প্রভুর মানবীয় গুণ

এ সমস্ত ভগবৎলীলা প্রকটিত করিলেও প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুতে মানবীয় দয়া, মায়া, প্রীতি, স্নেহ, বাৎসল্যের অভাব ছিল না।

নিমাই পণ্ডিতের বন্ধুপ্রীতি ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি ন্যায়-শাস্ত্রের একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারিত হইলে তদীয় বন্ধু রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রন্থ সাধারণ্যে আদৃত হইবে না, তৎক্ষণাৎ তিনি অম্লান বদনে স্বীয় গ্রন্থ গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করিয়া বন্ধুর প্রীতি সম্পাদন করিলেন।

তাঁহার মাতৃভক্তির তুলনা নাই। কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণের পর প্রভু কৃষ্ণ-প্রেমে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরে লইয়া আসেন। শচীমাতা ইহা শুনিয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসেন শান্তিপুরে। আসিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন প্রভু বলিলেন—মাগো! এ শরীর তোমারই দান, আমার কিছুই নাই। এ দেহের তুমি জন্ম দিয়াছ। পালনও করিয়াছ তুমিই। কোটী জন্মে তোমার ঋণ শোধ করিতে পারিব না মা। আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও একথা ঠিক যে আমি কখনও তোমার প্রতি উদাসীন হইব না। সত্যই প্রভু জননীর প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তিনি প্রতি বৎসর জগদানন্দকে নদীয়াতে পাঠাইতেন—'বিচ্ছেদ দুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে।' নদীয়ায় যাহাতে কেহ স্বেচ্ছাচারিতা করিতে না পারেন, সেজন্য প্রভু একবার পণ্ডিত দামোদরকে মাতৃ সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ দামোদর ছিলেন উচিত বক্তা, প্রয়োজন বোধ করিলে প্রভুকেও বাক্যদণ্ড দিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

প্রভুর ভক্তবাৎসল্যের অজস্র দৃষ্টান্ত চরিতামৃতের পাতায় পাতায় উল্লিখিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রার সময়ে প্রভুর সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে পুরীধামে আসিতেন। তাঁহাদের বিদায়ের দৃশ্য অতি মর্মস্পর্শী। শেষ বিদায়কালে প্রভু বলিলেন—

সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কিছু ধন।
কি দিয়া তো-সভার ঋণ করিব শোধন॥
দেহমাত্র ধন আমার কৈল সমর্পণ।
তাহাঁই বিকাই যাহাঁ বেচিতে তোমার মন॥
প্রভুর বচনে সভার দ্রবীভূত মন।
অঝোর-নয়নে সভে করেন ক্রন্দন॥

প্রভু সভার গলা ধরি করেন রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সভায় কৈল আলিঙ্গন॥ চৈ. চ. ৩।১২।৭২-৭৫

অলৌকিক লীলা

লৌকিক লীলায়ও মহাপ্রভুর জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তাহার প্রধান প্রধান কয়েকটি নিম্নে উধৃত হইল :—

(১) অদ্বৈতাচার্যকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন (১।১৭), (২) শ্রীবাসের গৃহে বিষ্ণু-খট্টায় ঐশ্বর্য প্রকাশ (১।১৭), (৩) নিত্যানন্দকে ষড়ভুজ মূর্তি প্রদর্শন (১।১৭), (৪) মুরারি গুপ্তের গৃহে বরাহ আবেশ (১।১৭), (৫) গোপাল চাপালের ও বাসুদেব ব্রাহ্মণের কুষ্ঠব্যাধি বিমোচন (১।১৭) ও (২।৭), (৬) আম্রবৃক্ষ জন্মাইয়া তাহা হইতে ক্ষণেকের মধ্যে শত শত আম্র আহরণ (১।১৭), (৭) প্রভুতে নৃসিংহের আবেশ (১।১৭), (৮) প্রভুতে বলরামের আবেশ (১।১৭), (৯) সার্বভৌমকে স্বকীয় চতুর্ভুজ, কৃষ্ণরূপ ও ষড়ভুজমূর্তি প্রদর্শন (২।৬।১৮৩), (১০) রায় রামানন্দের নিকটে শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রকটন (২।৮।২২১), (১১) কাশী মিশ্রের নিকটে চতুর্ভুজরূপ প্রকটন (২।১০।৩১), (১২) কীর্তনের সাত দলে প্রভুর এক সঙ্গে বিলাস (২।১৩।৫১), (১৩) রথাগ্রে নৃত্য সময়ে অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাবের উদয়—অঙ্গ শিমূল বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকিত, চক্ষু হইতে পিচকারীর ন্যায় অশ্রুধারা, দন্তপাটির অদ্ভুত কম্পন ইত্যাদি (২।১৩।৯৬—১০০), (১৪) রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রভুর ঐশ্বর্যপ্রকাশ (২।১৪।১৭), (১৫) ব্যাঘ্রাদি বন্য পশুকে নাম প্রেম দান (২।১৭), (১৬) রাধাভাবের দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অস্থি সন্ধি প্রভৃতির অদ্ভুত শৈথিল্য ও কূর্মাকৃতি অনুভাব (৩।১৪, ৩।১৭, ৩।১৮)।

এই সমস্ত অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন, প্রভু তাঁহার অলৌকিক কর্ম ও অলৌকিক অনুভাব—

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥ চৈ. চ. ১।৩।৭০

লুকাইতে নারে প্রভু ভক্তজন স্থানে। চৈ. চ, ১।৩।৭১

ভক্ত ব্যতীত এই অলৌকিক লীলা কেহ অনুভব করিতে পারে না, যথা—

পূর্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর করে ক্ষণে ক্ষণে॥
ভক্তজন অনুভবে, নাহি জানে আন। চৈ. চ. ২।১৩।৬৫-৬৬

যে ব্যক্তি এই লীলা বিশ্বাস করিয়া শুনে—

অদ্ভুত চৈতন্য লীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেইজন যায় চৈতন্যের পদপাশ॥ চৈ. চ. ১।১৭।২৯৯

আবার— অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্যশক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে—চরিত্র যাঁহার॥ চৈ. চ. ৩।১৯।৯৭

অতএব— শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিলে পাইবে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুখ॥ চৈ. চ. ৩।১৯।১০৩

তথাপি যাঁহারা বিশ্বাস না করেন—

অলৌকিক লীলাতে যার না জন্মে বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় নাশ॥ চৈ. চ. ২।৭।১০৮

ভগবানের অবতারগণের লৌকিকলীলা লোক-চেষ্টাময় হইলেও তাহা 'ঈষচেষ্টয়া বলিতান্তরম্' (১) অর্থাৎ ঈশ্বরচেষ্টাগর্ভ। সাধারণভাবে ইহাদের ব্যাখ্যা চলে না। অতএব এ সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামীর সিদ্ধান্ত এই—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্ব ফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥ চৈ. চ. ২।৮।২১২-২১৩

প্রভুর শাস্ত্র বিচার প্রণালী

নিমাই পণ্ডিতের ন্যায় অসাধারণ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত তৎকালে ভারতবর্ষে ছিলেন না। সে সময়ে নবদ্বীপ ও কাশীধাম ছিল শাস্ত্র চর্চার শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র। সেই সব স্থানের পণ্ডিতগণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকটে নতি স্বীকার করেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরী, মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম,

(১) চৈ. চ. ১।১৪।২

কাশীধামের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি তাঁহার নিকটে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাভব স্বীকার করেন।

নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঔদ্ধত্য থাকিলেও উহাতে কেহই দুঃখ পাইতেন না। বড়ই বিচিত্র ভঙ্গীতে তিনি উহা প্রয়োগ করিতেন। যাঁহাদিগকে তিনি শাস্ত্রালোচনায় পরাজিত করিতেন, তাঁহাদের নিকটেও নিজেকে অতিক্ষুদ্র শিষ্য-প্রায় বলিয়া প্রকাশ করিতেন, যাহাতে পরাজয়ের গ্লানি তাঁহাদের অন্তরে আঘাত না দেয়। নবদ্বীপে দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরী ঝড়ের ন্যায় শত শ্লোকে গঙ্গার স্তব গান করিলে নিমাই পণ্ডিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উহার দোষগুণ বিচার করিতে অনুরোধ করিলেন। কবি বলিলেন—ইহাতে দোষ কি দোষের আভাসও নাই। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা বেদের সারের ন্যায় অভ্রান্ত। তখন মহাপ্রভু শ্লোকের চারি চরণে পাঁচটি প্রধান গুণ ও পাঁচটি প্রধান দোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আরো অনেক দোষগুণ পাওয়া যাইবে।

মহাপ্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীর বাক্যরোধ হইল, পরাজয়ে তিনি মৃতপ্রায় হইলেন। কিন্তু প্রভু বলিলেন—

তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর॥ চৈ. চ. ১।১৬।৯৪
শৈশব চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার॥ চৈ. চ. ১।১৬।৯৭

অসামান্য পণ্ডিত হইলেও মহাপ্রভু কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। (১)

---

(১) কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে (National Library) রক্ষিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির যে মুদ্রিত তালিকা আছে তাহাতে দেখা যায়, নিম্নলিখিত সন্দর্ভগুলিও শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক রচিত—

সংক্ষেপ ভাগবতামৃত (K 33), তত্ত্বসার, বেদান্ত (K 120), হরিনাম কবচ (L 2967), গোপাল চরিত (L 1118), প্রেমামৃত (L 736,928).

K=নাগপুরের F. KIELHORN সংকলিত পাণ্ডুলিপি।

L=রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পাণ্ডুলিপি।

শ্রীচৈতন্যদেব রচিত শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। অনেকের মতে শ্রীজগন্নাথাষ্টক নামক বিখ্যাত জগন্নাথ স্তোত্রটিও শ্রীচৈতন্যরচিত।

যে ন্যায় শাস্ত্রের গ্রন্থ তিনি কৈশোরে লিখিয়াছিলেন, তাহাও বন্ধুবর রঘুনাথ শিরোমণির প্রীত্যর্থে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। তাঁহার কৃত শিক্ষাষ্টক নামক ৮টি শ্লোক মাত্র বর্তমান আছে। ইহা ব্যাখ্যাসমেত অন্ত্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে স্থান পাইয়াছে।

শিক্ষাদান ও নাম প্রেম প্রচার প্রণালী

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষাদান ও নাম প্রেম প্রচার প্রণালী ছিল অতি অদ্ভুত। তিনি কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে একা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করিয়াছেন এবং যাহাকে সাক্ষাতে পাইয়াছেন তাহাকেই 'কহ কৃষ্ণ' বলিয়া আলিঙ্গন করিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। সাধারণভাবে কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। তিনি স্বয়ং মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রদেশপাল শূদ্র রামানন্দ রায়ের নিকটে লীলারঙ্গে সাধ্য সাধন তত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্ন মিশ্রও প্রভুর আদেশে রামানন্দের নিকটে সাধ্য সাধন তত্ত্ব উপদেশ লাভ করিয়াছেন। প্রভু বলিতেন—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সে-ই গুরু হয়॥ চৈ. চ. ২।৮।১০০

অর্থাৎ বিপ্রই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, যিনি কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা, তিনিই গুরু হইতে পারেন।

প্রভু যবন হরিদাসের দ্বারা জগতে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন। গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের প্রধান অমাত্য রূপ ও সনাতন এবং সপ্তগ্রামের অধিপতি রঘুনাথ দাসকে অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করাইয়া ভিক্ষাজীবী, চীরধারী বৈষ্ণবে পরিণত করিয়া ইঁহাদের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রণয়ন করাইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাসহচর অভিন্ন-কলেবর অবধূত নিত্যানন্দের সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ করাইয়া আচণ্ডালে নাম প্রেম বিতরণের জন্য প্রভু তাঁহাকে গার্হস্থ্যধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী ও অন্যান্য বৈষ্ণব আচার্যের মধ্যে যাঁহাদের প্রভুকে দর্শন লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে,—তাঁহারা ব্রাহ্মণ হউন, অব্রাহ্মণ হউন,—প্রভু তাঁহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া ইঁহাদের দ্বারা বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও বৈষ্ণব শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থে সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। তাহা নিম্নলিখিত পয়ার হইতে অনুমিত হইবে—

ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ ॥ চৈ. চ. ২।৯।১৪০-৪১

আবার—

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥ চৈ. চ. ২।২০।১৩৪

সমগ্র গ্রন্থে ভক্তির মাহাত্ম্যই কীর্তিত হইয়াছে। প্রভু বলিতেছেন—

ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্মজ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥
অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥ চৈ. চ. ২।২০।১২১—১২২
ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥ চৈ. চ. ২।২০।১৩৭

সর্বশাস্ত্রেই নাম-মাহাত্ম্য প্রচারিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য ও তদীয় পার্ষদগণ অনুক্ষণ নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভু জানাইয়াছেন, নাম সংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। এই সংকীর্তন-যজ্ঞের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ লাভ হয়, সর্ব অনর্থ নাশ হয়, সর্বশুভের উদয় হয় এবং কৃষ্ণ প্রেমের উল্লাস হয়। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি, তাহারা নিজ নিজ রুচি অনুরূপ নাম লইবেন। আর—

খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
দেশ-কাল-নিয়ম নাহি, সর্ব সিদ্ধি হয় ॥ চৈ. চ. ৩।২০।১৪

শ্রীগ্রন্থের বিবিধ তত্ত্ব

আদিলীলার প্রথম দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ও মধ্যলীলার ১৯শ হইতে ২৩শ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামি-পাদ কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, গৌরতত্ত্ব, নিত্যানন্দ-তত্ত্ব, অদ্বৈত-তত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতির অপূর্ব দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাধ্য-সাধন তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে। কে আমি?

কেন তাপত্রয় আমাকে জর্জরিত করে? কিসে আমার হিত হয় এবং কিসে দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইতে পারি?—এসব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে। সুধী পাঠকগণ যথাস্থলে এ সমস্ত আলোচনা পাঠ করিবেন।

সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে মধ্যলীলার ২২শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। মধুর রস আস্বাদন বিষয়ে মহাপ্রভুর একটি আচরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি স্বয়ং নবদ্বীপ লীলায় শ্রীবাসের আঙ্গিনায় ও নীলাচল লীলায় গম্ভীরায় যে সমস্ত কৃষ্ণলীলা কীর্তন ও রাধাভাবে বিভোর হইয়া যে সমস্ত আচরণ করিয়াছেন অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারো তাহা দর্শনেরও অধিকার ছিল না।

কবিরাজ গোস্বামীর দৈন্য ও বিনয়

এই গ্রন্থ যখন রচিত হয় তখন কবিরাজ গোস্বামী অশীতিপর বৃদ্ধ। তাঁহার ভাষায় তিনি তখন—

বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ চৈ. চ. ৩।২০।৮৪

এই অবস্থায়ও নয় বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া কবিরাজ গোস্বামী ১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে গ্রন্থ সমাপন করেন। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও বিনয় প্রবাদ বাক্যের ন্যায়। মহাপ্রভুর শিক্ষা 'তৃণাদপি সুনীচেন' তাঁহার জীবনে যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ছিল। তিনি বলিতেছেন—

জগাই-মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয়ে যেই তার পাপ হয়॥ চৈ. চ. ১।৫।১৮৩-১৮৫

আবার—আমি অতি ক্ষুদ্রজীব—পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥

তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি, এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী সমান॥ চৈ. চ. ৩।২০।৮১-৮৩

সর্বশেষে এই পরম বৈষ্ণব পরম ভক্তিমান মহাভাগবত বলিতেছেন—আমি শ্রোতৃবর্গের চরণ বন্দনা করি। তাঁহাদের চরণ কৃপা সর্বশুভের কারণ হয়। তাঁহাদের পদরেণু আমার মস্তকের ভূষণ।

শ্রীগ্রন্থ যেরূপ অসামান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ, গ্রন্থকর্তার বিনয় ও দৈন্যও সেইরূপ অনন্যসাধারণ।

এরপরে অনুবাদ কার্যে আমার যথার্থ অক্ষমতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমি এই কর্ম আরম্ভ করিয়া বহু বৈষ্ণব সজ্জনের ও শ্রদ্ধভাজন ব্যক্তির আশীর্বাদ লাভে ধন্য হইয়াছি। সাহিত্যিক বন্ধুজনের শুভেচ্ছাও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে। এই অসামান্য কৃপা ও শুভেচ্ছাই আমার একমাত্র মূলধন।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ভক্তিভাজন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় রসোত্তীর্ণ, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি মহাপ্রভুর কৃপাভাজন বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, সাহিত্যজগতে লব্ধ-কীর্তি। তাঁহার অনবদ্য ভূমিকা পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন। আমি ইঁহার কৃপালাভে চিরকৃতজ্ঞ। 'বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি' **আদিলীলা'** গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সেজন্য সমিতির সভাপতি, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও সম্পাদক আসাম শিক্ষাবিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ—শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র রায় হরিদাস নামানন্দ মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। নামানন্দ মহারাজের আশীর্বাদই আমাকে গ্রন্থ প্রণয়নে শক্তি দান করিয়াছে। মধ্য ও অন্ত্যলীলার পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত। মহাপ্রভুর কৃপা হইলেই প্রকাশিত হইবে।

'শ্রীশ্রীনিমাইসুন্দর' পত্রিকার সম্পাদক ও বহু ভক্তিগ্রন্থ-প্রণেতা পরমভাগবত পণ্ডিতপ্রবর শ্রীল দ্বিজপদ গোস্বামী ভাগবতশাস্ত্রী মহোদয় আমার সামান্য

কর্মে তুষ্ট হইয়া আমাকে আনন্দপুলকে আশীর্বাদ করিয়াছেন এবং তথ্যপূর্ণ, সারগর্ভ '**গ্রন্থপরিচিতি**' লিখিয়া দিয়াছেন। এ ঋণ অপরিশোধ্য।

কলিকাতার ওরিয়েণ্টাল্ বুক্ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী প্রীতিভাজন শ্রীকৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ও স্নেহভাজন বন্ধুজন শ্রীগ্রন্থ মুদ্রণ ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভ করিবেন—আমার বিশ্বাস আছে।

যে সমস্ত শ্রদ্ধাস্পদ মনীষী পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি দৃষ্টে আমাকে আশীর্বাদ করিয়া উৎসাহিত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিমত গ্রন্থশেষে প্রদত্ত হইল।

ঝুলনপূর্ণিমা, ১৩৬৬
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,
শিলং।

বিনীত
শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য

আদিলীলা

সঙ্কেত

১। প্রত্যেক শ্লোকে মূল গ্রন্থের সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, যথা— ভাঃ ১০।৩২।৫—অর্থাৎ ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ৩২শ পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক। চৈ. চ. ১।৫।১০ অর্থাৎ চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ, ১০ম পয়ার, চৈ. চ. ২।৬।৮ অর্থাৎ চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ৮ম পয়ার, চৈ. চ. ৩।২০।৮০, অর্থাৎ চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ, ৮০শ পয়ার।

২। প্রতি পৃষ্ঠার নীচে মূল গ্রন্থের যে সমস্ত পয়ারের অনুবাদ সেই পৃষ্ঠায় আছে তাহা * চিহ্ন দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সুচীপত্র

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদিলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুরুবন্দনা ও মঙ্গলাচরণ

(এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গুরুবন্দনা ও মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।)

বন্দনা করি গুরুবর্গকে, বন্দনা করি শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দকে, বন্দনা করি শ্রীঅদ্বৈতাদি ঈশ্বরের অবতারগণকে, বন্দনা করি শ্রীনিত্যানন্দাদি ঈশ্বরের প্রকাশমূর্তিদিগকে, বন্দনা করি শ্রীগদাধরাদি ঈশ্বরের শক্তিবর্গকে, বন্দনা করি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামী ঈশ্বরকে।১।

বন্দনা করি অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশকারী, পরম মঙ্গলদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দেবকে। ইঁহারা আশ্চর্য সূর্য চন্দ্রের ন্যায় গৌড়দেশরূপ উদয় গিরিতে একই সঙ্গে সমুদিত হইয়াছেন।২।

উপনিষদে যিনি অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি; যোগশাস্ত্র যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন তিনিও ইঁহার অংশ বিভূতি; তত্ত্ববিচারে যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ বলা হয়, তিনি স্বয়ং ইনিই। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর নাই।৩।

বিদগ্ধমাধবে আছে (১।২)—

যে উন্নত উজ্জ্বল রসে রসাল নিজস্ব প্রেম-ভক্তি চিরদিন অনর্পিত ছিলেন, সেই প্রেমভক্তিসম্পদ সর্বসাধারণকে বিতরণের জন্য সুবর্ণ হইতেও সুন্দরকান্তিযুক্ত শচীনন্দন গৌরহরি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সর্বদা তোমাদের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হউন।৪।

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকারস্বরূপা (অর্থাৎ বিগ্রহ স্বরূপা) হ্লাদিনী শক্তি। এজন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ) তাঁহারা একাত্মা। কিন্তু একাত্মা হইয়াও অনাদিকাল হইতে উভয়ে শ্রীবৃন্দাবনে পৃথক দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে এই কলিযুগে সেই দুই দেহ একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। এই রাধাভাব কান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি।৫।

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা (অর্থাৎ প্রেম মাধুর্য) কিরূপ, এই প্রেমে শ্রীরাধা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কিরূপ, আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য আস্বাদনে শ্রীরাধার যে সুখ হয়, সেই সুখই বা কিরূপ, এই সমস্ত বিষয়ে অতিশয় লোভ হেতু শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুমধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন।৬।

সংকর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী নারায়ণ, ক্ষীরোদ-শায়ী নারায়ণ এবং অনন্তদেব,—ইঁহারা যাঁহার অংশকলা, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি।৭।

শরণাপন্ন হই সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের—যাঁহার স্বরূপ—সর্বব্যাপক, মায়াতীত বৈকুণ্ঠলোকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ চতুর্ব্যূহ মধ্যে (১) সংকর্ষণ নামে প্রকাশিত।৮।

(১) চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

যিনি সাক্ষাৎ মায়াধীশ, যাঁহার অঙ্গ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সমূহের আশ্রয়, সেই কারণার্ণবশায়ী আদি পুরুষ মহাবিষ্ণু যাঁহার একটি অংশ, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণাগত হই ।৯।

চতুর্দশ ভুবনাত্মক লোকসমূহ যাঁহার আশ্রয় এবং যাঁহার নাভিপদ্ম লোকপিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান, সেই গর্ভোদশায়ী বিরাট পুরুষ যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণাপন্ন হই ।১০।

নিখিল জীবের অন্তর্যামী ও পালনকর্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশাংশের অংশ এবং ধরণীধারণকারী অনন্তদেবও যাঁহার কলা—সেই নিত্যানন্দনামক বলরামের আশ্রয় গ্রহণ করি ।১১।

যে জগৎকর্তা মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারই অবতার এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য ।১২।

শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়া যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত, এবং ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া যিনি আচার্য নামে বিখ্যাত, আমি সেই ভক্তাবতার ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করি ।১৩।

ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ নিত্যানন্দ, ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য, ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি এবং ভক্তশক্তিক গদাধর—এই পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি ।১৪।

আমি পঙ্গু ও মন্দবুদ্ধি। পরম দয়ার আধার শ্রীরাধা ও শ্রীমদন-মোহন আমার একমাত্র গতি। ইঁহাদের পাদপদ্মই আমার সর্বস্ব। ইঁহারা জয়যুক্ত হউন ।১৫।

পরম শোভাময় শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে রত্ন মন্দিরে রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং প্রিয়সখীগণ কর্তৃক সেবিত শ্রীরাধা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে স্মরণ করি ।১৬।

যিনি বেণুধ্বনিদ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি বংশীবট তটে অবস্থিত এবং যিনি রাসরসপ্রবর্তক, সেই শ্রীমান্ গোপীনাথ আমাদের কুশল বিধান করুন ।১৭।

জয় শ্রীচৈতন্য, জয় শ্রীনিত্যানন্দ, জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র, জয় শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ।

শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ (১) এই তিন ঠাকুর—গৌড়দেশবাসী বাঙ্গালীদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইঁহাদের চরণ বন্দন করি। তিন জনই আমার নাথ। গ্রন্থের আরম্ভে গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া মঙ্গলাচরণ করি। ইঁহাদের স্মরণে বিঘ্ননাশ হয় ও অনায়াসে বাঞ্ছাপূর্ণ হয়।

মঙ্গলাচরণ ত্রিবিধ—বস্তুনির্দেশ (২), আশীর্বাদ ও নমস্কার। প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেবকে নমস্কার করিয়াছি। নমস্কার আবার দ্বিবিধ—সামান্য ও বিশেষ। (প্রথম শ্লোকে সামান্য ও দ্বিতীয় শ্লোকে বিশেষ নমস্কার করিয়াছি।) তৃতীয় শ্লোকে করিয়াছি বস্তু নির্দেশ। তাহা হইতে পরতত্ত্ব বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। চতুর্থ শ্লোকে জগদ্‌বাসী জীবগণকে আশীর্বাদ অর্থাৎ সকলের মঙ্গল কামনা। সকলের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা প্রার্থনা। এই চতুর্থ শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারত্ব গ্রহণের বাহ্যিক অর্থাৎ গৌণ কারণ উল্লেখ করিয়াছি। এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে অবতারের মূল প্রয়োজন বা মুখ্য-কারণ বর্ণনা করিয়াছি। এই ছয় শ্লোকেই শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছি। পরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দের মহত্ব এবং দুইটি শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব কীর্তন করিয়াছি। আর তৎপরবর্তী শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের (৩) ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই ভাবে চৌদ্দ শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়াছি, ইহার মধ্যে বস্তু নির্দেশও আছে।

এক্ষণে সমস্ত শ্রোতা ও বৈষ্ণবগণকে নমস্কার করিয়া এই সব শ্লোকের অর্থ বিচার করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাহার শাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত আমি নিরূপণ করিতেছি—সকল বৈষ্ণবগণ তাহা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ (অর্থাৎ স্বয়ংরূপে), গুরু, ভক্ত,

---

(১) শ্রীমদনমোহনের সেবা সনাতন গোস্বামী দ্বারা, শ্রীগোবিন্দের সেবা রূপ গোস্বামী দ্বারা ও শ্রীগোপীনাথের সেবা মধুপণ্ডিতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ইঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন।

(২) বস্তু নির্দেশ—গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখ।

(৩) পঞ্চতত্ত্ব—শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাসাদি ও শ্রীগদাধর।

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ১৪

শক্তি, অবতার ও প্রকাশ—এই ছয়রূপে বিলাস করিয়া থাকেন। অতএব এই ছয় তত্ত্বের চরণ বন্দনা করিয়া প্রথমে সামান্যভাবে নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করি। যথা—প্রথম শ্লোক—

গুরুবর্গকে, শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দকে, অদ্বৈতাদি ঈশ্বরের অবতারগণকে, নিত্যানন্দাদি ঈশ্বরের প্রকাশমূর্তিদিগকে, গদাধরাদি ঈশ্বরের শক্তিবর্গকে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক ঈশ্বরকে বন্দনা করি।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুগণের চরণ সর্বাগ্রে বন্দনা করি। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস—এই ছয়জন আমার শিক্ষাগুরু। তাঁহাদের পাদপদ্মে কোটি নমস্কার। শ্রীবাসাদি ভগবানের ভক্তগণের পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম। মহাপ্রভুর অংশাবতার অদ্বৈতাচার্যের পাদপদ্মে কোটি প্রণাম। মহাপ্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ নিত্যানন্দের দাস আমি, তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি। গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজ শক্তি, তাঁহাদের চরণে আমার সহস্র প্রণতি। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার পদারবিন্দে অনন্তবার প্রণাম। এইভাবে সপরিকর মহাপ্রভুকে নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ংরূপে, গুরুরূপে, ভক্তরূপে, শক্তিরূপে, অবতাররূপে ও প্রকাশরূপে বিলাস করেন, তাহা বর্ণনা করিতেছি।

যদিও আমার গুরু শ্রীচৈতন্যের দাস, তথাপি আমি তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের প্রকাশ বা আবির্ভাব বলিয়াই জানি বা মনে করি। শাস্ত্রানুসারে দীক্ষাগুরু কৃষ্ণতুল্য, শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপেই ভক্তগণকে কৃপা করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৭।২৭) আছে—

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন—আচার্যকে অর্থাৎ দীক্ষাগুরুকে আমি (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) বলিয়াই জানিবে ; কখনও অবজ্ঞা করিবে না, অথবা মনুষ্য বুদ্ধিতে তাঁহাতে দোষ আরোপ করিবে না, কারণ গুরুদেব সর্ব দেবময় ।১৮।

শিক্ষা-গুরুকেও কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়াই জানি। শিক্ষা-গুরু দুই প্রকার—অন্তর্যামী পরমাত্মা ও ভক্তশ্রেষ্ঠ।

* পয়ার সংখ্যা ১৫ হইতে ২৮

ইহার প্রমাণ আছে শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৯।৬)—

হে ঈশ, বাহিরে গুরুরূপে তত্ত্ব-উপদেশ দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা তুমি দেহধারিগণের অশুভ অর্থাৎ বিষয়-বাসনা দূর করিয়া নিজরূপ প্রকাশিত কর! বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মার পরমায়ু প্রাপ্ত হইলেও তোমার এই ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন না। তাঁহারা তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়াই পরমানন্দে বিভোর।১৯।

ভগবদ্গীতায় আছে (১০।১০)—

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন—আমাতে সর্বদা আসক্তচিত্ত হইয়া যাহারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, তাহাদিগকে আমি সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে লাভ করিতে পারেন।২০।

শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া আত্মানুভব করাইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ ভাগবতে পাওয়া যায় (২।৯।৩০—৩৫), যথা—

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—ব্রহ্মন্, আমার সম্বন্ধে পরম গোপনীয় যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ঐ জ্ঞান আমি তোমার হৃদয়ে অনুভব করাইয়া দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর। ঐ জ্ঞানের রহস্য ও অঙ্গ বা সহায় সম্বন্ধেও বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর।২১।

আমার স্বরূপ, আমার লক্ষণ, আমার (শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজাদি) রূপ, আমার (ভক্ত বাৎসল্যাদি) গুণ, আমার লীলা—এই সমস্ত বিষয়ে সর্বপ্রকার জ্ঞান আমার অনুগ্রহে তোমার অধিগম্য হউক।২২।

সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম। অন্য যে স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ এবং তাহাদের যে প্রধান কারণ, তাহাও আমা হইতে পৃথক ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি আছি, এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহাও আমি এবং প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি।২৩।

পরমার্থবস্তু ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি হয় এবং স্বতঃই (অর্থাৎ পরমার্থ বস্তুর আশ্রয় ব্যতীত) যাহার প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে, যেমন আভাস বা প্রতিচ্ছবি এবং অন্ধকার ।২৪।

মহাভূত সকল যেরূপ সর্ববিধ প্রাণীর ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত, সেইরূপ আমিও আমার চরণে প্রণত ভক্তগণের ভিতরে ও বাহিরে স্ফূরিত হই ।২৫।

যাহারা আমার (অর্থাৎ ভগবানের) তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তাহারা বিধি-নিষেধ দ্বারা যে পদার্থ সর্বকালে ও সর্বস্থলেই বিদ্যমান বলিয়া উপপন্ন হয়, তৎ সম্বন্ধেই শ্রীগুরুর নিকটে জিজ্ঞাসা করিবেন ।২৬।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের প্রথম শ্লোকে আছে,—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিতেছেন—

চিন্তামণিতুল্য সর্বাভিষ্টপূরক সোমগিরি নামক আমার মন্ত্রগুরু জয়যুক্ত হউন। (১) যে শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ কল্পতরু-পল্লবের অগ্রভাগে (অর্থাৎ পল্লবাগ্রে) জয়শ্রী শ্রীরাধিকা গাঢ় অনুরাগ বশতঃ স্বয়ম্বর সুখ (অর্থাৎ শৃঙ্গার রস) আস্বাদন করিয়া থাকেন, আমার শিক্ষাগুরু সেই শিখিপুচ্ছচূড় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জয়যুক্ত হউন ।২৭।

চিত্তের অন্তর্যামী ভগবান্ গুরুরূপে জীবের সাক্ষাতে দৃষ্ট হন না, জীব তাঁহাকে দর্শন করিতে পায় না, তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহান্তরূপে (২) শিক্ষা-গুরুর কার্য করিয়া থাকেন।

ভাগবতে আছে (১১।২৬।২৬)—

(অসৎসঙ্গ লোকের মনকে ভগবান্ হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক সৎসঙ্গ করিবেন।

---

(১) অপর অর্থ—আমার শিক্ষাগুরু চিন্তামণি নাম্নী বেশ্যা (যাঁহার শ্লেষ বাক্যে শ্রীভগবানে আমার অনুরাগ জন্মিয়াছিল,) সেই চিন্তামণি ও দীক্ষা-গুরু সোমগিরি জয়যুক্ত হউন।

(২) মহান্তরূপে—মহান্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া।

কারণ সাধুগণই মনের ভক্তিবিরোধী আসক্তি সদুপদেশ দ্বারা ছেদন করিয়া থাকেন ।২৮।

ভাগবতে আরো আছে (৩।২৫।২৪)—

ভগবান্ বলিলেন—সাধুদিগের সহিত মিলন হইলে আমার মাহাত্ম্য প্রকাশক কথা উপস্থিত হয়। সেই কথা হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক। প্রীতি-পূর্বক এই কথা আস্বাদন করিলে অপবর্গের (১) বর্ত্মস্বরূপ আমাতে (শ্রীভগবানে) শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেমভক্তি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকে ।২৯।

ভক্ত ঈশ্বরস্বরূপ, কারণ ভক্তই তাঁহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ বসতিস্থল। ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা বিশ্রাম করেন।

ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে (৯।৪।৬৮)—

ভগবান্ বলিতেছেন—সাধুগণ আমার হৃদয় অর্থাৎ প্রাণতুল্য প্রিয়। আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমাভিন্ন অন্য কিছু জানেন না এবং আমিও তাঁহারা ব্যতীত অন্য কিছু বিন্দুমাত্রও জানি না ।৩০।

ভাগবতে আরো আছে (১।১৩।১০)—

যুধিষ্ঠির বিদুরকে কহিলেন—হে প্রভো, আপনার ন্যায় ভগবদ্‌ভক্তগণ নিজেরাই তীর্থস্বরূপ। আপনারা স্বহৃদয়স্থিত গদাধর ভগবানের প্রভাবে তীর্থস্থানগুলিকে তীর্থরূপে পরিণত করিয়া থাকেন ।৩১।

যাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা বিশ্রাম সুখ অনুভব করেন, সেইরূপ ভক্ত দ্বিবিধ—ভগবৎ পার্ষদ এবং সাধক ভক্ত। আবার ঈশ্বরের অবতার তিন প্রকার। যথা—অংশাবতার, গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশ অবতার। (২)

(১) অপবর্গ—মোক্ষ।

(২) শক্ত্যাবেশ অবতার—যাঁহাদের মধ্যে ভগবৎ শক্তির আবেশ হয়। ইঁহারা স্বরূপতঃ ভক্ত। ইঁহাদের দেহে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ভগবান্ শক্তিরূপে বিলাস করেন।

পয়ার সংখ্যা ৩০ হইতে ৩২

কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ী—এই তিন পুরুষ এবং মৎস্য কুর্মাদি অবতারগণ,—ইঁহারা অংশাবতার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব গুণাবতার। (বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্য রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃরূপে এঁদের আবির্ভাব হয়।) আর সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন, পৃথুরাজা ও ব্যাসমুনি শক্ত্যাবেশ অবতার।

ভগবান্ দুইরূপে আত্ম প্রকট করেন। তাহার একরূপের নাম **প্রকাশ**, অপর রূপের নাম **বিলাস**। একই বিগ্রহ যদি বহুরূপ ধারণ করেন অথচ তাঁহাদের আকৃতিতে ভেদ না থাকে, আবির্ভূত হন 'একই' স্বরূপে, তবে তাঁহাদিগকে বলা হয় ভগবানের প্রকাশ রূপ। যেমন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে ষোল হাজার মহিষীকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শারদীয় মহারাসে একই শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপীর নিকটে একই মূর্তিতে ছিলেন উপস্থিত। এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ মূর্তি বা মুখ্য প্রকাশ।

তাই ভাগবত বলিয়াছেন (১০।৬৯।২)—

নারদ বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একই শরীর দ্বারা একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে আবির্ভূত হইয়া ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।৩২।

ভাগবতে আরো আছে (১০।৩৩।৩)—

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া দুই দুইজন গোপীর মধ্যে প্রবেশ পূর্বক তাঁহাদের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। আর গোপীগণের প্রত্যেকেই মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটেই বর্তমান আছেন।৩৩।

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব খণ্ডে (১।২১) আছে—

আকার, গুণ ও লীলায় সম্যক্‌রূপে এক রূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে 'প্রকাশ' বলে।৩৪।

পয়ার সংখ্যা ৩৩ হইতে ৩৭

একই বিগ্রহ, কিন্তু আকৃতিতে বিভেদ থাকিয়া প্রকাশিত হইলে তাহাকে "বিলাস' বলে।

লঘুভাগবতামৃতে তদেকাত্মরূপ কথনে (১।১৫) আছে—

স্বয়ংরূপের (শ্রীকৃষ্ণের) যে স্বরূপ লীলাবশে ভিন্ন আকৃতিতে, কিন্তু শক্তিতে প্রায় মূলের তুল্যরূপে প্রকটিত হয়, তাহাকে বিলাস বলে ।৩৫।

বলদেব, পরব্যোমের অধিপতি নারায়ণ এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—দ্বারকার এই চতুর্ব্যূহ,—ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ।

ঈশ্বরের (হ্লাদিনী) শক্তি (১) তিন প্রকার—যথা বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণ, দ্বারকার মহিষীগণ এবং ব্রজের গোপীগণ। ইঁহাদের মধ্যে ব্রজের গোপীগণই প্রধান, কারণ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র নন্দনের ইঁহারা প্রেয়সী। ইঁহারা স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ (২), তাঁহার সমান। ভক্ত, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আবরণ বা পরিকর। ইঁহাদের সকলের বন্দনা করি। ইঁহাদের বন্দনা সর্বশুভের কারণ হয়।

প্রথম শ্লোকে সামান্যরূপে বন্দনা করিয়াছি, দ্বিতীয় শ্লোকে করিয়াছি বিশেষ বন্দনা।

দ্বিতীয় শ্লোক—

বন্দনা করি অজ্ঞান-অন্ধকার-নাশকারী পরম মঙ্গলদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দেবকে। ইঁহারা আশ্চর্য সূর্যচন্দ্রের ন্যায় গৌড়দেশরূপ উদয়গিরিতে একই সঙ্গে সমুদিত হইয়াছেন ।৩৬।

(১) হ্লাদিনী শক্তি—যে শক্তি দ্বারা ভগবান্ নিজে আনন্দ অনুভব করেন এবং ভক্তগণকেও আনন্দ দান করেন।

(২) কায়ব্যূহ—কায়—মূর্তি ; ব্যূহ—সমূহ। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্তি বিশেষ।

* পয়ার সংখ্যা ৩৮ হইতে ৪৪

দ্বাপরের প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ব্রজে বিহার করিয়াছেন। তাঁহাদের অঙ্গকান্তি উজ্জ্বলতায় কোটি সূর্যকে ও স্নিগ্ধতায় কোটি চন্দ্রকেও পরাজিত করিত। জগদ্‌বাসী জীবের প্রতি কৃপা করিয়া কলিযুগে সেই শ্রীকৃষ্ণ বলরামই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দরূপে গৌড়দেশে (বঙ্গদেশে নবদ্বীপে) অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের আবির্ভাবে সমস্ত জগৎ পুলকিত হইয়াছে। দিবাভাগে সূর্যোদয়ে ও রাত্রে চন্দ্রোদয়ে যেরূপ সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত হয় এবং সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাইয়া ধর্মের প্রচার হয়, সেইরূপ গৌর-নিতাই দুই ভাই—আবির্ভূত হইয়া অজ্ঞানরূপ তমঃ বা অন্ধকার দূর করেন ও জীবকে তত্ত্ববস্তু দান করেন।

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥

অজ্ঞানরূপ তমঃ বা অন্ধকার—কৈতব অর্থাৎ আত্ম বঞ্চনা। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের বাসনা—সমস্তই কৈতব। (বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণে লাভ হয় যে স্বর্গাদি, ধন রত্নাদি লাভে সাধিত হয় যে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি, কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে হয় যে সুখ, এবং মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভে হয় যে আনন্দ,—এই সমস্ত আনন্দই কৈতব বা আত্মবঞ্চনা, কারণ ইহাদের দ্বারা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না।)

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন (১।১।২)---

মহামুনি শ্রীনারায়ণ কৃত এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে, রাগদ্বেষ বিরহিত সাধুদিগের অনুষ্ঠেয়, প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব অর্থাৎ কৈতব শূন্য পরমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে ত্রিতাপনাশক পরমমঙ্গলপ্রদ বাস্তব বস্তু জানিতে পারা যায়। অন্যান্য শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরকে অচিরে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করা যায় না, যদিও বা পারা যায়, তবে সে দীর্ঘ-কালে, অতি কষ্টে। কিন্তু পুণ্যবান্ মানবগণ এই শ্রীমদ্‌ভাগবত কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেই ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন ।৩৭।

* পয়ার সংখ্যা ৪৫ হইতে ৫০

তারমধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভের বাসনা—কৈতব-প্রধান—সর্বাপেক্ষা বড় আত্ম-প্রবঞ্চনা। কারণ ইহা হইতে কৃষ্ণভক্তি অন্তর্হিত হয়।

ভাগবতের পূর্বোক্ত শ্লোকের 'প্রোজ্‌ঝিত কৈতব' শব্দের 'প্র' উপসর্গ সম্বন্ধে টীকাকার শ্রীধরস্বামিচরণ বলিয়াছেন—প্র শব্দে মোক্ষাভিসন্ধিরূপ প্রধান কৈতবেরও নিরসন করা হইল।৩৮।

কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম।
সেহো এক জীবের অজ্ঞান—তমো ধর্ম॥

যত শুভ ও অশুভ কর্ম আছে—সমস্তই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। এই সমস্ত কর্ম জীবের অজ্ঞান-তমো-ধর্ম (অর্থাৎ অজ্ঞতা প্রযুক্তই জীব স্বসুখ বাসনা পূরণের জন্য এই সমস্ত কর্ম করিয়া থাকে)। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় নাশ হয় এই অজ্ঞানতমো ও জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তত্ত্ববস্তু। শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমরূপ কৃষ্ণভক্তি এবং নাম সংকীর্তন—এ সমস্তই তত্ত্ববস্তু, সমস্তই আনন্দ স্বরূপ। সূর্য চন্দ্র বাহ্যিক তম নাশ করিলে ঘটপটাদি বাহিরের বস্তু প্রকাশ পায়। সেইরূপ গৌর ও নিতাই দুই ভাই জীবের হৃদয়ের অন্ধকার ক্ষালন করিয়া দুই ভাগবতের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার করাইয়া দেন। বড় ভাগবত—ভাগবত শাস্ত্র এবং অপর ভাগবত—ভক্তিরসপাত্র ভক্ত বা সাধু। ভাগবত পাঠে ও সাধুসঙ্গে জীবের হৃদয়ে ভক্তিরস সঞ্জাত হয়, তাহা প্রেমে পরিণত হইলে গৌর-নিতাই সেই জীবের বশীভূত হইয়া তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করেন। একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে একই সঙ্গে গৌরনিতাই উভয়ে প্রকাশিত হন ভক্ত হৃদয়ে এবং আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে তাঁহারা দূর করিয়া থাকেন চিত্তগুহার অজ্ঞান অন্ধকার। এই গৌরনিতাইরূপ সূর্যচন্দ্র জীবের প্রতি পরম সদয়, তাই তাঁহারা জগতের ভাগ্যে গৌড়দেশে (বঙ্গদেশের নবদ্বীপধামে) আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব এই দুই প্রভুর চরণ বন্দনা করি। ইহা দ্বারা বিঘ্ননাশ হইবে ও অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

* পয়ার সংখ্যা ৫১ হইতে ৬০

গ্রন্থারম্ভের প্রথম দুই শ্লোকে তাই মঙ্গলাচরণ ও বন্দনা করিলাম। এক্ষণে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকের অর্থ বলিতেছি, সকলে অবধান করুন। এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় অতিবিস্তৃত, কিন্তু গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে আমি অতি অল্প কথায় সারার্থ বলিতেছি। কারণ প্রাচীন ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন,—

'মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা।' অর্থাৎ অল্পাক্ষর সারগর্ভ বাক্যই বাগ্মিতা।৩৯।

(তৃতীয় শ্লোকে করা হইয়াছে বস্তু নির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।) ইহা শ্রবণে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ খণ্ডিত হইবে। কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হইবে। মনেও সন্তোষ লাভ হইবে। এই গ্রন্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের মহিমা, ভক্ততত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব শাস্ত্রীয় বিচারের সহিত আলোচনা করিয়াছি। এই সমস্ত শুনিলে বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে সারকথা জ্ঞাত হওয়া যায়।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস চৈতন্যচরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে গুরুবন্দনা ও
মঙ্গলাচরণ নামক প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পয়ার সংখ্যা ৬১ হইতে ৬৭.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব

(এই পরিচ্ছেদে বস্তুনির্দেশ বা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কিত মঙ্গলা-চরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।)

যাঁহার অনুগ্রহে বালকের ন্যায় অজ্ঞব্যক্তিও জলজন্তুসমাকুল সমুদ্রের মতন কুতর্কসঙ্কুল শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।১।

হে দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য দেব! তোমার লীলা, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক উচ্চ সংকীর্তন, গান ও নৃত্যকলারূপ কমলের দ্বারা পরিশোভিত; তোমার লীলা, রসিক-ভক্তমণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক্ ও ভ্রমর সমূহের বিহার স্থান; তোমার মধুর ও অস্ফুটধ্বনি শ্রবণযুগলের আনন্দদায়ক; তোমার সেই সমুজ্জ্বল লীলারূপ অমৃত-মন্দাকিনী আমার জিহ্বারূপ মরুভূমিতে প্রবাহিত হউক।২।

জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।

এক্ষণে প্রথম পরিচ্ছেদের তৃতীয় শ্লোকে উল্লিখিত বস্তুনির্দেশরূপ মঙ্গলাচরণের অর্থ বিশ্লেষণ করিতেছি।

তৃতীয় শ্লোক—

উপনিষদে যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি, যোগশাস্ত্র যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন তিনিও ইঁহার অংশবিভূতি; তত্ত্ববিচারে যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ বলা হয়, তিনি স্বয়ং ইনিই। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন পরতত্ত্ব আর নাই।৩।

ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—এই তিনটি অনুবাদ বা সকলের জ্ঞাত, আর অঙ্গপ্রভা, অংশ ও স্বরূপ—এই তিনটি বিধেয় অর্থাৎ সকলের জ্ঞাত নহে। পূর্বে অনুবাদ বাচক শব্দগুলি সম্বন্ধে বলিয়া তৎপরে বিধেয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। এই নিয়মমতে শাস্ত্রানুসারে উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তিনি পরতত্ত্ব, পূর্ণতম জ্ঞানতত্ত্ব, পূর্ণানন্দ ও পরম মহত্ত্ব। যাঁহাকে ভাগবত নন্দসুত বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণই অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রীচৈতন্য-দেবরূপে। প্রকাশ বিশেষে তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পূর্ণ ভগবান্—এই তিন নাম গ্রহণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৪॥

তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অদ্বয় (অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত) জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই তিন নামে অভিহিত হন।৪।

এক্ষণে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অঙ্গের যে শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল বা চিন্ময় জ্যোতি, তাহাকেই উপনিষদ্ সুনির্মল বা মায়াতীত ব্রহ্ম বলিয়াছেন। চর্মচক্ষে দেখিলে সূর্যকে নির্বিশেষ বলিয়াই মনে হয়, (তাঁহার করচরণাদি দৃষ্টিগোচর হয় না,) সেইরূপ জ্ঞানমার্গের সাধকদের কাছেও শ্রীকৃষ্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিভাত হন, (তাঁহার শ্যামসুন্দর অঙ্গ তাঁহাদের জ্ঞান গোচর হয় না।)

* পয়ার সংখ্যা ৩ হইতে ৯

ব্রহ্মসংহিতায় আছে (৫।৪০)—

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বলিতেছেন—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে, অনন্ত বসুধাদি বিভূতি দ্বারা যিনি ভেদ্‌প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই নিষ্কল (অখণ্ড, পূর্ণ) অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম প্রভাবশালী গোবিন্দের অঙ্গপ্রভা। অতএব আমি সেই আদিদেব গোবিন্দের ভজনা করি ।৫।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি বিবাজিত, সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের অঙ্গকান্তি। আমি (ব্রহ্মা) সেই গোবিন্দকেই ভজনা করি। তিনি আমার পতি, তাঁহার প্রসাদেই আমাব সৃষ্টিশক্তি হইয়াছে।

ভাগবতে আছে (১১।৬।৪৭)—

দিগম্বর মুনিগণ, ঊর্ধ্বরেতা তাপসগণ এবং শান্ত ও নির্মলচিত্ত সন্ন্যাসিগণ তোমার ব্রহ্মরূপ নির্বিশেষ ধামে গমন করিয়া থাকেন ।৬।

এইভাবে ব্রহ্মশব্দেব ব্যাখ্যা কবিযা প্রভু এক্ষণে অন্তর্যামী পরমাত্মা শব্দের ব্যাখ্যা কবিতেছেন।—

যোগশাস্ত্রে যাঁহাকে পরমাত্মা ও অন্তর্যামী বলা হয, তিনি গোবিন্দের অংশ বিভূতি। একই সূর্য যেমন অনন্ত স্ফটিকেব প্রত্যেকটিতে প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হন, গোবিন্দের অংশ অর্থাৎ পরমাত্মা সেইরূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামীরূপে প্রকাশিত হন।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় আছে (১০।৪২)—

শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন—আমার বিভূতি বিষয়ে একটি একটি করিয়া সবিস্তারে তোমার জানার প্রয়োজন কি? এইমাত্র জানিয়া রাখ যে আমি এক অংশমাত্র দ্বারা (পরমাত্মারূপে) এই সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া আছি ।৭।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও আছে (১।৯।৪২)—

ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—একই সূর্য যেরূপ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন লোকের চক্ষে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হন; সেইরূপ

* পয়ার সংখ্যা ১০ হইতে ১৩

জন্মরহিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ নিজের সৃষ্ট জীবকুলের হৃদয়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হন। অদ্য সেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় ভেদ ও মোহ দূরীভূত হওয়ায় তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম।৮।

(ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তি ও পরমাত্মা যাঁহার অংশ,) সেই গোবিন্দই সাক্ষাৎ শ্রীচৈতন্যদেব। জীব উদ্ধারে তাঁহার ন্যায় দয়ালু আর নাই।

এক্ষণে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবানের কথা বলিতেছেন।—

(ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ পরব্যোমে (মহাবৈকুণ্ঠে) নারায়ণরূপে বিরাজ করেন।) বেদ, ভাগবত, উপনিষদ্, আগমশাস্ত্র ইঁহাকে 'পূর্ণতত্ত্ব' বলিয়া কীর্তন করেন। ইঁহার সমান আর নাই। সূর্যলোকবাসী দেবগণ যেরূপ কর-চরণ বিশিষ্ট সূর্য-বিগ্রহ দর্শন করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভক্তগণও ভক্তি-মার্গের সাধনদ্বারা এই নারায়ণের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ইঁহাকে ভজনা করেন জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে, তাঁহারা ইঁহাকে অনুভব করিয়া থাকেন ব্রহ্মরূপে বা পরমাত্মা স্বরূপে।) উপাসনা ভেদে ঈশ্বরের বিভিন্ন মহিমা জানা যায়, সেইজন্যই ঈশ্বরকে উপমা দেওয়া হইয়াছে সূর্যের সঙ্গে। (যে নারায়ণকে বিভিন্ন উপাসক বিভিন্নরূপে অনুভব করেন, সেই নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ। (১) একই বিগ্রহ, কেবল আকারেই বিভেদ। ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) দ্বিভুজ ও বেণুধারী, তিনি (নারায়ণ) চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।)

ভাগবতে আছে (১০।১৪।১৪)—

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—তুমি যখন সর্বজীবের আত্মা তখন তুমি কি নারায়ণ নও? (নার শব্দের অর্থ জীবকুল, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীব সমূহ যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ।) অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই নারায়ণ। হে অধীশ, তুমি সকল

(১) (স্বরূপ-অভেদ—স্বরূপে অভিন্ন। অর্থাৎ স্বরূপতঃ কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই বস্তু, উভয়েই সচ্চিদানন্দ ঘন-বিগ্রহ।)

* পয়ার সংখ্যা ১৪ হইতে ২১

লোকের সাক্ষী, (অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সকল কর্ম নিরীক্ষণ কর), আর জীবের হৃদয় ও জল যাঁহার আশ্রয়, সেই নারায়ণও তোমার অঙ্গ বা মূর্তি বিশেষ। তোমার অঙ্গ এই নারায়ণও সত্যবস্তু তাহা তোমার মায়া নহে ।৯।

একদা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার সখা গোপশিশুগণ গোবৎস চরাইতে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সেই গোপ-শিশু ও গোবৎসদিগকে হরণ করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়া ব্রহ্মা তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার নাভিপদ্ম হইতে আমার উদ্ভব হইয়াছে, তুমি আমার পিতামাতা, আমি তোমার তনয়। পিতামাতা বালকের অপরাধ গ্রহণ করেন না, তুমিও আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

কৃষ্ণ বলেন—ব্রহ্মা, তোমার পিতা ত নারায়ণ। আমি গোপ, তুমি আমার নন্দন কিসে ?

ব্রহ্মা উত্তর করেন—তুমি কি নারায়ণ নও ? তুমিই নারায়ণ, তাহার কারণ বলিতেছি শুন। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রাকৃত জীব আছে এবং অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে যত অপ্রাকৃত নিত্যমুক্ত ও সাধনসিদ্ধ জীব আছেন, তুমি সকলেরই আত্মা ও মূল উপাদান। মাটি যেরূপ ঘটের কারণ ও আশ্রয়, তুমিও সেইরূপ জীবের নিদান ও আশ্রয়। তুমি সর্বাশ্রয়। 'নার' শব্দের অর্থ সমস্ত জীব এবং 'অয়ন' শব্দের অর্থ আশ্রয়। তুমি জীব সমূহের মূল আশ্রয় বলিয়া তুমিই মূল নারায়ণ। তুমি যে মূল নারায়ণ তাহার দ্বিতীয় কারণ এই :—

পুরুষাদি অবতার—(অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ, গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ এবং ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন কর্তা, সুতরাং ইঁহারাই সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মাণ্ডের জীব সমূহের ঈশ্বর। ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ—অবতার।) ইঁহাদের সকল হইতে তোমার ঐশ্বর্য অনেক বেশী। অতএব তুমিই অধীশ্বর, সকলের পিতা; তোমার শক্তিতেই

---

* পয়ার সংখ্যা ২২ হইতে ৩২

পুরুষাদি অবতার জগৎ রক্ষা করেন। তুমি যখন নারের অর্থাৎ জীব সমূহের অয়ন অর্থাৎ রক্ষকদিগকে পালন কর, তুমিই মূল নারায়ণ।

ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন—তৃতীয় আর একটি কারণ আছে, যে জন্য, হে ভগবান্, তুমি মূল নারায়ণ। অনন্তব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠাদি ধামে যত জীব আছে, তাহাদের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সমস্ত কর্মের দ্রষ্টা তুমি, সাক্ষী তুমি, মর্মজ্ঞও তুমি। তোমার দর্শনেই সমস্ত জগতের অস্তিত্ব আছে, তোমার কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত কেহই রক্ষা পায় না। তোমাদ্বারাই নারের অয়ন অর্থাৎ জীব সমূহের দ্রষ্টা পুরুষাদি অবতারকে দর্শন হয় (বা তোমার শক্তিতেই তাঁহারা শক্তিমান্) বলিয়া তুমিই মূল নারায়ণ।

এসব কথা শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন—তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। যিনি জীবের হৃদয়ে বা জলে বাস করেন তিনিই ত নারায়ণ।

ব্রহ্মা—জলে ও জীবে যে নারায়ণ বাস করেন, সেই নারায়ণ তোমার অংশ মাত্র, ইহাই সত্য কথা। কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদক শায়ী ও ক্ষীরোদ-শায়ী পুরুষ—মায়া ও মায়িক বস্তুর সহায়তায় সৃষ্টি কার্য করিয়া থাকেন, এজন্য ইঁহারা সকলেই মায়ী বা মায়ার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট। জলশায়ী এই তিন পুরুষ সকলের অন্তর্যামী। সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী পুরুষ এবং ব্যষ্টিজীবের (১) অন্তর্যামী ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ। এই তিন নারায়ণের দৃষ্টিতেই মায়ার সহিত সম্বন্ধ আছে, কিন্তু তুরীয় (অর্থাৎ চতুর্থ) কৃষ্ণের সহিত মায়ার সম্বন্ধ নাই।

শ্রীমদ্ ভাগবতের (১১।১৫।১৬) শ্লোকের শ্রীধরস্বামী কৃত টীকায় আছে—

বিরাট বা স্থূলদেহ, হিরণ্যগর্ভ বা সূক্ষ্মদেহ ও কারণ বা মায়া—এই তিনটি পুরুষের উপাধি। এই তিন উপাধির সহিত সম্বন্ধ শূন্য যে বস্তু তাহাই তুরীয় ।১০।

যদিও এই তিন পুরুষ মায়ার সহায়তায়ই সৃষ্টি কার্য সমাহিত করিয়া থাকেন, তথাপি মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না, সকলেই মায়ার অতীত।

---

(১) ব্যষ্টি—প্রত্যেক পৃথক্ পৃথক্ জীব।

* পয়ার সংখ্যা ৩৩ হইতে ৪৪

ভাগবতে ইহার প্রমাণ আছে (১।১১।৩৯)—

ঈশ্বরের এক আশ্চর্য ঐশ্বর্য এই যে—ভগবৎ আশ্রয় বুদ্ধি যেরূপ দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহের সুখ দুঃখাদি গুণের সহিত যুক্ত হয় না, সেইরূপ মায়ার মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত যুক্ত হন না ।১১।

হে কৃষ্ণ ! সেই তিন পুরুষেরই তুমি পরম আশ্রয়। অতএব তুমিই যে মূল নারায়ণ ইহাতে সন্দেহ আর কি আছে ? প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষের অংশী পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ। কিন্তু সেই পরব্যোমের নারায়ণও তোমার বিলাস, অতএব তুমিই মূল নারায়ণ।

ব্রহ্মার এই সব বাক্য অনুসারে পরব্যোম নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্তি—এই তত্ত্ব প্রমাণিত হইল।

এই পরিচ্ছেদের নবম শ্লোকে তত্ত্বলক্ষণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব নিরূপণের মূল সূত্র বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে আছে ভাগবতের সার মর্ম। পরিভাষা অর্থাৎ সার সিদ্ধান্ত হিসাবে ইহার অধিকার সর্বত্র।

ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—এই তিন রূপেই শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন। মূর্খগণ ইহার রহস্য না জানিয়া কদর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—নারায়ণ অবতারী, কৃষ্ণ—অবতার ; নারায়ণ চতুর্ভুজ, কৃষ্ণ মনুষ্যাকৃতি। এইভাবে নানা প্রকার পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাঁহারা তর্ক করেন। এই তর্কে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে ভাগবতের (১।২।১১) শ্লোকই সমর্থ—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১২॥

অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্‌পণ্ডিতগণ অদ্বয় (অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত) জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন নামে অভিহিত হন ।১২।

এখন এই শ্লোকের বিচার করা যাউক। ইহাতে দেখা যায়—মুখ্যতত্ত্ব একটি, কিন্তু তাহার প্রচার বা আবির্ভাব তিনরূপে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—অদ্বয়

* পয়ার সংখ্যা ৪৫ হইতে ৫২

জ্ঞান-তত্ত্ব-বস্তু (অর্থাৎ সয়ংসিদ্ধ স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদশূন্য পরম তত্ত্ব।) তবে তাঁহার রূপ তিনটি—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্।) শ্লোকের এই অর্থ দ্বারাই প্রতিপক্ষ জব্দ হইবেন। এক্ষণে ভাগবতের (১।৩।২৮) আর একটি শ্লোক বলিতেছি—

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১৩॥

উক্ত ও অনুক্ত অবতারসকল পুরুষের (পরমেশ্বরের) কেহ বা অংশ, কেহ বা কলা (বিভূতি), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এই অবতার সকল অসুর কর্তৃক পীড়িত জগৎকে যুগে যুগে সুখী করিয়া থাকেন ।১৩।

*

এই শ্লোকে সমস্ত অবতারের সামান্য লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে (শ্রীকৃষ্ণের মহিমা হয়ত খর্ব করা হইয়াছে মনে করিয়া ভাগবতের বক্তা) সূত গোস্বামী বিভিন্ন অবতারের লক্ষণ বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন—অবতারসকল পুরুষের অংশ বা কলা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্, সব অবতংস।

পূর্বপক্ষ বলিতে পারেন—তোমার এ ব্যাখ্যা ঠিক হয় নাই। কারণ—পরব্যোম নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্। তিনিই কৃষ্ণরূপে প্রপঞ্চে অবতার হইয়া লীলা করিয়াছেন।

শ্লোকের যদি এই অর্থ করা হয়, তবে আর কি বিচার করিব ? তবে এর উত্তরে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে ইহা কুতর্কমূলক অনুমান। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ অর্থ কখনও প্রামাণ্য হয় না।

একাদশী তত্ত্বে আছে—

অনুবাদ (অর্থাৎ জ্ঞাতবস্তু) না বলিয়া বিধেয় (অজ্ঞাত বস্তু) বলা উচিত নহে। কারণ যে বস্তুর আশ্রয় নির্দিষ্ট হয় নাই (অর্থাৎ যাহার তত্ত্ব জ্ঞানগম্য হয় নাই) এমন কোন বস্তু কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না ।১৪।

---

* পয়ার সংখ্যা ৫৩ হইতে ৬০

অনুবাদ না বলিয়া বিধেয় বলিতে নাই, পূর্বে অনুবাদ তৎপরে বিধেয়। যে বস্তু অজ্ঞাত—তাহার নাম বিধেয়। যাহা জ্ঞাত—তাহার নাম অনুবাদ। যেমন 'এই বিপ্র পরম পণ্ডিত', এই বাক্যে বিপ্র অনুবাদ এবং ইহার পাণ্ডিত্য বিধেয়; বিপ্রত্ব বিখ্যাত আর পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত। অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাতে। সেইরূপ এই ত্রয়োদশ শ্লোকে অবতার সকল জ্ঞাত। কিন্তু কাহার অবতার—এই বস্তু অজ্ঞাত। ত্রয়োদশ শ্লোকের 'এতে' শব্দ দ্বারা অনুবাদ বুঝাইতেছে, আর 'পুরুষের অংশ' দ্বারা পরে বিধেয়ের সংবাদ বা পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ কৃষ্ণ অবতার মধ্যে জ্ঞাত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অজ্ঞাত রহিয়াছে। অতএব 'কৃষ্ণ' শব্দ অনুবাদ বলিয়া পূর্বে বসিল ও 'স্বয়ং ভগবত্ত্ব' দ্বারা পরে বিধেয়ের পরিচয় দেওয়া হইল। কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব—সাধনীয়, সুতরাং অজ্ঞাত বিধেয়। কিন্তু স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব—এরূপ ব্যাখ্যা অসিদ্ধ। যদি কৃষ্ণ অংশ হইতেন ও নারায়ণ হইতেন অংশী, তবে সূত গোস্বামীর শ্লোক বিপরীত হইত। অর্থাৎ 'স্বয়ং ভগবান্ তু কৃষ্ণঃ' এইরূপ পাঠ হইত। আর 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' পাঠ রাখিয়াও স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণই অংশী এবং তিনিই অংশে শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন,—এরূপ অর্থ করা যাইতে পারিত। কিন্তু কোন প্রাচীন টীকাকারই এরূপ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাহা ছাড়া ঋষিদিগের ও বিজ্ঞদিগের বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব (১) প্রভৃতি দোষ হয় না॥ সুতরাং এরূপ অর্থ গ্রহণীয় নয়। এরূপ অর্থ গ্রহণকারী বিরুদ্ধবাদী একথা শুনিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ বিরুদ্ধ মত শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ইহাতে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ (২) দোষ ঘটে। যাঁহার ভগবত্ত্বা হইতে অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপ ভগবত্ত্বা লাভ করেন, তিনিই স্বয়ং ভগবান্।—ইহাই স্বয়ং ভগবান্ শব্দের অর্থ।

---

(১) ভ্রম—ভ্রান্তি, অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান। প্রবাদ—অনবধানতা। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য; করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপাটব অর্থাৎ অপটুতা।

(২) অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ—যে স্থানে প্রধানরূপে বিধেয়াংশ বর্ণিত হয় নাই।

* পয়ার সংখ্যা ৬১ হইতে ৭৫

(একটি প্রদীপ হইতে বহুদীপ প্রজ্বলিত করিলে, সেই একটি দীপকেই যেরূপ মূল দীপ মনে করা যায়, সেইরূপ এক শ্রীকৃষ্ণ হইতেই অসংখ্য ভগবৎ স্বরূপ ভগবত্তা গ্রহণ করেন বলিয়া কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্।)

ভাগবতের আর একটি শ্লোক (২।১০।১-২) দ্বারা কুব্যাখ্যা খণ্ডন করিতেছি, যথা—

এই শ্রীমদ্‌ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয় (১),—এই দশটি পদার্থ বর্ণিত হইয়াছে। এই দশম পদার্থ আশ্রয়তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য, মহাত্মগণ অপর নয়টি পদার্থের স্বরূপকে—কোথাও বা শ্রুতিদ্বারা, কোথাও বা তাৎপর্য বৃত্তিদ্বারা এবং কোথাও বা সাক্ষাৎ-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।১৫।

দশম পদার্থ আশ্রয়ের স্বরূপ জানিবার নিমিত্তই সর্গাদি নয়টি পদার্থের সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। যাহা হইতে সর্গাদি নয়টি পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকেই আশ্রয় পদার্থ বলে।

(এক শ্রীকৃষ্ণই সকলের আশ্রয়, সকলের আধার। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের শরীরেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থান করে।)

(১) সর্গ—প্রকৃতির গুণ পরিমাণ হেতু পরমেশ্বর কর্তৃক পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মহত্তত্ত্ব ও অহংকারের সৃষ্টির নাম সর্গ।

বিসর্গ—ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি তাহার নাম বিসর্গ।

স্থান—বৈকুণ্ঠ বিজয়। বৈকুণ্ঠ—ভগবান্। বিজয়—উৎকর্ষ।

পোষণ—ভক্তানুগ্রহ। উতি—কর্মবাসনা। মন্বন্তর—মন্বন্তরাধিপতিগণের সদ্ধর্ম।

ঈশানুকথা—অবতার ও সাধুগণের চরিত কথা।

নিরোধ—মহাপ্রলয়ে ভগবান্ যোগনিদ্রাগত হইলে উপাধির সহিত জীবের তাহাতে লয়।

মুক্তি—ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎকার।

আশ্রয়—যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় এবং যাঁহা হইতে বিশ্বের প্রকাশ তাঁহার নাম আশ্রয়।

* পয়ার সংখ্যা ৭৬ হইতে ৭৮

ভাবার্থ দীপিকায় উদ্ধৃত আছে (ভাঃ ১০।১।১)

যাঁহার শ্রীবিগ্রহ আশ্রিতদিগের আশ্রয়, যিনি সকলের মূল আশ্রয়, শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধের লক্ষ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ নামক দশম পদার্থকে (অর্থাৎ আশ্রয় পদার্থকে) নমস্কার করি ।১৬।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং তাঁহার শক্তিত্রয় অর্থাৎ অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তটস্থা জীব শক্তি—সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান হয়, তিনি আর শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকেন না। (শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে ষড়্‌বিধ-বিলাস আছে, যথা—প্রাভব, বৈভব দুইটি প্রকাশরূপ; অংশ ও শক্ত্যাবেশ দ্বিবিধ অবতার; এবং বাল্য ও পৌগণ্ড দুইটি দেহধর্ম। কিশোর-স্বরূপ কৃষ্ণই স্বয়ং অবতারী, ইহাই তাঁহার স্বয়ং রূপ, তিনি চিরকিশোর। শ্রীকৃষ্ণ লীলানুরোধে প্রাভবাদি ছয়টি রূপ ধারণ করিয়া বিশ্ব ধারণ ও পোষণ করেন। প্রাভবাদি ছয় রূপের মধ্যে অনন্তবিভেদ আছে, লীলাভেদে এই অনন্ত রূপ হইলেও মূলতঃ কোন ভেদ নাই। (শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাহার মধ্যে তিনটি প্রধান, যথা—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি।)) চিৎশক্তির অপর নাম স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি, অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম চিৎশক্তিরই বৈভব। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি জগতের কারণ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মায়াশক্তির বৈভব। ভগবানের আর একটি শক্তির নাম জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব এই জীব-শক্তির বৈভব। এই তিনটি মুখ্য শক্তি, ইহাদের বিভেদ অনন্ত। ভগবৎ স্বরূপ সমূহের ও শক্তিত্রয়ের এবং শক্তিত্রয়ের সমস্ত বৈভবের আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণই সকলের স্থিতি।

ব্রহ্মাণ্ডগণের আশ্রয় করণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ হইলেও এই সব পুরুষের মূল আশ্রয় কৃষ্ণ। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণই পরম ঈশ্বর,—ইহাই সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মসংহিতা (৫।১) তাহাই বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি অনাদি, তাঁহার আর আদি নাই, তিনিই সকলের আদি। তিনি গোবিন্দ ও সমস্ত কারণের কারণ।১৭।

---

* পয়ার সংখ্যা ৭৯ হইতে ৮৯

(কাল্পনিক প্রতিপক্ষের পূর্বপক্ষ এভাবে খণ্ডন করিয়া গ্রন্থকর্তা কবিরাজ গোস্বামী প্রতিপক্ষকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন)—শ্রীকৃষ্ণই যে সর্বেশ্বর, নারায়ণাদিরও ঈশ্বর এবং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্তি—এ সব সিদ্ধান্ত তোমার ভাল মতেই জানা আছে, কেবল আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছ।

সেই সর্বেশ্বর অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং শ্রীচৈতন্যরূপে অবতার হইয়াছেন, অতএব শ্রীচৈতন্য গোস্বামীই পরতত্ত্বের সীমা (অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব)। কেহ কেহ তাঁহাকে ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার মহিমা আর কি বাড়ে ? যাঁহারা ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ বলিয়া থাকেন, তাঁহারাও ভক্ত, সুতরাং ভক্তবাক্যে ব্যভিচার হয় না। কারণ তিনি যখন সর্বেশ্বর, অবতারী, তাঁহার পক্ষে সমস্তই সম্ভবপর। অবতারীর দেহে সব অবতারই অবস্থান করেন। সুতরাং যে ভক্ত তাঁহাকে যে অবতাররূপে অনুভব করেন, তিনি তাঁহাকে সেই অবতারই বলিয়া থাকেন।

এই কারণে অবতারী সর্বাশ্রয় কৃষ্ণকে কেহ বলেন—নরনারায়ণ, কেহ বলেন সাক্ষাৎ বামন, কেহ বলেন ক্ষীরোদশায়ী-অবতার। কিছুই অসম্ভব নহে, সকলের বাক্যই সত্য। কেহ আবার শ্রীকৃষ্ণকে পরব্যোম নারায়ণ বলিয়া থাকেন, তিনি অবতারী বলিয়া সমস্তই সম্ভব।

আমি শ্রোতাগণের চরণবন্দনা করিয়া নিবেদন করি—সকলে অভিনিবেশ সহকারে এসব সিদ্ধান্ত শুনুন। এসব সিদ্ধান্ত শুনিতে যেন আগ্রহের অভাব না হয়। শুনিতে শুনিতে চিত্তে দৃঢ় নিষ্ঠা জন্মিবে। এসব সিদ্ধান্ত জানিলেই শ্রীচৈতন্যের মহিমাও জানা যাইবে। মহিমার জ্ঞান হইলে চিত্তে দৃঢ়নিষ্ঠাও হইবে।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মহিমা প্রকাশের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই তত্ত্বই নিরূপিত হইল।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস, চৈতন্যচরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে বস্তুনির্দেশ মঙ্গলাচরণে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বনিরূপণ নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

* পয়ার সংখ্যা ৯০ হইতে ১০৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতারের সামান্য কারণ

(এই পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতারের সামান্য কারণ বর্ণিত হইয়াছে ।)

যাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় প্রভাবে অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ খনি সমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি-সমূহ সংগ্রহ করিতে পারে, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি ।১।

জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত মঙ্গলাচরণের তৃতীয় শ্লোকের অর্থ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে করিযাছি । এখন সেই পরিচ্ছেদের চতুর্থ শ্লোকের অর্থ করিতেছি, ভক্তগণ শ্রবণ করুন ।

চতুর্থ শ্লোক—বিদগ্ধমাধবের শ্লোক (১।২)—

যে উন্নত উজ্জ্বল রসে রসাল নিজস্ব প্রেমভক্তি চিরদিন অনর্পিত ছিলেন, সেই প্রেম-ভক্তি সম্পদ সর্বসাধারণকে বিতরণের জন্য সুবর্ণ হইতেও সুন্দর কান্তিযুক্ত শচীনন্দন গৌরহরি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তিনি সর্বদা তোমাদের হৃদয় কন্দরে স্ফুরিত হউন ।

[ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ । তিনি গোলোকে ব্রজপরিকরদের সঙ্গে করেন নিত্যলীলা । তিনি ব্রহ্মার একদিনে (১) একবার প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা করিয়া থাকেন । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—

---

(১) ব্রহ্মার একদিন—বিষ্ণুপুরাণ (১।৩।১৪)—মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর, ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর, দ্বাপরের ৮,৬৪,০০০ এবং কলির ৪,৩২,০০০ বৎসর । সুতরাং একদিব্য যুগের পরিমাণ ৪৩,২০,০০০ বৎসর, এক মন্বন্তরের পরিমাণ ৩০,৬৭,২০,০০০ বৎসর এবং ব্রহ্মার একদিনের অর্থাৎ এক কল্পের পরিমাণ ৪২৯,৪০,৮০,০০০ বৎসর । (বিষ্ণু পুরাণ মতে ৪৩২,০০,০০,০০০ বৎসর) । ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার একমাস এবং বার মাসে এক বৎসর । একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ।

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৫

এই চারি যুগে একটি দিব্য যুগ হয়। একাত্তর দিব্যযুগে একটি মন্বন্তর এবং চতুর্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়। বর্তমানে সপ্তম মন্বন্তব চলিতেছে। ইহার নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। এই মন্বন্তরে যে একাত্তরটি চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ আছে, তাহার মধ্যে সাতাইশটি অতিক্রান্ত হইলে অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগে দ্বাপরের শেষে ব্রজধাম ও ব্রজপরিকরদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার—এই চারিরসের চারিপ্রকার ভক্তের বশীভূত। তিনি দাস, সখা, পিতামাতা ও কান্তাগণের সহিত প্রেমাবিষ্ট হইয়া ব্রজধামে লীলা করেন। এইরূপে যথেচ্ছভাবে বিহারের পর তাঁহার অন্তর্ধান হয়। কিন্তু অন্তর্ধানের পর তিনি মনে মনে বিবেচনা করেন—বহুকাল জগতে প্রেমভক্তি দান করি নাই, প্রেমভক্তি ব্যতীত জগতে কেহ আত্যন্তিকী স্থিরতা লাভ করিতে পাবে না। জগতে সকলে আমার উদ্দেশ্যে বৈধী ভক্তির (১) অনুষ্ঠানই করিয়া থাকে, কিন্তু বৈধী ভক্তিব অনুষ্ঠানে ত লাভ করা যায় না ব্রজভাব। (২) ভগবানেব ঐশ্বর্যজ্ঞানই জীবের চিত্তে সবদা জাগ্রত। ঐশ্বর্যজ্ঞানের দ্বারা যে প্রেম দুবল হইয়া যায়, তাহাতে আমার প্রীতি হয় না। ঐশ্বর্যজ্ঞানে শাস্ত্রবিধি অনুসাবে ভজন দ্বাবা জীব সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য বা সালোক্য মুক্তি (৩) লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। কিন্তু ভক্ত কখনও সাযুজ্যমুক্তি—অর্থাৎ ব্রহ্মসাযুজ্য বা ঈশ্বর-সাযুজ্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। অতএব আমি জগতে অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগের যুগধর্ম—নাম সংকীর্তন প্রবর্তন করিব এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিভাবের ভক্তিসাধনা দ্বারা জীবকে করিব প্রেমোন্মত্ত। নিজে আমি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, নিজে আচরণ করিয়া সকলকে সাধনভক্তি শিক্ষা দিব। নিজে আচরণ না করিলে জীবকে ধর্ম শিখান যায় না। গীতা ও ভাগবতের সিদ্ধান্তও অনুরূপ।

(১) বৈধীভক্তি—শাস্ত্রানুশাসনের ভয়ে যে ভক্তির অনুষ্ঠান।

(২) ব্রজভাব—ব্রজের ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর ভাব।

(৩) সার্ষ্টি—সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্তি। সারূপ্য—সমান রূপ প্রাপ্তি। সালোক্য—সমান লোক প্রাপ্তি। সাযুজ্য—ভগবানে লয় প্রাপ্তি।

* পয়ার সংখ্যা ৫ হইতে ১৯

গীতায় (৪।৮) আছে—

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কর্মকারীদের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ।২।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আরো বলিয়াছেন (৩।২৪)— আমি কর্মানুষ্ঠান না করিলে আমার দৃষ্টান্তে এই সমস্তলোক ভ্রষ্ট হইবে ; (ভ্রষ্ট হইয়া বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করিবে। সুতরাং) আমিই বর্ণসঙ্করের কর্তা হইয়া পড়িব এবং প্রজাসকলকে পাপ-মলিন করিব ।৩।

ভাগবতে আছে (৬।২।৪)—

মহৎলোক যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকও তাহাই করিয়া থাকে। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া নিরূপণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহার অনুসরণ করে ।৪।

কলিযুগের যুগধর্ম নামসংকীর্তন প্রচার

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতে লাগিলেন—নাম সংকীর্তন প্রচাররূপ যুগধর্ম অংশাবতার অর্থাৎ যুগাবতার দ্বারাও সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আমি ব্যতীত অন্য কেহই ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না।

লঘুভাগবতামৃতের পূর্বখণ্ডে (৫।৩৭) আছে—

পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্বমঙ্গলপ্রদ বহু বহু অবতার আছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এমন আর কে-ই বা আছেন, যিনি লতাকে পর্যন্ত প্রেমদান করিতে সমর্থ ? ৫।

এই কারণে আমি ভক্তগণ সঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা সম্পাদন করিব।

এইভাবে চিন্তা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলির সন্ধ্যার (১) প্রথমভাগে স্বয়ং নদীয়ায় অবতীর্ণ হইলেন। সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতাররূপে উদয় হইল, উদয় হইয়া তিনি সিংহবিক্রমে হুঙ্কার করিতে

(১) কলির সন্ধ্যা—কলিযুগের প্রথম ৩৬,০০০ বৎসরকে (মনুষ্যমানে) কলির সন্ধ্যা বলে।

* পয়ার সংখ্যা ২০ হইতে ২৩

লাগিলেন। সেই সিংহ জীবের হৃদয়-কন্দরে উপবেশন করুন। আর তাঁহার হুঙ্কারে জীবের পাপ-হস্তী বিনাশ প্রাপ্ত হউক।

প্রথম লীলায় তাঁহার নাম ছিল 'বিশ্বম্ভর'। ভৃ ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। যিনি বিশ্বকে পোষণ ও ধারণ করেন তিনিই বিশ্বম্ভর। গৌরহরি ত্রিভুবনে প্রেম ও ভক্তি দান করিয়া সকলকে পোষণ ও ধারণ করেন।

শেষ লীলায় তিনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ধারণ করেন এবং এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব বিশ্ববাসী জনগণকে জানাইয়া সকলকে ধন্য করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, তাহা জানিতে পারিয়া মহাত্মা গর্গাচার্য সেইভাবেই তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন।

যথা, ভাগবতে (১০।৮।১৩)—

হে নন্দ! তোমার এই পুত্র যুগে যুগে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ইহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটি বর্ণ গত হইয়াছে। ইদানীং (দ্বাপর যুগে) ইনি কৃষ্ণ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।৬।

শ্রীপতি কৃষ্ণ—সত্য, ত্রেতা ও কলিকালে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ দ্যুতি ধারণ করিয়া থাকেন। ইদানীং দ্বাপর যুগে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। এসব মর্ম কথা—আগম (তন্ত্র), পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রই সমর্থন করেন।

ভাগবতে আছে (১১।৫।২৭)—

দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্যাম বর্ণ, পীত বসন এবং চক্রাদি আয়ুধধারী হইয়া শ্রীবৎস ও কৌস্তুভাদি চিহ্নের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।৭।

গৌর অবতারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ

কলিযুগের যুগধর্ম—নাম সংকীর্তন প্রচার। সেইজন্য তিনি পীতবর্ণ ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার শরীর প্রকাণ্ড, উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় দেহকান্তি, গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি নবমেঘকেও পরাজিত করে। যিনি নিজ হস্তে দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে চারি হস্তপরিমিত, (অর্থাৎ যাঁহার উচ্চতা নিজ-হস্তে চারি হস্ত পরিমিত এবং যাঁহার দুই হস্ত প্রসারিত করিলে এক হস্তের মধ্যমা হইতে অপর হস্তের মধ্যমা পর্যন্ত নিজ হস্তের মাপে চারি হস্ত পরিমিত হয়,) তিনি মহাপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত এবং তাঁহার নাম 'ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল'।

অনন্ত গুণধাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু।

---

* পয়ার সংখ্যা ২৪ হইতে ৩৪

তিনি—

আজানুলম্বিত ভুজ—কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা—সুধাংশু বদন ॥
শান্ত, দান্ত (১), কৃষ্ণভক্তি—নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্বভূতে সম ॥

তিনি কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের সময় নৃত্যকালে পরিধান করেন চন্দনের বালা ও অলঙ্কার। এই সব গুণ উপলক্ষ্য করিয়া বৈশম্পায়ণ মুনি বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের আটটি নাম গণনা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের লীলা দুইটি—আদি ও অন্ত্য ; (প্রথম চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে লীলা করেন তাহা আদি লীলা এবং সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে শেষ চব্বিশ বৎসরের লীলার সাধারণ নাম অন্ত্যলীলা।) আদি লীলায় চারিটি ও অন্ত্যলীলায় চারিটি নাম বিষ্ণুর সহস্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ—মহাভারত, দানধর্মে বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্রে (১২৭।৭৫)—

হরিনাম প্রচার উপলক্ষে "কৃষ্ণ" এই উত্তম বর্ণদ্বয় সর্বদা বর্ণন করেন বলিয়া, তাঁহার একটি নাম 'সুবর্ণ বর্ণ'। তাঁহার অঙ্গ স্বর্ণের-ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'হেমাঙ্গ'। সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গ সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'বরাঙ্গ'। চন্দনের অঙ্গদ (অর্থাৎ কেয়ূর) পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'চন্দনাঙ্গদী'। সন্ন্যাস গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সন্ন্যাসী'। ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি বলিয়া তাঁহার নাম 'শম' এবং নিবৃত্তিপরায়ণ বলিয়া তাঁহার একটি নাম 'নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণ' ৷৮।

(কলিযুগেই যে শ্রীচৈতন্যের অবতার—মহাভারতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। কিন্তু) শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—নামসংকীর্তনই কলিযুগের সার ধর্ম। যথা—

ভাগবত (১১।৫।৩১-৩২)—

হে পৃথিবীপতি, দ্বাপর যুগে জগদীশ্বরকে—(নমস্তে বাসুদেবায় ইত্যাদি রূপে) লোক সকল স্তুতি করেন। নানাবিধ তন্ত্রের বিধান

(১) দান্ত—জিতেন্দ্রিয়।

* পয়ার সংখ্যা ৩৫ হইতে ৪০

অনুসারে কলিযুগে তাঁহাকে কিভাবে স্তুতি করেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ।৯।

কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ ভগবান্ অকৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ পীতকান্তি ধারণ করেন এবং অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদগণদ্বারা পরিবৃত থাকেন। সুবুদ্ধি-ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞদ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন ।১০।

এই দুই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমার পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে কৃষ্ণবর্ণ শব্দের দুইটি অর্থ হইতে পারে, যথা—যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ সর্বদা বিরাজমান অথবা যিনি মনের আনন্দে কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন, তাঁহার মুখে কৃষ্ণ নাম বা কৃষ্ণ লীলার কথা ব্যতীত অন্য কথা আসে না।

কেহ যদি তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলেন, তবে পরবর্তী 'অকৃষ্ণ' বিশেষণ তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য হয় না। কিন্তু তাঁহার দেহকান্তি অকৃষ্ণবর্ণই বলা হইয়াছে। এবং অকৃষ্ণ বর্ণদ্বারা পীত বর্ণ ই সূচিত হইতেছে।

শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমালায় (২।১) বলিয়াছেন—

কলিযুগে পণ্ডিতগণ উচ্চসংকীর্তনপ্রধান যজ্ঞদ্বারা যাঁহার অর্চনা করেন, যিনি কৃষ্ণ হইয়াও কান্তিরাজি দ্বারা গৌরবর্ণ এবং যাঁহাকে সুধীগণ সমস্ত সন্ন্যাসীর উপাস্য বলিয়া বর্ণনা করেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপী দেবতা আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন ।১১।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অঙ্গের দ্যুতি প্রত্যক্ষ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, ইহার ছটায় অজ্ঞান-অন্ধকার রাজি দূর হয়।

ধর্মের জন্যই হউক আর অধর্মের জন্যই হউক, ভক্তি বিরোধী কর্মের নাম কল্মষ, ইহা গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় ভক্তি-নেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কলিহত জীবের এই কল্মষ-তমঃ নাশের জন্য গৌরহরি অঙ্গ ও উপাঙ্গ নামক বিবিধ অস্ত্র সহ অবতীর্ণ হন। তিনি বাহু তুলিয়া হরিধ্বনি করিয়া প্রেম দৃষ্টে চাহিলেই জীবের কল্মষ নাশ হয় ও জীব প্রেমনীরে ভাসিয়া যায়।

---

* পয়ার সংখ্যা ৪১ হইতে ৪৯

তাই শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমালায় (২।৮)—বলিয়াছেন—

যাঁহার ঈষৎ-হাস্য-যুক্ত কৃপা কটাক্ষ জগদ্বাসী জনগণের সর্বপ্রকার শোক হরণ করে, যাঁহার সম্বন্ধে বাক্যারম্ভেই কল্যাণ সমূহের উদয় হয়, যাঁহার পদাশ্রয়ে সকলেই কৃষ্ণ-প্রেম প্রাপ্ত হইতে পারেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপী দেবতা আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন।১২।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীঅঙ্গ ও শ্রীমুখ দর্শন করেন, তাঁহাদের পাপ ক্ষয় হয় ও তাঁহারা প্রেমধন লাভ করেন। অন্যান্য অবতারে অসুর নিধনের জন্য সঙ্গে সৈন্য ও অস্ত্রাদি থাকে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গ—অঙ্গ ও উপাঙ্গ। এই অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্রেই তিনি স্বকার্য সাধন করেন। 'অঙ্গ' শব্দের অর্থ 'অংশ' আর 'উপাঙ্গ' শব্দের অর্থ 'অঙ্গের অবয়ব'। তাহার প্রমাণ আছে শাস্ত্রে, যথা—

ভাগবতের (১০।১৪।১৪) শ্লোক—

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—তুমি যখন সর্বজীবের আত্মা তখন তুমি কি নারায়ণ নও? নার শব্দের অর্থ জীবকুল, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীব সমূহ যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ। অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই নারায়ণ। হে অধীশ! তুমি সকল লোকের সাক্ষী, (অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কর্ম সকল নিরীক্ষণ কর)। আর জীবের হৃদয় ও জল যাঁহার আশ্রয়, সেই নারায়ণও তোমার অঙ্গ বা মূর্তি বিশেষ। তোমার অঙ্গ এই নারায়ণও সত্যবস্তু, তাহা তোমার মায়া নহে।।১৩।

এই শ্লোকের ভাবার্থ এই—

জলশায়ী অন্তর্যামী নারায়ণগণ (অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণগণ) তোমার অংশ, তুমিই মূল নারায়ণ। অঙ্গ শব্দে অংশ বুঝায়, সেই অংশ সত্যবস্তু, মায়িক বস্তু নয়, সব চিদানন্দময়। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ—এই দুই জন শ্রীচৈতন্যদেবের অঙ্গ। অঙ্গের অবয়বকে উপাঙ্গ বলে। (শ্রীবাসাদি ভক্তগণ উপাঙ্গ।) এই অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপী তীক্ষ্ণ অস্ত্র সর্বদা প্রভুর সঙ্গে বিরাজিত। এই সব অস্ত্র পাষণ্ড দলনে সহায়ক হয়। সাক্ষাৎ হলধর বলরাম—নিত্যানন্দ গোস্বামীরূপে এবং সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণু—

* পয়ার সংখ্যা ৫০ হইতে ৫৯

অদ্বৈতাচার্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীবাসাদি পারিষদ্‌সৈন্য সঙ্গে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য দুই সেনাপতি—কীর্তন করিয়া চলেন। নিত্যানন্দ দলন করেন পাষণ্ডদের, এবং অদ্বৈতাচার্যের হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলাইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্তন প্রবর্তক। যাঁহারা সংকীর্তন যজ্ঞে তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহারা সুমেধা (১)। এতদ্‌ব্যতীত সংসারের সমস্ত-জীবই বুদ্ধিহীন। কারণ সর্ববিধ যজ্ঞ হইতে কৃষ্ণ নাম কীর্তনরূপ যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। (একবার মাত্র কৃষ্ণ নাম উচ্চারণে যে ফল হয়, কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞেও তত ফল হয় না।) যিনি বলেন কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল, একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণের ফলের সমান, তিনি পাষণ্ড। তিনি নামের মাহাত্ম্য খর্ব করায় নামাপরাধে যম তাহাকে দণ্ড দেন। ভাগবত সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে শ্রীজীব গোস্বামীও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভাগবত সন্দর্ভে (১।২)—

যিনি অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ (নন্দনন্দন), কিন্তু বাহিরে (শ্রীরাধার গৌর কান্তি অঙ্গীকার করিয়া) গৌরবর্ণ হইয়াছেন, এবং যিনি (অদ্বৈত-নিত্যানন্দ শ্রীবাসাদিরূপ) অঙ্গাদি দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমরা কলিযুগে সংকীর্তন-প্রধান যজ্ঞ দ্বারা আশ্রয় করিয়াছি।১৪।

উপপুরাণে দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—হে ব্যাসদেব, কোনও কলিযুগে আমি স্বয়ং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপ-হত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব।১৫।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত, মহাভারত, আগম, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। পেচক যেরূপ বৃক্ষ-কোটরে উপস্থিত থাকিয়া সূর্যকিরণ দেখিতে পায় না, অভক্তগণও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নানা প্রকট প্রভাব, অলৌকিক কর্ম ও অনুভাব প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারে না।

---

(১) সুমেধা—বুদ্ধিমান্।

* পয়ার সংখ্যা ৬০ হইতে ৬৮

যমুনাচার্যের স্তোত্রে আছে (১৫)—

হে ভগবন্! তোমার পরমোৎকৃষ্ট স্বভাব, রূপ, আচরণ ও সত্ত্বগুণ দর্শন করিয়া, প্রবল শাস্ত্র সমূহের উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং দৈব ও পরমার্থ বিষয়ে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের অভিমত জানিয়াও অসুর-প্রকৃতি লোকগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না ।১৬।

ভগবান্‌কে জানিবার সর্বপ্রকার উপায় উপস্থিত থাকিলেও অভক্তগণ ভগবান্‌কে জানিতে পারেন না। কিন্তু প্রভু নিজেকে গোপন করিবার নানা প্রকার প্রয়াস করিলেও ভক্তগণ তাঁহাকে জানিতে পারেন।

যমুনাচার্যের স্তোত্রেই আছে (১৮)—

হে ভগবন্! তোমার প্রভুত্বের স্বরূপ—দেশ, কাল ও পরিমাণের সীমার অতীত ; ইহার সমান বা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। সেই স্বরূপকে স্বীয় যোগমায়া প্রভাবে তুমি সর্বদা গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেও তোমার কোন কোন অনন্যভক্ত তাহা সর্বদা দর্শন করিয়া থাকেন ।১৭।

যাহাদের স্বভাব অসুরের ন্যায় ভক্তিহীন, তাহারা কখনও কৃষ্ণকে জানিতে পারে না। আর ভক্তজনের নিকটে কৃষ্ণ কখনও গোপন থাকিতে পারেন না।

পদ্মপুরাণে আছে—

এই জগতে দুই প্রকার জীব সৃষ্ট হইয়াছে—এক দৈব, অপর আসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা দৈব, আর যাঁহারা তাহার বিপরীত তাঁহারা আসুর ।১৮।

ভক্ত অদ্বৈতাচার্যের প্রার্থনায় কৃষ্ণের নরলীলা প্রকটন

শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর ভক্ত অবতার। ইনিই শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। ইঁহার হুঙ্কারে (প্রার্থনায় বিগলিত হইয়াই) শ্রীকৃষ্ণ নরলীলা প্রকট করেন।

* পয়ার সংখ্যা ৬৯ হইতে ৭২

শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে চাহিলে প্রথমেই পিতামাতা, গুরু প্রভৃতি সমস্ত মান্যজনকে প্রেরণ করেন ধরা ধামে। এইভাবে মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী, শচীমাতা, জগন্নাথ মিশ্র ও অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি সকলের এক সঙ্গে প্রকট হইল। অদ্বৈতাচার্য অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইলেন—সমস্ত সংসার কৃষ্ণভক্তি-গন্ধহীন, সকলেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনক বিষয় ব্যাপারে নিযুক্ত। কেহ পাপে, কেহ পুণ্যলাভার্থে বিষয় ভোগ করে; তাহাদের ধর্ম-কর্মে ভক্তির গন্ধমাত্রও নাই, যাহাতে ভবরোগ নাশ হইতে পারে। লোকের নিদারুণ বৈষয়িক বুদ্ধি দেখিয়া আচার্যের হৃদয় করুণায় দ্রব হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—কি প্রকারে লোকের কল্যাণ হইতে পারে? যদি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হন, এবং আপনি আচরণ করিয়া ধর্মপ্রচার করেন, তবেই জীব উদ্ধার পাইতে পারে। হরিনাম ব্যতীত কলিকালে আর ধর্ম নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন-কি উপায় অবলম্বন করিলে কলিকালে শ্রীকৃষ্ণের অবতার সম্ভবপর হইতে পারে। ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলেন—শুদ্ধভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবেন এবং নিরন্তর অতি দীন ভাবে তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইবেন। সংকল্প স্থির হইল—

আনিয়া কৃষ্ণেরে করেঁা (১) কীর্তন সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার॥

কৃষ্ণকে ধরা ধামে আনিয়া কৃষ্ণনাম কীর্তন প্রচার করাইব, তবেই আমার অদ্বৈত নাম সফল হইবে।

কৃষ্ণকে কোন্ আরাধনায় বশীভূত করিবেন—চিন্তা করিতে করিতে একটি শ্লোকের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল।

হরিভক্তিবিলাসে গৌতমীয় তন্ত্রের বচন (১১।১১০)—

একদল তুলসীর সহিত এক গণ্ডূষ জল দিলেই ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তগণের নিকটে আপনাকে বিক্রয় করেন।১৯।

এই শ্লোকের তাৎপর্য আচার্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে

(১) করেঁা—করিব।

* পয়ার সংখ্যা ৭৩ হইতে ৮৪

ব্যক্তি প্রীতির সহিত তুলসী ও জল শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কাছে ঋণী হইয়া পড়েন। তিনি প্রীতিপূর্ণ জল ও তুলসীর যোগ্য ধন আর খুঁজিয়া পান না, যাহাতে এ ঋণ শোধ করিতে পারেন। তাই ভগবান্ ভক্তের নিকটে দেহ বিক্রয় করিয়া ঋণ শোধ করেন। এই ভাবিয়া আচার্য আরম্ভ করিলেন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্ম স্মরণ করিয়া অনুক্ষণ গঙ্গাজল ও তুলসী মঞ্জরী সমর্পণ করিতে লাগিলেন, এবং গভীর হুঙ্কারে আহ্বান করিতে লাগিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। ভক্তের আকুল আহ্বানে অবতীর্ণ হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ ভক্তের ইচ্ছায় ধর্ম রক্ষার্থ অবতীর্ণ হইলেন। ইহাই শ্রীচৈতন্য অবতারের মুখ্য কারণ।

ভাগবতে আছে (৩।৯।১১)—

হে নাথ! বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণে তোমাকে লাভ করার পন্থা অবগত হওয়া যায়, সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানে যে সব ভক্ত তোমাগত প্রাণ হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদের হৃৎসরোজে অধিষ্ঠান কর। সেই ভক্তগণ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে তোমার যে যে রূপের ধ্যান করেন, তুমি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রযুক্ত সেই সেই রূপেই প্রকটিত হও ।২০।

এই শ্লোকের সারমর্ম এই—ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার।

মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকের (১) ব্যাখ্যায় এই সিদ্ধান্তই স্থির হইল যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ-প্রেম প্রচারের জন্য জীবের প্রতি করুণা বশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস। চৈতন্য-চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে আশীর্বাদ মঙ্গলাচরণে
চৈতন্যাবতারের সামান্য কারণ নামক তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

(১) প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত।

* পয়ার সংখ্যা ৮৪ হইতে ৯২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য অবতারের মূল প্রয়োজন

শ্রীচৈতন্য প্রসাদে বালকও (অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তিও) শাস্ত্র দর্শন করিয়া ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গ রূপের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় ।১।

জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত মঙ্গলাচরণের চতুর্থ শ্লোকের অর্থ পূর্ব পরিচ্ছেদে করা হইয়াছে। এই পরিচ্ছেদে পঞ্চম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছি, ভক্তগণ শ্রবণ করুন। শ্লোকের মূল তাৎপর্য বিশ্লেষণের পূর্বে ভূমিকা স্বরূপে অর্থ সম্বন্ধে কিছু আভাস দিতেছি। শ্লোকের সংক্ষিপ্তসার এই—নাম ও প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন! এই কারণটি সত্য, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা বহিরঙ্গ (অর্থাৎ বাহ্যিক কারণ), অন্তরঙ্গ (অর্থাৎ মুখ্য) আর একটি কারণ আছে, তাহা বলিতেছি। শাস্ত্রেতে পাই—দ্বাপর যুগে পৃথিবীর ভার হরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভূভার হরণ স্বয়ং ভগবানের কার্য নহে, (অসুর বিনাশাদি দ্বারা) জগৎ পালন—স্থিতিকর্তা (ক্ষীরোদশায়ী) বিষ্ণুর কর্ম। কিন্তু যে সময় ভূভার হরণের নিমিত্ত বিষ্ণুর অবতরণের সময় হইল, সেই সময়ে হইল শ্রীকৃষ্ণের অবতরণেরও সময়। পূর্ণ ভগবান্ যখন অবতরণ করেন, তখন সমস্ত অবতারই আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। (পরব্যোমাধিপতি) নারায়ণ, (বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই) চতুর্ব্যূহ, মৎস্য কূর্মাদি অবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতি সকলে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে মিলিত হইয়া অবতীর্ণ হন। পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই ভাবেই অবতরণ করেন। অতএব বিষ্ণু যখন শ্রীকৃষ্ণের শরীরেই মিলিত হন, তখন বিষ্ণুর দ্বারাই

---

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ১২

শ্রীকৃষ্ণ অসুর সংহার করেন। এই অসুর সংহার অবতারের আনুষঙ্গিক কার্য মাত্র ; যেজন্য তিনি অবতার হন, তাহার মূল কারণ বলিতেছি।

প্রেমরস নির্যাস আস্বাদন ও রাগমার্গের ভক্তি প্রচারের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মুখ্য কারণ। শ্রীকৃষ্ণ রসিকেন্দ্র চূড়ামণি এবং পরম করুণ—এই দুই কারণে তাঁহার মনে এই ইচ্ছার উদ্‌গম হয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় (৪।১১) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

হে পার্থ! যাহারা যে ভাবে আমার ভজনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই ভজন-পথ অনুসরণ করিয়া থাকে ।২।

শ্রীকৃষ্ণ আরো বলিয়াছেন—যে সমস্ত ভক্ত আমার পুত্র, আমার সখা, আমার প্রাণপতি—এইরূপ ভাবে আমার প্রতি শুদ্ধভক্তি প্রদর্শন করে, (তাহাদের মনে আমার প্রতি ঐশ্বর্যের লেশমাত্র থাকে না,) তাহারা আপনাকে বড় মনে করে এবং আমাকে মনে করে সমান বা হীন, আমি সর্বভাবে তাহাদের অধীন (বশীভূত)।

ভাগবতে আছে (১০।৮২।৪৪)—

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছেন—আমার প্রতি ভক্তি দ্বারাই প্রাণিগণ অমৃতত্ব বা আমার নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমার প্রতি আমাকে আকর্ষণ করিবার মত স্নেহ যে তোমাদের আছে, তাহা খুব ভাগ্যের কথা ।৩।

মাতা আমাকে পুত্রভাবে বন্ধন করেন, অতি হীন জ্ঞানে লালন পালন করেন। সখাগণ বিশুদ্ধ সখ্যপ্রেমে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বলেন— তুমি কোন্ বড়লোক হে? আমি ত তোমার সমান। প্রিয়া মান করিয়া ভর্ৎসনা করিলে, বেদোক্ত স্তুতিপাঠ হইতেও আমাকে অধিক মুগ্ধ করে—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

* পয়ার সংখ্যা ১৩ হইতে ২৩

এইরূপ স্বসুখ বাসনাহীন শুদ্ধভক্তি-সম্পন্ন (নন্দ যশোদার ন্যায় পিতামাতা, সুবল মধুমঙ্গলাদির ন্যায় সখা, শ্রীরাধিকাদির ন্যায় প্রিয়) ভক্ত সহ অবতীর্ণ হইব এবং নানা প্রকার অপূর্বলীলা সম্পন্ন করিব। বৈকুণ্ঠাদি ধামেও যে সমস্ত লীলার প্রচলন নাই, জগতে অবতীর্ণ হইয়া করিব সেই সমস্ত লীলা। সেই সমস্ত লীলার আনন্দ বৈচিত্রী দেখিয়া আমি নিজেই বিস্মিত হইব। (অপ্রকট ধামে যে সমস্ত লীলা অনুষ্ঠিত হয় না, অথচ প্রকট লীলায় অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার একটি কান্তা ভাব। এই লীলায়) যোগমায়ার প্রভাবে (আমার নিত্য স্বকান্তা) গোপীগণের আমার প্রতি উপপতিভাব হইবে। আমাদের রূপে গুণে পরস্পরের মন নিত্য হরণ করিবে, যোগমায়া যে ইহা করিতেছেন তাহা আমিও জানিব না, (আমার নিত্য স্বকান্তা) গোপীগণও বুঝিতে পারিবেন না। বেদধর্ম, লোকধর্ম, গৃহধর্ম ত্যাগ করিয়া গভীর অনুরাগবশতঃ আমরা পরস্পর মিলনের চেষ্টা করিব। দৈবক্রমে কোন সময়ে মিলন ঘটিবে, কোন সময়ে ঘটিবে না। জগতে অবতীর্ণ হইয়া আস্বাদন করিব এই সব রস-নির্যাস এবং এইভাবে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—সমস্ত রসের ভক্তগণের প্রতি করিব অনুগ্রহ। ব্রজের এই (ঐশ্বর্য জ্ঞানহীন, একমাত্র কৃষ্ণ-সুখের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত) অনুরাগের কথা শুনিয়া ভক্তগণ যেন বর্ণাশ্রম ধর্মের কর্মাদি ত্যাগ করিয়া রাগ মার্গে আমাকে ভজনা করেন।

ভাগবতে (১০।৩৩।৩৬) আছে—

ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য ভগবান্ নরদেহ ধারণ করিয়া সর্বচিত্তহারী লীলা প্রকট করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া জীব যেন তৎপরো ভবেৎ অর্থাৎ ভগবৎ পরায়ণ হয়।৪।

(মূল শ্লোকে 'তৎপরো ভবেৎ' অর্থাৎ 'ভগবৎপরায়ণ হইবে' কথাটি আছে।) এখানে 'ভবেৎ' শব্দে বিধিলিঙ্ ক্রিয়াপদ ব্যবহারের তাৎপর্য এই—কৃষ্ণলীলার কথা ভক্ত-মুখে শুনিয়া ভগবৎ পরায়ণ হওয়া অবশ্য কর্তব্য, নতুবা প্রত্যবায় হইবে। অতএব প্রেমরস আস্বাদন ও রাগমার্গের ভক্তির প্রচারের ইচ্ছাই শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্যের প্রধান কারণ, অসুর সংহার আনুষঙ্গিক বা গৌণ কারণ মাত্র।

* পয়ার সংখ্যা ২৪ হইতে ৩২

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলিলাম, এক্ষণে শ্রীচৈতন্যাবতারের কারণ বলিতেছি। শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ-ভগবান্। সুতরাং হরিনাম প্রচার-রূপ যুগধর্ম তাঁহার কার্য নহে। কোন কারণে শ্রীভগবানের অবতরণের ইচ্ছা হইলে সে সময় যুগধর্ম প্রবর্তনের সময়ও উপস্থিত হয়। সুতরাং ভক্তগণ সহ অবতরণ করিয়া তিনি প্রেম ও নাম সংকীর্তন উভয়ই স্বয়ং আস্বাদন করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং নাম-প্রেম আস্বাদন করায় সর্বসাধারণের মধ্যে এমন কি চণ্ডালাদি হীন জাতির মধ্যেও নাম সংকীর্তন প্রচারিত হইয়াছে এবং সংসার-বদ্ধ জীব নাম-প্রেমের মালা গলায় পরিয়াছেন। এইরূপে ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্বক আপনি আচরণ করিয়া নাম সংকীর্তনাদি ভক্তিধর্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন।

ভক্ত চতুর্বিধ। ইঁহারা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা শৃঙ্গার—এই চারি ভাবের আশ্রয়। নিজ নিজ ভাবকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ভাবের অনুকূল সেবা দ্বারা ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে—শৃঙ্গারেই সকল রস হইতে মাধুর্য অধিক।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর দক্ষিণ-বিভাগে স্থায়িভাব-লহরীতে আছে (৫।২১)—

(শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর)—এই পঞ্চবিধ মুখ্য রতি উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য বিশিষ্ট হইলেও বাসনাভেদে কোনও রতি কোনও ভক্তের বিশেষ রুচিকর হইয়া থাকে।৫।

শৃঙ্গার রসে সর্বাপেক্ষা অধিক মাধুরী বলিয়া এই রসকে 'মধুর রস' বলে। ইহা আবার দ্বিবিধ—স্বকীয়া ও পরকীয়া। পরকীয়া মধুর রসেই সর্বাপেক্ষা বেশী রসের উল্লাস। ব্রজধাম ব্যতীত অন্যত্র ইহার অস্তিত্ব নাই। ব্রজবধূগণের মধ্যেই এই পরকীয়া কান্তাপ্রেম দৃষ্ট হয়। তবে শ্রীরাধিকার মধ্যেই এই প্রেমের শেষ সীমা (বা মাদনাখ্য মহাভাব)। শ্রীরাধার প্রেম প্রৌঢ় (অর্থাৎ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়), নির্মল (অর্থাৎ স্ব সুখ বাসনাশূন্য) এবং সর্বোত্তম। একমাত্র এই রাধা-প্রেম দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য পূর্ণতমভাবে আস্বাদিত হইতে পারে। অতএব রাধাভাব অঙ্গীকার করিয়া গৌরহরি স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

* পয়ার সংখ্যা ৩৩ হইতে ৪৫

তাই স্তবমালায় ১ম চৈতন্যাষ্টকে (২) আছে—

শ্রীচৈতন্যদেব ইন্দ্রাদি দেবগণের দুর্গস্বরূপ, উপনিষদের একমাত্র লক্ষ্য, মুনিগণের সর্বস্ব, ভক্তবৃন্দের মাধুর্য স্বরূপ এবং পঙ্কজনয়না ব্রজ-সুন্দরীদিগের (বা শ্রীরাধার) প্রেম নির্যাস। সেই শ্রীচৈতন্যদেবই কি আবার আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন? ৬।

স্তবমালার ২য় চৈতন্যাষ্টকে (৩) আছে—

যিনি প্রণয়িনী ব্রজ সুন্দরীগণের অপরিসীম ও অনির্বচনীয় রস-সমূহ পরম কৌতূহলে অপহরণ করিয়াছেন এবং উহা উপভোগের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের দ্যুতি (স্বীয় অঙ্গে) প্রকটিত করিয়া নিজের শ্যাম-কান্তি আবরিত করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন ।৭।

যে উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণ বা শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলা হইল এবং নাম সংকীর্তন প্রচাররূপ যুগধর্ম স্থাপন সম্বন্ধেও বলা হইল। এখন প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত মঙ্গলাচরণের পঞ্চম শ্লোকের বিচার করিয়া ব্রজাঙ্গনাভাব বা রাধাভাব গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইতেছে। * এতক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে তাহা শ্লোকার্থের আভাস মাত্র, এখন মূল অর্থ প্রকাশ করিতেছি।

পঞ্চম শ্লোকটি শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে, শ্লোকটি এই—

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার স্বরূপা (অর্থাৎ বিগ্রহ স্বরূপা) হ্লাদিনী শক্তি। এজন্য (শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বশতঃ) তাঁহারা একাত্মা। কিন্তু একাত্মা হইয়াও তাঁহারা অনাদি কাল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে পৃথক দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে এই কলিযুগে সেই দুই দেহ একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। এই রাধাভাব কান্তিযুক্ত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি ।৮।

---

* পয়ার সংখ্যা ৪৬ হইতে ৪৮

রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একই আত্মা। লীলারস আস্বাদনের জন্য তাঁহারা দুই দেহ ধারণ করিয়া পরস্পরের সহিত লীলা বিলাস করেন। এই রস আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই দুইদেহ একত্র হইয়া একই বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এইজন্য রাধাকৃষ্ণের একাত্মতার কথাই বিবৃত করিতেছি, ইহা হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা কীর্তিত হইবে। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকার, স্বরূপশক্তি, ইহার অপর নাম 'হ্লাদিনী'। আহ্লাদিত করেন বলিয়া এই শক্তির নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনী কৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করায় এবং ভক্তগণেরও আনন্দের পরিপুষ্টি সাধন করে। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে সৎ চিৎ ও আনন্দে পূর্ণ। একই চিৎ শক্তির তিনটি রূপ, আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী এবং চিদংশে সংবিৎ। সংবিৎ শক্তিদ্বারা জানা যায় বলিয়া সংবিৎকে 'জ্ঞান' শক্তিও বলে।

বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯) আছে—

হে ভগবন্! তুমি সর্বাধিষ্ঠানভূত; (আহ্লাদকরী) হ্লাদিনী, (সত্ত্বাবিষয়ক) সন্ধিনী এবং (জ্ঞান বিষয়ক) সংবিৎ—এই ত্রিবিধ শক্তি তোমাতেই একা অবস্থিত, (জীবে নাই)। কিন্তু হ্লাদকরী সাত্ত্বিকী, তাপকরী তামসী এবং এই উভয়ের মিশ্রা রাজসী—এই তিনটি শক্তি তোমাতে নাই (কিন্তু জীবে আছে) কারণ তুমি প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণ বর্জিত ।৯।

সন্ধিনীর সার অংশ (অর্থাৎ চরম পরিণতির) নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। এই শুদ্ধ-সত্ত্বে ভগবানের সত্ত্বা অবস্থান করেন। মাতা, পিতা, স্থান (অর্থাৎ গোকুলাদি ধাম), গৃহ (অর্থাৎ কুঞ্জাদি) ও শয্যাসন—শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার (বা পরিণতি)।

ভাগবতে (৪।৩।২৩) আছে—

মহাদেব বলিলেন—বিশুদ্ধ সত্ত্বকে বসুদেব বলে; কারণ পরম-পুরুষ বাসুদেব অনাবৃত হইয়া সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্বে প্রকাশিত হন। আমি সেই অধোক্ষজ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত) ভগবান্ বাসুদেবকে মনদ্বারা সেবা করি ।১০।

* পয়ার সংখ্যা ৪৯ হইতে ৫৭

(সন্ধিনী শক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইল। এক্ষণে সংবিৎ শক্তির পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।) শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং ভগবান্—এই জ্ঞানই সংবিৎ শক্তির চরম-অভিব্যক্তির ফল। ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানাদি কৃষ্ণের ভগবত্ত্বা জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জ্ঞান হইলে ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি সম্বন্ধেও জ্ঞান হয়।)

রাধাতত্ত্ব

(হ্লাদিনী শক্তির সার—'প্রেম'। প্রেমের সার—'ভাব', ভাবের পরাকাষ্ঠা 'মহাভাব'। শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপা, তিনি সর্বগুণের আকর। কৃষ্ণকান্তা-গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা—মহাভাব স্বরূপা—শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।)

সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরাধা প্রকরণে আছে (২)—

শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী—এই উভয়ের মধ্যে (শ্রীরাধা) সর্বপ্রকারেই শ্রেষ্ঠা। কারণ ইনি (মহাভাব স্বরূপা এবং সর্বগুণে অতিপ্রধানা)।১১।

(শ্রীরাধার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, কায়া—সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি ও লীলা সহচরী।)

ব্রহ্মসংহিতায় আছে (৫।৩৭)—

ব্রহ্মা কহিলেন—আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি। তিনি সমস্ত গোলোকবাসী ও অন্যান্য প্রিয়জনের পরম প্রিয় হইলেও স্বকান্তারূপে প্রসিদ্ধ ব্রজদেবীগণের সঙ্গেই গোলোকে বাস করিয়া থাকেন। কারণ ইঁহারা আনন্দ চিন্ময় প্রেমরসেই গঠিত এবং গোবিন্দের হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপ।১২।

(শ্রীরাধা কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ রস আস্বাদন করান এবং কিভাবে তাঁহার ক্রীড়ার (অর্থাৎ লীলার) সহায় হন বলিতেছি। কৃষ্ণকান্তাগণ

* পয়ার সংখ্যা ৫৮ হইতে ৬২

ত্রিবিধ। এক—লক্ষ্মীগণ (১), দ্বিতীয়—দ্বারকা মথুরার রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ এবং তৃতীয়—ব্রজাঙ্গনাগণ। এই ব্রজাঙ্গনাগণই কান্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধিকা হইতেই অন্যান্য কান্তাগণের আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অবতারী, শ্রীকৃষ্ণ হইতেই বিভিন্ন অবতারের উদ্ভব। সেইরূপ শ্রীরাধা অংশিনী এবং তিন শ্রেণীর ভগবৎ-কান্তা শ্রীরাধা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন। লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার বৈভব বিলাসরূপে অংশরূপ, মহিষীগণ তাঁহার বৈভব-প্রকাশ স্বরূপ এবং ব্রজদেবীগণ রসবৈচিত্রীর জন্য আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপ (২)। বহুকান্তা ব্যতীত রসের উল্লাস হয় না। (শৃঙ্গার রসাত্মিকা) লীলার সহায়ের জন্যই শ্রীরাধার ব্রজদেবী বিগ্রহে বহুকান্তারূপে প্রকাশ। এই বহু প্রকাশ দ্বারা নানা ভাব ও নানা রসভেদে শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি লীলা আস্বাদন করান হয়। সর্বকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধা শ্রীগোবিন্দের আনন্দ-দায়িনী, শ্রীগোবিন্দের মোহিনী, শ্রীগোবিন্দের সর্বস্ব।

বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্রে আছে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব-কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥১৩॥

(শ্রীরাধিকা—দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, সম্মোহিনী ও পরা বলিয়া কীর্তিতা)।১৩।

('দেবী' শব্দের দিব্-ধাতুর অর্থ দ্যুতি ধরিলে) দেবী অর্থ—দ্যোতমানা (জ্যোতির্ময়ী), পরমাসুন্দরী। আবার (দিব্ ধাতুর অর্থ প্রীতি বা পূজা ধরিলে) দেবী অর্থে শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণ পূজা ও কৃষ্ণক্রীড়ার (অর্থাৎ লীলার) আবাস-স্থল নগরী বুঝায়।

(১) লক্ষ্মীগণ—পরব্যোমের ভগবৎ স্বরূপগণের কান্তা গণ।

(২) বিলাস, প্রকাশ ও কায়ব্যূহ শব্দের অর্থ ৯ ও ১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৈভব—যাঁহারা স্বরূপে মূল স্বরূপের তুল্য, কিন্তু শক্তির বিকাশে মূল স্বরূপ অপেক্ষা ন্যূন, তাঁহাদেরে বৈভব ও প্রাভব বলে। প্রাভব অপেক্ষা বৈভবে শক্তির বিকাশ অধিক।

* পয়ার সংখ্যা ৬৩ হইতে ৭২

'কৃষ্ণময়ী' শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে—শ্রীরাধিকার অন্তরে বাহিরে কেবল কৃষ্ণ। তাঁহার নেত্র যেখানে পড়ে সেখানেই কৃষ্ণ স্ফুরিত হন।

'কৃষ্ণময়ী'—কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।
যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে॥

'কৃষ্ণময়ী' শব্দের আর এক অর্থ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় ও রসময়, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। শ্রীরাধা তাঁহারই (হ্লাদিনী) শক্তি; শক্তি ও শক্তি-মানের অভেদ বশতঃ উভয়ে একরূপ, সুতরাং রাধিকা কৃষ্ণময়ী।

'রাধিকা' শব্দের রাধ্ ধাতুর অর্থ আরাধনা। যিনি কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূরণ রূপ আরাধনা করেন, তাঁহার নাম 'রাধিকা' বলিয়া ভাগবত পুরাণে কীর্তিত হইয়াছে। যথা—

ভাগবত (১০।৩০।২৮)—

(শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন একত্রে দেখিতে পাইয়া বলিলেন)—

এই রমণী দুঃখহারী, (অভীষ্ট বস্তু প্রদানে সমর্থ) ঈশ্বর ভগবান্ গোবিন্দকে নিশ্চয়ই আরাধনা দ্বারা বশীভূত করিয়াছেন। সেজন্য তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে গোপনীয় স্থানে আনয়ন করিয়াছেন।১৪।

শ্লোকে উল্লিখিত 'পরদেবতা' শব্দের তাৎপর্য এই যে,—এই পরদেবতা শ্রীরাধিকা সর্বজন পূজ্যা, সর্বপালিকা ও সর্বজগতের মাতা।

'সর্বলক্ষ্মীময়ী' শব্দের তাৎপর্য এই যে,—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণের মূল আশ্রয় বা অংশিনী বলিয়া শ্রীরাধিকা সর্বলক্ষ্মীময়ী। এই শব্দের আর একটি অর্থ হইতে পারে। সর্বলক্ষ্মী বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য বুঝায়। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি, সুতরাং সর্বশক্তিবর্য, সর্বশক্তি গরীয়সী।

'সর্বকান্তি' শব্দের তাৎপর্য এই—'কান্তি' শব্দের অর্থ সৌন্দর্য ও শোভা। অতএব সর্বপ্রকারের সৌন্দর্যকান্তি যাঁহাতে অবস্থান করে তিনিই সর্বকান্তি। অথবা যাঁহার শোভা হইতে সমস্ত লক্ষ্মীগণের শোভা হয়, তিনিই সর্বকান্তি। আবার 'কান্তি' শব্দ কম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কম্-ধাতুর অর্থ

* পয়ার সংখ্যা ৭৩ হইতে ৭৯

কামনা বা বাসনা। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত কামনার বা কাম্যবস্তুর আধার—সুতরাং তিনি সর্বকান্তি। শ্রীরাধিকা হইতেই শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত বাঞ্ছিত পূর্ণ হইয়া থাকে, তাই তিনি সর্বকান্তি।

'সম্মোহিনী' ও 'পরা' শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য এই—যিনি সম্যক্‌রূপে মোহিত করেন, তিনি সম্মোহিনী। শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে মোহিত করেন আর শ্রীরাধিকা জগৎ-মোহন শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী, সুতরাং তিনি সম্মোহিনী; এই কারণেই তিনি সকলের পরা বা শ্রেষ্ঠা ঠাকুরাণী।

শ্রীরাধা পূর্ণ-শক্তি ও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্, শক্তি ও শক্তিমান্—এই দুই বস্তুতে প্রভেদ নাই, ইহাই শাস্ত্র বলিয়াছেন। অতএব রাধা ও কৃষ্ণ মূলতঃ অভিন্ন। ইহার প্রমাণ—

মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা, কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

মৃগমদ কস্তুরী ও তাহার গন্ধে যেমন কোনও ভেদ নাই, অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তিতে যেমন কোনও ভেদ নাই, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাতেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, তাঁহারা লীলারস আস্বাদনের জন্যই দুইরূপ ধারণ করিয়াছেন।*

জীবকে প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত মঙ্গলাচরণের পঞ্চম শ্লোকের তাৎপর্য।

এক্ষণে প্রথম পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণের ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থপ্রকাশ করিব। প্রথমে শ্লোকার্থের আভাস দিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি—শ্রীচৈতন্য অবতরণ করিয়া যে নাম সংকীর্তন প্রচার করিয়াছেন—ইহা অবতারের বাহ্যকারণ। অবতারের আর একটি কারণ আছে, তাহাই মুখ্য অন্তরঙ্গ কারণ, রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণের তাহা নিজের কার্য।

যে অতিগূঢ় কারণে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন, তাহার তিনটি অঙ্গ আছে। দামোদরস্বরূপ তাহা জগতে প্রচার করিয়াছেন। স্বরূপ

* পয়ার সংখ্যা ৮০ হইতে ৯১

গোস্বামী প্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বলিয়া এসব গূঢ়তত্ত্ব তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অন্তরই ছিল রাধাভাবের মূর্তি, সেই রাধাভাবে নিরন্তর তাঁহার মনে (কৃষ্ণ মিলন জনিত) সুখ ও (বিরহ জনিত) দুঃখ উপস্থিত হইত। শেষ লীলায় প্রভুর মনে কৃষ্ণ বিরহ জনিত দিব্যোন্মাদ জন্মে, তাঁহার আচরণ ছিল ভ্রমপূর্ণ আর বাক্যে ছিল প্রলাপ। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রেরিত উদ্ধবকে দীর্ঘ বিরহের পর দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার যেরূপ দিব্যোন্মাদ হইয়াছিল, মহাপ্রভুব মনেও দিবারাত্র ছিল সেই ভাব। তিনি গভীর বিরহে স্বরূপের কণ্ঠ ধরিয়া রাত্রিকালে বিলাপ করিতেন এবং রাধাভাবের আবেশে তাঁর কাছেই প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতেন। প্রভুর মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, স্বরূপ দামোদর সেই ভাবের অনুকূল গান বা শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে আনন্দ দিতেন। প্রভুর এসব আচরণেব কথা এবং স্বরূপ দামোদরের শ্লোক-গীতাদির কথা এখানে বর্ণনার প্রয়োজন নাই, অন্ত্যলীলায় তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিব।

দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের বয়োধর্মের তিনটি লীলা প্রকটিত হইয়াছিল,—(পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত) কৌমার, (দশম বর্ষ পযন্ত) পৌগণ্ড এবং (ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত) কৈশোর। এই কৈশোর লীলাই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাৎসল্য ভাবের আবেশে পিতামাতার লালন পালনে কৌমার ও সখাগণের সঙ্গে নানা ক্রীড়ায় পৌগণ্ড সফল হয়। কৈশোরে রাধিকাদির সঙ্গে রাসাদি বিলাসে ইচ্ছামত রসের নির্যাস আস্বাদন করেন। রাসাদি লীলায় কৈশোব বয়স, কাম ও সমগ্র জগৎ সার্থক হয়।

বিষ্ণুপুরাণে আছে (৫।১৩।৫৯)—

মধুসূদন আপনার কৈশোর বয়স সফল করিবার নিমিত্ত যামিনীতে স্ত্রীরত্ন সঙ্গে বিহার করিয়া জগতের অমঙ্গল নাশ করিয়াছিলেন ।১৫।

বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোর-মিতি তত্রিধা।
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরম্॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণবিভাগ—১।১৫৭-৮

পয়ার সংখ্যা ৯২ হইতে ১০২

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে প্রথম লহরীতে (১।১২৪) আছে—

শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের নিকটে রজনী-বিলাস বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া লজ্জাবতী শ্রীরাধাকে লজ্জায় অভিভূত করিয়া তুলেন এবং শ্রীরাধার কুচমণ্ডলে বিচিত্র কেলিমকরী অঙ্কনের কৌশল প্রদর্শন করিয়া নানারূপ কৌতুক করেন—এভাবে কুঞ্জে বিহার করিয়া তিনি স্বীয় কৈশোর সফল করেন ।১৬।

বিদগ্ধমাধবে আছে—(৭।৫)

দেবী পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে বলিলেন—হে মধুরাক্ষি ! এই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা যদি মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিধাতার সমস্ত সৃষ্টিই বৃথা হইত আর কন্দর্পও বিশেষরূপে ব্যর্থ হইতেন ।১৭।

অবতারত্ব গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য

শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপর লীলায় শৃঙ্গারাদি সমস্ত রসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রস-নির্যাস উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তিনটি বাসনা (১) পূর্ণ হয় নাই, এই তিনটি বাসনা পূরণের ইচ্ছায়ই তাঁহাকে আবার (শ্রীগৌরাঙ্গরূপে) অবতীর্ণ হইতে হইল।

তাঁহার প্রথম বাসনাটি কি বলিতেছি। কৃষ্ণ বলিলেন—আমিই সমস্ত রসের নিধান, পূর্ণানন্দময়, চিন্ময়, পূর্ণতত্ত্ব। তথাপি রাধিকার প্রেম আমাকে উন্মত্ত করিয়া ফেলে। আমি অনুক্ষণ সেই প্রেমে বিহ্বল হইয়া থাকি। না জানি রাধিকার প্রেমের কত শক্তি! রাধাপ্রেম আমার গুরু, আমি তার নৃত্য শিক্ষার্থী শিষ্য, সেই প্রেমগুরু সর্বদা আমাকে উদ্ভট ভাবে নৃত্য করায়।

(১) তিনটি বাসনা—(ক) শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ ? (খ) সেই প্রেমের দ্বারা আস্বাদিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যই বা কিরূপ ? (গ) এই মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, তাহাই বা কিরূপ ?

* পয়ার সংখ্যা ১০৩ হইতে ১০৮

গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭৭) আছে—

শ্রীরাধা কহিলেন—হে প্রিয়সখি বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? বৃন্দা বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রান্ত হইতে। শ্রীরাধা—তিনি কোথায়? বৃন্দা—রাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বনে। শ্রীরাধা—সেখানে তিনি কি করিতেছেন? বৃন্দা—নৃত্য শিক্ষা করিতেছেন। শ্রীরাধা—গুরু কে? বৃন্দা—চারিদিকে প্রতি তরুলতায় তোমার যে মূর্তি স্ফুরিত হইতেছে, তাহাই প্রধান নর্তকীর ন্যায় আপনার পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণকে নাচাইয়া ভ্রমণ করিতেছে।১৮।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—আমার নিজের প্রেমাস্বাদে আমার যে আহ্লাদ হয়, শ্রীরাধার প্রেমাস্বাদে তাহার কোটিগুণ আনন্দ হয়। আমি যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়, রাধাপ্রেমও সেইরূপ সর্বদা বিরুদ্ধ ধর্মময়। রাধাপ্রেম বিভু। (অর্থাৎ পূর্ণ, অসীম ও সর্বব্যাপক বস্তু) সুতরাং ইহা আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। কিন্তু তথাপি ইহা ক্ষণে ক্ষণে বাড়িতে থাকে। রাধাপ্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবস্তু আর নাই, তথাপি শ্রেষ্ঠ বস্তুর মধ্যে সাধারণতঃ যে অহঙ্কার থাকে, রাধাপ্রেমে তাহা নাই। রাধাপ্রেম অপেক্ষা বিশুদ্ধ নির্মল বস্তু আর নাই, তথাপি এই প্রেমে সবদাই বাম্য ও বক্রব্যবহার আছে।

দানকেলি কৌমুদীতে (২) রাধাপ্রেমের বিরুদ্ধ ধর্মত্ব সম্বন্ধে আছে—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ—বিভু (অর্থাৎ সম্পূর্ণ) হইয়াও সর্বদা বর্ধনশীল, গুরু (অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট) হইয়াও অহঙ্কারাদি বর্জিত, পুনঃ পুনঃ বঙ্কিমভাব ধারণ করিয়াও সুনির্মল (অর্থাৎ সরল)। এহেন রাধা প্রেম জয়যুক্ত হইতেছে।১৯।

এরূপ বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রেমের অর্থাৎ মাদনাখ্য মহাভাবের পরম আশ্রয় শ্রীরাধিকা, আর আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বিষয়। বিষয় জাতীয় সুখ আমি আস্বাদন করি কিন্তু মহাভাবের আশ্রয় শ্রীরাধিকার আহ্লাদ হয় আমাপেক্ষা কোটিগুণ বেশী। (অর্থাৎ শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রেমদ্বারা সেবা করিয়া আমাকে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে) যে সুখ দেন, আমার সুখে তিনি নিজে তার কোটিগুণ অধিক

* পয়ার সংখ্যা ১০৯ হইতে ১১৫

সুখ অনুভব করেন।) সেজন্য আমার মন আশ্রয় জাতীয় সুখের জন্য ব্যাকুল। কিন্তু আস্বাদ করিতে পাই না। কি উপায় করি? যদি কখনও এই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারি, তবেই এই প্রেমানন্দ অনুভব সম্ভবপর।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ পরম কৌতূহলে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদনের লোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। (তিনি মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হওয়ার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।)

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বাসনার কথা বিবৃত হইল, এক্ষণে তাঁহার দ্বিতীয় বাসনার কথা বলিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমার মাধুর্য অদ্ভুত, অনন্ত ও পূর্ণ; ত্রিজগতে ইহার সীমা নাই। এই মাধুর্যামৃত কাহারও পক্ষে সম্যক্ আস্বাদন সম্ভবপর না হইলেও, আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীরাধিকা স্বীয় প্রেম (মাদনাখ্য মহাভাব) দ্বারা একা ইহা সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করেন। শ্রীরাধার কামগন্ধহীন প্রেম নির্মল দর্পণের ন্যায়। নির্মল দর্পণের স্বচ্ছতা আর বাড়িবার অবকাশ থাকে না, কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম এমনই অদ্ভুত, আমার মাধুর্যের সাক্ষাতে তাহার মাধুর্য ক্ষণে ক্ষণেই বৃদ্ধি পায়। আমার মাধুর্য বৃদ্ধির আর অবকাশ না থাকিলেও শ্রীরাধিকারূপ দর্পণের সাক্ষাতে ইহা নব নব রূপে প্রতিভাত হয়। আমার মাধুর্য ও রাধা প্রেম—এই দুই যেন প্রতিযোগিতা করিয়া ক্ষণে ক্ষণে বাড়িতে থাকে, কেহই হার মানিতে চায় না। আমার মাধুর্য নিত্য নব নব রূপে প্রকাশিত হয়, এবং ভক্তগণ স্ব স্ব প্রেম অনুসারে উহা উপভোগ করেন। দর্পণাদিতে যখন আমি আমার মাধুরী দর্শন করি, তখন আমার নিজেরই উহা আস্বাদনে লোভ হয়, কিন্তু পারি না। যখন আমার নিজ মাধুর্য আস্বাদনের উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করি, তখনই রাধার স্বরূপ গ্রহণ করিতে মনে বাসনা জন্মে।

ললিত মাধবে আছে (৮।৩২)—

দ্বারকায় মণিভিত্তিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন—আমার এই প্রতিবিম্বে যে অনির্বচনীয় মাধুরী

* পয়ার সংখ্যা ১১৬ হইতে ১২৭

স্ফুরিত হইতেছে, তাহা আমি কখনও দেখি নাই। আমার লোভ হইতেছে—আমি শ্রীরাধার ন্যায় ঔৎসুক্য সহকারে ইহা উপভোগ করি ।২০।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের এক স্বাভাবিক শক্তি এই যে উহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত নরনারীকে পর্যন্ত চঞ্চল করিয়া তুলে। কৃষ্ণ মাধুর্য শ্রবণে ও দর্শনে সকলের মন আকৃষ্ট হয়, শ্রীকৃষ্ণ নিজেও উহা আস্বাদন করিতে প্রয়াসী হন। যিনি এই মাধুর্যামৃত নিয়ত পান করেন, তাঁহার তৃষ্ণার শান্তি হয় না, নিরন্তর বাড়িতে থাকে। তিনি অতৃপ্ত হইয়া বিধাতার নিন্দা করেন। তিনি বলেন—হায়রে! বিধাতা সৃষ্টিকার্যে নিতান্তই অনিপুণ, সৃষ্টিকার্য দক্ষতার সহিত করিতে জানেন না—

কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী আস্বাদন করিতে কোটি কোটি নেত্রের প্রয়োজন। কিন্তু বিধাতা দিলেন আমাকে মাত্র দুইটি নয়ন, তাহাতেও আছে আবার নিমিষ (অর্থাৎ পলক), সেই পলক অনুক্ষণ বাধা সৃষ্টি করে, আমি কৃষ্ণ মাধুরী দর্শন করি কিরূপে ?

ভাগবতে (১০।৩১।১৫) আছে—

গোপীগণ কৃষ্ণকে বলিতেছেন—দিবাভাগে তুমি যখন কাননে কাননে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে এক ক্ষণার্ধমাত্র সময়কেও এক যুগ বলিয়া মনে হয়। তোমার কুটিল-কুন্তল-শোভিত শ্রীমুখ দর্শনকারীদের নয়নে যিনি পক্ষ্ম রচনা করিয়া দর্শনে ব্যাঘাত জন্মান, সেই ব্রহ্মা নিতান্তই জড় (অজ্ঞ) ।২১।

ভাগবতে আরো আছে (১০।৮২।৩৯)—

চক্ষুর পক্ষ্ম শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে ব্যাঘাত ঘটায় বলিয়া গোপীগণ পক্ষ্ম নির্মাতা বিধাতাকে অভিসম্পাত করিয়া থাকেন। সেই গোপীগণ

---

* পয়ার সংখ্যা ১২৮ হইতে ১৩২

বহুকাল পরে (কুরুক্ষেত্রে) শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া নয়নদ্বারা তাঁহার মূর্তি হৃদয়ে স্থাপন করিলেন এবং মনে মনে তাঁহাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আরূঢ় যোগিগণ বা নিত্য সংযোগিণী রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণেরও দুর্লভ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন ।২২।

যিনি কৃষ্ণ দর্শন করেন তিনি ভাগ্যবান্। কৃষ্ণ দর্শন ব্যতীত নেত্রের কোন সার্থকতাই নাই।

ভাগবতে (১০।২১।৭) আছে—

গোপীগণ বলিলেন—হে সখীগণ! যখন ব্রজরাজ-তনয় রাম ও কৃষ্ণ বেণুবাদন ও অনুরক্তজনের প্রতি স্নিগ্ধ কটাক্ষ বর্ষণ করিতে করিতে বয়স্যগণের সহিত ধেনুসঙ্গে বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন, তখন যাঁহারা ইহাদের বদনমণ্ডল দর্শন করেন, তাঁহাদের নয়ন সার্থক ।২৩।

ভাগবতে আরো আছে (১০।৪৪।১৪)—

শ্রীকৃষ্ণের রূপ লাবণ্যের সার স্বরূপ, অসমোর্ধ্ব (যাহার সমান বা অধিকরূপ আর নাই), অনন্য-সিদ্ধ (স্বাভাবিক), অনুক্ষণ অভিনব (প্রতিক্ষণেই নূতন)। এই দুর্লভ রূপ—ঐশ্বর্য, শ্রী ও যশের একান্ত আশ্রয়। গোপীগণ কি তপস্যা করিয়াছেন যাহার ফলে তাঁহারা এমন রূপ নয়ন দ্বারা পান করেন? ২৪।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুরী অপূর্ব, সেই মাধুরীর শক্তিও অপূর্ব, তাহার কথা শুনিলেও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। সেই অপূর্ব মাধুরী উপভোগের জন্য কৃষ্ণের নিজের মনেও লোভ জন্মে, সম্যক্ আস্বাদন করিতে পারেন না, মনে ক্ষোভ রহিয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যরূপে অবতরণের দ্বিতীয় বাসনা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বমাধুর্য কিরূপ, তাহা সম্যক্‌রূপে আস্বাদনের বাসনার) কথা বলা হইল। এক্ষণে তৃতীয় বাসনা (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য সম্যক্ আস্বাদনে শ্রীরাধা কিরূপ সুখ পান, তাহা জানিবার বাসনার) লক্ষণ বলা হইতেছে।

* পয়ার সংখ্যা ১৩৩ হইতে ১৩৫

গোপীপ্রেম

শ্রীচৈতন্যাবতারের তৃতীয় হেতু অত্যন্ত গোপনীয়। সেই নিগূঢ় রসের সিদ্ধান্ত একমাত্র স্বরূপ গোস্বামী জানিতেন। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মরমী ভক্ত, অন্যেরা তাঁহার নিকট হইতেই এসব রস বস্তুর কথা জানিয়া ছিলেন। সেই রস **গোপীপ্রেম**, ইহার নাম **অধিরূঢ় ভাব**, ইহা বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম, কাম নয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব বিভাগে (২।১৪৩) আছে—

ব্রজ-রমণীগণের প্রেমই 'কাম' এই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। (কিন্তু উহা স্বরূপতঃ কাম নহে।) এজন্য উদ্ধবাদি ভগবদ্‌ভক্তগণও এই প্রেম প্রার্থনা করেন।২৫।

লৌহ ও স্বর্ণ যেরূপ স্বরূপে (আকৃতি ও প্রকৃতিতে) বিভিন্ন, কাম ও প্রেমও সেইরূপ স্বরূপতঃ বিভিন্ন।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম ॥
কামের তাৎপর্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য—হয় প্রেম ত প্রবল ॥

নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির যে ইচ্ছা, ইহার নাম কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির যে ইচ্ছা তাহার নাম প্রেম। কামের উদ্দেশ্য সুধু নিজের সুখ-সম্ভোগ আর প্রেমের প্রবল চেষ্টা—কৃষ্ণ সুখ সাধন। লোক ধর্ম (১), বেদ ধর্ম (২), দেহ ধর্ম কর্ম (৩), লজ্জা, ধৈর্য, দেহ সুখ—সমস্তেরই উদ্দেশ্য আত্মসুখ (সুতরাং কাম)। এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া এমন কি দুস্ত্যজ্য আর্যপথ অর্থাৎ শাস্ত্র নির্দিষ্ট ও মহাজনগণের আচরিত আত্মপরিজন প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ

(১) লোক ধর্ম—লোকাচার।
(২) বেদ ধর্ম—বেদ বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম।
(৩) দেহ ধর্ম-কর্ম—ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্য কর্ম।
* পয়ার সংখ্যা ১৩৬ হইতে ১৪৩

করিয়া, স্বজনগণের তাড়না ও ভৎর্সনা সহ্য করিয়াও যে কৃষ্ণ ভজন, কৃষ্ণ সুখ হেতু সেবা—তাহাই প্রেম। এই প্রেমে শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ হয়। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যেরূপ কোন দাগ থাকে না, এই অনুরাগেও কৃষ্ণ সুখ বাসনা ব্যতীত অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে—কাম ও প্রেমে অত্যন্ত পার্থক্য। কাম—অন্ধতম, গাঢ় অন্ধকার আর প্রেম ভাস্করের ন্যায় নির্মল। (গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি যে সম্বন্ধ তাহার একমাত্র তাৎপর্য কৃষ্ণ সুখ সাধন, ইহার মধ্যে কামের গন্ধ মাত্রও নাই।)

তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন (১০।৩১।১৯)—

(রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলে গোপীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন)—হে প্রিয় ! তোমার অতি সুকোমল চরণারবিন্দে ব্যথা লাগিবে বলিয়া আমরা উহা আমাদের কঠিন বক্ষে ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই চরণ দ্বারা বনে ভ্রমণ করিতেছ, তাহাতে তোমার চরণ কঙ্করাদিদ্বারা ব্যথিত হইতেছে না কি ? ইহা ভাবিয়া তোমাগত প্রাণ আমাদের বুদ্ধি লোপ পাইতেছে ।২৬।

(গোপীগণ আপনাদের সুখ দুঃখের কথা একটুখানিও ভাবেন না, তাঁহাদের একমাত্র চিন্তা ও চেষ্টা—কিসে কৃষ্ণের সুখ সাধিত হয়। ইঁহারা কৃষ্ণের সুখের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া (স্ব সুখ বাসনা শূন্য) শুদ্ধ অনুরাগে তাঁহার ভজনা করেন।)

ভাগবতে আছে (১০।৩২।২১)—

হে অবলাগণ ! তোমরা আমার নিমিত্ত লোকধর্ম, বেদ ধর্ম, আত্ম পরিজন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। আমি কিন্তু আমার প্রতি তোমাদের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্যই তিরোহিত হইয়াছিলাম। তিরোহিত হইয়াও পরোক্ষ হইতে তোমাদের ভজনা করিতে ছিলাম। হে প্রিয়াগণ ! আমি তোমাদের প্রিয়, আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ তোমাদের কর্তব্য নহে ।২৭।

* পয়ার সংখ্যা ১৪৪ হইতে ১৫০

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥

অনাদি কাল হইতেই কৃষ্ণের এক প্রতিজ্ঞা—যিনি যেভাবে তাঁহাকে ভজনা করেন, কৃষ্ণ সেই ভাবেই তাঁহাকে ভজন করেন অর্থাৎ তিনি ভজনকারীর বাসনারূপ ফলদান করেন।

গীতায় (৪।১১) ভগবান্ এই আশ্বাসই দিয়াছেন, যথা—

হে পার্থ! যাহারা যে ভাবে আমার ভজনা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই ভজন পথ অনুসরণ করিয়া থাকে।২৮।

(গোপীদের ভজনের একমাত্র উদ্দেশ্য কৃষ্ণ সুখ সাধন।) শ্রীকৃষ্ণ এই বাসনারূপ ফল দান করিতে পারিলেন না, সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। এ কথা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে ভাগবতে বলিয়াছেন।

যথা ভাগবতে (১০।৩২।২২)—

হে গোপীগণ! দুশ্চেদ্য গৃহ শৃঙ্খল নিঃশেষে ছিন্ন করিয়া তোমরা আমার ভজন করিয়াছ। আমার প্রতি তোমাদের যে এই সংযোগ তাহা অনিন্দনীয়। তোমাদের এই সাধু-কৃত্যের প্রত্যুপকার—দেব-পরিমিত আয়ুষ্কাল পাইলেও আমি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য দ্বারাই তোমাদের সাধুকৃত্য প্রত্যুপকার লাভ করুক। (আমার দ্বারা অনুরূপ প্রত্যুপকার অসম্ভব), সেজন্য আমি তোমাদের কাছে চিরঋণী রহিলাম।২৯।

(পূর্বে বলা হইয়াছে—(গোপীগণ আপনাদের সুখ দুঃখের কথা একটুখানিও ভাবেন না।) তথাপি যে তাঁহাদের নিজ দেহের প্রতি প্রীতি দেখা যায়, তাহার কারণ ইহা তাঁহারা কৃষ্ণ সুখের জন্যই করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন—এই দেহ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই ধন, ইহা তাঁহারই সম্ভোগের সামগ্রী, ইহা দর্শন ও স্পর্শে তাঁহারই সন্তোষ। তাই তাঁহারা এই দেহকে মার্জন করিয়া ভূষণ পরাইয়া থাকেন।)

* পয়ার সংখ্যা ১৫১ হইতে ১৫৫

লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে (৪০) আদি পুরাণের একটী বচন আছে, যথা—হে পার্থ! যে গোপীগণ নিজাঙ্গকেও আমার (কৃষ্ণের) বস্তুজ্ঞানে যত্ন করেন, সেই গোপীগণ ব্যতীত আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহ নাই ।৩০।

গোপীভাবের আর একটী অদ্ভুত প্রকৃতি এই যে ইহার প্রভাব (বা শক্তি) বুদ্ধিগম্য নয়, অচিন্ত্য। গোপীগণ যখন কৃষ্ণ দর্শন করেন, তখন তাঁহাদের আত্ম-সুখের বাঞ্ছা মোটেই হয় না। অথচ গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, কৃষ্ণ দর্শনে গোপীগণের তদপেক্ষা কোটিগুণ অধিক আনন্দ হয়। তাঁহাদের নিজ সুখের লালসা কিছুমাত্র না থাকা সত্বেও যে তাঁহাদের সুখ বৃদ্ধিপায়, গোপিকাদের মধ্যে এই বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হয়। এই বিরুদ্ধভাবের একমাত্র সমাধান এই যে গোপীগণের সুখ কৃষ্ণ সুখেই পর্যবসিত। গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের প্রফুল্লতা বাড়ে,—এত বাড়ে যে তার তুলনা নাই। গোপীরা যখন ভাবেন—'আমাদের দর্শনে কৃষ্ণের এত সুখ হইল?'—তখন তাঁহাদের সর্বাঙ্গ আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে। গোপীর শোভায় কৃষ্ণের শোভা বাড়ে, আবার কৃষ্ণের শোভায় গোপীর শোভা বাড়ে। উভয়ের সৌন্দর্যের মধ্যে যেন এক তীব্র প্রতিযোগিতা চলে, কেহই পরাজয় স্বীকার করিতে চায় না। গোপীর রূপে ও গুণেই কৃষ্ণের সুখ, আবার কৃষ্ণের সুখেই গোপীর সুখ। অতএব গোপীর সুখ কৃষ্ণ সুখেরই বৃদ্ধির হেতু। (তাহাতে তিলমাত্র স্বসুখ বাসনা নাই), এজন্য গোপী প্রেমে কাম দোষ নাই।

শ্রীরূপ গোস্বামীর স্তব মালায় কেশবাষ্টকে আছে (৮)—

বনপ্রদেশ হইতে ব্রজে আগমন সময়ে সুন্দরী ব্রজ-যুবতীগণ অট্টালিকা সমূহে আরোহণ করিয়া যাঁহাকে মৃদু হাস্যযুক্ত শত শত কটাক্ষ ভঙ্গীর দ্বারা অর্চনা করিতেছেন, এবং যাঁহার নয়ন ভৃঙ্গ সেই ব্রজ-সুন্দরীগণের স্তন-স্তবকে সঞ্চারিত হইতেছে, সেই কেশবকে আমি ভজনা করি ।৩১।

(গোপীগণের সুখ যে কৃষ্ণ সুখ বৃদ্ধি করে তাহাই এই শ্লোকে দৃষ্ট হইল।)

---

* পয়ার সংখ্যা ১৫৬ হইতে ১৬৬

গোপীপ্রেমের আর একটি স্বাভাবিক লক্ষণের কথা বলা হইতেছে, যাহাতে ইহা যে কামগন্ধহীন তাহা লক্ষিত হইবে।

(গোপীপ্রেম কৃষ্ণ মাধুর্যের পরিপুষ্টি সাধন করে। আবার কৃষ্ণ মাধুর্যও গোপীদিগের প্রেমকে পরিতৃপ্ত ও বর্ধিত করে।) যাঁহার প্রতি প্রীতি-করা যায়, তাঁহার আনন্দ জন্মিলেই যিনি প্রীতি করেন, তাঁহার আনন্দ জন্মে, এই আনন্দের সঙ্গে নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ নাই। কামগন্ধহীন প্রেমের ইহাই নিয়ম—যিনি প্রীতির বিষয় তাঁহার সুখেই যিনি প্রীতির আশ্রয় তাঁহার প্রীতি জন্মে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনে ভক্তের মনে যদি এত আনন্দ হয় যে সেই আনন্দের বিহ্বলতায় কৃষ্ণ সেবা ব্যাহত হয়, তবে ভক্তের মনে মহা ক্রোধের সঞ্চার হয়। তিনি স্বীয় আনন্দের প্রতি রুষ্ট হন।

তাই ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর পশ্চিম বিভাগে ২য় লহরীতে (২৪) আছে—

একদিন দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুক শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। তখন প্রেমানন্দের আধিক্যে তাঁহার অঙ্গ স্তম্ভিত হইল এবং ব্যজনে সাক্ষাৎভাবে বিঘ্ন ঘটিল। সেজন্য তিনি সেবা-বিঘ্নকারী এই প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করিলেন না।৩২।

আবার ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগে ৩য় লহরীতে আছে (৩২)—

(চন্দ্রকান্তি নাম্নী গন্ধর্ব কন্যার ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া একদিন শ্রীগোবিন্দ তাঁহাকে দর্শন দিলেন।) কমল-নয়না চন্দ্রকান্তির তৎকালে পরমানন্দে নয়ন হইতে অবিরত অশ্রু প্রবাহ বহিতে লাগিল। ইহা শ্রীগোবিন্দ দর্শনের ব্যাঘাতকারী বলিয়া এই পরমানন্দকেও তিনি অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছিলেন।৩৩।

(ইহাতে দেখা যায় কৃষ্ণ সেবার বিঘ্নকারী প্রেমানন্দকেও ভক্তগণ নিন্দা করেন।) ব্রজ পরিকরদের ত কথাই নাই, এমন কি অন্যান্য শুদ্ধ ভক্তগণও কৃষ্ণ সেবা না পাইলে আত্মসুখের জন্য সালোক্যাদি মুক্তিও গ্রহণ করেন না।

* পয়ার সংখ্যা ১৬৭ হইতে ১৭২

তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন (৩।২৯।১১—১৩)—

পুরুষোত্তম ভগবানের গুণ শ্রবণমাত্রেই মনের মধ্যে যে ভক্তির উন্মেষ হয় তাহাই নির্গুণ বা শুদ্ধভক্তি। সেই ভক্তি গঙ্গাধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ; অনুক্ষণ প্রবাহিত হয় পুরুষোত্তমের দিকে ; ইহা অহৈতুকী, সেই মনোগতির মধ্যে স্থান পায় না কোন ফলাকাঙ্ক্ষা ; আর ইহা অব্যবহিত অর্থাৎ জ্ঞানকর্মাদি ব্যবধান শূন্য,—ভগবানের প্রীতিই ইহার একমাত্র প্রযোজন।৩৪-৩৫।

ভগবান্ কহিলেন—যাহারা আমার (শুদ্ধ) ভক্ত, তাহাদিগকে আমার সেবা ত্যাগ করিয়া—সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য), সারূপ্য (আমাব সমান রূপ), সামীপ্য (আমার নিকটে অবস্থান) ও একত্ব (আমার সঙ্গে সাযুজ্য)—এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিতে চাহিলেও গ্রহণ করেন না। (অর্থাৎ তাহারা এরূপ মুক্তি অপেক্ষাও ভগবৎ সেবা শ্রেয় মনে করেন)।৩৬।

ভাগবতে আরো আছে (৯।৪।৬৭)—

শ্রীভগবান্ দুর্বাসাকে কহিলেন—আমার সেবাসুখে পরিপূর্ণ ভক্তগণ, আমার সেবা প্রভাবে যে সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় (১) অনায়াসে লাভ করা যায়, তাহাই গ্রহণ করেন না। অতএব কাল প্রভাবে যে স্বর্গাদি ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা কি নিমিত্ত গ্রহণ করিবেন ? ৩৭।

গোপী প্রেম স্বাভাবিক (অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ), কামগন্ধহীন (অর্থাৎ স্বসুখ বাসনা শূন্য) এবং দগ্ধ হেমের (২) ন্যায় শুদ্ধ, নির্মল ও উজ্জ্বল। গোপীগণ

(১) মুক্তি চতুষ্টয়—সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্য।

(২) দগ্ধহেম—আগুনে পোড়ান সোনা।

* পয়ার সংখ্যা ১৭৩

শ্রীকৃষ্ণের সর্বস্ব—তাঁহার গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী, প্রিয়া (১), শিষ্যা, সখী ও দাসী। ইহার প্রমাণ আছে গোপী প্রেমামৃতে। যথা—

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন! তোমার নিকটে সত্য করিয়া বলিতেছি,—গোপিকারা আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধবী ও স্ত্রী। তাঁহারা যে আমার কি নহেন বলিতে পারি না।৩৮।

গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভিপ্রায়, প্রেম, সেবা পরিপাটী ও ইষ্ট সমীহিত (২) জানেন। তাই লঘু ভাগবতামৃতের উত্তর খণ্ডে (৩৯) আদি পুরাণের বচনে আছে—

হে পার্থ! আমার মহিমা, আমার সেবা, আমার স্পৃহার বিষয় এবং আমার মনোগত ভাব গোপিকারাই তত্ত্বতঃ জানেন, অন্য কেহ তাহা জানেন না।৩৯।

এ হেন গোপীগণমধ্যে রাধিকা সর্বোত্তম। তিনি রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে ও প্রেমে সর্ব শ্রেষ্ঠ।

লঘু-ভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে (৪৫) পদ্মপুরাণ বচনে ইহার প্রমাণ আছে—রাধিকা যেমন বিষ্ণুর প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও সেইরূপই প্রিয়। সকল গোপীর মধ্যে শ্রীরাধিকা একা বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়া।৪০।

লঘুভাগবতামৃতে উত্তর খণ্ডে (৪৬) আদি পুরাণ বচনে—

কৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জুন! স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিলোকী মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা; কারণ এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন নামক পুরী আছে। সেই বৃন্দাবন মধ্যে গোপীগণ ধন্য, যেহেতু সেই গোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধা নাম্নী আমার গোপিকা আছেন।৪১।

(১) প্রিয়া—পতিব্রতা পত্নী।

(২) ইষ্ট সমীহিত— কৃষ্ণ যাহা ভালবাসেন সেরূপ শারীরিক ব্যবহার।

* পয়ার সংখ্যা ১৭৪ হইতে ১৭৬

শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ায় যে রস জন্মে, সেই রসের বৃদ্ধির নিমিত্ত অন্যান্য গোপীগণ রসোপকরণ মাত্র। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বল্লভা, প্রাণপ্রিয়া। শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধান করিতে পারেন না।

তাই গীতগোবিন্দে আছে (৩।১)—

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে রাসলীলার বাসনা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবার শৃঙ্খল সদৃশ। (তিনিই রাসেশ্বরী।) কংসারি শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপর ব্রজ-সুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন।৪২।

(রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে ও প্রেমে) সর্ব শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার ভাব গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন এবং নাম-সংকীর্তনরূপ যুগধর্ম ও ব্রজ-প্রেম প্রচার করেন। সেই রাধা ভাবেই তিনি তাঁহার তিনটী অতৃপ্ত বাসনা (১) পূর্ণ করেন। এই বাসনা ত্রয়ই অবতারের মুখ্য কারণ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই ব্রজেন্দ্রনন্দন, রসময়-মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি মূর্তিমান শৃঙ্গার। এই শৃঙ্গার রস আস্বাদনের নিমিত্তই তিনি অবতার হন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে অন্যান্য রসও প্রচার করেন।

গীত গোবিন্দে আছে (১।১১)—

হে সখি! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ নীল পদ্মশ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমল। তাঁহার অনুরঞ্জনে গোপীগণের চিত্তে আনন্দ জন্মে, আলিঙ্গনে তাঁহাদের হৃদয়ে মদনোৎসবের উদয় হয়, তাঁহারাও তাঁহাকে প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গন করেন। এইভাবে মূর্তিমান্ শৃঙ্গাররসরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত কালে ক্রীড়া করেন।৪৩।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অখিল রসামৃত মূর্তি), সমস্ত রসের নিধান। তিনি অশেষ বিশেষে রস আস্বাদন করেন। এইভাবে তিনি কলিযুগের ধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত লীলা-রহস্য ভক্তগণ অবগত

---

(১) তিনটি বাসনা—৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

* পয়ার সংখ্যা ১৭৫ হইতে ১৮৪

আছেন।) অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস, গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরিদাস প্রভৃতি চৈতন্য ভক্তগণের কৃপায়ই আমি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের অবতারের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াছি। তাঁহাদের চরণে ভক্তিভাবে প্রণতি জানাইয়া প্রথম পরিচ্ছেদের মঙ্গলাচরণের ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থের আভাস প্রদান করিলাম। এক্ষণে মূল শ্লোকটির অর্থ প্রকাশ করিতেছি।

মূল শ্লোকটী শ্রীরূপগোস্বামীর কড়চায় আছে, যথা—

শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা (প্রেম মাধুর্য) কিরূপ, এই প্রেমে শ্রীরাধা আমার (শ্রীকৃষ্ণের) যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কিরূপ, আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মাধুর্য আস্বাদনে শ্রীরাধার যে সুখ হয়, সেই সুখই বা কিরূপ—এই সমস্ত বিষয়ে অতিশয় লোভ হেতু শ্রীরাধার ভাব যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভ-সিন্ধুমধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন ।৪৪।

শ্রীচৈতন্য অবতারের অন্তরঙ্গ কারণ

এই শ্লোকের সমস্ত সিদ্ধান্ত অতিশয় গূঢ়, প্রকাশ করা উচিত নয়, অথচ না বলিলে কেহ ইহার রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন না। অতএব প্রচ্ছন্নভাবে কিছু বলিতেছি। রসিক ভক্তই ইহা বুঝিতে পারিবেন, (মায়ামুগ্ধ অরসিক) মূঢ় বুঝিতে পারিবেন না কিছুই। যিনি শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে প্রাণের সহিত ভজন করেন, তিনিই এইসব সিদ্ধান্তে আনন্দ লাভ করিবেন।

এসব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্বদা বল্লভ॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ॥

অর্থাৎ আম্র পল্লবের রস যেরূপ কোকিলের অত্যন্ত প্রিয়, এই সবসিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় রসও সেইরূপ ভক্তগণের অতিশয় প্রিয়। উষ্ট্র আম্রপল্লবের রস আস্বাদ করিতে পারে না। অরসিক অভক্তগণও এই সমস্ত সিদ্ধান্তের রহস্য উদ্‌ঘাটন

করিতে না পারিয়া কদর্থ করেন। অতএব তাঁহারা যদি এসব তথ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা না করেন, তবেই আমার আনন্দ হইবে। অভক্তদের নিকটে এসব মর্মকথা বলিতে আমি ভয় করি, সুতরাং আমার প্রচ্ছন্ন বর্ণনার ফলে তাঁহারা যদি এসব রহস্য না জানেন তাহা হইলে আমি বিশেষ সুখী হইব। অতএব ভক্তগণকে নমস্কার করিয়া আমি রসসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নির্ভয়ে বলিতেছি। এসব শুনিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিলেন—আমি পূর্ণানন্দ স্বরূপ ও পূর্ণ রস স্বরূপ। আমা হইতেই ত্রিভুবন আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। অতএব আমাকে আবার আনন্দ দিবে কে? যাঁহাতে আমাপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিক গুণ বিদ্যমান, কেবল তিনিই আমাকে আহ্লাদিত করিতে পারেন। আমাপেক্ষা বড় গুণী এজগতে নাই, একমাত্র শ্রীরাধাতে সেই গুণ অনুভব করি। আমার রূপ অজস্র, কামদেব অপেক্ষাও সুন্দর, আমার মাধুর্য অসমোর্ধ্ব, অসীম। আমার রূপে ত্রিভুবন আপ্যায়িত হয়। অথচ রাধার রূপে আমার নয়ন সার্থক হয়। যদিও আমার বংশীগীতে ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়, তথাপি রাধার বাক্যে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়। আমার অঙ্গগন্ধেই জগৎ সুগন্ধ, কিন্তু শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধে আমার মন প্রাণ আকুল করে। আমার অধর রসেই জগৎ সরস, অথচ শ্রীরাধার অধররস আমাকে বশীভূত করে। আমার স্পর্শ কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, কিন্তু রাধিকার স্পর্শে আমিও শীতল হই। এইভাবে আমিই জগতের সুখের হেতু, কিন্তু রাধিকার রূপগুণই আমার জীবনৌষধি। শ্রীরাধা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দে আমাপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার অনুভূতি, ইহাই আমার প্রতীতি। কিন্তু তটস্থ হইয়া বিচার করিলে সমস্তই বিপরীত দেখিতে পাই। রাধার দর্শনে আমার নয়ন জুড়ায়—একথা সত্য, কিন্তু রাধা আমার দর্শনে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। (রাধার কণ্ঠস্বরে আমার কর্ণ তৃপ্ত হয়, কিন্তু আমার বাক্য দূরের কথা,) পরস্পর বেণুগীতেই (১) রাধা চৈতন্য হারাইয়া ফেলেন। (রাধার অঙ্গ স্পর্শে আমি শীতল হই, কিন্তু) রাধা কৃষ্ণ-বর্ণ কঠিন তমালকেই আমি ভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া মনে মনে ভাবেন—কৃষ্ণের আলিঙ্গন পাইলাম, জীবন সফল হইল। সেই সুখে তমালবৃক্ষ কোলে করিয়া

(১) পরস্পর বেণুগীত—দুইটী বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে যে শব্দ হয়।

* পয়ার সংখ্যা ১৯৩ হইতে ২০৮

আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। (সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধ আমার মন প্রাণ হরণ করে, কিন্তু) অনুকূল বাতাসে আমার অঙ্গগন্ধ পাইলেই শ্রীরাধা প্রেমে অন্ধ হইয়া আমার সঙ্গে মিলনের জন্য উড়িয়া ছুটিতে চান। (শ্রীরাধার অধর সুধা পানে আমি বশীভূত হই, কিন্তু রাধা আমার চর্বিত তাম্বূল আস্বাদনেই আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া পড়েন, জ্ঞান লোপ পায়। আমার সঙ্গে লীলায় রাধা যে আনন্দ পান, শতমুখে তাহা বর্ণনা করিয়াও শেষ করিতে পারিব না। লীলা অন্তে শ্রীরাধার যে অঙ্গ-মাধুরী দৃষ্ট হয়, তাহা বর্ণনাতীত। ইহা দর্শনে আমি আনন্দে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়ি। রসশাস্ত্রবিৎ ভরত মুনি বলিয়াছেন– সঙ্গমলীলায় নায়ক নায়িকার সমান আনন্দ হয়, ইহা লৌকিক লীলার কথা। তিনি ব্রজরস জানেন না, তাই এরূপ বলিয়াছেন। পরস্পর লীলায় আমি যে সুখ লাভ করি, শ্রীরাধার তদপেক্ষা শতগুণ বেশী সুখ হয়।

ললিত মাধবে (৯।৯) আছে—

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিতেছেন--হে কল্যাণী রাধে! তোমাকে আস্বাদন করিয়া আমার ইন্দ্রিয়সকল মুহুর্মুহু হর্ষযুক্ত হইতেছে। তোমার বিম্বাধর অমৃতের মাধুরী ও পরিমলকে পরাজিত করে; তোমার বদনে পদ্মের সৌরভ; তোমার বাণী কোকিলধ্বনি হইতেও মধুর; তোমার অঙ্গ চন্দন হইতেও সুশীতল; তোমার তনু সর্ব-সৌন্দর্যের আধার।৪৫।

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের একটী শ্লোক আছে--

শ্রীরাধার নয়ন যুগল শ্রীকৃষ্ণের রূপে লুব্ধ, ত্বক্ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে পুলকিত, কর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে উৎকন্ঠিত, নাসাপুট শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভে প্রফুল্লিত এবং রসনা শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পানে অনুরাগবতী। এরূপ অবস্থায় শ্রীরাধা কপটতাপূর্বক মহাধৈর্য অবলম্বন করিয়া অধোবদনে থাকিলেও বাহিরে পুলকাদি দ্বারা আকুল হইয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করিয়াছি।৪৬।

* পয়ার সংখ্যা ২০৯ হইতে ২১৫

শ্রীকৃষ্ণ বিচার করিতে লাগিলেন—এই সমস্ত কারণে আমার মনে হইতেছে, আমার মধ্যে এমন একটি অনির্বচনীয় রস আছে যাহা আমার মোহিনী রাধাকে পর্যন্ত বশীভূত করিয়া ফেলে। রাধা আমার এই মাধুর্য রস উপভোগ করিয়া যে সুখ লাভ করেন, সেই সুখ আস্বাদনের জন্য আমার হৃদয় সর্বদা উন্মুখ। সেই সুখ আস্বাদনের জন্য বহু প্রযত্ন করি, কিন্তু আস্বাদন করিতে পাই না, কেবল সেই সুখ মাধুর্যের ঘ্রাণে চিত্তে লোভ বাড়িতে থাকে। এই রস আস্বাদনের জন্যই আমি অবতীর্ণ হইব এবং বিবিধ প্রকারে প্রেমরস নির্যাস আস্বাদন করিব।

আমি স্বয়ং নানা লীলার আচরণ করিয়া ভক্তগণ কিভাবে রাগমার্গে ভক্তি সাধন করিবেন, শিক্ষা দিব।

আমার এই তিনটি বাসনা (১) পূর্ণ হয় নাই, কারণ বিজাতীয় ভাবে (অর্থাৎ বিষয় জাতীয় ভাবে আশ্রয় জাতীয় (২) সুখ আস্বাদন করা যায় না। রাধিকার ভাবকান্তি আস্বাদন ব্যতীত এই তিনটি সুখ আস্বাদন কখনও সম্ভবপর নয়। অতএব রাধাভাব হৃদয়ে ও রাধার কান্তি অঙ্গে ধারণ করিয়া এই সুখত্রয় আস্বাদনের জন্য আমি অবতীর্ণ হইব।

সমস্তদিক্ বিবেচনা করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করিলেন, তখন যুগাবতারের সময়ও উপস্থিত হইল। এই সময়ে অদ্বৈতাচার্য শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়া গভীর হুঙ্কারে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রথমে) পিতামাতা গুরুজন সকলকে অবতীর্ণ করিলেন। তৎপরে স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া নবদ্বীপে শচীগর্ভরূপ বিশুদ্ধ অর্থাৎ চিন্ময় দুগ্ধ-সিন্ধু মধ্যে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উদিত হইলেন।

স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহার কড়চা হইতে উদ্ধৃত মঙ্গলাচরণের ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যা তাঁহারই কৃপায় করিলাম। পঞ্চম

(১) তিনটি বাসনা—৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) যে ভাবদ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবের বিষয়, আর শ্রীরাধা আশ্রয়।

* পয়ার সংখ্যা ২১৬ হইতে ২২৮

ও ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমি বলিয়াছি—স্বমাধুর্য আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অর্থ শ্রীরূপ গোস্বামি-পাদের নিম্নোধৃত শ্লোকে প্রমাণিত হইবে।

স্তবমালায় ২য় চৈতন্যাষ্টকে (৩)—

যিনি প্রণয়িনী ব্রজসুন্দরীগণের অপরিসীম ও অনির্বচনীয় রস সমূহ পরম কৌতূহলে অপহরণ করিয়াছেন এবং উহা উপভোগের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের দ্যুতি (স্বীয় অঙ্গে) প্রকটিত করিয়া নিজের শ্যামকান্তি আবারত করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে অতিশয় কৃপা করুন।৪৭।

গ্রন্থকারের আর একটি শ্লোক—

মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের তত্ত্ব এবং অবতারের প্রয়োজন—(প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম) ছয়টি শ্লোকে নিরূপিত হইল।৪৮।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস। চৈতন্য-চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিখণ্ডে চৈতন্য অবতারের
মূল প্রয়োজন নামক চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

* পয়ার সংখ্যা ২২৯ হইতে ২৩০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব

অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্যশালী ঈশ্বর শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি। তাঁহার ইচ্ছায় অজ্ঞব্যক্তিও তদীয় স্বরূপতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে।১।

জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম ছয়টি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের মহিমা বর্ণনা করিয়াছি। তৎপরবর্তী পাঁচটি শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব-অবতারী, স্বয়ং ভগবান্। শ্রীবলরাম তাঁহার দ্বিতীয় দেহ, উভয়ে একই স্বরূপ, দুইটি ভিন্ন কায়ামাত্র। শ্রীবলরাম কৃষ্ণলীলা সহায়কদের মধ্যে প্রথম কায়ব্যূহ (১)। সেই শ্রীকৃষ্ণই নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং সেই বলরামই তাঁহার সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ।

স্বরূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে—

সংকর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণ, গর্ভোদশায়ী নারায়ণ, ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ এবং অনন্তদেব—ইঁহারা যাঁহার অংশ কলা, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণ গ্রহণ করি।২।

বলরামই মূল সংকর্ষণ। তিনি (দ্বিতীয় শ্লোকে লিখিত) পাঁচটি রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি বলরামরূপে কৃষ্ণ সেবার সহায়ক এবং সৃষ্টি লীলার কার্যে কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও অনন্ত দেবের কায়াধারী। সৃষ্টিলীলাদি সেবা তিনি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায়ই পালন

---

(১) কায়ব্যূহ—কায়-মূর্তি, ব্যূহ-সমূহ। এক শরীরীর বহুতর শরীর প্রকট করণের নাম কায়ব্যূহ।

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৮

করেন। সর্বরূপেই তিনি আস্বাদন করেন কৃষ্ণ সেবার আনন্দ। সেই বলরামই শ্রীচৈতন্য সঙ্গে নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত।

প্রথম পরিচ্ছেদের সপ্তম শ্লোকের অর্থ তৎপরবর্তী চারি শ্লোকে করা হইয়াছে, ইহাতে সকলে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানিতে পারেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে—

আমি শরণাপন্ন হই—সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের, যাঁহার স্বরূপ—সর্বব্যাপক, মায়াতীত বৈকুণ্ঠলোকে ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ, চতুর্ব্যূহ (১) মধ্যে সংকর্ষণ নামে প্রকাশিত।৩।

ভগবদ্ধাম

প্রকৃতির পারে মায়াতীত চিন্ময় পরব্যোম (বৈকুণ্ঠ) নামে একটি ধাম আছে। কৃষ্ণ বিগ্রহ যেরূপ বিভুত্বাদি গুণে গুণবান্, এইসব বৈকুণ্ঠাদি ধামও সেইরূপ সর্বগ, অনন্ত ও বিভু (২)। (বৈকুণ্ঠনাথ) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-অবতারগণ সেখানে বাস করেন। পরব্যোমের উপরিভাগে কৃষ্ণলোক নামে বিখ্যাত—দ্বারকা, মথুরা ও গোলোক—নামক ত্রিবিধ ধাম বিদ্যমান। গোলোক বা ব্রজলোক ধাম সকলের উপরে অবস্থিত। ইহার অপর নাম শ্বেতদ্বীপ বা বৃন্দাবন। এই ধাম—সর্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহের ন্যায় তাঁহার ধামও সর্বগ, অনন্ত ও বিভু (সর্বব্যাপক)। ইহার উর্ধ্ব অধের নিয়ম নাই, সবত্র ব্যাপিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হন, তখন তাঁহার ধামও প্রকটিত হন ব্রহ্মাণ্ডে। পরব্যোমের উপরিস্থিত ব্রজধাম ও ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত ব্রজধাম—একই স্বরূপ, তাহাদের দুইটি পৃথক কায়া নয়। সেখানকার ভূমি চিন্তামণি এবং বন কল্পবৃক্ষময়। প্রাকৃত চর্মচক্ষে প্রাকৃত প্রপঞ্চের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট হয়। কিন্তু—

প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।
গোপ গোপী সঙ্গে যাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস॥

---

(১) চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

(২) বিভু—সর্বব্যাপক।

* পয়ার সংখ্যা ৯ হইতে ১৮

প্রেম নেত্রে দর্শন করিলে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পায় এবং সেখানে গোপ-গোপীর সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস।

ব্রহ্ম সংহিতায় (৫।২৯) আছে—

সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি, যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে মণ্ডিত এবং চিন্তামণি-বিরচিত গৃহসমূহে শত সহস্র ব্রজ-সুন্দরী কর্তৃক পরম সমাদরে সেবিত হইয়া সুরভীগণকে পালন করিতেছেন।৪।

মথুরা দ্বারকায় চতুর্ব্যূহরূপে আত্মপ্রকট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাস করেন নানারূপে। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চারিজন দ্বারকা চতুর্ব্যূহ। ইঁহারা অন্যান্য চতুর্ব্যূহের অংশী, তুরীয় (মায়াতীত) ও বিশুদ্ধ। গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা—এই তিন লোকে শ্রীকৃষ্ণ কেবল লীলাময়, তিনি অনন্তকাল নিজ পরিকরগণের সহিত করেন লীলা। আর পরব্যোমে নারায়ণরূপে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া করেন বিবিধ বিলাস। স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ কিন্তু নারায়ণরূপে চতুর্ভুজ। নারায়ণরূপে তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী, মহা ঐশ্বর্যশালী এবং শ্রীশক্তি, ভূশক্তি ও লীলাশক্তি তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন। যদিও লীলারস আস্বাদনই তাঁহার মুখ্য ধর্ম (উদ্দেশ্য), তথাপি চতুর্ভুজ নারায়ণের কর্ম বহুবিধ। তিনি জীবের প্রতি কৃপা বশতঃ সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য—এই চতুর্বিধ মুক্তিদান করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্য মুক্তি, সবিশেষ বৈকুণ্ঠে (অর্থাৎ পরব্যোমে) হয় না তাঁহাদের স্থান, তাঁহাদিগকে অবস্থান করিতে হয় বৈকুণ্ঠের বাহিরে।

বৈকুণ্ঠের বাহিরে প্রকৃতির পারে (অপ্রাকৃত, চিন্ময়) এক জ্যোতির্ময় মণ্ডল আছে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-প্রভার ন্যায় অত্যন্ত উজ্জ্বল, ইহার নাম সিদ্ধলোক। ইহা চিৎস্বরূপ কিন্তু চিৎশক্তির কোন বিকার বা বিলাস ইহাতে নাই। সূর্য-মণ্ডল যেরূপ বাহিরে নির্বিশেষ কিরণ সমূহ দ্বারা আবৃত, কিন্তু ভিতরে সূর্যের রথ, অশ্ব প্রভৃতি সবিশেষ বস্তু বিদ্যমান, সেইরূপ বৈকুণ্ঠের বহির্দেশ নির্বিশেষ জ্যোতির্মণ্ডল সিদ্ধলোক দ্বারা বেষ্টিত।

* পয়ার সংখ্যা ১৮ হইতে ৩০

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে আছে (১।২।১৩৬)—

শ্রীকৃষ্ণের শত্রু ও প্রিয়ভক্তগণের প্রাপ্য একই বলিয়া কথিত হয়। ইহা সূর্য কিরণের সঙ্গে সূর্যের তুলনার ন্যায় অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও সবিশেষ কৃষ্ণের একত্বের ন্যায়।৫।

সূর্যমণ্ডল যেরূপ ভিতরে সবিশেষ ও বাহিরে নির্বিশেষ, সেইরূপ পরব্যোমেও চিৎশক্তির নানাবিধ বিলাস আছে কিন্তু বাহিরে নির্বিশেষ জ্যোতির্বিম্বই (সিদ্ধ লোক) প্রকাশ পায়। সেই চিন্ময় জ্যোতির্মণ্ডলই নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব। সাজুয্যের অধিকারী তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে (১।২।১৩৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বচনে আছে—

প্রকৃতির (মায়ার) বহির্ভাগে সিদ্ধ লোক অবস্থিত। সেই সিদ্ধ-লোকে নির্ভেদ ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধব্যক্তিগণ এবং হরি কর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন।৬।

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারিপার্শ্বে দ্বারকা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশ বিদ্যমান। সেখানেও ইঁহারা বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে দ্বিতীয় বার প্রকাশিত এবং তুরীয় অর্থাৎ মায়াতীত ও বিশুদ্ধ বা চিদ্‌ঘনমূর্তি। সেই পরব্যোম চতুর্ব্যূহে যে মহাসংকর্ষণ আছেন, তিনিই চিৎশক্তির আশ্রয়, সর্বকারণের কারণ বলরাম। চিৎশক্তির বিলাসকে 'শুদ্ধসত্ত্ব' বলে। সমস্ত বৈকুণ্ঠাদি ধামই শুদ্ধসত্ত্বময়। সেখানে যে ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য আছে, তাহাও চিন্ময়। সমস্তই সংকর্ষণের বিভূতি। জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তির অংশই জীব, আর মহাসংকর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয়। যে পুরুষ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, যাঁহাতে বিশ্বের প্রলয়, সেই কারণার্ণবশায়ী পুরুষের সমাশ্রয় বা মূল সংকর্ষণ। যিনি সকলের আশ্রয়, অদ্ভুত যাঁহার শক্তি, অপার যাঁহার ঐশ্বর্য, স্বয়ং অনন্তদেব যাঁহার মহিমা বর্ণনা করিতে পারেন না, সেই তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বময় সংকর্ষণ

* পয়ার সংখ্যা ৩১ হইতে ৪০

যাঁহার অংশ, তিনিই শ্রীবলরাম এবং সেই বলরামই (নবদ্বীপে) নিত্যানন্দ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে মঙ্গলাচরণের অষ্টম শ্লোকের বিশ্লেষণ শেষ হইল। এখন নবম শ্লোকের অর্থ করিতেছি।

কারণার্ণবশায়ী পুরুষ

শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চা হইতে উদ্ধৃত—নবম শ্লোক—

যিনি সাক্ষাৎ মায়াধীশ, যাঁহার অঙ্গ নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সমূহের আশ্রয়, সেই কারণার্ণবশায়ী আদি পুরুষ মহাবিষ্ণু যাঁহার একটি অংশ, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণাগত হই।৭।

পরব্যোম বৈকুণ্ঠের বাহিরে যে সিদ্ধলোক নামে জ্যোতির্ময় ধাম আছে, তাহার বাহিরে কারণ-সমুদ্র বিদ্যমান। ইহার অনন্ত, অপার জলরাশি বৈকুণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে। বৈকুণ্ঠে যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি পঞ্চভূত আছে, সমস্তই চিন্ময়। মায়িক (অর্থাৎ প্রাকৃত) কোন ভূত তাহাতে জন্মিতে পারে না। বৈকুণ্ঠের সেই চিন্ময় জল পরম কারণ, তদ্দ্বারা কারণার্ণব পরিপূর্ণ। (বিরজা নদী চিন্ময় পরম কারণে পূর্ণ বলিয়া ইহার নাম কারণার্ণব।) এই পরম কারণ রূপ চিন্ময় জলের এক কণিকা মাত্র **পতিতপাবনী গঙ্গা**। সেই কারণার্ণবে আপনার এক অংশ স্বরূপে সংকর্ষণ শয়ন করিয়া থাকেন। ইনি মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা, জগতের কারণ, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ, আদি অবতার। ইনি (সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত) মায়া (বা প্রকৃতির) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহত্তত্ত্বের (বা বিকারের) সৃষ্টি করেন। (কারণসমুদ্র অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া) মায়া-শক্তি কারণ সমুদ্রের বাহিরে থাকে, মায়া কারণসমুদ্রে প্রবেশ করিতে পারে না। মায়ার দুইটি বৃত্তি,—জগতের উপাদান রূপে প্রধান (বা গুণমায়া) এবং (নিমিত্তরূপে) প্রকৃতি (বা জীবমায়া)। জড়রূপা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া তাহাতে (দৃষ্টিদ্বারা) শক্তি সঞ্চারিত করিয়া (সৃষ্টি কার্যের যোগ্যতা দান করেন)। অগ্নির শক্তিতে লৌহ যেরূপ জারণ কার্য (অর্থাৎ দাহ) করিতে পারে, কৃষ্ণের শক্তিতেই (সাক্ষাৎভাবে

কারণার্ণবশায়ী পুরুষের দৃষ্টি দ্বারা) সেইরূপ প্রকৃতি সৃষ্টির গৌণ কারণ হয়। অজাগলস্তন (১) যেরূপ বাস্তবিক স্তন নহে, প্রকৃতিও বাস্তবিক জগতের কারণ নহে। জগতের মূলকারণ শ্রীকৃষ্ণ। প্রকৃতির জীবমায়া অংশে তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলা হয়, কিন্তু তাহা ঠিক নহে, (কারণার্ণবশায়ী) নারায়ণই কর্তা, সুতরাং নিমিত্ত কারণ। কুম্ভকার যেরূপ ঘটের নিমিত্ত কারণ, পুরুষাবতারও সেইরূপ জগতের কর্তা বা মূল নিমিত্ত কারণ, জীবমায়া তাহার সহায়ক মাত্র,—ঠিক যেরূপ কুম্ভকারই ঘটের কর্তা, চক্র-দণ্ডাদি তাহার উপায় (বা সহায়) মাত্র।

(পুরুষ থাকেন কারণার্ণবে আর মায়া কারণার্ণবের বাহিরে।) তাই দূর হইতে পুরুষ মায়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই মায়ায় জীবরূপ বীর্য আধান হয় এবং এই অঙ্গাভাসে (অর্থাৎ অঙ্গবিশেষের জ্যোতির্দ্বারা) মায়ার সহিত মিলনেই ব্রহ্মাণ্ড সকলের জন্ম হয়। এইভাবে যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সন্নিবেশ হয়, পুরুষ অন্তর্যামীরূপে তাহাদের প্রত্যেকটীতে প্রবেশ করেন। সৃষ্টির পূর্বে মহাপ্রলয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড সকল কারণার্ণবশায়ীতে লীন ছিল। তাঁহার নিশ্বাসের সঙ্গে ইহারা নাসা হইতে বাহির হইয়া আসে। (ইহাই সৃষ্টি।) পুনরায় যখন সেই পুরুষ শ্বাস গ্রহণ করেন, তখন শ্বাসের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে। (ইহাই প্রলয়।) ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে যেরূপ ধূলিকণা সমূহ অনায়াসে যাতায়াত করে, পুরুষের লোম কূপ দিয়াও সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডসকল যাতায়াত করে।

ব্রহ্মসংহিতায় আছে (৫।৪৮)—

মহাবিষ্ণুর লোমকূপ হইতে আবির্ভূত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি দেবতাগণ তাঁহার এক নিশ্বাস পরিমিত কাল এই জগতে প্রকটভাবে বিদ্যমান থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা বিশেষ, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ।৮।

---

(১) অজাগলস্তন—ছাগলের গলার স্তনসদৃশ মাংসপিণ্ড।

* পয়ার সংখ্যা ৫৩ হইতে ৬২

ভাগবতে আছে (১০।১৪।১১)—

(গোবৎস হরণের পর ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মহিমা দর্শন করিয়া বিস্ময়ে বলিয়াছিলেন)—হে ভগবন! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই সমস্ত দ্বারা সংবেষ্টিত যে ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ ঘট, তাহার মধ্যে কোথায় আমি—আমার নিজের পরিমাপে সার্ধত্রিহস্ত পরিমিত এক ক্ষুদ্র ব্যক্তি! অথচ তোমার লোম-কূপের মধ্য দিয়াই এরূপ অজস্র ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে,—তোমার কি বিরাট মহিমা।৯।

অংশের অংশকে কলা বলে। শ্রীবলরাম গোবিন্দের প্রতিমূর্তি (অর্থাৎ অভিন্ন স্বরূপ), আর মহাসংকর্ষণ সেই বলরামের এক স্বরূপ (অর্থাৎ বিলাস-রূপ অংশ)। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ বা মহাবিষ্ণু সংকর্ষণের অংশ। অতএব মহাবিষ্ণু বলরামের অংশের অংশ বা কলা। এই মহাবিষ্ণু সর্বপুরুষের মূল—প্রথম পুরুষ, অবতারী, সর্বজিষ্ণু অর্থাৎ সর্বময় কর্তা। গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ মহাবিষ্ণুর অংশ, ইনি বিষ্ণু (সর্বব্যাপক) ও বিশ্বধাম (অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে ইঁহাতেই বিশ্ব আশ্রয় গ্রহণ করে।)

লঘুভাগবতামৃতের পূর্বখণ্ডে নবমাঙ্কে (২।৯) সাত্বত তন্ত্র বচনে বর্ণিত হইয়াছে—

মহাবিষ্ণুর পুরুষ নামক তিনটি রূপ আছে। তন্মধ্যে প্রথম রূপ মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা (প্রকৃতির অন্তর্যামী—কারণার্ণবশায়ী সংকর্ষণ), দ্বিতীয়রূপ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী (গর্ভোদক শায়ী প্রদ্যুম্ন) এবং তৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী (ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ)। এই তিনটি পুরুষরূপ জানিলে মনুষ্য সংসার হইতে বিমুক্ত হয়।১০।

যদিও মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের কলা বা অংশের অংশ, তথাপি ইনি মৎস্য কূর্মাদি অবতারের অবতারী।

পয়ার সংখ্যা ৬৩ হইতে ৬৭

ভাগবতে আছে (১।৩।২৮)—

উক্ত ও অনুক্ত অবতারসকল পুরুষের (পরমেশ্বরের) কেহ বা অংশ, কেহ বা কলা (বিভূতি), কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। এই অবতারসকল অসুর কর্তৃক পীড়িত জগৎকে যুগে যুগে সুখী করিয়া থাকেন ।১১।

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। তিনি নানা অবতারকে অবতীর্ণ করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়া থাকেন। সৃষ্টি-কার্যাদির নিমিত্ত ভগবানের যে অংশ পরব্যোমস্থ স্বীয় ধাম হইতে ব্রহ্মাণ্ডে প্রাদুর্ভূত হন, সেই অংশকে অবতার বলে। ভগবান্ মহাপুরুষ মহাবিষ্ণুই আদ্য অবতার, তিনি সর্ব-অবতারবীজ, সর্বাশ্রয়ধাম।

তাই ভাগবত বলিয়াছেন (২।৬।৪২)—

স্বরূপে ও শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের প্রথম অবতার (কারণার্ণব-শায়ী) পুরুষ। কাল, স্বভাব, সদসৎ (কার্যকারণাত্মিকা প্রকৃতি), মন (মহত্তত্ত্ব), পঞ্চমহাভূত, অহংকার তত্ত্ব, সত্ত্বাদিগুণ, বিরাট (সমষ্টি-শরীর), স্বরাট্ (সমষ্টিজীব), স্থাবর, জঙ্গম—(এ সমস্তই তাঁহার বিভূতি) ।১২।

ভাগবতে আরো আছে (১।৩।১)—

ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে লোক সৃষ্টির অভিপ্রায়ে মহত্তত্ত্বাদি দ্বারা নিষ্পন্ন—একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত—এই ষোড়শ কলা বিশিষ্ট পুরুষরূপ (কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর রূপ) গ্রহণ করিলেন ।১৩।

মহাবিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় বা আধার, আবার তিনি অন্তরাত্মারূপে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে থাকেন বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডও তাঁহার আশ্রয় বা আধার। আধার ও আধেয়, আশ্রয় ও আশ্রিত—এই উভয় রকম সম্বন্ধ প্রকৃতির সঙ্গে থাকিলেও (অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে) তাঁহার প্রকৃতির সঙ্গে স্পর্শের গন্ধ মাত্রও নাই।

---

* পয়ার সংখ্যা ৬৮ হইতে ৭২

ভাগবতে আছে (১।১১।৩৮)—

ঈশ্বরের এক আশ্চর্য ঐশ্বর্য এই যে—ভগবৎ আশ্রয় বুদ্ধি যেরূপ দেহের মধ্যে থাকিয়াও দেহের সুখ দুঃখাদি গুণের সহিত যুক্ত হয় না, সেইরূপ মায়ার মধ্যে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত যুক্ত হন না।১৪।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাও পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন—ঈশ্বরতত্ত্ব সর্বদাই অচিন্ত্যশক্তি সম্পন্ন।

(শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন)—আমি জগতে বাস করি আবার জগৎ আমাতে বাস করে, অথচ (আধার আধেয় সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও) আমি জগৎ স্পর্শ করি না, জগৎও আমাকে স্পর্শ করে না। ইহা আমার এক অচিন্ত্য ঐশ্বর্য বলিয়াই জানিবে। গীতার ইহাই অর্থ।

(মহাবিষ্ণু আদ্য অবতার, তিনি সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতির কর্তা, সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় এবং গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ তাঁহার অংশ। তিনি মৎস্য-কূর্মাদি অবতারের অংশী এবং প্রকৃতির আধার ও আধেয় হইয়াও প্রকৃতির সহিত তাঁহার স্পর্শ নাই। সেই অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন মহাবিষ্ণু কারণার্ণবশায়ী) পুরুষ যাঁহার অংশ, সেই বলরামই নিত্যানন্দরূপে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে বিরাজিত।

ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদের নবম শ্লোকের অর্থ।

গর্ভোদশায়ী পুরুষ

এখন দশম শ্লোকের অর্থ করা হইতেছে।

দশম শ্লোক—শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চায়—

চতুর্দশ ভুবনাত্মক লোক সমূহ যাঁহার আশ্রয় এবং যাঁহার নাভি-পদ্ম লোকপিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান, সেই গর্ভোদশায়ী বিরাট পুরুষ যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ নামক বলরামের শরণাপন্ন হই।১৫।

পয়ার সংখ্যা ৭৩ হইতে ৭৭

কারণার্ণবশায়ী পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্তিতে প্রবেশ করেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন—সমস্তই অন্ধকার, বাস করিবার স্থান নাই। তখন তিনি স্বীয় অঙ্গ হইতে স্বেদজল (১) সৃষ্টি করিয়া সেই জলে অর্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন পঞ্চাশৎ কোটি যোজন, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অর্ধেক জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে স্বীয় বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন এবং বাকী অর্ধেকে চতুর্দশ ভুবন প্রকাশিত করেন। সেই স্বেদজলে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ নিজধাম বৈকুণ্ঠ প্রকট করেন। আর অনন্তদেব তাহাতে বিশ্রাম করেন। গর্ভোদশায়ী পুরুষ সেই অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। তিনি সহস্র-শীর্ষ, সহস্র বদন, সহস্রনয়ন, সহস্র-হস্ত সহস্র-চরণ এবং সব অবতারের বীজ ও জগৎ-কারণ। তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে একটি পদ্ম উত্থিত হয়। সেই পদ্মই ব্রহ্মার জন্মস্থান। সেই পদ্মনালে চতুর্দশ ভুবন সৃষ্ট হয়। সেই গর্ভোদশায়ী পুরুষ ব্রহ্মারূপেই জগৎ সৃষ্টি করেন আর বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন করেন। বিষ্ণু গুণাতীত, মায়াগুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আবার তিনি রুদ্র-রূপে জগৎ সংহার করেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তাঁহার ইচ্ছায়ই সম্পন্ন হয়। সেই হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামীই জগতের কারণ। তাঁহার অংশেই বিরাট রূপের কল্পনা। এহেন গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ নারায়ণ যাঁহার অংশেরও অংশ সেই বলরামরূপী নিত্যানন্দ প্রভু সর্বঅবতংস (২)।

ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদের দশম শ্লোকের অর্থ।

ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ

এক্ষণে একাদশ শ্লোকের অর্থ বর্ণনা করিতেছি।

একাদশ শ্লোক—শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে—

নিখিল জীবের অন্তর্যামী ও পালনকর্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশাংশের অংশ এবং ধরণীধারণকারী অনন্তদেবও যাঁহার কলা—সেই নিত্যানন্দনামক বলরামের আশ্রয় গ্রহণ করি।১৬।

---

(১) স্বেদজল = ঘর্ম।

(২) সর্বঅবতংস— সর্বশ্রেষ্ঠ।

* পয়ার সংখ্যা ৭৮ হইতে ৯২

(গর্ভোদশায়ী) নারায়ণের নাভিপদ্মের নালের মধ্যে (চতুর্দশ ভুবনের অন্তর্গত ভূর্লোক) ধরণী অবস্থিত; সেই ধরণীর মধ্যে আছে সপ্ত সমুদ্র (১)। সপ্ত সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যস্থিত শ্বেতদ্বীপ পালনকর্তা বিষ্ণুর নিজধাম। তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী, জগতের পালক ও জগতের স্বামী। তিনি প্রতি যুগে ও প্রতি মন্বন্তরে নানা অবতাররূপে ধর্ম সংস্থাপন করিয়া অধর্ম সংহার করেন। দেবগণ তাঁহার দর্শন পান না। (অসুরাদির উৎপীড়নে ধরণী উৎপীড়িত হইলে) তাঁহারা ক্ষীরোদ সমুদ্রের তীরে গিয়া তাঁহার স্তবস্তুতি করেন, তখন তিনি অবতীর্ণ হইয়া জগৎ পালন করেন। তাঁহার বৈভব অনন্ত, গণিয়া শেষ করা যায় না। এই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশের অংশের অংশ, সেই বলরামই সর্ব-অবতংস নিত্যানন্দ প্রভু।

অনন্তদেব

সেই (ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ) শেষ (অর্থাৎ অনন্তদেব) রূপে ধরণী ধারণ করিয়া আছেন। ইঁহার মস্তক এত বৃহৎ যে পৃথিবী কোথায় আছে, তাহা বুঝিতেও পারেন না। ইঁহার ফণাগুলি অতিশয় বিস্তৃত, তাহাদের মধ্যে সূর্যাপেক্ষাও উজ্জ্বল মণিগণ ঝলমল করিতেছে। পৃথিবী পঞ্চাশকোটি যোজন বিস্তীর্ণ, অথচ অনন্তদেবের একটি ফণার মধ্যে সেই পৃথিবীকে সর্ষপের আকারে দৃষ্ট হয়। সেই ভক্ত-অবতার শেষ অনন্তদেব ঈশ্বরের সেবা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। তিনি সহস্র বদনে কৃষ্ণগুণ গান করেন, গুণগান করেন নিরবধি, তবু অন্ত পান না। সনকাদি চতুঃসন ইঁহার মুখেই ভগবৎ কথা শ্রবণ করেন, আর ইনি অনুক্ষণ ভগবানের গুণগান করিয়া প্রেমসুখে ভাসিয়া থাকেন। ইনি ভগবানের গুণগান করিয়াই ক্ষান্ত হন না। ভগবানের ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম (২), আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন প্রভৃতি মূর্তি ধারণ করিয়াও কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের 'শেষতা' (৩) অর্থাৎ ছত্র পাদুকারূপে

(১) সপ্ত সমুদ্র—লবণ, ইক্ষু (রস), সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জল সমুদ্র; দধি সমুদ্রের অপর নাম ক্ষীর সমুদ্র বা ক্ষীরাব্ধি।

(২) আরাম—বাগান, উপবন।

(৩) শেষতা—শেষত্ব, উপকারিত্ব, নির্মাল্য, প্রসাদ।

* পয়ার সংখ্যা ৯৩ হইতে ১০৭

সেবার সৌভাগ্য পাওয়াতেই অনন্তদেবের নাম 'শেষ' হইয়াছে। এহেন অনন্তদেব যাঁহার 'এককলা' মাত্র, তিনিই প্রভু নিত্যানন্দ। তাঁহার লীলা-মাহাত্ম্য কে বলিতে পারে? এই সমস্ত প্রমাণ দ্বারা নিত্যানন্দতত্ত্বের অবধি বুঝা যায়। যাঁহারা অনন্তদেবই নিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ইঁহার মহিমা খর্ব করেন। তবে যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারাও ভক্ত, ভক্তের বাক্য সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। তিনি যখন অবতারী, তখন তাঁহার পক্ষে অনন্তদেবের অবতারত্ব গ্রহণও সম্ভবপর। আর অবতার ও অবতারীতে ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণের নানা অবতারকেও অনেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই মানিয়াছেন। কেহ বলেন—কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ, কেহ বলেন—কৃষ্ণ সাক্ষাৎ বামন, কেহ আবার বলেন—তিনি ক্ষীরোদশায়ী অবতার। কিছুই অসম্ভব নয়, সমস্তই সত্য। (শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্ আর অন্যান্য ভগবৎস্বরূপ তাঁহারই অংশ, তিনি সকলের আশ্রয়।) তিনি যখন অবতীর্ণ হন, তখন সমস্ত ভগবৎস্বরূপই তাঁহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুতরাং ভক্তগণ তাঁহাকে যেরূপে জানেন, তাঁহার সেই রূপই বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণের পক্ষে সমস্তই সম্ভবপর, কিছুই মিথ্যা নহে।

নিত্যানন্দতত্ত্ব

অতএব (পূর্ণ ভগবান্) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমস্ত অবতারের লীলাই সকলকে প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে নিত্যানন্দপ্রভু অনন্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি নিজেকে সেইভাবে শ্রীচৈতন্যের দাস বলিয়া মনে করেন। কখনও গুরু, কখনও সখা ও কখনও ভৃত্যরূপে তাঁহার লীলা। পূর্বে ব্রজধামে এই তিন ভাবেই তাঁহার লীলা প্রকট হয়। কখন বৃষ সাজিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে মাথায় মাথায় ঠেলাঠেলি করিয়া যুদ্ধ, কখনও কৃষ্ণ কর্তৃক তাঁহার পাদসংবাহন। কখনও বা তিনি আপনাকে ভৃত্য জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে প্রভু বলিয়া সেবা করিয়াছেন এবং নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন।

ভাগবতে (১০।১১।৪০) আছে—

কৃষ্ণ বলরাম বৃষ সাজিয়া তদনুকারি-শব্দ করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধ করিতেন এবং শব্দদ্বারা হংস ময়ূরাদির অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেন।১৭।

* পয়ার সংখ্যা ১০৮ হইতে ১২০

ভাগবতে আরো আছে (১০।১৫।১৪)—

কখনও শ্রীবলদেব ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া কোন গোপবালকের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার পাদ সংবাহনাদি দ্বারা অগ্রজের শ্রম দূর করিতেন ।১৮।

ভাগবতে (১০।১৩।২৭) আরো পাই—

(শ্রীবলরাম বলিলেন)—এ আবার কোন্ মায়া ? কোথা হইতে এই মায়া আসিল ? ইহা কি দৈবী, মানুষী অথবা আসুরী মায়া ? ইহা বোধ হয় আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া , কারণ, অন্য মায়া ত আমার মোহ উৎপাদন করিতে পারিত না ।১৯।

ভাগবতের আর একটি শ্লোকে (১০।৬৮।৩৭) আছে—

(শ্রীবলরাম কহিলেন)—লোকপালগণ শ্রীকৃষ্ণের পদাম্বুজরজ কিরীটশোভিত মস্তকে ধারণ করেন, তাঁহার পদরজ যোগগণের তীর্থ স্বরূপ। সেই পদরজ লক্ষ্মী এবং তাঁহার অংশের অংশরূপে ব্রহ্মা, শিব ও আমি চিরকাল বহন করিয়া থাকি। সেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে রাজসিংহাসন অতি তুচ্ছ ।২০।

[একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর, আর সকলে তাঁহার ভৃত্য। তিনি যেভাবে যাকে নাচান, তিনি সেই ভাবেই নাচেন। (সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, সুতরাং) শ্রীচৈতন্যদেবই একমাত্র ঈশ্বর।] আর সকলে পারিষদ অথবা ভৃত্য। (নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর গুরুবর্গ, আর শ্রীবাসাদির মধ্যে কেহ লঘু বা কনিষ্ঠ, কেহ সমান বা সখা, কেহ আর্য বা গুরু। সকলেই পারিষদ, সকলেই লীলার সহায়, সকলকে নিমাই গৌররায় নিজকার্য সাধন করেন। অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ—এই দুইজনই প্রধান পারিষদ। এই দুইজন প্রভুর দুই অঙ্গ বিশেষ, ইঁহাদিগকে লইয়াই তাঁহার যত কিছু রঙ্গরস।) অদ্বৈত আচার্য (মহাবিষ্ণুর অংশাবতার বলিয়া) সাক্ষাৎ ঈশ্বর, প্রভু তাঁহাকে গুরু বলিয়া মান্য করেন, কিন্তু তিনি নিজেকে প্রভুর

॥ পয়ার সংখ্যা ১২১ হইতে ১২৬

কিঙ্কর মনে করেন। আচার্য গোস্বামীর তত্ত্ব বলিয়া শেষ করা যায় না, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ করিয়া ভুবন ত্রাণ করিয়াছেন।

(চৈতন্য অবতারে যিনি নিত্যানন্দ স্বরূপ, তিনিই ত্রেতাযুগে ছিলেন লক্ষ্মণ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে রামের সেবা করিয়াছিলেন। রামলীলায় (বনবাস, সীতাহরণ, সীতাবিসর্জন প্রভৃতিদ্বারা) অশেষ দুঃখ সহ্য করিতে হয়, (রামগত প্রাণ) লক্ষ্মণের কোন স্বাতন্ত্র্য না থাকায় তাঁহাকেও সেই দুঃখ বরণ করিতে হয়। রামের ছোট ভাই বলিয়া কোন কার্যেই তিনি রামকে নিষেধ করিতে পারিতেন না, মৌন থাকিয়া সমস্ত দুঃখ মনে মনে সহ্য করিতেন। (দ্বাপরে) কৃষ্ণ-অবতারে (সেই নিত্যানন্দ) বলরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া সেবায় কারণ হন এবং কৃষ্ণকে নানাসুখ আস্বাদন করান। রাম ও লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ ও বলরামের অংশ বিশেষ। অবতার কালে দুইজন দুইজনের মধ্যে প্রবেশ করেন। এই অংশ অবতারেই জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অভিমান।) রামচন্দ্র যে কৃষ্ণের অংশ এবং কৃষ্ণ যে রামচন্দ্রের অংশী—তাহাই শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মসংহিতায় দেখিতে পাই (৫।৩৯)—

যে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শক্তি বিকাশের তারতম্যানুসারে রামাদি মূর্তি প্রকটিত করিয়া নানা অবতার করিয়াছেন এবং স্বয়ংও (কৃষ্ণ নামে) অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।২১।

(ব্রজের) সেই শ্রীকৃষ্ণই (নবদ্বীপের) শ্রীচৈতন্য এবং (ব্রজের) সেই বলরামই (নবদ্বীপে) নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। নিত্যানন্দের মহিমা মহাসমুদ্রের ন্যায় অনন্ত অপার; একমাত্র তাঁহার কৃপায়ই কণিকামাত্র স্পর্শ করিলাম।

মীনকেতন রামদাস

এক্ষণে নিত্যানন্দ প্রভুর একটি অপার কৃপার কাহিনী বলিতেছি, যে কৃপা বলে তিনি আমাহেন অধম জীবকে উচ্চতার শেষ সীমায় আরোহণ করাইয়া

---

* পয়ার সংখ্যা ১২৭ হইতে ১৩৬

ছিলেন। সে কাহিনী বেদগুহ্য, আমিও বর্ণনা করিতে অযোগ্য, তথাপি তাঁহার কৃপা প্রকাশের জন্যই বর্ণনা করিতেছি।

হে নিত্যানন্দ প্রভু! উল্লাসের বশে তোমার কৃপার কথা বলিতেছি, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

অবধূত (নিত্যানন্দ) গোস্বামীর মীনকেতন রামদাস নামে এক প্রেমবান্ সেবক ছিলেন। তখন আমার আলয়ে অহোরাত্র সংকীর্তন চলিতেছে। তিনি একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া তাহাতে উপস্থিত হন। প্রেমে বিভোর হইয়া অঙ্গনে উপবেশন করিলে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। (তিনি কিন্তু সখ্য ভাবে বিভোর, বাহ্যজ্ঞানহীন।) তাই বৈষ্ণবগণ নমস্কার করিতে আসিলে তিনি সখ্য প্রেমে কাহারো উপরে চড়িলেন, কাহাকেও বংশীদ্বারা আঘাত করিলেন, কাহাকেও বা চাপড় মারিলেন। যিনি তাঁহার যে নেত্রে অশ্রু দর্শন করিতে চান, সেই নেত্র হইতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় অশ্রু নির্গত হইতে থাকে। তাঁহার কোন অঙ্গে পুলক-কদম্ব, কোন অঙ্গে জড়তা, কোন অঙ্গে কম্প। 'নিত্যানন্দ' বলিয়া যখন হুঙ্কার করেন, লোক তখন চমৎকৃত হয়। আমার গৃহে তখন গুণার্ণব মিশ্র নামে একজন সরল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি আমার গৃহদেবতা শ্রীমূর্তির সেবক ছিলেন। তিনি অঙ্গণে আসিয়া রামদাসকে কোন সম্ভাষণ না করায় (বলরামের পার্ষদভাবে আবিষ্ট রামদাস) ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—(নৈমিষারণ্যে শ্রীবলদেবকে দেখিয়া এক রোমহর্ষণ সূত প্রত্যুদ্গমনাদি করেন নাই, আর আজ দেখিতেছি) এই গুণার্ণবও শ্রীবলরামকে দেখিয়া সম্ভাষণাদি করিল না, এ ত দ্বিতীয় রোমহর্ষণ-সূত।

এই বলিয়া মীনকেতন রামদাস আনন্দের সহিত নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। গুণার্ণব কিন্তু রুষ্ট হইলেন না, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই করিতে লাগিলেন। সংকীর্তনের শেষে সকলকে অনুগ্রহ করিয়া রামদাস চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমার ভ্রাতার সঙ্গে তাঁহার কিছু বাদানুবাদ হইয়া গেল। আমার ভ্রাতার চৈতন্যদেবের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি সেরূপ নাই, আছে মাত্র মৌখিক শ্রদ্ধা। ইহা শুনিয়া রামদাসের

* পয়ার সংখ্যা ১৩৭ হইতে ১৫১

মনে দুঃখ হইল। আমি আমার ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম—চৈতন্য ও নিত্যানন্দ—দুই ভাই এক তত্ত্ব, সমান প্রকাশ। সুতরাং নিত্যানন্দকে না মানিলে তোমার সর্বনাশ হইবে। তুমি ইঁহাদের একজনকে বিশ্বাস কর আর অপরকে সম্মান কর না, এতে তোমার কোন লাভই হয় না। ইহার প্রমাণ অর্ধকুক্কুটী ন্যায় (১)। চৈতন্য নিত্যানন্দ উভয়ে অভিন্ন কলেবর, উভয়কে না মানিলে তুমি হবে পাষণ্ড। আর একজনকে মানিয়া অপরকে না মানিলে—এ হবে ভণ্ডামি।

আমার ভ্রাতার নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নাই দেখিয়া ক্রোধে রামদাস চলিয়া গেলেন, ইহাতে আমার ভ্রাতার সর্বনাশ হইল।

নিত্যানন্দ প্রভুর দয়া

শ্রীনিত্যানন্দের সেবকের প্রভাবের কথা বলিলাম, এক্ষণে তাঁহার দয়াল স্বভাবের কথা বলি। আমি ভাইকে ভর্ৎসনা করায় প্রভু প্রীত হইয়া সেই রাত্রে আমাকে দর্শন দেন। আমার বাড়ী নৈহাটীর নিকটে ঝামটপুর গ্রামে, সেই গ্রামে আমি স্বপ্নে নিত্যানন্দরামের দর্শন পাই। আমি তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলে তিনি নিজপাদপদ্ম আমার মাথায় তুলিয়া ধরেন। আর বার বার আমাকে—'উঠ, উঠ'—বলিতে থাকেন। উঠিয়া তাঁহার রূপ দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। শ্যাম-চিক্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর, মহাবলিষ্ঠ বীর পুরুষ, সাক্ষাৎ কন্দর্প সদৃশ রূপ, সুবলিত হস্তপদ, কমল নয়ন, মস্তকে ও পরিধানে পট্টবস্ত্র। কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, বাহুতে সুবর্ণ অঙ্গদ (২) ও বলয়, কণ্ঠে পুষ্পমালা, চরণে নূপুর। চন্দন লেপিত অঙ্গ, কপালে সুঠাম তিলক, মত্তগজ অপেক্ষাও মন্থর গতি। মুখমণ্ডল কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও উজ্জ্বল, তাম্বুলচর্বণরত দন্ত দাড়িম্ববীজ সদৃশ, প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে, মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' গম্ভীর বোল, হস্তে রাঙ্গা যষ্টি, মত্ত সিংহের ন্যায় দুলিতে থাকেন। চরণের চারি পার্শ্বে পার্ষদগণ ভৃঙ্গের ন্যায় ঘেরিয়া আছেন। পার্ষদগণের সকলের

(১) অর্ধকুক্কুটী ন্যায়—কুক্কুটীর পশ্চাদ্‌ভাগ ডিম্ব প্রসব করে বলিয়া পূর্বার্ধ কাটিয়া আহার করিয়া পশ্চাদ্ভাগ রাখিয়া দিলে সেই পশ্চাদ্‌ভাগ আর ডিম্ব প্রসব করে না। উভয়ই নষ্ট হয়। ইহাকে অর্ধকুক্কুটী ন্যায় বলে।

(২) অঙ্গদ—কেয়ূর।

* পয়ার সংখ্যা ১৫২ হইতে ১৬৮

গোপ বেশ। প্রেমাবেশে সকলের মুখে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'। কেহ শিঙ্গা বংশী বাজায়, কেহ চামর ঢুলায়।

নিত্যানন্দ স্বরূপের এই সমস্ত অলৌকিক বৈভব, রূপ, গুণ, লীলা—দর্শন করিয়া আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম, আমার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। তখন প্রভু হাসিয়া কহিলেন—ওহে কৃষ্ণদাস! ভয় করিও না, বৃন্দাবনে যাও, সেখানে গেলে তোমার সর্ব অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

এই বলিয়া বৃন্দাবনে যাইবার জন্য শ্রীহস্তে ইসারা করিয়া প্রভু স্বগণ সহ অন্তর্ধান করিলেন। আমি মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম।

স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে দেখিলাম—প্রভাত হইয়াছে। কি দেখিলাম! কি শুনিলাম! মনে মনে চিন্তা হইল—বৃন্দাবন গমনের জন্য প্রভুর আজ্ঞা হইয়াছে। অতএব সেইক্ষণেই বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম এবং প্রভুর কৃপায় সুখেই আসিয়া পৌছিলাম শ্রীবৃন্দাবন।

জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়, তোমা হইতে পাইলাম রূপ সনাতনের আশ্রয়, তোমা হইতে পাইলাম শ্রীরঘুনাথের আশ্রয়, তোমা হইতে পাইলাম শ্রীস্বরূপের আশ্রয়। সনাতনের কৃপায় জানিলাম—ভক্তির সিদ্ধান্ত, শ্রীরূপের কৃপায় লাভ করিলাম—ভক্তিরস প্রান্ত।

জয় নিত্যানন্দ চরণারবিন্দ! তোমা হইতেই পাইলাম—শ্রীরাধা গোবিন্দ। আমি জগাই মাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ, পুরীষের কীট হইতেও লঘিষ্ঠ। আমার নাম শুনিলে পুণ্যক্ষয় হয়, আমার নাম উচ্চারণ করিলে পাপ হয়। আমার ন্যায় কুকর্মরত ঘৃণ্যব্যক্তিকে কৃপা করিতে পারে—নিত্যানন্দব্যতীত জগতে এমন কে আছে? কৃপার অবতার নিত্যানন্দ অনুক্ষণ প্রেমে উন্মত্ত, উত্তম অধম কিছু বিচার নাই, যে তাঁহার সাক্ষাতে আসে, তাহাকেই তিনি উদ্ধার করেন। তাই আমার মত দুরাচারও নিস্তার পাইল। আমার মত পাপিষ্ঠকে শ্রীবৃন্দাবনে আনিয়া শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের আশ্রয়ে স্থান দিলেন, শ্রীমদন গোপাল (১) ও শ্রীগোবিন্দের (২) শ্রীচরণ দর্শন করাইলেন। এ সব কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

(১) শ্রীসনাতন গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত।

(২) শ্রীরূপ গোস্বামী-প্রতিষ্ঠিত।

* পয়ার সংখ্যা ১৬৯ হইতে ১৮৯

শ্রীমদনগোপাল শ্রীবৃন্দাবনের অধিপতি, সাক্ষাৎ রাসবিলাসী ব্রজেন্দ্রকুমার। ইনি অনুক্ষণ শ্রীরাধাললিতাদির সঙ্গে রাস-বিলাস করেন। মন্মথেরও চিত্ত-বিক্ষোভকারী রূপে ইঁহার প্রকাশ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে (১০।৩২।২)—

কমলবদন, পীতবসন, বনমালী, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সাক্ষাৎ মদনমোহন মূর্তিতে ব্রজাঙ্গণাগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।২২।

সেই মদনমোহনের দুইপার্শ্বে রাধা ও ললিতা তাঁহার সেবা করিতেছেন। আর তিনি স্বমাধুর্যে লোকের মন আকর্ষণ করিতেছেন। নিত্যানন্দের দয়ায় আমি সেই শ্রীরাধা মদনমোহনের দর্শন পাইলাম ও তাঁহাকে আমার প্রভু করিয়া নিলাম। নিত্যানন্দের দয়ায়ই আমি শ্রীগোবিন্দের দর্শন পাইলাম। এসব গুহ্য কথা প্রকাশ করা যায় না।

শ্রীবৃন্দাবনের কল্পতরু বনে একটি যোগপীঠ আছে। তাহাতে রত্ন মণ্ডপে রত্ন সিংহাসনে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দ বসিয়া স্বমাধুর্য প্রকাশ পূর্বক জগৎ মোহন করিতেছেন। ইঁহার বামপার্শ্বে সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধিকা। প্রভু নানা রঙ্গে তাঁহাদের সঙ্গে রাসাদি লীলা করিতেছেন। পদ্মাসন ব্রহ্মা নিজলোকে অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্রে অনুক্ষণ ইঁহার ধ্যান উপাসনা করেন। চতুর্দশ ভুবনে সকলে ইঁহার ধ্যান উপাসনা করে ; বৈকুণ্ঠাদিপুরে ইঁহার লীলাগুণ গান হয়। ইঁহার মাধুর্যে লক্ষ্মী আকৃষ্ট। শ্রীরূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগে ২য় লহরীতে (২।১১১) ইঁহার সেই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

হে সখা! বন্ধুজন সহবাসে যদি তোমার অভিলাষ থাকে, তবে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম, ঈষৎ হাস্য-যুক্ত, বঙ্কিম-দৃষ্টি, অধর কিশলয়ে বংশীধারী, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত, কেশী তীর্থের উপকণ্ঠে বিরাজিত শ্রীগোবিন্দ নামক শ্রীহরি মূর্তিকে দর্শন করিও না।২৩।

* পয়ার সংখ্যা ১৯০ হইতে ২০০

এই শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে অজ্ঞ ইঁহাকে প্রতিমাজ্ঞান করে, তাহার অপরাধ হয়। সেই অপরাধে তাহার আর নিস্তার নাই, তাহাকে ঘোর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাঁহার দরুণ এহেন শ্রীগোবিন্দের দর্শনলাভ করিলাম, সেই শ্রীনিত্যানন্দের চরণ কৃপার কথা কে বর্ণনা করিতে পারে? শ্রীবৃন্দাবনে যে বৈষ্ণবমণ্ডলী আছেন, সকলেই পরমমঙ্গল কৃষ্ণনাম পরায়ণ, তাঁহাদের প্রাণধন—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ, রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনে তাঁহারা অন্যকিছু জানেন না, নিত্যানন্দ দয়া করিয়া সেই বৈষ্ণবমণ্ডলীর পদরেণু ও পদাশ্রয় আমাহেন অধমকে দিয়াছেন; নিত্যানন্দপ্রভু বলিয়াছিলেন—বৃন্দাবনে আসিলে আমার সর্ব-অভিলাষ পূর্ণ হইবে—ইহাই এই আশ্বাসবাণীর সূত্র। আমার এইসব লভ্যই—প্রভুর অভিপ্রায় ছিল।

আমি নির্লজ্জের মত নিজের কথা লিখিলাম। নিত্যানন্দের গুণে আমাকে উন্মত্ত করিয়া এসব লিখাইতেছে। নিত্যানন্দপ্রভুর গুণ ও মহিমা অপার, সহস্রবদনে বর্ণনা করিলেও তাহার অন্ত লাভ করা যায় না।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস, চৈতন্য-চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব-নিরূপণ নামক পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

* পয়ার সংখ্যা ২০১ হইতে ২১১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব

সেই অদ্ভুতকর্মা শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্যকে বন্দনা করি, যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়।১।

জয় দয়াময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জয় শ্রীনিত্যানন্দ, জয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য মহাশয়, (প্রথম পরিচ্ছেদের ৭ম হইতে ১১শ—) এই পাঁচ শ্লোকে নিত্যানন্দতত্ত্ব (পঞ্চম পরিচ্ছেদে) বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে ১২শ ও ১৩শ—এই দুই শ্লোকে অদ্বৈতাচার্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেছি।

(প্রথম পরিচ্ছেদের ১২শ ও ১৩শ শ্লোক--) শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চায়—

যে জগৎকর্তা মহাবিষ্ণু মায়া দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অবতার এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য।১।

শ্রীহরির সহিত অভিন্ন বলিয়া যিনি অদ্বৈত নামে খ্যাত এবং ভক্তি উপদেশ করেন বলিয়া যিনি আচার্য নামে বিখ্যাত, আমি সেই ভক্তাবতার ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করি।৩।

অদ্বৈত আচার্য গোস্বামী সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁহার মহিমা জীবের গোচর নহে। (কারণার্ণবশায়ী পুরুষ) মহাবিষ্ণু (দৃষ্টিদ্বারা প্রকৃতিতে শক্তিসঞ্চার পূর্বক নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণ রূপে) জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁহারই সাক্ষাৎ অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য।

যে পুরুষ (মহাবিষ্ণু) মায়াদ্বারা সৃষ্টি ও স্থিতিকার্য সাধন করেন, অনায়াসে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, ইচ্ছামাত্র অনন্তস্বরূপে আত্মপ্রকট করেন এবং (গর্ভোদশায়ীরূপে) এক এক মূর্তিতে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন, সেই পুরুষেরই অংশ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। ইনি মহাবিষ্ণুর বিগ্রহ বিশেষ। (অংশ ও

---

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৭

অংশীতে ভেদ নাই)। সুতরাং ইঁহাতে ও মহাবিষ্ণুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইনি প্রধান (অর্থাৎ প্রকৃতিকে) লইয়া সৃষ্টিকার্যে মহাবিষ্ণুকে সহায় করেন এবং স্বেচ্ছায় কোটি ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করেন।

শ্রীঅদ্বৈত জগতের মঙ্গলস্বরূপ, সমস্ত মঙ্গলময় গুণের আধার, তাঁহার চরিত্র সর্বদা মঙ্গলময়, নাম মঙ্গলস্বরূপ।

কোটি অংশ, কোটি শক্তি ও কোটি অবতার লইয়া কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মহাবিষ্ণু অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। মায়া বা জড় প্রকৃতি যেরূপ জগতের গৌণনিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে দুই অংশে বিভক্ত, কারণার্ণব-শায়ী পুরুষও তদ্রূপ মুখ্যনিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে দুইটি মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশ্বসৃষ্টি করেন। সেই পুরুষরূপী নারায়ণ স্বয়ং বিশ্বের নিমিত্তকারণ এবং অদ্বৈতরূপে উপাদান কারণ। নিমিত্তাংশে তিনি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মায়া বা প্রকৃতিকে ক্ষোভিত করেন এবং উপাদান অংশে অদ্বৈতরূপে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন। সাংখ্য প্রধান কারণ (অর্থাৎ মায়া বা প্রকৃতি) স্বীকার করেন, কিন্তু জড় হইতে কখনও জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। পুরুষ প্রধান অর্থাৎ মায়াতে নিজ সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করেন এবং এই ঈশ্বরের শক্তিতেই সৃষ্টিকার্য সমাহিত হয়। এই শক্তি সঞ্চারণ করেন শ্রীঅদ্বৈতরূপে, অতএব শ্রীঅদ্বৈতই মুখ্যকারণ। মহাবিষ্ণুর এক স্বরূপ অদ্বৈত আচার্য উপাদানরূপে ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা এবং অপর স্বরূপ গর্ভোদশায়ী পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা। সেই কারণার্ণবশায়ী নারায়ণের মুখ্য অঙ্গই অদ্বৈত। ভাগবত 'অঙ্গ' শব্দে 'অংশ' অর্থ করিয়াছেন যথা—

ভাগবত (১০।১৪।১৪)—

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—তুমি যখন সর্বজীবের আত্মা তখন তুমি কি নারায়ণ নও ? নার শব্দের অর্থ জীবকুল, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীবসমূহ যাঁহার আশ্রয়, সেই পরমাত্মাই নারায়ণ। অতএব তুমি পরমাত্মা বলিয়াই নারায়ণ। হে অধীশ, তুমি সকল লোকের সাক্ষী, (অর্থাৎ তুমি দেহীদিগের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—সকল কর্ম নিরীক্ষণ কর) আর জীবের হৃদয় ও জল যাঁহার আশ্রয়,

* পয়ার সংখ্যা ৮ হইতে ১৯

সেই নারায়ণও তোমার অঙ্গ বা মূর্তি বিশেষ। তোমার অঙ্গ এই নারায়ণও সত্যবস্তু, তাহা তোমার মায়া নহে।৪।

এই শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে যে—ঈশ্বরের অঙ্গ ও অংশ চিদানন্দময়, তাহার সহিত মায়ার সম্বন্ধ নাই। যদি অঙ্গ শব্দে অংশই বুঝায় তবে ভাগবতের এই শ্লোকে অংশ না বলিয়া অঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হইল কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে অংশ হইতে অঙ্গ শব্দে অধিকতর অন্তরঙ্গতা বুঝায়।

গুণধাম অদ্বৈত মহাবিষ্ণুর অংশ, ঈশ্বর হইতে অভেদ, 'অদ্বৈত' নাম দ্বারাই তাঁহার পূর্ণতা সূচিত হইতেছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে তিনি সর্ববিশ্বের সৃজন করিয়াছেন। এক্ষণে অবতীর্ণ হইয়া করিলেন ভক্তি প্রবর্তন, কৃষ্ণভক্তি দান করিয়া জীব নিস্তার এবং গীতা ও ভাগবতের ব্যাখ্যায় করিলেন ভক্তিধর্ম প্রচার। ভক্তিধর্মের উপদেশ ব্যতীত তাঁহার কার্য নাই, সেজন্য তাঁহার নাম আচার্য। তিনি বৈষ্ণবগণের গুরু, জগদ্‌বাসীর পূজনীয়। অদ্বৈত ও আচার্য এই উভয় নামের যোগে তাঁহার নাম হইয়াছে 'অদ্বৈতাচার্য'। মহাবিষ্ণু কমলনয়ন। সেই মহাবিষ্ণুর তিনি অঙ্গ (অংশ), তাই এই অবতংস 'কমলাক্ষ' নাম ধারণ করিয়াছেন। নারায়ণের পারিষদ্‌বর্গ ঈশ্বর-সারূপ্য লাভ করিয়া তাঁহার চতুর্ভুজ পীতবাস রূপ গ্রহণ করেন, সুতরাং ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ অংশ অদ্বৈতাচার্যের তত্ত্ব, নাম, গুণ যে ঈশ্বরানুরূপ হইবে—তাহাতে আশ্চর্যের কারণ নাই। তিনি প্রতিদিন তুলসীগঙ্গাজলে আরাধনা করিয়া হুঙ্কার তুলিতেন, তাহারই ফলে শ্রীকৃষ্ণ স্বগণসহ শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন। ইঁহা দ্বারাই মহাপ্রভুর কীর্তন প্রচার করেন, ইঁহাদ্বারাই জগৎ নিস্তার করেন। আচার্য গোস্বামীর গুণমহিমা অপার, আমার ন্যায় কীটসদৃশ ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে তাহার পূর্ণতত্ত্ব নিরূপণ অসম্ভব।

মহাপ্রভুর মুখ্য অঙ্গ (প্রধান পার্ষদ) দুইজন,—এক আচার্য গোস্বামী, অপর প্রভু নিত্যানন্দ। ইঁহারা হস্ত, মুখ, নেত্র প্রভৃতি অঙ্গ সদৃশ, আর শ্রীবাসাদি ভক্তগণ মহাপ্রভুর উপাঙ্গ,—চক্রাদি অস্ত্রতুল্য। এই সমস্ত ভক্ত-সঙ্গেই চৈতন্যপ্রভু লীলা, বিহার ও নাম প্রেমাদি প্রচার করেন। আচার্য প্রভু মহাপ্রভুর পরমগুরু মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলিয়া তিনি আচার্যকে গুরু

* পয়ার সংখ্যা ২০ হইতে ৩৬

জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। লৌকিক লীলায় গুরুবর্গকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন কর্তব্য,—এই ধর্ম রক্ষার্থ চৈতন্যপ্রভু স্তুতিভক্তিদ্বারা আচার্যের চরণ বন্দনা করিতেন। আবার আচার্যের ছিল চৈতন্য গোস্বামীর প্রতি প্রভু-জ্ঞান। তাই তিনি আপনাকে তাঁহার দাস বলিয়া মনে করিতেন। এই দাস অভিমানে আচার্য এত আনন্দ পাইতেন যে তিনি আপনার গৌরবের কথা ভুলিয়া সকলকে কৃষ্ণদাস হইতে উপদেশ করিতেন।

দাস্যভাবের মাহাত্ম্য

আচার্য বলিতেন—

কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥৪০॥

নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন ব্যক্তির সুখের কোটিগুণও কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু লাভ হয় তাহার এক বিন্দুর সমতুল্য নহে। অদ্বৈত বলিতেন —আমি ও নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের দাস, কারণ দাস্যভাবের ন্যায় আনন্দ আর কিছুতেই নাই। শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়-বিলাসিনী হইয়াও দাস্যসুখ আস্বাদনের জন্য মিনতি করেন। ভগবানের পার্ষদগণ দাস্যভাবেই আনন্দিত হন। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুক, সনাতন—সকলেই দাস্যভাবের জন্য লালায়িত। অবধূত নিত্যানন্দ—সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। তিনি চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে পাগল।

শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর, মুরারিগুপ্ত, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর—সকলেই পরম পণ্ডিত, পরম মহান্, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের দাস্যপ্রেমে সকলেই উন্মত্ত হইয়া নাচ, গান ও অট্টহাস্য করিতেন এবং মহাপ্রভুর দাস হওয়ার জন্য সকলকে উপদেশ করিতেন।

অদ্বৈতপ্রভু বলিতেন—চৈতন্যপ্রভু আমাকে গুরু জ্ঞান করেন, তথাপি আমার কিন্তু তাঁহার প্রতি দাস-অভিমান।

কৃষ্ণপ্রেমের এক অপূর্ব প্রভাব এই যে গুরু, সখা ও কনিষ্ঠ—সকলেই দাস্যভাবে আকৃষ্ট হন। মহৎ ব্যক্তিদের অনুভবই ইহার সুদৃঢ় প্রমাণ। শাস্ত্রে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

---

* পয়ার সংখ্যা ৩৭ হইতে ৫০

অন্যে পরে কা কথা, নন্দ মহারাজ অপেক্ষা কৃষ্ণের গুরু ব্রজধামে আর কে আছেন ? কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার শুদ্ধ বাৎসল্য, কিছুমাত্র ঈশ্বরজ্ঞান নাই। তিনিও কৃষ্ণপ্রেমে দাস্যভাবের অনুকরণ করেন। তিনিও কৃষ্ণের চরণে রতি মতি প্রার্থনা করেন। তাঁহার শ্রীমুখের বাণীই ইহার প্রমাণ। তিনি উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—শুন উদ্ধব ! কৃষ্ণ সত্যই আমার তনয়। তিনি ঈশ্বর বলিয়াই যদি তোমার মনে হয়, তথাপি আমার বর্তমান মনোবৃত্তি—অর্থাৎ বাৎসল্যপ্রেমই যেন অব্যাহত থাকে। আর কৃষ্ণ নামে তোমার ঈশ্বর যদি কেহ থাকেন, তাঁহার প্রতি যেন আমার মতি হয়।

ভাগবতে (১০।৪৭।৬৬-৬৭) আছে—(নন্দ মহারাজ বলিলেন)—

আমাদের মানসিক বৃত্তি সমূহ কৃষ্ণচরণারবিন্দ আশ্রয় করুক, বাক্য কৃষ্ণনাম কীর্তন করুক এবং দেহ কৃষ্ণের সেবা করুক।৫।

প্রারব্ধ কর্মের ফলে ঈশ্বরেচ্ছায় যে স্থানেই বা যে কুলেই আমাদের জন্ম হউক না কেন, আমরা যে মঙ্গলকর্ম ও দানাদি করিয়াছি, তাহার ফলে ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যেন আমাদের ভক্তি থাকে।৬।

ব্রজে শ্রীদামাদি যে সব সখা আছেন, তাঁহারা ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন। তাঁহাদের অন্তরে পরিপূর্ণ সখ্যভাব। তাঁহারা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তাঁহার স্কন্ধেও আরোহণ করেন। তাঁহারাও দাস্যভাবে তাঁহার চরণ সেবা করিয়া থাকেন।

ভাগবতে (১০।১৫।১৭) পাই—

কোন কোন গোপবালক সেই মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদসংবাহন করিয়াছিলেন ; কোন কোন নিষ্পাপ গোপবালক পাখা দ্বারা তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন।৭।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী যত ব্রজসুন্দরী আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের আর কেহ নাই, উদ্ধব ইঁহাদের পদধূলি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইঁহারাও আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী বলিয়া অভিমান করিতেন।

* পয়ার সংখ্যা ৫১ হইতে ৫৯

ভাগবতে (১০।৩১।৬) ইহার প্রমাণ আছে, যথা—

(শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন)—

হে ব্রজজন-দুঃখ-বিনাশন! হে বীর! তোমার মৃদুহাস্যে নিজ জনের গর্ব সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়। হে সখে! আমরা তোমার দাসী, আমাদিগকে ভজনা কর, তোমার কমল সদৃশ চারুবদন দর্শন করাও।৮।

ভাগবতে আরো আছে (১০।৪৭।১১)—

(মথুরা হইতে আগত উদ্ধবকে গোপীগণ বলেন)—হে সৌম্য! আর্যপুত্র এক্ষণে মধুপুরীতে বাস করিতেছেন কি? তিনি এক্ষণে পিতৃগৃহ, বন্ধুবর্গ ও গোপগণের কথা স্মরণ করেন কি? কখনও এই দাসীদিগের কথা বলেন কি? তাঁহার অগুরু-সুগন্ধি বাহুর স্পর্শ কখন আমাদের মস্তকে লাভ করিব? ৯।

গোপীগণের কথা থাকুক, যে শ্রীমতী রাধিকা সর্বাংশে সকলের শ্রেষ্ঠা, যাঁহার প্রেমগুণে শ্রীকৃষ্ণ অনুক্ষণ আবদ্ধ, তিনিও দাসীরূপে তাঁহার চরণ সেবা করিয়া থাকেন;

ভাগবতে (১০।৩০।৩৯) আছে—

(রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে শ্রীরাধা বলিতেছেন)—হে নাথ! হে রমণ! হে প্রিয়তম! হে মহাভুজ! তুমি কোথায়? হে সখে! কোথায় তুমি? তোমার এই দীনা দাসীকে দর্শন দাও।১০।

দ্বারকাতে রুক্মিণী প্রভৃতি যত মহিষী আছেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে কৃষ্ণদাসী বলিয়া মনে করেন।

ভাগবতে আছে (১০।৮৩।৮)—

(রুক্মিণী দেবী দ্রৌপদীকে বলিতেছেন)—আমাকে শিশুপালের নিকটে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ শ্রীকৃষ্ণের

সহিত যুদ্ধ করিতে ধনুর্বাণ ধারণ করিলে, সিংহ যেরূপ অজাগণের মধ্য হইতে নিজভাগ লইয়া যায়, তিনিও সেইরূপ ঐ অপরাজেয় রাজগণের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনিকেতন চরণ যেন আমি চিরদিন সেবা করিতে পারি।১১।

ভাগবতে আরো আছে (১০।৮৩।১১)—

(শ্রীকৃষ্ণ-পত্নী কালিন্দীদেবী বলিতেছেন)—আমি শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শের আশায় তপস্যা করিতেছি জানিতে পারিয়া তিনি সখা অর্জুনের সহিত আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করেন। অথচ আমি সেই শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জন-কারিণী সদৃশ (তাঁহার পত্নী হওয়ার যোগ্য নহি।) ।১২।

ভাগবতের আর একটি শ্লোক (১০।৮৩।৩৯)—

(শ্রীকৃষ্ণের মহিষী লক্ষ্মণাদেবী বলিতেছেন)—আমরা সকলে সমস্ত বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক তপস্যাদ্বারা সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের গৃহদাসী হইয়াছি।১৩।

অন্যের কথা কি, যে বলদেবের ভাব শুদ্ধ সখ্য বাৎসল্যাদিপূর্ণ, তিনিও আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাস জ্ঞান করেন। অতএব কৃষ্ণদাস অভিমান ব্যতীত আর কে আছেন ?

সহস্রবদন শেষরূপী সংকর্ষণ অর্থাৎ অনন্তদেব দশদেহ (১) ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত রুদ্র বা শিব আছেন, ইঁহারা সদাশিবের অংশ, গুণাবতার ও সর্ব অবতংস এবং সর্বদা কৃষ্ণের দাসত্ব কামনা করেন। শিব নিরন্তর বলেন – তিনি কৃষ্ণদাস। তিনি অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল ও দিগম্বর হইয়া কৃষ্ণগুণলীলা কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য করিয়া থাকেন।

(১) দশদেহ—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান (বালিশ), বসন, উপবন (বাগান), বাসগৃহ, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ও মস্তকে পৃথিবীধারী শেষ।

* পয়ার সংখ্যা ৬৩ হইতে ৬৮

পিতা, মাতা, গুরু, সখা—যে কোন অভিমানই থাকুক, কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব এমনই যে সকলেই দাস্যভাবে কৃষ্ণকে সুখী করিতে চাহেন। সকলের চিত্তেই কৃষ্ণদাস্যভাব জন্মার কারণ এই যে—শ্রীকৃষ্ণ জগতের ঈশ্বর, সকলের সেব্য। আর যত আছেন, সকলেই তাঁহার সেবক, অনুচর।

সেই শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব সকলেই তাঁহার কিংকর। এসব কথা কেহ মানেন, কেহ মানেন না। কিন্তু মানুন আর না-ই মানুন, সকলেই তাঁহার দাস। যিনি মানেন না, তিনি সেই পাপে বিনাশ প্রাপ্ত হন।

শ্রীঅদ্বৈত দৃঢ়তার সহিত বলিতেন—আমি শ্রীচৈতন্যের দাস। আমি তাঁহার দাসের দাস।—এই বলিয়া তিনি গভীর হুঙ্কারে নাচিতেন ও গাহিতেন। ক্ষণেক পরে সুস্থির হইয়া বসিতেন।

ভক্ত অভিমান বিরাজ করে—মূল শ্রীবলরামে। তাঁহার অনুগত অংশ অবতারগণেও সেইভাব। বলরামের এক অবতার সংকর্ষণ। তিনি সর্বক্ষণ আপনাকে ভক্ত বলিয়া অভিমান করেন। তাঁহার আর এক অবতার লক্ষ্মণ, তিনি অনুক্ষণ দাসরূপে রামের সেবা করেন। সংকর্ষণের অবতার কারণাব্ধিশায়ী নারায়ণ। তাঁহার হৃদয়েও অনুরূপ ভক্তভাব। অদ্বৈতাচার্য সেই কারণাব্ধি-শায়ী নারায়ণেরই প্রকাশভেদ বা আবির্ভাব বিশেষ। তিনি সর্বদা কায়মনো-বাক্যে ভক্তিমূলক কার্য করিতেন।

অদ্বৈতাচার্য বাক্যে বলিতেন—আমি শ্রীচৈতন্যের অনুচর, শ্রীচৈতন্যের ভক্ত। মনে নিরন্তর থাকিত সেইভাব। কায়াদ্বারা করিতেন—জল তুলসী সহযোগে সেবা। এইভাবে ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়া তিনি ভুবন ত্রাণ করেন।

যে শেষরূপী সংকর্ষণ পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, তিনিও কায়ব্যূহ (১) করিয়া কৃষ্ণের সেবা করেন। ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অবতার। আর ইঁহাদের আচরণ ভক্তির অনুকূল। এজন্য ইঁহাদিগকে শাস্ত্রে 'ভক্তাবতার' বলা হয়। ইঁহারা স্বরূপে অবতার, আচরণে ভক্ত। এই ভক্ত অবতার সকলের শ্রেষ্ঠ।

(১) কায়ব্যূহ—এক শরীরে বহু শরীর প্রকটীকরণের নাম কায়ব্যূহ।

* পয়ার সংখ্যা ৬৯ হইতে ৮৪

শ্রীকৃষ্ণ অংশী, অবতারগণ অংশ। অংশী ও অংশের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের ন্যায় আচরণ। অংশী জ্যেষ্ঠ বলিয়া অংশ তাঁহাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করেন, আর অংশ কনিষ্ঠ বলিয়া আপনাকে অংশীর ভক্ত বা দাস মনে করেন। কৃষ্ণের সমত্ব হইতে কৃষ্ণের ভক্তত্ব শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় আত্মা বা বিগ্রহ অপেক্ষা তাঁহার ভক্তকে অধিকতর প্রেমাস্পদ বলিয়া মনে করেন। ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বহু শাস্ত্র প্রমাণ আছে। যথা—

ভাগবতে আছে (১১।১৪।১৫)—

(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন)—হে উদ্ধব! তুমি (অর্থাৎ ভক্ত) যেরূপ আমার প্রিয়তম, আত্মযোনি ব্রহ্মা, শঙ্কর, সংকর্ষণ, লক্ষ্মী এমন কি আমার নিজের আত্মা পর্যন্ত আমার নিকটে সেরূপ প্রিয় নহে।১৪।

কৃষ্ণ-সাম্যে মাধুর্য আস্বাদন হয় না। ভক্তভাবেই মাধুর্য উপভোগ সম্ভবপর। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও বিজ্ঞজনের অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান। মূঢ়জন ভাবের এই বৈভব বুঝিতে অসমর্থ।

এই কারণে বলরাম, লক্ষ্মণ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সংকর্ষণ—সকলেই ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-রসামৃত পান করিয়াছেন। তাঁহারা সেই সুখেই অনুক্ষণ মত্ত, আর কিছু জানেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও আপন মাধুর্য পানের জন্য উদ্‌গ্রীব। সর্বদা স্বমাধুর্য আস্বাদনের জন্য প্রয়াস করেন। কিন্তু ভক্তভাব ব্যতীত তাহা আস্বাদন সম্ভবপর নয়। তাই ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া সর্বতোভাবে পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে (নবদ্বীপে) অবতীর্ণ হইলেন। এবং ভক্তভাবে নানাপ্রকারে স্বমাধুর্য পান করিলেন। পূর্বে (চতুর্থ পরিচ্ছেদে) এ সমস্ত সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

অবতারগণ ভক্তভাবেই আবির্ভূত হন। ভক্তভাব অপেক্ষা আর কিছুতেই অধিক সুখ হয় না। শ্রীসংকর্ষণ মূল ভক্ত অবতার। তাঁহা হইতেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্যের আবির্ভাব। ইঁহার অপার মহিমা; ইঁহার

* পয়ার সংখ্যা ৮৫ হইতে ৯৯

হুংকারেই চৈতন্যাবতার প্রকটিত হন। এই অদ্বৈতাচার্যই সংকীর্তন প্রচার করিয়া জগৎত্রাণ করেন, ইঁহার প্রসাদেই লোকে প্রেমধন প্রাপ্ত হয়।

আচার্যের অনন্ত মহিমার কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। মহাজনগণ হইতে যাহা শুনিয়াছি—কিঞ্চিৎ নিবেদন করিলাম। তাঁহার চরণে আমার কোটি নমস্কার।

হে আচার্য প্রভু! তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না। তোমার মহিমা কোটি সমুদ্রের ন্যায় গভীর, ইহার শেষ সীমায় পৌঁছি,—সে সাধ্য আমার নাই, তুমি আমায় ক্ষমা কর। জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, জয় জয় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদের দুই শ্লোকে বর্ণিত অদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ করিলাম। পরবর্তী পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিব।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস, চৈতন্যচরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে শ্রীমৎ অদ্বৈত-তত্ত্ব
নিরূপণ নামক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

---

* পয়ার সংখ্যা ১০০ হইতে ১০৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পঞ্চতত্ত্ব

যিনি অগতির একমাত্র গতি, হীনজনের পরম পুরুষার্থ প্রেমদাতা, সেই শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া তাঁহার প্রেমভক্তি বদান্যতা বর্ণনা করিতেছি।১।

জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। যাঁহারা তাঁহার চরণাশ্রিত তাঁহারা সকলেই ধন্য। পূর্বে (প্রথম পরিচ্ছেদে) গুরু প্রভৃতি ছয় তত্ত্বকে (অর্থাৎ গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি তত্ত্বকে) নমস্কার করিয়াছি। গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছি, এক্ষণে (অবশিষ্ট) পঞ্চতত্ত্বের বিচার করিতেছি। শ্রীচৈতন্য-লীলায় পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ হন এবং তাঁহারা একযোগে সংকীর্তনযজ্ঞ করেন। পঞ্চতত্ত্ব স্বরূপতঃ একই বস্তু, বিবিধ রস আস্বাদনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে বিভেদ।

শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে—

ভক্তরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ভক্তস্বরূপ নিত্যানন্দ, ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য, ভক্তাখ্য শ্রীবাসাদি এবং ভক্তশক্তিক গদাধর—এই পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার করি।২।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ঈশ্বর। তিনি অদ্বিতীয়, নন্দনন্দন, রসিক শেখর, রাসাদি-বিলাসী ও ব্রজললনাদের নাগর। আর সকলেই তাঁহার পরিকর। সেই শ্রীকৃষ্ণ পরিকরগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব শ্রীচৈতন্যদেবই একমাত্র ঈশ্বরতত্ত্ব, তিনি ভক্তভাবে শুদ্ধ কলেবরে আবির্ভূত।

কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত প্রকৃতি এই যে স্বমাধুর্য আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণ ভক্তভাব ধারণ করেন। এই কারণে শ্রীচৈতন্যদেবও ভক্তরূপ ধারণ

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৯

করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা নিত্যানন্দ ভক্তস্বরূপ এবং অদ্বৈতাচার্য ভক্ত অবতার। এই তিনতত্ত্ব (ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ ও ভক্ত অবতার)—'প্রভু' বলিয়া কীর্তিত হন। একজন মহাপ্রভু এবং অপর দুইজন প্রভু। দুই প্রভু—(নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত),—মহাপ্রভু (শ্রীচৈতন্যের) চরণ সেবা করেন। এই তিন তত্ত্বই সর্বারাধ্য। চতুর্থ ভক্ততত্ত্ব,—প্রথম তিন তত্ত্বের আরাধক। শ্রীবাসাদি যে অসংখ্য ভক্ত আছেন, তাঁহারা শুদ্ধভক্ততত্ত্ব। গদাধর প্রভৃতি মহাপ্রভুর শক্তি অবতার, ইঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তমধ্যে গণ্য। ইঁহাদিগকে লইয়াই প্রভুব নিত্যলীলা, কীর্তনপ্রচার, প্রেম আস্বাদন ও প্রেমধন দান। এই পঞ্চতত্ত্ব একযোগে জগতে অবতীর্ণ হইয়া উন্মুক্ত করিয়া দেন ব্রজ-প্রেম-ভাণ্ডারের দ্বার। সকলেই করেন সেই প্রেম লুণ্ঠন আর আস্বাদন; যত করেন পান, ততই বাড়ে তৃষ্ণা। মহামত্ত হইয়া সেই প্রেম পান করেন আর মদমত্তের ন্যায় নাচেন, কাঁদেন, হাসেন ও গান করেন। পাত্রাপাত্র বিচার নাই, স্থানাস্থানে ভেদ নাই, যে যাহাকে পান তাহাকেই প্রেমদান করেন। সেই প্রেমের ভাণ্ডার সকলে লুটিয়া খাইয়া উজাড় করেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, তাহাতে আরো শতগুণ বাড়িয়া চলে প্রেম। প্রেমের যেন বন্যা ছুটিয়াছে, চারিদিকে ধাইয়া চলিয়াছে প্রেম, আর তাহাতে ডুবিয়া যাইতেছে—স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা; সজ্জন, দুর্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধজন। কৃষ্ণ-প্রেমবন্যায় সারা জগৎ ডুবিয়া গেল, জীবের সংসার বন্ধন নাশ হইল। তাহাতে পঞ্চতত্ত্বের উল্লাস কে দেখে? পঞ্চতত্ত্ব যত প্রেম বৃষ্টি করেন, ততই প্রেমজল বাড়িতে থাকে, সেই জল যেন ত্রিভুবন ব্যাপিয়া ছুটিল। কিন্তু মায়াবাদী, কর্মমার্গী, কুতার্কিক, নিন্দুক, পাষণ্ডী ও অধম তর্কবাদী ছাত্রগণ ছুটিয়া পলাইলেন মহা দক্ষতার সহিত। প্রেমবন্যা তাঁহাদিগকে করিতে পারিল না স্পর্শ। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু মনে মনে চিন্তা করিলেন, কৃষ্ণপ্রেমের বন্যায় জগৎ প্লাবিত করাই আমার ব্রত। কিন্তু কেহ কেহ তাহা এড়াইয়া গেল, আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। অতএব ইহাদিগকে প্রেমসাগরে ডুবাইতে হইলে নূতন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্য

এইভাবে চিন্তা করিয়া মহাপ্রভু অঙ্গীকার করেন সন্ন্যাস-আশ্রম। চব্বিশ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া তিনি পঞ্চবিংশতিবর্ষে যতিধর্ম গ্রহণ করেন।

* পয়ার সংখ্যা ১০ হইতে ৩২

সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি সেই সমস্ত কুতার্কিকগণকে করিতে লাগিলেন আকর্ষণ। তখন টোলের তার্কিক ছাত্রগণ, পাষণ্ডী, কর্মবাদী, নিন্দকাদি আসিয়া প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন। প্রভু তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রেমজলে তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া দিলেন। কেহই এড়াইতে পারিলেন না প্রভুর প্রেম-মহাজাল। সকলকে উদ্ধার করিতেই প্রভু এবার দয়ার অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সকলকে উদ্ধার করিতেই তাঁহার অপার চাতুরী। ম্লেচ্ছগণও তাঁহার ভক্ত হইলেন। কেবল কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ রহিলেন বাকী।

বৃন্দাবন গমনের পথে প্রভু কিছুকাল কাশীতে বাস করেন। তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ তাঁহাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন,—সন্ন্যাসী হইয়া ইনি নাচ-গান-সংকীর্তন করেন, বেদান্ত পাঠ করেন না। মূর্খ সন্ন্যাসী নিজের ধর্মও জানেন না; ভাব-প্রবণ লোক, ভবঘুরেদের সঙ্গে ঘোরা-ফিরা করেন।

এ সমস্ত নিন্দার কথা শুনিয়া প্রভু মনে মনে হাসিতে থাকেন, উপেক্ষা করিয়া কোনও সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপাদিও করিলেন না। এঁদেরে উপেক্ষা করিয়া তিনি মথুরায় যান এবং মথুরা দর্শনের পর কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কাশীতে আসিয়া লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিতে থাকেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ (অর্থাৎ আহারাদি) করেন। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না।

এই সময়ে সনাতন গোস্বামী আসিয়া প্রভুর সহিত কাশীতে মিলিত হন। তাঁহার শিক্ষার জন্য প্রভু দুইমাস কাশীতে অবস্থান করেন এবং তাঁহাকে বৈষ্ণবের ধর্ম ও ভাগবতাদি শাস্ত্রের শিক্ষা দেন।

ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর ও তপন মিশ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—প্রভু! আমরা আর তোমার নিন্দা কত শুনিব? সন্ন্যাসিগণ যেভাবে তোমার নিন্দা করিতেছে, তাহা শুনিয়া হৃদয় ফাটিয়া যায়, আমরা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, প্রাণ ত্যাগ করিব।

ইহা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন।

---

* পয়ার সংখ্যা ৩৩ হইতে ৪৯

কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের উদ্ধার (১)

এই সময়ে এক (মহারাষ্ট্রীয়) বিপ্র আসিয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন—প্রভু! আমি তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাই, তুমি প্রসন্ন মনে আমার নিবেদন গ্রহণ কর। আমি সন্ন্যাসিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তুমি উহাতে উপস্থিত হইলে আমার বাসনা পূর্ণ হয়। তুমি সন্ন্যাসীগোষ্ঠীর নিকটে যাও না, তাহা আমি জানি। আমার প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।

প্রভু হাসিয়া নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিলেন। সন্ন্যাসীদের প্রতি কৃপার জন্যই তাঁহার এ ভঙ্গী। সেই বিপ্র জানিতেন—প্রভু কাহারো গৃহেই আহার করেন না। প্রভুর প্রেরণায়ই তিনি তাঁহাকে এত আগ্রহ করিয়া নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণের দিন প্রভু বিপ্রগৃহে গিয়া দেখিলেন—সন্ন্যাসিগণ পূর্বেই আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি সকলকে নমস্কার করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিতে গেলেন। এবং পাদ-প্রক্ষালনের পর সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন। সেখানে বসিয়া কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার শ্রীঅঙ্গ মহা তেজোময় হইয়া উঠিল এবং তাহা হইতে কোটি সূর্যের আভা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তাঁহার প্রভাব দেখিয়া সন্ন্যাসীদের মন আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। সর্বসন্ন্যাসীর প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুকে সসম্মানে কহিলেন—শ্রীপাদ, এখানে আসুন, অপবিত্র স্থানে বসিয়াছেন কেন? আপনার দ্বিধা কিসের?

প্রভু কহিলেন—আমি হীন সম্প্রদায়ভুক্ত (২), আপনাদের সভায় বসিবার যোগ্য নহি।

তখন প্রকাশানন্দ স্বয়ং তাঁহাকে হাতে ধরিয়া নিয়া সভামধ্যে সসম্মানে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য? কেশব-ভারতীর শিষ্য? তবে ত তুমি ধন্য। তুমি সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, এই গ্রামেই আছ। তবে আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর না কেন? তুমি সন্ন্যাসী

(১) মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে প্রকাশানন্দের সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) হীন সম্প্রদায়—মহাপ্রভু ভারতী সম্প্রদায়ভুক্ত। 'ভারতী'—গিরি, পুরী, সরস্বতী প্রভৃতির ন্যায় সম্মানিত নহেন।

* পয়ার সংখ্যা ৫০ হইতে ৬৫

হইয়া নৃত্যগীত কর, ভাবপ্রবণ লোকদের সঙ্গে সংকীর্তন কর। সন্ন্যাসীর ধর্ম —বেদান্ত পাঠ ও ধ্যান, তাহা ত্যাগ করিয়া ভাবপ্রবণ লোকদের কাজ কর। কেন এসব কর বুঝি না। তোমার প্রভাব দেখিয়া মনে হয় তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। অথচ তুমি এসব হীনাচার কর, ইহার কারণ কি ?

কৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য

প্রভু কহিলেন—শ্রীপাদ! ইহার কারণ বলিতেছি শুন। গুরু আমাকে মূর্খ দেখিয়া শাসন করিয়া বলিলেন—তুমি মূর্খ, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই। তুমি সর্বদা কৃষ্ণনাম জপ কর, এই মন্ত্র সমস্ত সাধনের সার। কৃষ্ণমন্ত্র হইতেই তোমার সংসার-বন্ধন মোচন হইবে, কৃষ্ণনাম হইতেই কৃষ্ণের চরণ লাভ করিতে পারিবে। নাম বিনা কলিকালে আর ধর্ম নাই, এই কৃষ্ণনাম সর্বমন্ত্র সার—ইহাই শাস্ত্রের মর্ম।

এই বলিয়া গুরুদেব আমাকে নিম্নোধৃত বৃহৎ নারদীয় বচন (৩৮।১২৬) শিক্ষা দিয়া আদেশ করিলেন—এই শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া অর্থ বিচার করিও :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৩॥

অর্থাৎ কলিকালে কেবল হরিনামই একমাত্র গতি, অন্য কোন গতিই নাই।৩।

গুরুদেবের এই আদেশ লাভ করিয়া অনুক্ষণ নাম কীর্তন করিতে থাকি। নাম নিতে নিতে আমার মন ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, আমি আর ধৈর্য রাখিতে পারিলাম না, উন্মত্ত হইয়া পড়িলাম। মদোন্মত্তের ন্যায় কেবল হাসি, কাঁদি, নাচি, গাই। বহু চেষ্টায় ধৈর্য ধারণ করিয়া মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলাম কৃষ্ণনামে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমি পাগল হইয়া গিয়াছি, মনে আর কিছুমাত্র ধৈর্য নাই।

এই ভাবিয়া মনে মনে গুরুর চরণে নিবেদন করিলাম—এ আমাকে তুমি কি মন্ত্র দিয়াছ গোঁসাই? এ মন্ত্রের কি অসীম শক্তি! জপিতে জপিতে এ মন্ত্র যে আমাকে পাগল করিয়া ফেলিল। মন্ত্র আমায় হাসায়, নাচায়, কাঁদায়।

* পয়ার সংখ্যা ৬৬ হইতে ৭৯

আমার নিবেদন শুনিয়া গুরু হাসিয়া বলেন—কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের ইহাই স্বভাব। যেজন এই মন্ত্র জপ করে, কৃষ্ণে তাহার ভাব জন্মে। কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ। তাহার নিকটে (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই) চারি পুরুষার্থ তৃণতুল্য। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম আনন্দের অমৃতসিন্ধু, মোক্ষাদিতে যে আনন্দ লাভ হয় তাহা প্রেমের আনন্দের একবিন্দুরও সমান নয়। কৃষ্ণনাম জপের ফলে সেই প্রেম লাভ হয়,—ইহা সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভাগ্যে তোমার অন্তরে সেই প্রেমের উদয় হইয়াছে। প্রেমের স্বভাবেই চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তির জন্য অন্তরে লোভ জন্মে। প্রেমের স্বভাবেই ভক্ত হাসে, কাঁদে, গান করে, উন্মত্ত হইয়া নাচে, এদিক ওদিক ছুটিয়া যায়। প্রেমের বশে ভক্তের স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, গদ্‌গদ, বৈবর্ণ্য, উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রেম এত ভাবেই ভক্তকে নাচায়। ভক্ত কৃষ্ণানন্দের অমৃতসাগরে ভাসিয়া থাকেন। তুমি সেই পরম পুরুষার্থ প্রেম লাভ করিয়াছ, ইহা খুব ভাল কথা। তোমার প্রেমে আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমি নাচো, গাও, ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন কর, আর কৃষ্ণনাম জপের উপদেশ দিয়া সর্বজনকে ত্রাণ কর।

অতঃপর গুরুদেব ভাগবতের (১১।২।৪০) নিম্নোধৃত শ্লোকটি আমাকে শিক্ষা দিলেন এবং বারবার বলিয়া দিলেন—এই শ্লোক ভাগবতের সার :—

যিনি নিয়ম অনুসারে ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, শ্রীহরির প্রিয় নাম কীর্তন করিতে করিতে তাঁহার চিত্ত অনুরাগে দ্রবীভূত হয়, তাঁহার আর সাংসারিক মান অপমান বোধ থাকে না। তিনি উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখনও হাস্য, কখনও চীৎকার, কখনও গান, কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন।৪।

প্রভু বলিতে লাগিলেন—গুরুদেবের এই সব বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করিয়া থাকি। সেই কৃষ্ণনামই আমাকে গাওয়ায় ও নাচায়, আমি আপন ইচ্ছায় গাই বা নাচি না। কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন করা যায়, ব্রহ্মানন্দ তাহার নিকটে গোষ্পদ তুল্য।

---

* পয়ার সংখ্যা ৭৯ হইতে ৯৩

তাই হরিভক্তিসুধোদয় বলিয়াছেন (১৪।৩৬)—

হে জগদ্গুরু! তোমার সহিত সাক্ষাৎকারের ফলে আমি অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে অবস্থান করিতেছি। আমার এই আনন্দের তুলনায় নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভব জনিত আনন্দও গোষ্পদের ন্যায় অত্যল্প বলিয়া মনে হইতেছে।৫।

মহাপ্রভুর এই সব মিষ্টবাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসিগণের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিল, তাঁহারা মধুর বচনে কহিলেন—তুমি যাহা কিছু বলিলে, সবই সত্য। যাহার ভাগ্য প্রসন্ন, সে-ই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারে। তুমি কৃষ্ণ-ভক্তি কর, ইহা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তুমি যদি বেদান্ত পাঠ করিতে না পার, শুনিতে ত পার, তাহাতে দোষ কি?

ইহা শুনিয়া প্রভু হাসিয়া উত্তর করিলেন—তোমরা যদি বেদনা না পাও তবে একটি নিবেদন করি।

ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ বলিয়া উঠিলেন—তোমাকে দেখিয়া সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া মনে হইতেছে। তোমার বাক্য শুনিয়া শ্রবণ জুড়াইয়া যায়, তোমার মাধুরী দেখিয়া নয়ন সার্থক হয়। তোমার প্রভাবে সকলের মন আনন্দিত হয়। তোমার বাক্য কখনও অসঙ্গত নয়।

মুখ্যার্থে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা (১)

প্রভু বলিলেন—বেদান্তসূত্র ঈশ্বর বাক্য। ব্যাসরূপে শ্রীনারায়ণই ইহা বলিয়াছেন। ঈশ্বরবাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব (২) প্রভৃতি দোষ থাকিতে পারে না। উপনিষদের প্রমাণ সহ মুখ্যবৃত্তি দ্বারা বেদান্ত সূত্রের যে তত্ত্বনিরূপণ করা হয়, তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক। (অতএব মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া বেদান্ত-সূত্রের পাঠে বা শ্রবণে দোষ হয় না। কিন্তু) শঙ্করাচার্য গৌণবৃত্তির দ্বারা যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা শ্রবণে সর্বকার্য নাশ

---

(১) মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার দ্রষ্টব্য।

(২) ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* পয়ার সংখ্যা ৯৪ হইতে ১০৪

হয়। আচার্যের দোষ নাই, তিনি ঈশ্বর আজ্ঞায়ই মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়া গৌণার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ, অসমোর্ধ্ব ভগবান্‌কে বুঝায়। সেই ব্রহ্মের বৈভব ও দেহ—সমস্তই চিন্ময়। সেই চিন্ময় বিভূতি গোপন করিয়া আচার্য তাঁহাকে নিরাকার বলিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম-বাচক ভগবান্ তাঁহার ধাম, লীলা, পরিকর—সকলেই চিদানন্দময়, কিন্তু শঙ্করাচার্য তাঁহাকে বলিয়াছেন—প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার—(অর্থাৎ প্রকৃতি বা মায়ার সত্ত্বগুণের বিকার।) তাঁহার দোষ নাই, কারণ তিনি ভগবানের আজ্ঞা কারী দাস মাত্র। কিন্তু এরূপ ভাষ্য যে ব্যক্তি শুনে তাহারই সর্বনাশ হয়। বিষ্ণুকলেবরকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়া মনে করা অপেক্ষা বিষ্ণুনিন্দা আর কিছু হইতে পারে না।

ঈশ্বরের তত্ত্ব প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির ন্যায় বৃহৎ। আর জীবের স্বরূপ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের কণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র। জীব-তত্ত্ব ঈশ্বরের শক্তি (অর্থাৎ জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি।) আর কৃষ্ণ-তত্ত্ব শক্তিমান্। গীতা বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার প্রমাণ আছে।

গীতায় (৭।৫) ভগবান্ অর্জুনকে বলিলেন,—

হে মহাবাহো! ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহংকাররূপ যে আমার বহিরঙ্গা প্রকৃতি আছে, তাহা অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি। ইহা হইতে ভিন্ন জীবশক্তিরূপ আমার একটি পরা (বা উৎকৃষ্টা) প্রকৃতি আছে, তাহাই জগৎ ধারণ করিয়া আছে।৬।

বিষ্ণুপুরাণে আছে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিকে পরা শক্তি (বা অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি) বলে। তাঁহার অপর একটি শক্তি আছে, তাহা ক্ষেত্রজ্ঞা (বা জীব) শক্তি বলিয়া কথিত হয়। আর অন্য তৃতীয় শক্তিকে বলে—অবিদ্যা-কর্ম-সংজ্ঞা (বা মায়াশক্তি) ।৭।

জীবতত্ত্বকে পরতত্ত্ব (ব্রহ্ম) হইতে অভিন্ন বলিলে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ মহত্ত্বকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা হয় (অর্থাৎ অণুচৈতন্য জীবকে বিভুচৈতন্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিলে ব্রহ্মের মহিমা খর্ব করা হয়।)

* পয়ার সংখ্যা ১০৫ হইতে ১১৩

ব্যাসসূত্রে পরিণামবাদ (১) স্বীকার করা হইয়াছে। (সূত্রের মুখ্যার্থে জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম—বুঝায়)। শঙ্করাচার্য তাহা মানেন নাই, তিনি গৌণার্থে বলেন—জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নহে, রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের ভ্রম মাত্র।) শঙ্করাচার্য বলেন—পরিণামবাদ স্বীকার করিয়া 'ব্যাস-ভ্রান্ত' হইয়াছেন। কারণ পরিণামবাদে নির্বিকার ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (কিন্তু বিবর্তবাদে (২) ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া প্রমাণ করিতে হয় না, অতএব বিবর্তবাদই গ্রহণীয় অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি নহে, ব্রহ্মে ভ্রম মাত্র)।

এই বলিয়া শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদ স্থাপন করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে (মুখ্যার্থে) পরিণামবাদই প্রমাণ স্থানীয়, (শঙ্করাচার্যের গৌণার্থে বিবর্তবাদ প্রামাণ্য নহে।) অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধি—ইহাই বিবর্ত বা ভ্রম।

শ্রীভগবান্ অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত, তাঁহার শক্তি চিন্তার বা যুক্তিতর্কের বিষয়ীভূত নহে। তিনি স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পরিণত হন। জগৎরূপে পরিণত হইয়াও যে তিনি অবিকারী থাকেন, তাহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাকৃত চিন্তামণির উল্লেখ করা যাইতে পারে। চিন্তামণি হইতে নানা রত্নের উদ্ভব হয়, তথাপি ইহার স্বরূপ অবিকৃত থাকে। প্রাকৃত বস্তু চিন্তামণিতে যদি এরূপ অচিন্ত্যশক্তি থাকিতে পারে, তবে ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি সম্বন্ধে বিস্ময়ের কি আছে?

(শঙ্করাচার্যের মতে 'তত্ত্বমসি' (৩) মহাবাক্য। কিন্তু তাহা ঠিক নহে)। প্রণবই মহাবাক্য, ইহাই বেদের নিদান। (৪) প্রণব ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বর

(১) পরিণামবাদ—আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ (১।৪।২৬ সূত্র)। অর্থাৎ ঘট যেমন মৃত্তিকার পরিণতি, জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের পরিণতি।

(২) বিবর্তবাদ—ভ্রমমাত্র। ব্রহ্মে জগতের ভ্রম।

(৩) তত্ত্বমসি—তৎ (তাহাই, সেই ব্রহ্মই) ত্বম্ (তুমি, জীব) অসি (হও) অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম। ইহা সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি বাক্য। (৬।১৪।৩)

(৪) বেদের নিদান—বেদের মূল। অর্থাৎ প্রণব হইতেই বেদের উৎপত্তি।

* পয়ার সংখ্যা ১১৪ হইতে ১২১

সর্ববিশ্বের ধাম বা আশ্রয়, অতএব প্রণবও সর্ব-বিশ্বের আশ্রয়। প্রণবের লক্ষ্য সর্বাশ্রয় ঈশ্বর। 'তত্ত্বমসি' বেদের অন্তর্গত একটি বাক্য, (ইহা বেদের বাচক নহে)।

প্রণবই প্রকৃত মহাবাক্য। কিন্তু শঙ্করাচার্য এই প্রণবের মহাবাক্যত্ব প্রচ্ছন্ন করিয়া "তত্ত্বমসির" মহাবাক্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

মুখ্যাবৃত্তিতে ব্যাখ্যা করিলে সমস্ত বেদ ও বেদান্তসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রীকৃষ্ণ। (বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া) বেদ স্বতঃপ্রমাণ (অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রমাণ।) লক্ষণাবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করিলে ইহার স্বতঃ প্রমাণতার হানি হয়। এইভাবে আচার্য শঙ্কর প্রতি সূত্রের মুখ্য সহজ অর্থ ত্যাগ করিয়া গৌণার্থে স্বকল্পনায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এইরূপে মহাপ্রভু বেদান্তের প্রতিসূত্রের দোষ প্রদর্শন করিলে সন্ন্যাসিগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া কহিলেন—শ্রীপাদ! তুমি বেদান্তসূত্রের শঙ্করাচার্যকৃত গৌণ অর্থ যেভাবে খণ্ডন করিয়াছ, তাহাতে প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। এই অর্থ যে আচার্যকল্পিত, তাহা আমরা জানি। কিন্তু আমরা শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া সম্প্রদায়-অনুরোধে এই অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকি। যাক্ তুমি সূত্রগুলির মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর, তোমার শক্তি আমরা দেখি।

সন্ন্যাসীদের অনুরোধে মহাপ্রভু মুখ্যার্থে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রথমেই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ করিলেন।

(বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম। অর্থাৎ যিনি নিজে বড় এবং অপরকেও বড় করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম।) ব্রহ্ম বৃহত্তম বস্তু, ইনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ— শ্রীভগবান্, পরতত্ত্বধাম (অর্থাৎ সবশ্রেষ্ঠ ও সর্বাশ্রয়তত্ত্ব)। ইঁহার স্বরূপ ও ঐশ্বর্য চিন্ময়, মায়াগন্ধহীন। সকল বেদের মতেই ভগবান্ সম্বন্ধতত্ত্ব অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বা আলোচ্য বিষয়। সেই ভগবানের চিৎশক্তি না মানিয়া শঙ্করাচার্য তাঁহাকে নির্বিশেষ বলিয়াছেন। স্বরূপ ও শক্তির পূর্ণতায় ব্রহ্মের পূর্ণতা। অর্ধেক তত্ত্ব অর্থাৎ কেবল স্বরূপ মানিয়া শক্তি না মানিলে পূর্ণতার হানি হয়।

(সমস্ত বেদ ও বেদান্ত মুখ্যার্থে ভগবান্‌কে সম্বন্ধতত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। 'অভিধেয়তত্ত্ব' অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য কর্তব্য সম্বন্ধে এবং প্রয়োজন তত্ত্ব সম্বন্ধেও যে বেদ-বেদান্ত মুখ্যার্থে একমত তাহা এক্ষণে বলিতে লাগিলেন।)

---

* পয়ার সংখ্যা ১২২ হইতে ১৩৩

ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বলা যায়—শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্তিই—কৃষ্ণ প্রাপ্তির সহায়ক। সর্ববেদ—ইহাকেই অভিধেয় বলিয়াছেন। সাধনভক্তি হইতেই প্রেমের উদ্গম হয়। কৃষ্ণের চরণে অনুরাগ অর্থাৎ প্রেম জন্মিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয় হইতে সাধকের আসক্তি তিরোহিত হয়। সেই মহাধন প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। ইহা লাভ করিলে কৃষ্ণের মাধুর্যরস আস্বাদন করা যায়। প্রেমের প্রভাবে কৃষ্ণ নিজভক্তের বশীভূত হন। প্রেম হইতেই কৃষ্ণ-সেবা-সুখের রস উপভোগ করা যায়। ব্রহ্মবাচক ভগবান্ই সম্বন্ধ (অর্থাৎ প্রতিপাদ্য) তত্ত্ব, তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধন-ভক্তিই অভিধেয় তত্ত্ব এবং প্রেমই প্রয়োজনতত্ত্ব— মুখ্যার্থে সমস্ত বেদান্তসূত্রের ইহাই সার অর্থ।

এইভাবে প্রভুর মুখে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ সবিনয়ে কহিলেন—বেদ তোমার মধ্যে যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। পূর্বে আমরা যে তোমার নিন্দা করিয়াছি; তাহার অপরাধ ক্ষমা কর।

সেই হইতে সন্ন্যাসিগণের মানসিক পরিবর্তন ঘটিল এবং তাঁহারা অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। প্রভু সন্ন্যাসীদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষ্ণনাম উপদেশ দিলেন। অতঃপর সন্ন্যাসিগণ মহাপ্রভুকে লইয়া সকলে একসঙ্গে ভোজন করিলেন। আহারের পর মহাপ্রভু (চন্দ্রশেখরের বাড়ী) স্বীয় বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র ও সনাতন গোস্বামী সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সন্ন্যাসিগণ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। সমস্ত বারাণসীই প্রভুর প্রশংসায় মুখর। প্রভুর আগমনে সমগ্র বারাণসী ধন্য হইল; প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভুকে দর্শনের জন্য, মহাভিড়ে দ্বারে প্রবেশ করিতে পারে না। মহাপ্রভু বিশ্বেশ্বর দর্শনে গেলে সেই জনস্রোত সেখানে গিয়া মিলিত হয়। আবার তিনি স্নানার্থে গঙ্গাতীরে গেলে সেইখানেও হয় মহাভিড়। তখন প্রভু বাহু তুলিয়া বলেন—বোল হরি হরি। তখন জনতার হরিধ্বনিতে আকাশ পাতাল ছাইয়া ফেলে। জীব উদ্ধার করিয়া প্রভুর কাশী ত্যাগের ইচ্ছা হইল। তখন তিনি সনাতন গোস্বামীকে (তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা

* পয়ার সংখ্যা ১৩৪ হইতে ১৫৩

দিয়া) বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। বারাণসীতে দিবারাত্র লোকের নিদারুণ ভিড় ও কোলাহল দেখিয়া তিনি নীলাচলে চলিয়া গেলেন।

এইসব লীলার বিবরণ পরে (মধ্যলীলার পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে) বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে। এখন প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ বলা হইল।

পঞ্চতত্ত্বরূপে (১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃষ্ণ-নাম-প্রেম বিতরণ করিয়া বিশ্ব ধন্য করেন। রূপ ও সনাতনকে দুইজন সেনাপতির ন্যায় ভক্তিধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন মথুরায়। নিত্যানন্দ গোস্বামীকে পাঠান গৌড়দেশে, তথায় তিনি নানাভাবে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। প্রভু স্বয়ং দক্ষিণদেশে গিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচার করেন কৃষ্ণনাম এবং সেতুবন্ধ পর্যন্ত ভক্তিধর্মের প্রচার করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে জীবকে উদ্ধার করেন।

পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যা এইখানেই শেষ হইল। ইহা শুনিলে চৈতন্য-তত্ত্বে জ্ঞান লাভ হয়। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—এই তিন প্রভু ও শ্রীবাস গদাধরাদি ভক্তগণের পাদপদ্মে কোটি নমস্কার। তাঁহাদের কৃপায়ই চৈতন্য-লীলা কিঞ্চিৎ বলিতে পারিলাম।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস, চৈতন্য-চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্ব-আখ্যান-নিরূপণ নামক
সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

(১) পঞ্চতত্ত্ব—শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও শ্রীবাসাদি।

* পয়ার সংখ্যা ১৫৪ হইতে ১৬৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যলীলা রচনায় বৈষ্ণবদের আদেশ

যাঁহার কৃপায় আমার ন্যায় জড়ব্যক্তিও লিখনরূপ রঙ্গস্থলে সহসা বিচিত্ররূপে নৃত্য করিতেছি, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।১।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র, জয় পরমানন্দ নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময় অদ্বৈতাচার্য, জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয়, জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। এই পঞ্চতত্ত্বের চরণে প্রণত হইয়া বন্দনা করি।

পঞ্চতত্ত্ব স্মরণে মূক কবিত্ব লাভ করে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে এবং দৃষ্টিশক্তি-হীন অন্ধ তারকা দর্শন করে। পঞ্চতত্ত্বের এসব অলৌকিক শক্তি যে সব পণ্ডিত বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের বিদ্যাভ্যাস ভেকের কোলাহলের ন্যায় নিরর্থক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদি পঞ্চতত্ত্ব না মানিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভ করিতে পারেন না, তাঁহাদের উদ্ধারও হয় না।

দ্বাপরযুগে জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ বেদবিহিত ধর্মকর্মাদি করিতেন, বিষ্ণুকে ভগবান্‌রূপে পূজা করিতেন, কিন্তু কৃষ্ণকে মানিতেন না। তাই তাঁহারা দৈত্যরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেইরূপ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ভগবত্তা স্বীকার করেন না, তাঁহারাও দৈত্যরূপে পরিচিত হইবেন।

মহাপ্রভু চিন্তা করিলেন—'আমি স্বয়ং ভগবান্। আমাকে স্বীকার না করিলে লোকের অকল্যাণ হইবে,' তাই দয়ার্দ্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন—সন্ন্যাসীজ্ঞানে তাঁহাকে লোকে নমস্কার করিবে। ইহাতেই তাহাদের দুঃখ খণ্ডিত হইবে ও তাহারা উদ্ধার পাইবে। এহেন কৃপাময় শ্রীচৈতন্যকে যিনি ভজনা না করেন, তিনি সর্বোত্তম হইলেও অসুর মধ্যে গণনীয়। অতএব আমি পুনরায় ঊর্ধ্ববাহু হইয়া বলিতেছি—হে জীব, কুতর্ক ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে ভজনা কর।

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ১২

যদি কোন কুতার্কিক বলেন—এই কথাতেই গৌরনিত্যানন্দের ভজনা করিব কেন? শাস্ত্রানুসারে বিচারে যদি ইঁহাদের ভজনই কর্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তবেই তাহা করিব, নতুবা নহে।

ইহার উত্তরে আমি বলিব—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার কথা বিবেচনা করিয়া দেখ। তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইবে। বহুজন্ম কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ করা যায় না।

হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগে ১ম লহরীতে (১।২৩) আছে—

জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা সহজে মুক্তি লাভ করা যায়; যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মদ্বারা স্বর্গাদি ভুক্তিও লাভ হয়। কিন্তু এই হরিভক্তি সহস্র সাধনেও সুদুর্লভ।২।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যদি ভুক্তি ও মুক্তি দিয়া ভক্তের নিকট হইতে অব্যাহতি পান, তবে আর তাঁহাকে প্রেমভক্তি দেন না। তাঁহার নিকট হইতে তিনি প্রেমভক্তি লুকাইয়া রাখেন।

তাই ভাগবতে শুকদেব বলিয়াছেন (৫।৬।১৮)—

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের (পাণ্ডব কুলের) ও যদু কুলের পালনকর্তা, উপদেষ্টা, উপাস্য, সুহৃৎ এবং কদাচিৎ দৌত্যকার্যে কিঙ্কর। আবার যাঁহারা তাঁহার ভজনা করেন, তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি ভক্তিযোগ (প্রেম-ভক্তি) কখনও কাহাকেও দেন না।৩।

এরূপ সুদুর্লভ প্রেম শ্রীচৈতন্য যাকে তাকে দিয়াছেন। অন্যে পরে কা কথা—জগাই মাধাইর মত দুষ্কৃতিকারীদিগকেও প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্। তাই প্রেমের নিগূঢ় ভাণ্ডার নির্বিচারে সকলকে বিতরণ করেন।

* পয়ার সংখ্যা ১৩ হইতে ১৮

আজ পর্যন্তও দেখা যায় যে-ব্যক্তি শ্রীচৈতন্যের নাম গ্রহণ করেন, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল হইয়া উঠেন। নিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করিতেও তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, দেহ এলাইয়া পড়ে, অশ্রুগঙ্গা বহিয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে, যিনি অপরাধী—(নামাপরাধী বা সেবাপরাধী), কৃষ্ণনামে তাঁহার প্রেমবিকার হয় না।

ভাগবতে (২।৩।২৪) শৌনক-ঋষি সূতকে কহিলেন—

হে সূত! শ্রীহরির নাম গ্রহণের ফলে যাহার হৃদয়ে বিকার জন্মে না, অথবা বিকার হইলেও নেত্রে জল এবং শরীরে রোমাঞ্চ হয় না, তাহার হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন।৪।

(নিরপরাধ ব্যক্তি) একবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই তাঁহার সর্বপাপ ক্ষয় হয়। প্রেমের আবির্ভাবে সাধনভক্তি প্রকাশ পায়, প্রেমের উদয়ে স্বেদ, কম্প, পুলকাদি, গদ্‌গদ স্বর, অশ্রুধারা প্রভৃতি প্রেমবিকার উপস্থিত হয়। অনায়াসে ভববন্ধন ক্ষয় হয়, কৃষ্ণের সেবা লাভ হয়। এক কৃষ্ণনামের ফলে এত ধন লাভ ঘটে। এহেন কৃষ্ণনাম বহুবার গ্রহণেও যদি প্রেমের উদয় না হয়, অশ্রুধারা প্রবাহিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে হৃদয়ে প্রচুর অপরাধ সঞ্চিত আছে, তাই কৃষ্ণনাম বীজ তাহাতে অঙ্কুরিত হইতেছে না। কিন্তু চৈতন্য-নিত্যানন্দে এসব বিচার নাই, নাম লইতেই তাঁহারা প্রেমদান করেন আর অশ্রুধারা বহিতে থাকে। মহাপ্রভু অত্যন্ত উদার, স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তিনি কাহারও অধীন নহেন। তাঁহাকে না ভজিলে জীবের আর নিস্তার নাই।

ওরে মূঢ় লোক! তোমরা চৈতন্যমঙ্গল (১) শ্রবণ কর। তাহা হইলেই শ্রীচৈতন্যের মহিমা সম্যক্‌ভাবে জানিতে পারিবে।

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল (১)।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব অমঙ্গল॥

(১) চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিত চৈতন্যভাগবত। প্রথমে ইহার নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।

* পয়ার সংখ্যা ১৯ হইতে ৩১

বেদব্যাস ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বিবৃত করিয়াছেন আর চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস চৈতন্যমঙ্গলে (অর্থাৎ চৈতন্য ভাগবতে) মহাপ্রভুর লীলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই লীলা শ্রবণে সর্ব অমঙ্গল নাশ হয়। এই গ্রন্থ পাঠে চৈতন্য-নিত্যানন্দের মহিমা এবং কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক সিদ্ধান্ত-সমূহের শেষসীমা পর্যন্ত অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভক্তিসিদ্ধান্তের যেসব সারমর্ম বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই উধৃত করিয়া বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত লিখিয়াছেন। পাষণ্ডী যবনও যদি এই চৈতন্যমঙ্গল (১) শ্রবণ করে, তবে সে মহা বৈষ্ণবে পরিণত হয়। এহেন গ্রন্থ রচনা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যই বৃন্দাবন দাসের মুখে আপন মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাসের চরণে কোটি নমস্কার জানাই। তিনি এহেন গ্রন্থ রচনা করিয়া সংসার ত্রাণ করিয়াছেন।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস (শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী) নারায়ণী দেবীর গর্ভজাত সন্তান। (দেবী নারায়ণী—চারিবর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রেম গদ্‌গদ কণ্ঠে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন, তাই মহাপ্রভু) তাঁহাকে স্বীয় ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট দিয়া কৃপা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাসের অদ্ভুত চৈতন্যচরিত বর্ণনা শ্রবণ করিলে ত্রিভুবন শুদ্ধ হয়।

অতএব হে জীব, চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজন কর, সংসার দুঃখ দূর হইয়া প্রেমানন্দ লাভ করিবে।

বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে (১) প্রথমে সূত্রাকারে চৈতন্যলীলা বর্ণনা করিয়া পরে কোন কোন ঘটনা বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাই সূত্রধৃত সব লীলা আর বিস্তার করেন নাই। নিত্যানন্দলীলা বর্ণনে তিনি এমন ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন যে শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা অবশিষ্ট রহিয়া গেল। এই সব লীলা শুনিবার জন্য বৃন্দাবনবাসী ভক্তবৃন্দের মন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের নীচে সুবর্ণমন্দিরে মহাযোগপীঠ বিদ্যমান। তাহাতে এক রত্নসিংহাসনে সাক্ষাৎ মদন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দদেব বিরাজিত। সহস্র সহস্র সেবক অনুক্ষণ দিব্য সামগ্রী, দিব্যবস্ত্র অলঙ্কারে বিচিত্র আকারে

(১) চৈতন্যমঙ্গল—১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* পয়ার সংখ্যা ৩০ হইতে ৪৯

তাঁহার রাজোচিত সেবায় নিয়োজিত। সেই সেবার বর্ণনা সহস্র বদনেও অসম্ভব। সেই রাজসেবার অধ্যক্ষ ছিলেন—শ্রীল পণ্ডিত হরিদাস। তাঁহার যশ ও গুণ সর্বজনবিদিত। তিনি সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর, মিষ্টভাষী, ধীরপ্রকৃতি। তাঁহার কার্যকলাপ ছিল মধুর, তিনি সকলকে যথোচিত সম্মান করিতেন, সাধন করিতেন সকলের হিত। কৌটিল্য, মাৎসর্য, হিংসা প্রভৃতি ছিল তাঁহার চিত্তে অজ্ঞাত। শ্রীকৃষ্ণের যে সাধারণ পঞ্চাশটি গুণ আছে, পণ্ডিত হরিদাসের দেহে সে সমস্ত বিদ্যমান ছিল।

ভাগবতে আছে (৫।১৮।১২)—

ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চন (অর্থাৎ নিষ্কাম) ভক্তি আছে, সমস্ত দেবতা সমস্ত গুণের সহিত তাঁহার মধ্যে বাস করেন। আর যাঁহার হরিতে ভক্তি নাই, তাঁহার মহৎগুণ কোথায় ? কারণ, অনিত্য বিষয়-সুখের লোভে তাঁহার মন অনুক্ষণ শ্রীভগবান্ হইতে বাহিরের দিকেই ধাবিত হয়।৫।

(হরিদাস পণ্ডিত এইরূপ নিষ্কাম ভক্তই ছিলেন।) শ্রীল গঙ্গাধর পণ্ডিতের উদার হৃদয়, অতিশয় সরল প্রকৃতি, কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, অনন্তগুণসম্পন্ন অনন্ত আচার্য নামে এক শিষ্য ছিলেন। হরিদাস পণ্ডিত ছিলেন তাঁহারই প্রিয় শিষ্য। চৈতন্য-নিত্যানন্দে ছিল তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং চৈতন্যচরিত্র শ্রবণে পরম উল্লাস। তিনি ছিলেন বৈষ্ণবদের গুণগ্রাহী, তাঁহাদের দোষ তাঁহার চোখে পড়িত না। কায়মনোবাক্যে তিনি ইঁহাদের সন্তোষ বিধান করিতেন।

হরিদাস পণ্ডিত নিরন্তর চৈতন্যমঙ্গল (অর্থাৎ চৈতন্য ভাগবত) শ্রবণ করিতেন এবং বৈষ্ণবদিগকেও শুনাইতেন। তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া যখন চৈতন্যভাগবত পাঠ করিতেন, তখন তাঁহার গুণামৃতে বৈষ্ণবগণের উল্লাস হইত। তিনি কৃপা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শেষ লীলা লিখার জন্য আমাকে আদেশ করেন।

কাশীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। শ্রীরূপের সঙ্গী যাদবাচার্য গোস্বামী চৈতন্যচরিতে বিশেষ আসক্ত। হরিহর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ভূগর্ভ গোস্বামীর মুখে অনুক্ষণ

পয়ার সংখ্যা ৫০ হইতে ৬২

গৌরকথা লাগিয়া থাকিত। ইঁহার শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস, মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস। অদ্বৈতাচার্য গোস্বামীর শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্তী নিরবধি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। ইঁহারা সকলে এবং বৃন্দাবনবাসী অন্যান্য ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা শ্রবণের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং কৃপা করিয়া আমাকেই ইহা লিখিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। তাঁহাদের আদেশ মত নির্লজ্জের ন্যায় আমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লিখিতে মনস্থ করিলাম। বৈষ্ণব আচার্যগণের আদেশ লাভ করিয়া (শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত) শ্রীশ্রীমদনগোপাল (অর্থাৎ মদনমোহনের) মন্দিরে তাঁহার আদেশ প্রার্থনার জন্য চিন্তিত অন্তরে গমন করিলাম।

তখন গোসাইদাস নামক পূজারী প্রভু মদনমোহনের চরণসেবা করিতেছিলেন। আমি দর্শন ও প্রণাম করিয়া আদেশ প্রার্থনা করিলে প্রভুর কণ্ঠ হইতে একছড়া মালা খসিয়া পড়িল। উপস্থিত বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। গোসাইদাস আমার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। ইহাকে প্রভুর আজ্ঞা মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে গ্রন্থলিখন আরম্ভ করিলাম।

শ্রীশ্রীমদনমোহনই আমাদ্বারা গ্রন্থ লিখাইতেছেন। আমার লিখন শুক পাখীর পাঠের মত। কাঠের পুতুল যেরূপ কুহকে নাচায়, সেইরূপ মদন-মোহন যেরূপ লিখান, আমি সেইরূপই লিখি। মদনমোহন আমার কুলাধিদেবতা এবং (আমার শিক্ষাগুরু) শ্রীল রঘুনাথ ও শ্রীল রূপ-সনাতন ইঁহার সেবক।

শ্রীল বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম ধ্যান করি, (ধ্যানযোগে) তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া যাহাতে কল্যাণ হয় তাহাই লিখিতেছি। শ্রীল বৃন্দাবন দাসই চৈতন্যলীলার ব্যাস। তাঁহার কৃপা ব্যতীত অন্যের পক্ষে এই লীলা প্রকাশ সম্ভবপর নহে।

আমি মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র, বিষয়ী; বৈষ্ণবদের আজ্ঞায়ই চৈতন্যলীলা লিখার সাহস হইয়াছে। শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের চরণ-কৃপাই আমার শক্তি, ভরসা। তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়াই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস, চৈতন্যচরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণব-আজ্ঞা-রূপ-কথন নামক অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

* পয়ার সংখ্যা ৬৩ হইতে ৮০

নবম পরিচ্ছেদ

ভক্তি-কল্পতরু বৃক্ষ

যাঁহার করুণায় কুকুরও সন্তরণ করিয়া মহাসাগর সুখে পার হয়, সেই জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে বন্দনা করি ।১।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ।

জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। ইঁহাদের স্মরণে সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাসের প্রসাদে শ্রীচৈতন্যের লীলা ও গুণ লিখিতেছি। শ্রীচৈতন্যের লীলা ও গুণ জানি বা না জানি, তথাপি লিখি। কারণ তাহাতে নিজের চিত্তের মলিনতা দূর হয়।

যিনি স্বয়ং মালাকার বা উদ্যানপালক এবং স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেম কল্প-বৃক্ষও, আবার যিনি সেই বৃক্ষের ফল সমূহের দাতা ও ভোক্তা উভয়ই, সেই চৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করি ।২।

প্রভু মনে মনে চিন্তা করেন—আমার নাম 'বিশ্বম্ভর', এই নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরিয়া দিতে পারি।

এইভাবে চিন্তা করিয়া প্রভু মালীর কর্ম গ্রহণ পূর্বক নবদ্বীপেই প্রেম ফলের বাগান প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীচৈতন্যমালী পৃথিবীতে ভক্তিকল্পতরু আনিয়া রোপণ করেন এবং তাহাতে ইচ্ছারূপ জল সেচন করিতে থাকেন।

কৃষ্ণপ্রেমের সমুদ্রতুল্য মাধবেন্দ্রপুরীর জয় হউক। ইনিই ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। তদীয় শিষ্য ঈশ্বরপুরীতে সেই অঙ্কুর পরিপুষ্টি লাভ করে। এবং (ঈশ্বর পুরীর শিষ্য) শ্রীচৈতন্যমালীতে ইহা স্কন্ধ (গোঁড়া) রূপে পরিণত হয়। স্বীয় অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবেই মালী স্কন্ধরূপে পরিণত হন। ভক্তি-বৃক্ষের সকল শাখারই প্রধান আশ্রয় স্কন্ধ।

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ১০

পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী, ব্রহ্মানন্দপুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশব পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, শ্রীনৃসিংহতীর্থ ও সুখানন্দ পুরী—মূলবৃক্ষ হইতে এই নয়টি মূল বাহির হইয়া ভক্তিবৃক্ষরূপ চৈতন্যদেবকে প্রেমদানকার্যে অবিচলিত রাখেন। ইঁহাদের মধ্যে মহাধীর পরমানন্দপুরী মধ্যমূল—প্রধান শিকড়, বাকী অষ্টমূল অষ্টদিকে প্রসারিত হইয়া বৃক্ষকে স্থির রাখেন।

স্কন্ধের উপরে বহু শাখা, তাহার উপরে আবার জন্মে অসংখ্য শাখা। বিশ বিশ শাখায় সৃষ্টি হয় এক একটি মণ্ডল। এক এক শাখাতে আবার শত শত উপশাখা। এইভাবে অগণিত শাখা উপশাখার উদ্ভব হয়। মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নামই অসংখ্য। পরে তাহাদের সম্বন্ধে বলিব। অতএব প্রথমে শ্রীচৈতন্যবৃক্ষের বর্ণনা করি। শ্রীচৈতন্যরূপ বৃক্ষের মূল স্কন্ধ হইতে দুইটি স্কন্ধের উদ্ভব হয়—একটি অদ্বৈতাচার্য অপরটি নিত্যানন্দ। এই দুই স্কন্ধের আবার বহু শাখা। সেই সব শাখা হইতে বহু উপশাখা জন্মিয়া দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বড় শাখা হইতে উপশাখা, আবার উপশাখার উপশাখা—এরূপভাবে অদ্বৈত নিত্যানন্দের শিষ্য, অনুশিষ্য, তাহাদের আবার অনুশিষ্য জগৎ ছাইয়া ফেলে, এঁদের সংখ্যা অগণিত।

যজ্ঞডুম্বুর গাছের গুঁড়ি, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সর্বত্র যেরূপ ফল ধরে সেইরূপ ভক্তিবৃক্ষেরও সর্বত্র ধরে প্রেমফল। মূল স্কন্ধ—শ্রীচৈতন্যের শাখা ও উপশাখাগণ সকলেই প্রেমামৃত বিতরণের যোগ্যতা লাভ করেন। যে অমৃত-মধুর প্রেমফল পাকে, তাহাই চৈতন্যমালী বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ত্রিজগতে যত ধনরত্ন, মণিমাণিক্য আছে, তাহা একটি প্রেমফলেরও সমকক্ষ নহে। দয়াল প্রভু প্রেমফল বিতরণই জানেন,—কে মাগিয়াছে, কে মাগে নাই—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, পাত্রাপাত্র বিচার নাই, অঞ্জলি অঞ্জলি ভরিয়া চারিদিকে করেন বিতরণ, (প্রেমহীন) দরিদ্র কুড়াইয়া নেয় আর চৈতন্যমালী হাসেন!

মালাকার (শ্রীচৈতন্য) ভক্তি-বৃক্ষের সর্বপ্রকার মূল শাখা প্রশাখাকে আহ্বান করিয়া বলেন—ওহে বৃক্ষ পরিবার (১)! ভক্তিবৃক্ষ অলৌকিক, সমস্ত

---

(১) বৃক্ষ-পরিবার—নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি।

* পয়ার সংখ্যা ১১ হইতে ২৯

ইন্দ্রিয়েরই কাজ করে, স্থাবর হইয়াও জঙ্গমের মত চলিতে পারে। এই বৃক্ষের সব অঙ্গ সচেতন, ইহা বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু আমি একা এক মালাকার, কোথায় যাব? কত ফল একা পাড়িয়া বিলাইব? একা ফলগুলি উঠাইয়া দিতে আমার পরিশ্রম হয়, কেহ পায়, ভ্রমবশতঃ কেহবা পায় না। অতএব আমি সকলকে আজ্ঞা দিতেছি—যেখানে যে যত প্রেমফল পাও, তাহা যাকে তাকে বিতরণ কর। আমি একা মালী, কত ফল খাব? আর না দিয়া এই ফল দ্বারা কি করিব? আমার ইচ্ছামত ফলগুলি ছড়াইয়া ফেলি, তবু বৃক্ষের উপরে অসংখ্য ফল থাকিয়া যায়। অতএব যাকে পাও, তাকেই ফল দিতে থাক, খাইয়া সকলে অজর অমর হউক। ইহাতে সারা জগতে আমার পুণ্যখ্যাতি হবে, সুখী হইয়া তাহারা আমার কীর্তি গান করিবে।

ভারতভূমিতে যাহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছ, সকলে পর-উপকার করিয়া জীবন সার্থক কর।

ভাগবতে (১০।২২।৩৫) শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকগণকে বলেন—

প্রাণদ্বারা, কর্মদ্বারা, বুদ্ধিদ্বারা ও উপদেশাদি দ্বারা জীবগণের উপকার সাধন করিতে পারিলেই দেহীদিগের জন্ম সার্থক হয়।৩।

বিষ্ণুপুরাণে আছে (৩।১২।৪৫)—

ইহলোকে ও পরলোকে যাহাতে প্রাণিগণের উপকার হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কর্ম, মন ও বাক্যদ্বারা তাহাই করিবে।৪।

আমি মালী, সামান্য মনুষ্য, আমার রাজ্যধন কিছুই নাই, তাই ফল ফুল বিতরণ করিয়াই পুণ্য অর্জন করি। পরোপকারের অভিপ্রায়েই মালী হইয়াও বৃক্ষ হইলাম। কারণ বৃক্ষ হইতেই সর্বপ্রকার প্রাণীর উপকার হয়।

ভাগবতে ইহার দৃষ্টান্ত আছে (১০।২২।৩৩), যথা—

অহো! বৃক্ষগণ সকল প্রাণীর উপজীব্য, তাই ইহাদের জন্ম সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ সুজনের নিকট হইতে যাচকগণ যেমন বিমুখ হইয়া

* পয়ার সংখ্যা ৩০ হইতে ৪১

ফিরিয়া যায় না, সেইরূপ ইহাদের নিকটও ফলপ্রার্থিগণ বিমুখ হয় না।৫।

চৈতন্যমালী সকলকে এইভাবে নির্বিচারে প্রেমদানের আদেশ করিলে, বৃক্ষ-পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত হইল। যে যাহাকে পায়, তাহাকেই প্রেমফল দান করে, আর সেই ফল আস্বাদন করিয়া সকলে মত্ত হইয়া উঠে। সেই প্রেমফলের মধ্যে আছে মহামাদকের গুণ, যাহারা উহা পেট ভরিয়া খান, তাহারাই প্রেমে মত্ত হইয়া কখনও হাসেন, কখনও নাচেন, কখনও বা গান করেন; কেহবা গড়াগড়ি যান, কেহ আবার হুঙ্কার তুলেন। ইহা দেখিয়া প্রেমী মালাকার আনন্দে হাসিতে থাকেন।

মালী এই প্রেমফল খাইয়া অনুক্ষণ প্রেমে মত্ত হইয়া বিবশ ও বিহ্বল ভাবে থাকেন। তিনি অপর লোককেও নিজের ন্যায় প্রেমে উন্মত্ত করিয়া তুলেন। প্রেমোন্মত্ত ছাড়া আর লোক দেখা যায় না। যাহারা চৈতন্যমালীকে মাতাল বলিয়া পূর্বে নিন্দা করিতেন, তাহারাও প্রেমফল খাইয়া নাচেন আর মুখে 'ভাল, ভাল' বলেন।

প্রেম ফলের বিবরণ বলিলাম। অতঃপর ফলদাতা শাখাগণের বিবরণ বলিব।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস। চৈতন্য-চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে ভক্তি-কল্পতরু বৃক্ষের বর্ণন নামক নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পয়ার সংখ্যা ৪২ হইতে ৫০

দশম পরিচ্ছেদ

মূল স্কন্ধ বা চৈতন্যশাখা

শ্রীচৈতন্যচরণ কমলের মধুকরদিগকে (অর্থাৎ তাঁহার ভক্তবৃন্দকে) বারবার নমস্কার করি। কোনও প্রকারে ইঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কুক্কুরও (অর্থাৎ অতি নীচব্যক্তিও) তদ্‌গন্ধভাগী (অর্থাৎ ভক্তিমান্) হয়।১।

জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ।

শ্রীচৈতন্যমালী ও প্রেম-কল্পবৃক্ষের মহিমার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক্ষণে ইঁহার মুখ্যশাখার (অর্থাৎ প্রধান প্রধান পার্ষদদের) নাম ও বিবরণ বলিতেছি।

শ্রীচৈতন্যগোস্বামীর পার্ষদগণের মধ্যে কে বড় কে ছোট তাহা নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং লঘুগুরুক্রম না করিয়া শ্রেষ্ঠ মহান্তগণকে নমস্কার পূর্বক কেবলমাত্র তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি, তাঁহারা যেন আমার দোষ গ্রহণ না করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের শাখাস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম-ফলদাতা প্রিয় ভক্তগণকে বন্দনা করি।২।

শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত—এই দুই ভাই শ্রীচৈতন্যশাখা বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহাদের দুই সহোদর শ্রীপতি ও শ্রীনিধি এবং চারি ভ্রাতার দাসদাসী গৃহ-পরিকরগণ উক্ত দুই শাখার উপশাখা বলিয়া গণ্য। ইঁহাদের অঙ্গনে মহাপ্রভু সর্বদা কীর্তন করিতেন। এই চারি ভ্রাতা সবংশে শ্রীচৈতন্যের সেবা করিতেন, গৌরচন্দ্র ব্যতীত ইঁহারা অন্য দেবদেবী জানিতেন না।

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৯

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন একটি বড় শাখা, তাঁহার পরিকরগণ সেই শাখার উপশাখা। ইঁহার গৃহে মহাপ্রভু (কৃষ্ণলীলার অভিনয়ে) দেবীভাবে (রুক্মিণীর বেশে) নাচিয়াছিলেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি একটি বড় শাখা। (ইঁহার সহিত মিলনের পূর্বেই) মহাপ্রভু ইঁহার নাম করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ইঁহার মন্ত্রশিষ্য। পণ্ডিত গদাধর সর্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাস্বরূপা, (রাধাভাবে) ইঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। পুণ্ডরীকের শিষ্য উপশিষ্যগণ তাঁহার উপশাখা। এইভাবে সমস্ত শাখারই উপশাখা আছে।

আর এক শাখা বক্রেশ্বর পণ্ডিত (১)। ইনি মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। ইনি চব্বিশ প্রহর একভাবে নৃত্য করিতে পারিতেন। ইনি নৃত্য করিতেন আর মহাপ্রভু গান গাহিতেন। প্রভুর চরণ ধরিয়া বক্রেশ্বর বলিতেন—হে চন্দ্রবদন প্রভু! তুমি আমায় দশ সহস্র গন্ধর্ব সঙ্গে দাও, ওরা গান করুক আর আমি নাচি, তবেই আমার সুখ।

প্রভু বলিতেন—বক্রেশ্বর! তুমি আমার একটি পাখার তুল্য, যদি তোমার ন্যায় আর একটি পাখা (অর্থাৎ প্রেমিক ভক্ত) পাইতাম, তবে আমি আকাশে উড়িয়া যাইতাম।

প্রভুর প্রাণতুল্য পণ্ডিত জগদানন্দ আর একটি শাখা। ইনি (দ্বাপর লীলায়) সত্যভামার স্বরূপ বলিয়া লোকে খ্যাত। প্রীতিবশতঃ ইনি প্রভুর লালন পালন করিতে চাহিতেন। কিন্তু বৈরাগ্য ধর্ম নষ্টের ভয়ে ও লোকনিন্দার ভয়ে প্রভু ইহা স্বীকার করিতেন না। ফলে প্রভু ও জগদানন্দের মধ্যে খটমটী প্রেম-কোন্দল লাগিয়া থাকিত। পরে (অন্ত্যলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে) ইহা বিবৃত হইবে।

প্রভুর আদ্য-অনুচর (পাণিহাটীর) রাঘব পণ্ডিত (২) একটি শাখা। ইঁহার একটি মুখ্যশাখা মকরধ্বজ কর (৩)। রাঘবের ভগ্নী দময়ন্তী দেবী প্রভুর প্রিয়

(১) বক্রেশ্বর পণ্ডিত—দ্বাপরলীলায় অনিরুদ্ধ।

(২) রাঘব পণ্ডিত—দ্বাপর লীলায় ধনিষ্ঠা সখী।

(৩) মকরধ্বজ কর—দ্বাপর লীলায় চন্দ্রমুখ নট।

* পয়ার সংখ্যা ১০ হইতে ২৩

দাসী। তিনি বার মাসের বিবিধ প্রকার ভোগ-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া ঝালিতে পূর্ণ করিয়া ভ্রাতা রাঘবকে দিয়া গোপনে প্রভুর জন্য পাঠাইয়া দিতেন। প্রভু ইহা বার মাসে গ্রহণ করিতেন। 'রাঘবের ঝালি' বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি আছে। এই সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রীর বিবরণ পরে (অন্ত্যলীলার দশম পরিচ্ছেদে) বর্ণিত হইবে। ইহা শুনিলে ভক্তের নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়।

মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় গঙ্গাদাস পণ্ডিত (১) একটি শাখা। ইঁহার স্মরণে ভববন্ধন নাশ হয়। আর এক শাখা চৈতন্যপার্ষদ পুরন্দর আচার্য। ইঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

দামোদর পণ্ডিত শাখা ছিলেন অত্যন্ত প্রেমিক। ইনি প্রভুকে বাক্যদণ্ড (অর্থাৎ বাক্যদ্বারা শাসন) করিয়া ছিলেন। (নীলাচলে মহাপ্রভু এক বিধবা ব্রাহ্মণীর বালক পুত্রকে স্নেহ করিতেন। দামোদর পণ্ডিত ঐরূপ স্নেহ করিতে প্রভুকে নিষেধ করেন।) দণ্ডে তুষ্ট হইয়া প্রভু ইঁহাকে নবদ্বীপে (শচীমাতার নিকটে) প্রেরণ করেন। এই দণ্ডের কথা (অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে) বর্ণিত হইবে। দামোদর পণ্ডিতের অনুজ শঙ্কর পণ্ডিত একটি শাখা। ইনি প্রভুর চরণের উপাধান (বালিশ) বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

প্রভুর চরণে সদাশিব পণ্ডিতের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। নিত্যানন্দ (নবদ্বীপে আসিয়া) প্রথমে ইঁহার গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীনৃসিংহ উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী একটি শাখা। প্রভু তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেম—'নৃসিংহানন্দ'।

নারায়ণ পণ্ডিত ছিলেন অত্যন্ত উদার, প্রভুর চরণ ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না।

শ্রীমান্ পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য। প্রভুর নৃত্যকালে ইনি দেউটী (মশাল) ধরিতেন।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী ছিলেন বড়ই ভাগ্যবান্। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য ইঁহার অন্ন ভিক্ষা করিয়া খাইতেন।

(১) গঙ্গাদাস পণ্ডিত—প্রভু বাল্যকালে ইঁহার টোলে ব্যাকরণাদি পাঠ করিতেন। বাড়ী নবদ্বীপের বিদ্যানগরে। বশিষ্ঠ মুনির প্রকাশ বিশেষ।

* পয়ার সংখ্যা ২৩ হইতে ৩৬

নন্দন আচার্যের শাখা বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইঁহার গৃহে দুই প্রভু কিছুকাল লুকাইয়া বাস করিয়াছিলেন।

(শ্রীহট্টের) মুকুন্দ দত্ত প্রভুর সমাধ্যায়ী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যগোস্বামী ইঁহার গৃহে কীর্তনে নাচিয়া ছিলেন।

বাসুদেব দত্ত ছিলেন প্রভুর ভৃত্য, ইনি মহাশয় ব্যক্তি, সহস্র মুখেও ইঁহার গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। জগতে যত জীব আছে, তাহাদের পাপ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া নরক ভোগ করিতে প্রভুর নিকটে ইনি প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যাহাতে উহারা মুক্তিলাভ করিতে পারে।

হরিদাস ঠাকুর শাখার চরিত্র অদ্ভুত। ইনি প্রতিদিন তিন লক্ষবার নাম জপ করিতেন, কখনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইঁহার গুণ অনন্ত, তাহার দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম। ইনি এত সজ্জন ছিলেন যে অদ্বৈতাচার্য ইঁহাকে (যবন হইলেও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে) শ্রাদ্ধ-পাত্রের অন্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। ইঁহার গুণের তরঙ্গ ছিল প্রহ্লাদের ন্যায়। (তিনি যবন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও হরিনাম জপ করায়) যবন কাজি ইঁহার উপরে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি তাহা ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। ইনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত (১) হইলে, ইঁহার দেহ কোলে করিয়া চৈতন্যপ্রভু মহা উল্লাসে নৃত্য করিয়াছিলেন। ইঁহার লীলা বৃন্দাবনদাস (চৈতন্য ভাগবতে) বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা (অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে) বিবৃত করিব। কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজখান প্রভৃতি চৈতন্য-পার্ষদগণ ইঁহার উপশাখা কৃপাভাজন।

মুরারি গুপ্ত (২) শাখা ছিলেন প্রেমের ভাণ্ডার। ইঁহার দৈন্য দেখিয়া প্রভুর হৃদয় দ্রব হইয়া যাইত। ইনি প্রতিগ্রহ করিতেন না, কাহারও ধন লইতেন না। চিকিৎসাবৃত্তি দ্বারা আত্মীয় স্বজনের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করিতেন। ইনি সদয় হইয়া যাহার চিকিৎসা করিতেন, তাহার দেহরোগ ও ভবরোগ উভয়ই ক্ষয় হইত।

(১) সিদ্ধিপ্রাপ্ত—দেহরক্ষা।

(২) মুরারি গুপ্ত—আদি নিবাস শ্রীহট্টে, পরে নবদ্বীপবাসী।

* পয়ার সংখ্যা ৩৭ হইতে ৪৯

শ্রীমান্ সেন ছিলেন প্রভুর প্রধান সেবক, চৈতন্যচরণ ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না।

গদাধর শাখা খুবই প্রসিদ্ধ, ইনি কাজিগণকেও হরিনাম বলাইয়া ছিলেন।

শিবানন্দ সেন প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন। প্রভুর নিকটে নীলাচলে যাইতে ভক্তগণ ইঁহার সঙ্গ লইতেন। প্রতিবর্ষে প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নীলাচল গমন কালে ইনি সঙ্গে থাকিয়া ইঁহাদিগকে পালন করিতেন।

সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাব—এই তিনরূপে ভগবান্ ভক্তগণকে কৃপা করেন। তিনি যখন সাক্ষাতে প্রকটিত হন, তখন সকল ভক্তই তাঁহাকে সমান ভাবে দেখিতে পান। নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে একবার মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল। (আর তিনি আপনাকে ভুলিয়া কথাবার্তায় ও আচরণে মহাপ্রভুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছিলেন।) প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীকে মহাপ্রভু নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। ইঁহার সাক্ষাতে একবার শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। (তিনি প্রভুকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, অন্য কেহ পান নাই।) প্রভুর এইরূপ অনেক অলৌকিক লীলা আছে। শিবানন্দ এই সমস্ত রস আস্বাদন করেন। শিবানন্দ সেনের উপশাখা—তাঁহার পরিকরবর্গ এবং পুত্র ও ভৃত্যাদি—সকলেই চৈতন্যভক্ত। শিবানন্দের তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস ও কর্ণপূর—সকলেই শ্রীচৈতন্যের প্রধান ভক্ত। বল্লভ সেন ও শ্রীকান্ত সেন—শিবানন্দের সম্বন্ধে প্রভুর একান্ত ভক্ত।

প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত ব্যক্তি। গোবিন্দ দত্ত প্রভুর প্রধান কীর্তনীয়া এবং বিজয়দাস প্রভুর পুস্তক লেখক। তিনি প্রভুকে বহু পুস্তক নকল করিয়া দেন। প্রভু তাঁহার নাম রাখেন—'রত্নবাহু'। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস প্রভুর অতি প্রিয় ছিলেন।

খোলাবেচা (১) শ্রীধর প্রভুর অতি প্রিয় ভক্ত ছিলেন। প্রভু ইঁহার সঙ্গে সর্বদা পরিহাস করিতেন। ইঁহার থোড়, মোচা, ফল প্রভু নিত্য লইতেন এবং ইঁহার ভাঙ্গা লৌহপাত্রে একদিন জলপান করিয়াছিলেন।

ভগবান্ পণ্ডিত ছিলেন একান্ত প্রিয় ভক্ত, ইঁহার দেহে একবার শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল।

(১) খোলা বেচা—ইনি কলাগাছের খোল বেচিতেন।

* পয়ার সংখ্যা ৫০ হইতে ৬৭

জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্য মহাশয়কে দয়াময় প্রভু বাল্যকালে কৃপা করিয়াছিলেন। এক একাদশী দিনে ইঁহারা বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলে মহাপ্রভু ইহা চাহিয়া খাইয়াছিলেন।

পুরুষোত্তম ও সঞ্জয় ছিলেন—প্রভুর দুইজন সমপাঠী। ইঁহাদিগকে তিনি ব্যাকরণ পড়াইতেন।

বনমালী-পণ্ডিত শাখা বিশেষ বিখ্যাত। (একদিন যখন প্রভু বলদেবের ভাবে আবিষ্ট ছিলেন, তখন) তিনি তাঁহার হাতে সোনার মূষল ও হল (লাঙ্গল) দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বুদ্ধিমন্ত খান ছিলেন শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয়, ইনি শৈশব হইতে চৈতন্যদেবের আজ্ঞাকারী প্রধান সেবক ছিলেন।

গরুড় পণ্ডিত সর্বদা শ্রীনাম মঙ্গল লইতেন, নাম বলে বিষও তাঁহার দেহে ক্রিয়া করিতে পারিত না।

শ্রীচৈতন্যের দাস গোপীনাথ সিংহকে প্রভু 'অক্রূর' বলিয়া পরিহাস করিতেন।

দেবানন্দ ভাগবতী বক্রেশ্বরের কৃপায় প্রভুর নিকট হইতে ভাগবতের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা শিক্ষা করেন।

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, রঘুনন্দন, নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন—ইঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য-কৃপাধামের মহাশাখা; ইঁহারা যত্র তত্র প্রেম ফল ও প্রেমফুল দান করেন।

সত্যরাজ খান, রামানন্দ, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ বসু প্রভৃতি কুলীন গ্রামবাসী মাত্রেই শ্রীচৈতন্যের সেবক। শ্রীচৈতন্যই তাঁহাদের প্রাণধন। প্রভু বলিতেন—অন্যজনের কথা কি। কুলীন গ্রামের যে কুকুর সেও আমার প্রিয়।

কুলীন গ্রামবাসীর ন্যায় ভাগ্যবান্ আর দেখা যায় না। যে ডোম শূকর চরায়, সেও কৃষ্ণ নাম গান করে।

ভক্তি কল্পবৃক্ষের পশ্চিমে তিনটি সর্বোত্তম শাখা—অনুপম বল্লভ, শ্রীরূপ ও সনাতন। ইঁহাদের মধ্যে রূপ-সনাতন বড় শাখা এবং অনুপম, জীব গোস্বামী ও রাজেন্দ্রাদি উপশাখা। শ্রীচৈতন্য মালীর ইচ্ছায় রূপ-সনাতন

পয়ার সংখ্যা ৬৮ হইতে ৮৩

দুই শাখা বিশেষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া সমগ্র পশ্চিমদেশ ছাইয়া ফেলে। একদিকে সিন্ধুতীর পর্যন্ত অপরদিকে হিমালয়—ইহার মধ্যে বৃন্দাবন মথুরাদি যত তীর্থ আছে, এই দুই শাখার প্রেম ফলে সকলেই ভাসিয়া যায়। আর মানুষ মাত্রেই প্রেমফল আস্বাদনে উন্মত্ত হয়। পশ্চিমের লোকজন বড়ই মূঢ় ও অনাচারী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ইঁহারা ভক্তিধর্ম ও সদাচার প্রচার করেন। শাস্ত্র প্রমাণ সমূহ দেখিয়া মথুরার লুপ্ত তীর্থ সমূহ উদ্ধার করেন এবং বৃন্দাবনে (রূপ গোস্বামী) শ্রীগোবিন্দ ও (সনাতন গোস্বামী) শ্রীমদন মোহনের সেবার প্রচার করেন।

মহাপ্রভুর প্রিয়সেবক রঘুনাথ দাস বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রভুর পদাশ্রয়ে বাস করিতেন। প্রভু ইঁহাকে স্বরূপদামোদরের তত্ত্বাবধানে রাখেন। উভয়ে রাত্রিকালে প্রভুর সেবা করিতেন। ইনি ষোড়শ বৎসর প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করেন। স্বরূপ দামোদরের অন্তর্ধানের পর ইনি বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন। (কিন্তু মহাপ্রভুর লীলা অবসানে ও স্বরূপদামোদরের অন্তর্ধানে শোকে মুহ্যমান হইয়া) ইনি বৃন্দাবনে রূপ সনাতন দুই ভাইএর চরণ দর্শনের পর গোবর্ধন পর্বতে ভৃগুপাত (১) করিয়া দেহত্যাগ করিবেন স্থির করেন। এই সংকল্পে বৃন্দাবনে আসিয়া রূপ-সনাতনের চরণ বন্দনা করিলে তাঁহারা ইঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে বাধা দেন এবং আপনাদের তৃতীয় ভ্রাতারূপে সাদরে নিকটে রাখেন। রূপ সনাতন অনুক্ষণ ইঁহার মুখে মহাপ্রভুর বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ লীলার কথা শুনিতেন। ইনি মাত্র দুই তিন পল (২) মাঠা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রতিদিন এক লক্ষবার হরিনাম জপ করিতেন, সহস্রবার ভগবান্‌কে দণ্ডবৎ করিতেন এবং দুই সহস্র বৈষ্ণবকে প্রণাম করিতেন। রাত্রিদিন রাধাকৃষ্ণের মানস সেবা, প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্রকথা, তিন সন্ধ্যা রাধা কুণ্ডে অপতিত স্নান, ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণকে আলিঙ্গন ও সম্মান, সাড়ে সাত প্রহর ভক্তিমার্গে সাধন, চারিদণ্ড নিদ্রা—তাহাও সবদিন নয়—ইহাই ছিল তাঁহার নিয়ম। ইঁহার সাধন রীতি শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই শ্রীল

---

(১) ভৃগুপাত—পর্বতের উপর হইতে ইচ্ছা পূর্বক পড়িয়া প্রাণত্যাগ।

(২) পল—আট তোলায় এক পল।

* পয়ার সংখ্যা ৮৪ হইতে ১০০

রঘুনাথ দাস গোস্বামী আমার প্রভু (১)। প্রভুর সঙ্গে ইঁহার মিলনের কাহিনী পরে বিস্তৃতভাবে বলিব। (অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইঁহার বিস্তৃত চরিতাখ্যান দ্রষ্টব্য।)

শ্রীল গোপাল ভট্ট একটি শ্রেষ্ঠ শাখা। রূপ-সনাতনের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ প্রেম ছিল।

শঙ্করারণ্য আচার্য কল্পবৃক্ষের একটি শাখা। মুকুন্দ ও কাশীনাথ ইঁহার উপশাখা। শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন। ইঁহার কৃষ্ণ সেবা দেখিয়া ত্রিভুবন বশ হয়। জগন্নাথ আচার্য প্রভুর প্রিয়দাস। প্রভুর আজ্ঞায় ইনি গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। কৃষ্ণদাস বৈদ্য, পণ্ডিত শেখর, কবিচন্দ্র, কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর, শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান, শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, ভগবান মিশ্র, সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন, মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন, পুরুষোত্তম, শ্রীগালিম (২) জগন্নাথ দাস, বৈদ্য চন্দ্রশেখর, দ্বিজ হরিদাস, রামদাস, কবিচন্দ্র, শ্রীগোপালদাস, ভাগবতাচার্য, ঠাকুর সারঙ্গ দাস, জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র জানকীনাথ, গোপাল আচার্য, বিপ্রবাণীনাথ, গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব তিন ভাই,—ইঁহাদের সকলের কীর্তনে চৈতন্য-নিত্যানন্দ নাচিতেন। অভিরাম রামদাস (৩) সখ্য প্রেমের সাধক ছিলেন। তিনি ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ (৪) হাতে লইয়া বাঁশীর আকারে ধরিতেন।

প্রভুর আদেশে যখন নিত্যানন্দ গৌড়ে যান, তখন প্রভুর আজ্ঞায় তিন জন ভক্তও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। ইঁহারা রামদাস, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ। গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আনন্দের সহিত রহিয়া যান।

ভাগবতাচার্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন, মাধবাচার্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন,—প্রভুর পতিত পাবন গুণের সাক্ষী, মহাকৃপাপাত্র জগাই মাধাই দুই ভাই,—এই সমস্ত গৌড়দেশের ভক্তবৃন্দের কথা সংক্ষেপেই বলিলাম। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত

---

(১) রঘুনাথ দাস—কবিরাজ গোস্বামীর রাগানুগা ভজনের শিক্ষাগুরু।

(২) গালিম—বহুবক্তা।

(৩) অভিরাম রামদাস—ব্রজলীলার শ্রীদাম সখা।

(৪) ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ—৩২ জন বাহকের বহন যোগ্য কাষ্ঠ।

* পয়ার সংখ্যা ১০১ হইতে ১১৯

সংখ্যা অনন্ত, গণিয়া শেষ করা যায় না। এই সমস্ত ভক্ত গৌড়ে ও নীলাচলে নানাভাবে প্রভুর সেবা করেন।

কেবল নীলাচলে যে সমস্ত ভক্ত প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, এক্ষণে সংক্ষেপে তাঁহাদের কথা বলিতেছি।

নীলাচলে যাঁহারা প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, তাঁহাদের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রভুর মরমী ভক্ত পরমানন্দপুরী ও স্বরূপদামোদর। গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস, রঘুনাথ বৈদ্য ও রঘুনাথ দাস প্রভৃতি বড় বড় ভক্ত নীলাচলে বাস করিয়াই প্রভুর সেবা করিতেন। অন্যান্য গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ প্রতি বৎসর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে আসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেন।

নীলাচলে যাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর প্রথম মিলন হয়, সেইসব ভক্তের মধ্যে আছেন—বড় শাখা সার্বভৌম ভট্টাচার্য, সার্বভৌমের ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথ আচার্য, কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র ও রায় ভবানন্দ। ভবানন্দের সঙ্গে মিলনে প্রভু বিশেষ আনন্দ বোধ করেন। তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলেন—তুমি পাণ্ডু। পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন। রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ, কলানিধি, সুধানিধি ও নায়ক বাণীনাথ—তোমার এই পঞ্চ পুত্র আমার প্রিয় পাত্র। রামানন্দ আমার অভিন্ন হৃদয়। উভয়ের মধ্যে দেহ ভেদ মাত্র আছে।

নীলাচলে প্রভুর ভক্তদের মধ্যে আরো ছিলেন—রাজা প্রতাপরুদ্র, ওড্র কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ, ভগবান্ আচার্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মাহিতী, মুরারি মাহিতী, শিখি মাহিতীর ভগিনী মাধবীদেবী—যিনি শ্রীরাধার দাসী মধ্যে গণ্যা, ঈশ্বর পুরীর শিষ্য কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী এবং ঈশ্বরপুরীর প্রিয় অনুচর গোবিন্দ।

পুরী গোস্বামীর সিদ্ধিকালে তাঁহারই আদেশ মত কাশীশ্বর ও গোবিন্দ প্রভুর সহিত নীলাচলে আসিয়া মিলিত হন। গুরুর সম্বন্ধে প্রভু উভয়কেই মান্য করিতেন। কিন্তু গুরুর আদেশ জানিয়া উভয়কেই সেবার অধিকার দেন। গোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ সেবা করিতেন এবং জগন্নাথ দর্শনে গমনের

সময় বলবান্ কাশীশ্বর লোক ঠেলিয়া পথ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিতেন আর প্রভু লোকের ভিড়ের মধ্যে কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া যাইতেন।

রামাই নন্দাই প্রভুর কিঙ্কর। ইঁহারা গোবিন্দের সঙ্গে সর্বদা প্রভুর সেবা করিতেন। রামাই প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহারের নিমিত্ত বাইশ কলস জল আনিতেন, আর নন্দাই গোবিন্দের নির্দেশমত প্রভুর সেবা করিতেন।

শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস ছিলেন দক্ষিণদেশ ভ্রমণে প্রভুর সঙ্গী। এবং মথুরা গমনে সাথে ছিলেন ভক্তিমার্গের সাধক ব্রহ্মচারী বলভদ্র ভট্টাচার্য।

বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস—এই দুই কীর্তনীয়া মহাপ্রভুর পাশে থাকিতেন। রামভদ্র ভট্টাচার্য, সিংহেশ্বর ওড়্র, তপন আচার্য, রঘু, নীলাম্বর, সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তর শিবানন্দ, গৌড়ের পূর্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ, অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ, নির্লোম গঙ্গাদাস ও বিষ্ণুদাস—ইঁহারা নীলাচলে প্রভুর চরণাশ্রয়ে ছিলেন, তিনি ইঁহাদের সঙ্গে বাস করিতেন।

বারাণসীতে প্রভুর তিনজন ভক্ত ছিলেন, যথা—চন্দ্রশেখর বৈদ্য, তপন মিশ্র ও তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য। প্রভু বৃন্দাবন দর্শনের পরে কাশীতে আসিলে চন্দ্রশেখরের গৃহে দুইমাস ছিলেন। সেই দুই মাস তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা (আহার) গ্রহণ করিতেন।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য বাল্যকালে প্রভুর সেবা করিতেন। তাঁহার কার্য ছিল—প্রভুর উচ্ছিষ্ট মার্জন এবং পাদ সংবাহন। বড় হইয়া তিনি নীলাচলে প্রভুর স্থানে গমন করেন এবং সেখানে আট মাস বাস করেন। কোন কোন দিন তিনি প্রভুকে ভিক্ষা (আহার) দিতেন। শেষে প্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকটে বাস করেন। ইঁহার নিকটে শ্রীরূপ ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতেন। প্রভুর কৃপায় ইনি কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

শ্রীচৈতন্যের এইরূপ ভক্তগণ সংখ্যাতীত, সম্যক্ বলা অসম্ভব। সামান্য কিছু নিবেদন করিলাম। এক এক চৈতন্য শাখাতে আছে অসংখ্য ডাল। তার আবার আছে শিষ্য উপশিষ্যরূপ উপডাল। সমস্ত ডাল উপডাল প্রেম

* পয়ার সংখ্যা ১৪০ হইতে ১৫৮

ফুল ফলে পূর্ণ। তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রেম-জলে ত্রিজগৎ ভাসাইয়া দেন। এক এক শাখার শক্তি ও মহিমা অনন্ত, সহস্রবদনেও তাহার সীমা করা যায় না।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম। সম্পূর্ণ বর্ণনা— অনন্তের পক্ষেও অসম্ভব।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস। চৈতন্য চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি খণ্ডে মূল স্কন্ধ-শাখা-বর্ণন
নামক দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

* পয়ার সংখ্যা ১৫৯ হইতে ১৬২

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিত্যানন্দ শাখা

প্রেম-মধুপানে মত্ত নিত্যানন্দ-পদ-কমলের সমস্ত মধুকর ভক্ত-বৃন্দকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের মধ্যে মুখ্য কয়েকজনের পরিচয় লিখিতেছি।১।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জয় অদ্বৈত চন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ, তিনি ধন্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেম-কল্পবৃক্ষের উধ্বর্স্কন্ধ অবধূত নিত্যানন্দ-চন্দ্রের শাখা-স্বরূপ ভক্তবৃন্দকে নমস্কার করি।২।

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য-কল্পবৃক্ষের গুরুতর স্কন্ধ। তাহা হইতে বহু শাখা-প্রশাখারূপ শিষ্যানুশিষ্যের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-মালাকারের ইচ্ছারূপ জলসেকে নিত্যানন্দ-শাখা বৃদ্ধি পাইতে থাকেন এবং তাঁহাদের প্রেম-ফুল-ফলে সারা জগৎ ছাইয়া ফেলে। তাঁহাদের গণ অনন্ত, অসংখ্য—কে তার গণনা করিতে পারে? আমি নিজের অন্তর শুদ্ধির জন্য মাত্র মুখ্য কয়েকজনের নাম করিতেছি।

(নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র) শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ-স্কন্ধের একটি বৃহৎ শাখা; তাঁহার উপশাখা—শিষ্য-প্রশিষ্য অসংখ্য। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর-তত্ত্ব (১) হইলেও লোকে তাঁহাকে মহাভাগবত বলিত; স্বয়ং বেদধর্মের অতীত হইলেও বেদধর্মে রত থাকিতেন। তাঁর অন্তরে ছিল ঈশ্বরে শরণাগতি, বাহিরে দম্ভহীন দৈন্য; শ্রীচৈতন্যের ভক্তিমণ্ডপে তিনিই মূল স্তম্ভ। তাঁহারই কৃপায় ও মহিমায় অদ্যাপি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের নামগুণাদি লোকে কীর্তন করে। এ হেন বীরভদ্র গোস্বামীর শরণ লইলাম, তাঁহার প্রসাদে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

(১) বীরভদ্র—পয়োব্ধিশায়ী নারায়ণের অংশকলা।

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৯

শ্রীরাম দাস ও শ্রীগদাধর দাস শ্রীচৈতন্য গোস্বামীর ভক্ত, তাঁহার নিকটেই থাকিতেন। মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দকে গৌড়ে যাইতে আদেশ করেন, তখন এই দুইজন ভক্তকে তাঁহার সঙ্গে দেন। অতএব শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের উভয় গণেই ইঁহাদিগকে গণনা করিতে হয়। এইরূপ মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষও উভয় গণেই গণনীয়।

রামদাস (১) একটি মুখ্য শাখা, সখ্যপ্রেমের সাধক; ইনি ষোল সাঙ্গের (২) কাষ্ঠ তুলিয়া বাঁশীর আকারে ধরিতেন। গদাধর দাস সর্বদা গোপীভাবে বিভোর থাকিতেন। তাঁহার গৃহে একদা দানলীলার অভিনয়ে নিত্যানন্দ নৃত্য করিয়াছিলেন। মাধব ঘোষ ছিলেন কীর্তনীয়াগণের মধ্যে মুখ্য, তাঁহার গানে নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করিতেন। বাসুদেব ঘোষ মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়া যে সব গীত রচনা করিতেন, তাহা শ্রবণে পাষাণ দ্রব হয়।

মুরারি চৈতন্যদাসের লীলা অলৌকিক, ইনি ব্যাঘ্রের গালে মারিতেন চড়, সর্পের সঙ্গে করিতেন খেলা, উহারা অনিষ্ট করিত না।

নিত্যানন্দের পার্ষদগণের ছিল—ব্রজের সখ্যভাব,—ইঁহাদের গোপবেশ, হস্তে শিঙ্গা, পাঁচনি, মস্তকে শিখিপুচ্ছ।

বৈদ্য রঘুনাথ উপাধ্যায় মহাশয় নিত্যানন্দের পার্ষদ। ইঁহার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

নিত্যানন্দের শাখা সুন্দরানন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন। ইঁহার সঙ্গে নিত্যানন্দ ব্রজের হাস্য পরিহাসাদি করিতেন। কমলাকর পিপ্পলাইর প্রেমপূর্ণ কার্যকলাপ ছিল অলৌকিক। (গৌরীদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা) সূর্যদাস সরখেল ও কৃষ্ণদাসের ছিল নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস। ইঁহারা প্রেমের খনি। গৌরীদাসের প্রেমভক্তি ছিল উদ্দণ্ড। কৃষ্ণপ্রেম গ্রহণ ও দান করার ছিল—ইঁহার অসাধারণ শক্তি। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দে প্রগাঢ় ভক্তিবশতঃ জাতিকুল ও পংক্তি-ভোজনের সম্মান অগ্রাহ্য করিয়া অবধূতের হস্তে স্বীয় ভাতুষ্পুত্রী—(সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীদেবীকে) ইনি সমর্পণ করেন।

(১) রামদাস—ব্রজলীলার শ্রীদাম সখা।

(২) ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ—৩২ জন বাহকের বহনযোগ্য কাষ্ঠ।

* পয়ার সংখ্যা ১০ হইতে ২৪

পণ্ডিত পুরন্দর ছিলেন নিত্যানন্দের অতি প্রিয়। ইনি কৃষ্ণ-প্রেম-সমুদ্র মন্থনে ছিলেন—মন্দর পর্বত সদৃশ।

পরমেশ্বর দাস নিত্যানন্দে একান্তভাবে শরণ নিয়াছিলেন। ইঁহাকে স্মরণ করিলে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়।

জগদীশ পণ্ডিত ছিলেন জগৎপাবন, ইনি বর্ষার মেঘের ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষণ করিতেন।

নিত্যানন্দের প্রিয়সেবক পণ্ডিত ধনঞ্জয় অত্যন্ত বিরক্ত সাধু ছিলেন, অনুক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া থাকিতেন।

মহেশ পণ্ডিতের ছিল ব্রজের উদার গোয়ালের ভাব; ইনি প্রেমে মত্ত হইয়া ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেন।

নবদ্বীপের পুরুষোত্তম পণ্ডিত নিত্যানন্দের নামে মোহগ্রস্ত ও উন্মত্ত হইতেন। কৃষ্ণপ্রেমরসে বিভোর বলরাম দাসও নিত্যানন্দের নামে ঘোর উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন।

মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্রের হৃদয়ে নিত্যানন্দ যেন নৃত্য করিতেন। রাঢ়দেশের কৃষ্ণদাস দ্বিজ নিত্যানন্দের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

পরমবৈষ্ণব কালা কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ ব্যতীত অন্য কিছু জানিতেন না। (মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশে ভ্রমণে যান, ইনি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।)

সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম দাস আজন্ম নিত্যানন্দ চরণে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অভিনয় করিতেন। পুরুষোত্তমের পুত্র কানুঠাকুর সর্বদা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর থাকিতেন।

উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত। সর্বভাবে নিত্যানন্দের চরণ সেবাই ছিল তাঁহার ব্রত। আচার্য বৈষ্ণবানন্দ ছিলেন ভক্তি মার্গের অধিকারী। ইঁহার পূর্বনাম রঘুনাথ পুরী।

শ্রীবিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—এই তিন ভ্রাতার গৃহে পূর্বে নিত্যানন্দ গোস্বামী ছিলেন। পরমানন্দ উপাধ্যায় নিত্যানন্দের সেবক। আর শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দের গুণ গাহিয়া বেড়াইতেন। মহামতি কৃষ্ণভক্ত পরমানন্দ গুপ্তের গৃহে পূর্বে নিত্যানন্দ বাস করিতেন। নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, মনোহর

* পয়ার সংখ্যা ২৫ হইতে ৪২

ও দেবানন্দ—এই চারি ভ্রাতা নিত্যানন্দের কিঙ্কর। বিহারী কৃষ্ণদাসের প্রাণ নিত্যানন্দ প্রভু। তিনি নিত্যানন্দ পদ ভিন্ন আর কিছু জানেন না।

নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য, মাধব, শ্রীধর, রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর, শ্রীমন্ত, গোকুল দাস, হরিহরানন্দ, শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ, বসন্ত, নবীন হোড়, গোপাল, সনাতন, বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন, কংসারি সেন, রাম সেন, রামচন্দ্র কবিরাজ; গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ ও মুকুন্দ—এই তিন কবিরাজ, পীতাম্বর, মাধবাচার্য, দামোদর দাস, শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর, নর্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস, নৃসিংহ, চৈতন্যদাস, মীনকেতন রামদাস—ইঁহারা সকলেই নিত্যানন্দের ভক্ত।

নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গল (অর্থাৎ চৈতন্য ভাগবত) রচনা করেন। বেদব্যাস ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছেন এবং চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে বিবৃত করিয়াছেন চৈতন্যলীলা।

(নিত্যানন্দের পুত্র) বীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ-স্কন্ধের শাখা সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই শাখার আবার অসংখ্য উপশাখা—(শিষ্যানুশিষ্য)। নিত্যানন্দের শাখাগণের সংখ্যা অনন্ত, কে তার গণনা করিতে পারে? আত্ম-শুদ্ধির জন্য কয়েক জনের কথা লিখিলাম। এই সমস্ত শাখা পক্ক প্রেমফলে পূর্ণ; যাকে দেখে তাকেই প্রেমফলে ভাসাইয়া দেয়। কৃষ্ণপ্রেম দিতে এঁদের শক্তি অসীম।

নিত্যানন্দ-পার্ষদগণের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। সহস্রবদন অনন্তদেবও এঁদের কথা বলিয়া শেষ করিতে পারেন না।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস। চৈতন্য-চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ-স্কন্ধ-শাখা বর্ণন নামক একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

* পয়ার সংখ্যা ৪৩ হইতে ৫৮

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈত-শাখা

সার ও অসার গ্রহণকারী অদ্বৈত-পদ-কমলের মধুকর-ভক্তবৃন্দের মধ্যে অসার গ্রহণকারীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য-গত-প্রাণ সারগ্রাহীদিগকে প্রণাম করি।১।

জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, জয় শ্রীনিত্যানন্দ, জয় শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র। শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধরূপ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের শাখা-স্বরূপ পরিকরবর্গকে নমস্কার করি।২।

প্রেম কল্পতরুর মূলস্কন্ধ হইতে দুইটি ঊর্ধ্বস্কন্ধ উদ্ভূত হইয়াছে। তাহার প্রথমটি শ্রীনিত্যানন্দ এবং দ্বিতীয়টি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য গোস্বামী। তাঁর যে কত শাখা তাহা কেহ বলিতে পারিবে না। চৈতন্যমালীর কৃপাবারি সেচনে অদ্বৈত-স্কন্ধ দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং তাহাতে প্রেমফল জন্মে। সেই কৃষ্ণপ্রেম ফলে জগৎ ভরিয়া যায়। প্রেমজল সিঞ্চনে অদ্বৈত-স্কন্ধে শাখা-পরিকরের সঞ্চার হয় এবং শাখাগুলি ফল ফুল পরিপূর্ণ হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অদ্বৈতাচার্যের পরিকরগণ প্রথমে এক মতাবলম্বী (ভক্তিমার্গী) ছিলেন, পরে কেহ কেহ দৈবক্রমে দুই মতাবলম্বী (ভক্তি ও জ্ঞান মার্গের সাধক) হন। কেহ আচার্যের আজ্ঞায় ভক্তিমার্গ অনুসরণ করেন। কেহ স্বাধীনভাবে স্বীয় কল্পনা মত জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করেন। ভক্তিমার্গই আচার্যের মত, ইহাই সার। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যাঁহারা চলেন, তাঁহারা অসার। এই অসার পরিকরদের বর্ণনা নিস্প্রয়োজন। কেবল ইঁহাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য এসব কথা বলা হইল।

---

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৯

ধান্য মাপিবার সময়ে চাউল পূর্ণ ও চাউল শূন্য উভয় প্রকার ধান্যই একত্রে মাপা হয়। তৎপরে ঝাড়িয়া পাতনা (১) উড়াইয়া দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও তাহাই করা হইল।

অদ্বৈতাচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ একটি বড় শাখা। তিনি আজন্ম শ্রীচৈতন্য চরণ সেবা করেন। অদ্বৈতাচার্য একদা বলিয়াছিলেন—কেশব ভারতী চৈতন্য গোস্বামীর গুরু। একথা শুনিয়া অচ্যুতানন্দ অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি পিতাকে বলেন—শ্রীচৈতন্য জগতের গুরু। তাঁর আবার গুরু কে? তোমার কথায় জগৎ বিভ্রান্ত হইবে। চৈতন্য গোস্বামী চতুর্দশ ভুবনের গুরু। তাঁর অন্য গুরুর কথা ত কোন শাস্ত্রে নাই?

অচ্যুতানন্দ তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক। তাঁর পিতা আচার্য প্রভু বালকের বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

অদ্বৈতাচার্যের অপর পুত্রের নাম কৃষ্ণ মিশ্র। চৈতন্য গোস্বামী তাঁহার হৃদয়ের ধ্যান। শ্রীগোপাল নামে আচার্যের আর একটি পুত্র ছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতি অদ্ভুত। একদিন গোপাল পুরীর গুণ্ডিচা মন্দিরে (২) মহাপ্রভুর সম্মুখে কীর্তনে প্রেম সুখে বিভোর হইয়া নৃত্য করেন। তাঁহার অদ্ভুত নৃত্যে দেহে নানা ভাবের উদ্গম হয়। তখন মহাপ্রভু ও অদ্বৈতাচার্য উভয়ে আনন্দে হরিধ্বনি দিতে থাকেন। নাচিতে নাচিতে গোপাল মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন, দেহে আর সম্বিত নাই। অদ্বৈতাচার্য পরম দুঃখে পুত্র কোলে নিয়া নৃসিংহ মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। নানা মন্ত্র পাঠেও বালকের চৈতন্য হয় না দেখিয়া আচার্য ক্রন্দন করিতে থাকেন। আচার্যের এই অবস্থা দর্শনে মহাপ্রভু বালকের হৃদয়ে শ্রীহস্ত রাখিয়া বলিলেন—উঠ, গোপাল!—আর সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম উচ্চারণ করিতে থাকেন। প্রভুর স্পর্শে ও হরিধ্বনিতে গোপাল উঠিয়া বসিলেন। এই আশ্চর্য ব্যাপার দর্শনে উপস্থিত সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠেন।

---

(১) পাতনা—চাউল শূন্য ধান; চিটধান।

(২) গুণ্ডিচা মন্দির—যে মন্দিরে রথ যাত্রার সময়ে জগন্নাথদেব গিয়া বাস করেন।

* পয়ার সংখ্যা ১০ হইতে ২৪

আচার্যের আর এক পুত্রের নাম শ্রীবলরাম এবং পুত্রস্বরূপ জগদীশ নামে একটি শাখা।

কমলা বিশারদ নামে অদ্বৈতাচার্যের এক সেবক ছিলেন। তাঁহার উপরে আচার্যের সাংসারিক আয় ব্যয় প্রভৃতির ভার ছিল। তিনি (উড়িষ্যার রাজা) প্রতাপরুদ্রের নিকটে এক পত্র লিখিয়া পাঠান। আচার্য প্রভু সেই পত্রের সংবাদ জানিতেন না। পাকে চক্রে সেই পত্র মহাপ্রভুর হাতে আসিয়া পড়ে। তাহাতে লেখা ছিল—আচার্য প্রভু ঈশ্বরতত্ত্ব, তবে দৈবক্রমে তাঁহার কিছু ঋণ হইয়া গিয়াছে। সেই ঋণ-শোধের জন্য তিন শত টাকার প্রয়োজন।

পত্র পড়িয়া মহাপ্রভুর বড় দুঃখ হইল। কিন্তু তিনি বাহ্যতঃ তাঁহার চন্দ্রমুখে হাস্য টানিয়াই কহিলেন—কমলাকান্ত আচার্যে ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে দোষ নাই। কারণ তিনি বস্তুতঃই ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের দরিদ্রতা জ্ঞাপন করিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করায় তাঁহার ঈশ্বরত্ব খর্ব করা হইয়াছে। অতএব কমলাকান্তকে শাস্তি দিয়া এর শিক্ষা দিতে হইবে।

এই ভাবিয়া মহাপ্রভু গোবিন্দকে আদেশ করিলেন—আজ হইতে এখানে পাগলা কমলাকান্তকে আসিতে দিও না।

দণ্ডের কথা শুনিয়া বিশ্বাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু আচার্যের বিশেষ হর্ষ হইল। তিনি বিশ্বাসকে বলিলেন—তুমি বড়ই ভাগ্যবান্, প্রভু ভগবান্ তোমাকে দণ্ড করিয়াছেন। পূর্বে মহাপ্রভু আমাকে সম্মান করিতেন। কিন্তু ইহাতে আমার মনে কষ্ট হইত। অতএব দণ্ডলাভের উদ্দেশ্যে আমি এক পন্থা উদ্ভাবন করিলাম। আমি যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তি ও মুক্তির মধ্যে মুক্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলাম। ইহাতে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অপমান করেন। এই শাস্তি পাইয়া আমার পরম আনন্দ হয়। ভাগ্যবান্ মুকুন্দও প্রভুর দণ্ড পাইয়াছিলেন। আর পাইয়াছিলেন—ভাগ্যবতী শচীদেবী। এ দণ্ড যে প্রসাদ, (যার প্রতি স্নেহ আছে সে-ইত দণ্ড পায়!) অন্য লোকে পাবে কোথায়?

এইভাবে কমলাকান্তকে আশ্বাস দিয়া আচার্য মহাপ্রভুর নিকটে গমন করিয়া বলেন—প্রভু! তোমার লীলা বুঝি না। আমা হইতেও কমলাকান্ত

* পয়ার সংখ্যা ২৫ হইতে ৪২

তোমার বেশী অনুগ্রহের পাত্র হইল! আমি যে প্রসাদ লাভ করিতে পারি নাই, সে তাহা পাইল? আমি তোমার চরণে কি অপরাধ করিয়াছি?

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিয়া প্রসন্নচিত্তে কমলাকান্তকে ডাকান। আচার্য বলেন—ওকে দর্শন দিয়াছ কেন? এ দুই প্রকারে আমার বিড়ম্বনা করিয়াছে। (প্রথমতঃ আমাকে না জানাইয়া রাজার নিকটে ভিক্ষা চাহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আমার মধ্যে ঈশ্বরত্ব স্থাপন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে আমাকে অপরাধী করিয়াছে।)

একথা শুনিয়া মহাপ্রভুর মন প্রসন্ন হইল। তাঁহারা একে অন্যের অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন। প্রভু কমলাকান্তকে বলিলেন—বাউলিয়া! এমন কাজ কেন করিয়াছ? তোমার আচরণে আচার্যের লজ্জা হানি ও ধর্ম হানি হইয়াছে। রাজধন কখনও প্রতিগ্রহ করিতে নাই। বিষয়ীর অন্ন গ্রহণে মন দুষ্ট হয়। মন দুষ্ট হইলে কৃষ্ণনাম স্মরণ হয় না। আর কৃষ্ণ-স্মৃতি ব্যতীত জীবন নিস্ফল। এতে লোকলজ্জা হয়, ধর্ম ও কীর্তির হানি ঘটে। এরূপ কর্ম কখনও করিও না। আর যেন এ সব কাণ্ড শুনিতে না পাই।

এই শিক্ষা সকলের বেলাই প্রযোজ্য। (কমলাকান্ত উপলক্ষ্য মাত্র) ইহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন। আচার্য গোস্বামীর মনে বিশেষ আনন্দ হইল।

আচার্যের মনোগত অভিপ্রায় প্রভু বুঝিতে পারেন এবং প্রভুর গম্ভীর বাক্যের তাৎপর্যও আচার্য বুঝিতে পারেন। এই প্রস্তাবেই বহু বিচার আছে, গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম।

শ্রীযদুনন্দন আচার্য (১) অদ্বৈতাচার্যের শাখা। তাঁহার আবার বহু শাখা ও উপশাখা। ইনি বাসুদেব দত্তের কৃপাপাত্র। ইনি সর্বভাবে চৈতন্য চরণ আশ্রয় করেন।

ভাগবত আচার্য, বিষ্ণুদাস আচার্য, চক্রপাণি আচার্য, অনন্ত আচার্য, নন্দিনী, কামদেব, চৈতন্যদাস, দুর্লভ বিশ্বাস, বনমালী দাস, জগন্নাথ কর, ভবনাথ কর, হৃদয়ানন্দ সেন, ভোলানাথ দাস, যাদব দাস, বিজয় দাস, জনার্দন, অনন্ত দাস, কানুপণ্ডিত, নারায়ণ দাস, শ্রীবৎস পণ্ডিত, হরিদাস ব্রহ্মচারী, পুরুষোত্তম দাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণদাস, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, রঘুনাথ, বনমালী,

---

(১) যদুনন্দন আচার্য—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

* পয়ার সংখ্যা ৪৩ হইতে ৬১

কবিচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, লোকনাথ পণ্ডিত, মুরারি পণ্ডিত, শ্রীহরিচরণ, মাধব পণ্ডিত, বিজয় পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত,—প্রভৃতি অসংখ্য অদ্বৈত শাখা। এঁদের নাম গণিয়া শেষ করা যায় না।

শ্রীচৈতন্য মালী ভক্তি কল্পতরু মূলে যে জল সিঞ্চন করেন, তাহাতেই অদ্বৈত স্কন্ধ জীবন্ত থাকে আর সেই জল অদ্বৈত শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত হইয়া ফল পুষ্পে সুশোভিত হয়।

অদ্বৈত শাখার কোন কোন জ্ঞানমার্গের সাধক দুর্দৈব বশতঃ শ্রীচৈতন্যকে আর ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যে মালীর জল সিঞ্চনে তাঁহারা জীবন্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে অমান্য করায় তাঁহাদের কৃতঘ্নতা দেখিয়া অদ্বৈত স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে স্কন্ধ আর শাখা প্রশাখায় জল সঞ্চারিত করেন না, ফলে রসাভাসে শাখাগুলি শুকাইয়া মরিতে থাকে।

চৈতন্য রহিত দেহ—শুষ্ক কাষ্ঠ সম।
জীবিতেই মৃত সেই, দণ্ডে তারে যম॥

শ্রীচৈতন্য-বিমুখ ব্যক্তিমাত্রেই শুষ্ককাষ্ঠ সদৃশ, জীবন্মৃত। মৃত্যুর পরে যম তাহাদিগকে দণ্ড দিয়া থাকেন। এই দণ্ড অদ্বৈতশাখার জ্ঞান মার্গের সাধকদের বেলাই কেবল প্রযোজ্য নয়, যিনি চৈতন্য-বিমুখ, তিনি পণ্ডিত হউন, তপস্বী হউন, গৃহী হউন, যতি হউন,—তিনিই পাষণ্ড। তাঁরই এই গতি। আচার্যের পরিকরগণের মধ্যে যাঁহারা অচ্যুতানন্দের মত গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা মহাভাগবত। অচ্যুতের মতই সার মত। অন্য মতাবলম্বীগণ বিনাশ প্রাপ্ত হন। অচ্যুতের (ভক্তিবাদী) পরিকরগণ অদ্বৈতাচার্যের কৃপার ভাজন, তাঁহারা অনায়াসে চৈতন্যচরণে আশ্রয় লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যই তাঁহাদের জীবন সর্বস্ব,—ইঁহাদের চরণে আমার কোটি নমস্কার।

অদ্বৈত আচার্য গোস্বামীর পরিকরগণের বিবরণ বলিলাম। (শ্রীচৈতন্য মূল স্কন্ধ। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতরূপ দুই ঊর্ধ্বস্কন্ধ)—এই তিন স্কন্ধের শাখা সমূহ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইল। ইঁহাদের শাখা উপশাখা অগণিত, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করা হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য-স্কন্ধের মহোত্তম শাখা—শ্রীগদাধর পণ্ডিত। তাঁহার উপশাখা সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

* পয়ার সংখ্যা ৬১ হইতে ৭৭

ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী, ভাগবত আচার্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী, অনন্ত আচার্য, কবিদত্ত, নয়ন মিশ্র, গঙ্গা মন্ত্রী, মামুঠাকুর, কণ্ঠাভরণ, ভূগর্ভ গোস্বামী ও ভাগবত দাস—ইঁহারা—গঙ্গাধর পণ্ডিত শাখার শ্রেষ্ঠব্যক্তি। শেষোক্ত দুইজন বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। বাণীনাথ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত মহাশয় ব্যক্তি, বল্লভ ও চৈতন্যদাস শ্রীকৃষ্ণে প্রেমময়। শ্রীনাথ চক্রবর্তী, উদ্ধব দাস, জিতামৃত, কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস, শ্রীহরি আচার্য, সাদিপুরিয়া গোপাল, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল, শ্রীহর্ষ, রঘু মিশ্র, লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত, রঙ্গবাটির চৈতন্য দাস, শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্তী,—ইঁহারা শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখার বিশিষ্ট ব্যক্তি। শ্রীশিবানন্দ চক্রবর্তী শ্রীমদন গোপালের শরণ লইয়াছিলেন। অমোঘ পণ্ডিত, হস্তি গোপাল, চৈতন্য বল্লভ, শ্রীযদু গাঙ্গুলী, মঙ্গল বৈষ্ণবও গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর গণ।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পরিকরগণের সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। অন্যান্য শাখারও এইরূপ উপশাখা আছে। পণ্ডিতের পরিকরবর্গ সকলেই ভাগবত পরম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইঁহাদের প্রাণবল্লভ।

তিন স্কন্ধের শাখা বিবরণ সংক্ষেপে বলা হইল। ইঁহাদের স্মরণে বিমোচন হয় ভব বন্ধন। ইঁহাদের স্মরণে লাভ হয় চৈতন্যচরণ। ইঁহাদের স্মরণে পূর্ণ হয় অন্তরের বাঞ্ছা। অতএব ইঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যমালীর লীলা অনুক্রম অনুসারে বর্ণনা করিব।

গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার ও অগাধ। কে উহাতে সাধ পূর্ণ করিয়া অবগাহন করিতে পারে? গৌরলীলার মাধুর্যে ও গন্ধে মন লুব্ধ হয়। অতএব সেই অমৃত সিন্ধুর তটে দাঁড়াইয়া এক কণা আস্বাদন করি।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস। চৈতন্য-চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে অদ্বৈত-স্কন্ধ-শাখা বর্ণন
নামক দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মুখবন্ধ বা ভূমিকা সমাপ্ত

* পয়ার সংখ্যা ৭৮ হইতে ৯৪

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের জন্মলীলা

যাঁহার প্রসাদে আমার ন্যায় অধম ব্যক্তিও তাঁহার লীলা বর্ণনে তৎক্ষণাৎ যোগ্য হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।১।

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরচন্দ্র, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় নিত্যানন্দ ।

জয় গদাধর, জয় শ্রীনিবাস, জয় মুকুন্দ, জয় বাসুদেব, জয় হরিদাস, জয় স্বরূপ দামোদর, জয় মুরারি গুপ্ত ।

শ্রীচৈতন্য ও তদীয় পরিকরবর্গের উদয়ে চন্দ্রের উদয়ের ন্যায় অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইয়াছে। জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ। ইঁহাদের প্রেম জ্যোৎস্নায় ত্রিভুবন উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রথম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ বলিয়াছি। এক্ষণে চৈতন্যলীলা ক্রমানুসারে বলিতেছি। প্রথমে সূত্রাকারে বলিয়া পরে ঘটনাগুলি বিস্তারিতভাবে বলিব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ৪৮ বৎসর প্রকট ছিলেন ; ১৪০৭ শকে তাঁহার আবির্ভাব এবং ১৪৫৫ শকে তিরোভাব। (১) তিনি চব্বিশ বৎসর গৃহে বাস করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ-কীর্তন-বিলাসে অতিবাহিত করেন। তৎপরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চব্বিশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন। ইহার মধ্যে ছয় বৎসর কখনও দক্ষিণদেশে, কখনও গৌড়ে, কখনও বৃন্দাবনে—গমনাগমনে যায়। বাকী অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন এবং কৃষ্ণ-প্রেম-নামামৃতে সকলকে ভাসাইয়া দেন।

গার্হস্থ্যাশ্রমে যে প্রভুর লীলা—ইহাকে আদিলীলা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। শেষ লীলার দুই নাম—মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা।

---

(১) মহাপ্রভু ১৪৮৫—১৫৩৩ খৃঃ প্রকট ছিলেন। ১৫০৯ খৃঃ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ১৩

আদিলীলার মধ্যে প্রভুর যে চরিত আখ্যান, মুরারি গুপ্ত তাহা সূত্ররূপে গ্রথিত করিয়াছেন তাঁহার কড়চায়। আর প্রভুর শেষ লীলার চরিত গ্রথিত করিয়াছেন—স্বরূপদামোদর তদীয় গ্রন্থে (কড়চায়) সূত্রাকারে। এই দুইজনের সূত্র (কড়চা) দেখিয়া এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও রূপ-সনাতনের নিকটে শুনিয়া বৈষ্ণবগণ প্রভুর আদিলীলাকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। যথা—বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা, কৈশোর লীলা ও যৌবন লীলা। (১) এই গ্রন্থের আদিখণ্ডে সেইভাবেই এই চারি লীলা বিবৃত হইতেছে।

যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ নামের সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সর্বসদ্‌গুণে পরিপূর্ণা সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিকে বন্দনা করি।২।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় মহাপ্রভুর জন্মলীলার উদয় হয়। দৈবক্রমে সেই সময় চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় লোকে আনন্দের সহিত হরিধ্বনি করিতেছিল। হরিনাম কীর্তনের মধ্যেই মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন—সব লীলায়ই মহাপ্রভু জীবকে নানাছলে হরিনাম গ্রহণ করান।

বাল্যকালে প্রভু কোন কারণে ক্রন্দন করিলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বা হরি হরি—বলিলেই ক্রন্দন বন্ধ হইয়া যাইত। নারীগণ বা বন্ধুগণ শিশুকে দেখিতে আসিলে 'হরি হরি' বলিয়া আদর করিতেন। সমস্ত নারী শিশুকে দেখিলেই 'গৌর হরি' বলিয়া হাসাহাসি করিতেন। এইভাবে শিশুর নাম হইল—'গৌর হরি।'

পাঁচ বৎসর বয়সে প্রভুর বিদ্যারম্ভ হয়। পৌগণ্ডে তিনি বিবাহ করেন নাই। নবীন যৌবনের প্রারম্ভে বিবাহ করেন। প্রভু সর্বত্র নাম সংকীর্তন করাইতেন।

পৌগণ্ডে (অর্থাৎ পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে) প্রভু নিজে

(১) **বাল্য** পাঁচ বৎসর পর্যন্ত। **পৌগণ্ড** দশ বৎসর পর্যন্ত, **কৈশোর** পনর বৎসর পর্যন্ত, তৎপরে **যৌবন**।

* পয়ার সংখ্যা ১৪ হইতে ২৬

পড়িতেন এবং শিষ্যদিগকে পড়াইতেন। সর্বত্রই করিতেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যা। সূত্র, বৃত্তি, পাঁজি, টীকা—সমস্তেরই তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণ,—ইহাই ছিল তাঁহার ব্যাখ্যা। তাঁহার প্রভাব ছিল এত আশ্চর্য যে শিষ্যগণের ইহাই প্রতীতি হইত। যাহাকে দেখেন, তাহাকেই বলেন—কহ কৃষ্ণনাম। এইভাবে কৃষ্ণনামে নবদ্বীপ ভাসাইয়া দিলেন।

কিশোর বয়সে প্রভু সংকীর্তন আরম্ভ করেন। রাত্রিদিন ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমে নৃত্য করিতেন। নগরে নগরে কীর্তন করিয়া ভ্রমণ করিতেন। এই ভাবে সমস্ত দেশ প্রেমভক্তি দিয়া ভাসাইয়া দেন। এইরূপে চব্বিশ বৎসর নবদ্বীপে সকল লোককে কৃষ্ণপ্রেম-নাম লওয়াইলেন।

এর পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চব্বিশ বৎসর প্রকট ছিলেন। তখন ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে বাস করিতেন। সন্ন্যাসাশ্রমের প্রথম ছয় বৎসর অনুক্ষণ নৃত্য, গীত ও প্রেমভক্তি দান করিতেন। এই সময়ে সেতুবন্ধ পর্যন্ত দক্ষিণ দেশ, গৌড় (বঙ্গদেশ) ও বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া নাম প্রেম প্রচার করেন। ইহারই নাম 'মধ্যলীলা'—**লীলামুখ্যধাম**। আর শেষ অষ্টাদশ বর্ষের নাম—**'অন্ত্যলীলা'**।

অন্ত্যলীলার প্রথম ছয়বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য-গীত-রঙ্গে যাপন করিয়া প্রভু জীবকে প্রেম ভক্তি শিক্ষা দেন। শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে বাস করেন এবং কৃষ্ণ প্রেমের অনন্ত বৈচিত্রী নিজে আস্বাদন করিয়া জীবকে শিক্ষা দেন। তিনি দিবারাত্র থাকিতেন কৃষ্ণ বিরহে বিভোর এবং কর্ম করিতেন দিব্যোন্মাদের ন্যায় ও প্রলাপ বলিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থানকালে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া ব্রজে গেলে শ্রীরাধা যেরূপ প্রলাপ উক্তি করিয়াছিলেন, শ্রীমন্ মহাপ্রভুও দিবারাত্র সেইভাবে প্রলাপ উক্তি করিতেন। কখন কখন রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সহিত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ আস্বাদন করিতেন। এইভাবে কৃষ্ণ বিরহের সর্বপ্রকার প্রেম চেষ্টা আস্বাদন করিয়া স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন।

চৈতন্য লীলা অনন্ত, আমি ক্ষুদ্রজীব, আমার সাধ্য কি এই লীলা বিস্তৃত বর্ণনা করি? অনন্তদেব সূত্রাকারে বর্ণনা করিলে সহস্র বদনেও তাহার অন্ত

* পয়ার সংখ্যা ২৬ হইতে ৪৩

পাইবেন না। স্বরূপদামোদর ও মুরারি গুপ্ত (তাঁহাদের কড়চায়) যাহা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমি সেই অনুসারেই লীলাসূত্র লিখিলাম। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস তাহা মধুরভাবে বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন। তিনি গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে যে যে স্থান ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিব। প্রভুর লীলামৃত তিনিই আস্বাদন করিয়াছেন, আমি তাঁর উচ্ছিষ্ট কিঞ্চিৎ চর্বন করিতেছি মাত্র।

এক্ষণে আদিলীলার সূত্র লিখিতেছি। সংক্ষেপেই লিখিতেছি, সম্যক্ বর্ণনা সম্ভবপর নহে। ভক্তগণ শ্রবণ করুন।

ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ কোন বাঞ্ছা (১) পূরণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে সংকল্প করেন। সংকল্প স্থির হইলে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে যে সমস্ত গুরুবর্গ ও তাঁহাদের পরিকরবর্গ অবতরণ করেন, উঁহাদের সম্বন্ধে লিখিতেছি। ইঁহারা—শচীমাতা, জগন্নাথ মিশ্র, মাধবেন্দ্রপুরী, কেশব ভারতী, ঈশ্বর পুরী, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, আচার্য রত্ন, বিদ্যানিধি, হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীহট্ট নিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র।

উপেন্দ্র মিশ্র বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী ও সদ্গুণ প্রধান। ইঁহার সাত পুত্র—কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ সপ্তর্ষির (২) তুল্য ছিলেন। জগন্নাথ গঙ্গাতীরে বাসের উদ্দেশ্যে (শ্রীহট্ট হইতে) নদীয়াতে চলিয়া আসেন। ইনি ছিলেন মিশ্রবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইঁহার পদবী পুরন্দর; ইনি—নন্দ বসুদেবের ন্যায় সদ্গুণের সাগর। ইঁহার পত্নী নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা পতিব্রতা সতী শচীদেবী।

ঠাকুর নিত্যানন্দ রাঢ়দেশে (৩) জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ প্রভৃতি অসংখ্য নিজ ভক্তকে অবতীর্ণ করিয়া পরিশেষে ব্রজেন্দ্রকুমার অবতীর্ণ হন।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতাচার্যের সভায় মিলিত হইয়া গীতা ভাগবত প্রভৃতি পাঠ শুনিতেন। আচার্যও এইসব শাস্ত্রে জ্ঞান ও

---

(১) কোন বাঞ্ছা—চৈঃ চ ১।১।৬ শ্লোকে উল্লিখিত তিনটি বাঞ্ছা।

(২) সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।

(৩) রাঢ়দেশে—বর্তমান বীরভূম জিলার একচক্রাগ্রামে।

* পয়ার সংখ্যা ৪৪ হইতে ৬২

কর্ম অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করিতেন। শুধু গীতা ও ভাগবত নয়, সর্ব শাস্ত্রেই তিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ অপেক্ষা কৃষ্ণ ভক্তির প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতেন। বৈষ্ণবগণ আচার্যের সঙ্গে কৃষ্ণ পূজা, কৃষ্ণকথা ও নাম সংকীর্তনে আনন্দ করিতেন। কিন্তু আচার্য দেখিতে পাইলেন— সাধারণ লোক কৃষ্ণ বহির্মুখ, বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন, ইঁহাতে তাঁহার বিশেষ দুঃখ হইল। কি ভাবে ইহারা নিস্তার পাইবে, সর্বদা তিনি এই চিন্তা করিতেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন—যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া ভক্তির প্রচার করেন, তবে লোক উদ্ধার পাইতে পারে। অতএব আচার্য শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া তুলসী ও গঙ্গাজলে প্রতিদিন কৃষ্ণ পূজা করিতে লাগিলেন। পূজা অন্তে শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া তিনি এমনভাবে সঘন হুঙ্কার তুলিতেন যে ভক্তের কাতর হুঙ্কারে ব্রজেন্দ্রকুমার আকৃষ্ট হইলেন।

জগন্নাথ মিশ্রের পত্নী শচীদেবীর গর্ভে পর পর আটকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপত্য বিয়োগে মিশ্রদম্পতি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন এবং পুত্র সন্তান প্রার্থনা করিয়া শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকেন। ইহাতে তাঁহাদের বিশ্বরূপ নামক পুত্রের জন্ম হয়। ইনি মহাগুণবান্ বলদেবের অংশ। পরব্যোমে সংকর্ষণ বলদেবের বিলাসমূর্তি। তিনিই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সংকর্ষণ ব্যতীত বিশ্বে কোন বস্তুই নাই। তাই এই পুত্রের নাম 'বিশ্বরূপ।'

ভাগবতে (১০।১৫।৩৫) শুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেন—

হে মহারাজ! তন্তুতে বস্ত্রের ন্যায় যাঁহাতে এই বিশ্ব ওত-প্রোত ভাবে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, সেই জগদীশ্বর ভগবান্ অনন্তের পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে ।৩।

বিশ্বরূপ (শ্রীবলদেবের এক স্বরূপ বলিয়া তিনি) শ্রীচৈতন্যের অগ্রজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণ বলরাম যেমন দুই ভাই, চৈতন্য ও নিত্যানন্দও সেইরূপ দুই ভাই। (বিশ্বরূপ নিত্যানন্দেরই অংশ।)

* পয়ার সংখ্যা ৬৩ হইতে ৭৫

বিশ্বরূপকে লাভ করিয়া মিশ্রদম্পতির আনন্দের সীমা নাই, তাঁহারা আরো বিশেষভাবে শ্রীগোবিন্দের সেবা করিতে লাগিলেন।

১৪০৬ শকে মাঘ মাসের শেষভাগে জগন্নাথ—শচীদেবীর দেহে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হন। মিশ্র শচীদেবীকে বলেন—একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছি—লক্ষ্মীদেবী যেন জ্যোতির্ময় দেহে তোমার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া আমাদের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তোমাকে সকলেই করিতেছেন সম্মান এবং পাঠাইয়া দিতেছেন—ধন-ধান্য-বস্ত্রাদি।

শচী বলেন—আমি যেন দেখিতে পাই, আকাশ হইতে দিব্যজ্যোতি দেবতাগণ স্তুতি করিতেছেন।

জগন্নাথ মিশ্র বলেন—আমি স্বপ্নে দেখিলাম—এক জ্যোতির্ময় রশ্মি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তৎপরে আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে গেল। আমার মনে হয় কোন মহাশয় ব্যক্তি এবার জন্ম পরিগ্রহ করিবেন।

এরূপ আলোচনার পরে উভয়ে পরম হর্ষে শালগ্রাম সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে শচীদেবীর গর্ভের ত্রয়োদশ মাস অতিক্রান্ত হইল, কিন্তু কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল না। জগন্নাথ মিশ্রের মনে এক ত্রাস। নীলাম্বর চক্রবর্তী গণনা করিয়া বলিলেন—এই মাসে শুভক্ষণে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে।

১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে সেই শুভক্ষণ উপস্থিত হইল। (গৌরাঙ্গ-সুন্দর মাতৃগর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন।) জাতকের সিংহরাশি, সিংহলগ্ন; উচ্চগ্রহ, ষড়বর্গ—সমস্তই সুলক্ষণ যুক্ত। অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবে সকলঙ্ক চন্দ্রের আর প্রয়োজন কি? ইহা বুঝিয়া রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিলেন। আর কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি-নামের ধ্বনিতে আকাশ পাতাল ভরিয়া উঠিল। এইভাবে যখন জগদ্বাসী লোকজন হরিধ্বনি দিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই গৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব। সকলেই প্রসন্ন। যবনও হিন্দুকে 'হরি' বলিয়া হাস্য করে। নারীগণ 'হরি' বলিয়া হুলুধ্বনি দেন। স্বর্গে দেবতাগণ সকৌতুকে নৃত্য ও বাদ্য করেন। দশদিক্ প্রসন্ন, নদীজল প্রসন্ন, স্থাবর জঙ্গম আনন্দে বিহ্বল।

পয়ার সংখ্যা ৭৬ হইতে ৯৬

নদীয়ারূপ উদয়গিরিতে পূর্ণচন্দ্ররূপ গৌরহরি কৃপা করিয়া উদিত হইলেন। পাপরূপ অন্ধকার নাশ হইল। সকলের মুখেই উল্লাস, সারা জগৎ হরিধ্বনিতে ভরিয়া উঠিল।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে অদ্বৈতাচার্য ছিলেন নিজগৃহে। হরিদাস ঠাকুরও সেইখানে ছিলেন। উভয়ে হুঙ্কার করিয়া আনন্দে নৃত্য কীর্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কেন নাচেন জানিতেন না। চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে আসিয়া আনন্দে স্নান করিলেন এবং গ্রহণ উপলক্ষ্যে মনের আনন্দে ব্রাহ্মণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিলেন।

সকলের মধ্যেই আনন্দের স্রোত দেখিয়া হরিদাস ঠাকুর সবিস্ময়ে অদ্বৈতাচার্যকে ইঙ্গিতে বলিলেন—তোমার মনে এত কৌতুক, এত আনন্দ কিসে? তবে ইহার মধ্যে কি কোন শুভ আবির্ভাবের আভাস আছে?

চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন এবং শ্রীবাস পণ্ডিতও মনের উল্লাসে গিয়া গঙ্গাস্নান করেন এবং আনন্দ-বিহ্বল চিত্তে হরি সংকীর্তন করিয়া নানা দ্রব্য দান করেন। এইভাবে যে দেশে যে ভক্ত ছিলেন, সকলের চিত্তই আনন্দে বিহ্বল হইল এবং গ্রহণকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলেই নৃত্য কীর্তনাদি করিয়া সৎপাত্রে দান করেন। শচীমাতার সন্তান-প্রসবের সংবাদে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, সজ্জন ও নারীগণ থালি ভরিয়া বিবিধ যৌতুক লইয়া আসেন এবং কাঁচা সোনার কান্তি শিশুটিকে পরম সুখে আশীর্বাদ করিয়া যান। সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী প্রভৃতি দেবনারীগণও ব্রাহ্মণীর বেশে নানা দ্রব্যে পাত্র ভরিয়া লইয়া আসেন এবং শিশুকে দর্শন করেন।

অন্তরীক্ষে চলিল দেব-গন্ধর্ব-সিদ্ধ-চারণগণের স্তুতি, নৃত্য, বাদ্য, গীত। নবদ্বীপে যত নর্তক, বাদক, ভাট আছেন, সকলেই প্রীতিভরে আসিয়া নৃত্যাদি করেন। কে আসে, কে যায়, কে নাচে, কে গায়, তাহা বুঝা অসম্ভব। জগতের লোক যেন শোক দুঃখ ভুলিয়া গেল, সকলেই আনন্দে বিভোর। এ সব দেখিয়া মিশ্রও আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন ও শ্রীবাস জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেন এবং বিধিমত জাত কর্মাদি করাইয়া বিবিধ দ্রব্য যৌতুক প্রদান করেন। যে সমস্ত উপহার পাওয়া গেল এবং গৃহেও যাহা ছিল, মিশ্র সে

সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান করেন। নর্তক, গায়ক, ভাট বা দরিদ্র যাহারা আসিল, সকলকেই ধন দিয়া সম্মানিত করা হইল।

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবী আচার্যরত্নের পত্নীর সঙ্গে আসিয়া প্রতিবেশিনীদিগকে সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা ও নারিকেল দিয়া আপ্যায়িত করেন।

অদ্বৈত আচার্যের ভার্যা সীতাঠাকুরাণী সর্বজনপূজ্যা আর্যা। তিনিও স্বামীর অনুমতি ক্রমে বিবিধ উপহার সহ বালক শিরোমণিটিকে দেখিতে আসেন। তিনি নিয়া আসেন—স্বর্ণ বাঁধানো কড়ি ও বকুল বীজ, রৌপ্য-মুদ্রা-যুক্ত পাশুলি, সুবর্ণের অঙ্গদ ও কঙ্কণ, দুই বাহুর জন্য দিব্য শঙ্খ, রৌপ্য নির্মিত বাঁকমল, স্বর্ণমুদ্রা-যুক্ত বিবিধ হার, স্বর্ণ জড়িত ব্যাঘ্রনখ, কোমরের জন্য পট্টসূত্রের তাগা, হস্তপদের জন্য বিবিধ আভরণ; শচীমাতার জন্য রেশমী শাড়ী, রেশমের পাইডযুক্ত ভূমিফোতা চাদর; স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং বহু ধন।

সীতাঠাকুরাণী স্বয়ং বস্ত্রাচ্ছাদিত দোলায় চড়িয়া শচীগৃহে আসিলেন। সঙ্গে দাস দাসী আসিল। পেটেরা (বাক্স) ভরিয়া বস্ত্রালঙ্কার আসিল আর আসিল বহুভার ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার। সীতাদেবী বালকের ভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন—এ যেন গোকুলের সাক্ষাৎ কানাই, কেবল অঙ্গের বর্ণের যা প্রভেদ। বালকের সর্ব অঙ্গ সুগঠিত, সুলক্ষণযুক্ত, স্বর্ণাভ,—দেখিয়া মনে হয় যেন সুবর্ণের প্রতিমা। বালকের দিব্যদ্যুতি দেখিয়া সীতা দেবী বড়ই প্রীত হইলেন। বাৎসল্যরসে তাঁহার হৃদয় সিক্ত হইল। তিনি শিশুর শিরে ধান্য দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—দুই ভাই (১) চিরজীবী হও। ডাকিনী শাকিনী প্রভৃতি অপদেবতা এত সুন্দর শিশুর অনিষ্ট করিতে পারে, এই আশঙ্কায় নাম রাখিলেন—'নিমাই'।

প্রসূতি ও নবজাত শিশুর স্নানের দিনে সীতাঠাকুরাণী ইঁহাদেরে বস্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিত করেন। জগন্নাথ মিশ্র ও বিশ্বরূপকেও বস্ত্রাদি দিয়া সম্মানিত করেন। শচী দেবী ও জগন্নাথ মিশ্রও তাঁহাকে বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানিত করিলে পর তিনি আনন্দমনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

---

(১) দুই ভাই—বিশ্বরূপ ও নিমাই।

* পয়ার সংখ্যা ১০৮ হইতে ১১৭

লক্ষ্মীবন্ত পুত্রলাভ করিয়া শচী-জগন্নাথের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ধন-ধান্যে গৃহ ভরিয়া উঠিল, তাঁহারা লোকের অধিকতর সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

জগন্নাথ মিশ্র শান্ত, বৈষ্ণব, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত। ধন ভোগে কোন অভিমান নাই। পুত্রের প্রভাবে যে ধনাদি আসে, তাহা বিষ্ণুর প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ফেলেন।

নবজাত শিশুর জন্মলগ্নাদি গণিয়া নীলাম্বর চক্রবর্তীর বিশেষ হর্ষ হইল। তিনি মিশ্রকে গোপনে বলিলেন—জন্মলগ্নে ও শিশুর অঙ্গে মহাপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বিদ্যমান। এ শিশু নিশ্চয়ই সংসারকে ত্রাণ করিবে।

এইভাবে মহাপ্রভু কৃপা করিয়া শচীগৃহে অবতীর্ণ হইলেন। যে ব্যক্তি এই জন্ম বৃত্তান্ত শুনেন—দয়াময় গৌরপ্রভু তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া চরণে আশ্রয় দেন।

মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যে ব্যক্তি গৌরচন্দ্রের গুণ না শুনেন, তাহার জন্মই বৃথা। অমৃতের নদী লাভ করিয়াও তাহা পান না করিয়া যে ব্যক্তি বিষপূর্ণ গর্তের জল পান করে, তাহার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়।

আমি কৃষ্ণদাস,—শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, স্বরূপদামোদর, রূপ ও রঘুনাথ দাসের—শ্রীচরণই আমার একমাত্র ধন। ইঁহাদের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের জন্মলীলা কীর্তন করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিখণ্ডে জন্ম-মহোৎসব বর্ণন
নামক ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

* পয়ার সংখ্যা ১১৮ হইতে ১২৩

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বাল্যলীলা

হরিভক্তি বিলাসে (২০।১) আছে—

যাঁহাকে কোন প্রকারে স্মরণ করিলেই দুষ্কর কার্যও সুকর হয়, আবার যাঁহাকে বিস্মৃত হইলে বিপরীত ফল হয় (অর্থাৎ সুখসাধ্য-কার্যও দুষ্কর হইয়া পড়ে), সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে নমস্কার করি ।১।

জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ !

পূর্ব পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মলীলা সূত্র বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে দেখান হইয়াছে—যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণই শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জন্মলীলা অনুক্রম সংক্ষেপেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে বাল্যলীলা সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

যে লীলা লৌকিক হইলেও মধ্যে মধ্যে যাহাতে ঈষ চেষ্টা (অর্থাৎ ঐশ্বরিক ক্রিয়া-কলাপও) প্রকাশ পায়, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেই মনোহর বাল্যলীলাকে বন্দনা করি ।২।

প্রভুর বাল্যকালের প্রথম লীলা—চিৎ হইয়া শয়ন। সেই সময়ে তিনি পিতা মাতাকে স্বীয় চরণচিহ্ন প্রদর্শন করেন। একদিন জগন্নাথ ও শচীদেবী গৃহে ছোট ছোট পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহাতে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন—চিহ্ন শোভা পাইতেছে। দেখিয়া তাঁহাদের পরম বিস্ময় হইল, কাহার পদচিহ্ন—স্থির করিতে পারিলেন না। মিশ্র বলেন—গৃহে যে শালগ্রাম-শীলারূপী বালগোপাল আছেন, তিনিই বোধহয় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া এই ঘরে কৌতুকের সহিত খেলা করিয়াছেন।

সেই সময়ে নিমাই জাগিয়া কাঁদিতে থাকিলে শচীদেবী তাঁহাকে কোলে তুলিয়া স্তন্যপান করান। স্তন্যদান সময়ে পুত্রের চরণে ধ্বজ, বজ্রাদি চিহ্ন

---

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৯

দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মিশ্রকে ডাকান। মিশ্র ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও গোপনে শ্বশুর নীলাম্বর চক্রবর্তীর জন্য লোক পাঠাইলেন। চিহ্ন দেখিয়া চক্রবর্তী হাসিয়া বলিলেন—মহাপুরুষের যে বত্রিশটি বিশেষ লক্ষণ আছে, এই শিশুর অঙ্গে সে সমস্ত বিদ্যমান। শিশুর জন্মলগ্ন গণনা করিয়া ইহা আমি পূর্বেই লিখিয়া রাখিয়াছি,—

সামুদ্রিক (৩) মতে বত্রিশ লক্ষণ—

মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ—(নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র, ও জানু—এই) (১) পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ ; (ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলপর্ব, দন্ত ও রোম —এই) পাঁচটি সূক্ষ্ম ; (নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ—এই) সাতটি স্থল রক্তবর্ণ ; (বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ এবং মুখ—এই) ছয়টি অঙ্গ উন্নত ; (গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন—এই) তিনটি অঙ্গ হ্রস্ব ; (কটিদেশ, ললাট এবং বক্ষঃস্থল—এই) তিনটি অঙ্গ বিস্তীর্ণ ; (এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি—এই) তিনটি গম্ভীর ।৩।

নীলাম্বর বলিতে লাগিলেন—এই শিশুর হস্ত চরণ সমস্তই নারায়ণের চিহ্ন-যুক্ত। এ সকলকে ত্রাণ করিবে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করিবে, ইহা হইতে দুই কুলের উদ্ধার হইবে। অতএব মহোৎসব কর, ব্রাহ্মণকে ডাক। আজ দিন ভাল, আজই ওর নামকরণ করিব। এ বালক সর্বলোকের ধারণ ও পোষণ করিবে, অতএব এর নাম—'বিশ্বম্ভর'।

নীলাম্বর চক্রবর্তীর এ সব কথা শুনিয়া শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী নিমন্ত্রণ করিয়া মহোৎসব করিলেন।

ক্রমশঃ প্রভু হামাগুড়ি দিয়া নানারকম অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করেন। তিনি ক্রন্দনের ছলে সকলকে হরিনাম বলাইতেন। নারী সব 'হরি, হরি'—বলিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ হাসিতেন।

---

(১) ভুজ—বাহু। হনু—চোয়াল। জানু—হাঁটু। জঙ্ঘা—উরুদেশ। মেহন—লিঙ্গ।

* পয়ার সংখ্যা ৯ হইতে ১৯

এর পরে আরম্ভ হয় পায়ে হাঁটা। তখন শিশুদের সঙ্গে নানা খেলা খেলিতেন। একদিন শচীদেবী একবাটা খৈ-সন্দেশ আনিয়া শিশুকে খাইতে দিয়া গৃহকর্মে চলিয়া যান। কিন্তু নিমাই এসব না খাইয়া মাটি খাইতে থাকেন। ইহা দেখিয়া শচীদেবী 'হায়, হায়,'—করিয়া ছুটিয়া আসেন এবং মাটি কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করেন—মাটি খাইতেছ কেন?

শিশু কাঁদিয়া বলে—রাগ কর কেন মা? তুমিই ত আমাকে মাটি খাইতে দিয়াছ। আমার দোষ কি? খৈ-সন্দেশ অন্ন যা কিছু আছে, সবইত মাটির বিকার। এটাও মাটি, ওটাও মাটি। এর মধ্যে প্রভেদ কোথায়? চিন্তা করিয়া দেখ—মাটিই দেহ, মাটিই ভক্ষ্য। অবিচারে আমাকে দোষ দিতেছ মা। আমি আর কি বলিব?

শিশুর মুখে এসব কথা শুনিয়া শচী বিস্মিতা হন। তিনি বলেন—মাটি খাইতে তোকে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল রে? মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়। মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ ক্ষয় হয়। ঘট মাটির বিকার, তাহাতে জল ভরিয়া আনা যায়। কিন্তু মাটির পিণ্ডে জল দিলে, সে জল ত মাটিতে শোষিয়া যায়।

প্রভু আত্মগোপন করিয়া উত্তর করেন—আগে এসব কথা শিখাও নাই কেন মা? এখন সব জানিলাম,—আর মাটি খাইব না। ক্ষুধা পাইলে তোমার স্তন্যদুগ্ধ পান করিব। এই বলিয়া জননীর ক্রোড়ে উঠিয়া ঈষৎ হাস্যে স্তন্যপান করিতে থাকেন।

এইভাবে প্রভু বাল্যে নানা ছলে ঐশ্বর্য প্রদর্শন করেন। পরে বাল্যভাব প্রকট করিয়া সে সব লুকাইয়া ফেলেন; একবার এক অতিথি-বিপ্রের অন্ন নিমাই তিনবার খাইয়াছিলেন। শেষে গোপনে বাল গোপালের মূর্তি প্রকট করিয়া অতিথিকে উদ্ধার করেন।

একদা এক চোর অলঙ্কারের লোভে নিমাইকে বাহিরে পাইয়া কাঁধে করিয়া পলায়ন করে। কিন্তু বালক চোরের পথ ভুলাইয়া ওর কাঁধে চড়িয়াই নিজ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন।

আর একবার এক একাদশী দিনে অসুখের ভান করিয়া জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যের গৃহে বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইয়া ফেলেন।

---

* পয়ার সংখ্যা ২০ হইতে ৩৬

নিমাই শিশুদের সঙ্গে লইয়া পাড়া-পড়শীর গৃহে গিয়া নানা দ্রব্য চুরি করিয়া খাইতেন এবং বালকদের সঙ্গে মারামারি করিতেন। বালকেরা শচীর নিকটে নালিশ করিলে শচী ভৎর্সনা করিয়া বলেন—চুরি কর কেন নিমাই? শিশুদের মার কেন? পরের ঘরে যাও কেন? ঘরে কি জিনিষ নাই?

এসব কথা শুনিয়া প্রভুর রাগ হইল। তিনি ঘরের ভিতরে গিয়া সমস্ত হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন শচীদেবী বালককে কোলে করিয়া আদর করিলে নিমাই নিজের দোষের জন্য লজ্জিত হন।

একদা নিমাই মাকে হাত দিয়া তাড়না করিলে মাতা মূর্ছার ভান করেন। ইহাতে বালক কাঁদিতে থাকেন। তখন নারীগণ বলেন—নিমাই, তোমার জননীর মূর্ছা হইয়াছে, নারিকেল আনিয়া দাও, তবে তিনি সুস্থ হইবেন। প্রভু বাহির হইয়া কোথা হইতে দুইটি অপূর্ব নারিকেল লইয়া আসিলেন, দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন।

কখনও প্রভু শিশু-সাথীদের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করিতে যান। বালিকাগণ তখন গঙ্গায় (শিব) দেবতা পূজা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা গঙ্গা স্নান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। নিমাই বালিকাদের মধ্যে আসিয়া বসিয়া বলিলেন—আমাকে পূজা কর, আমি বর দিব। গঙ্গা, দুর্গা প্রভৃতি আমার দাসী, মহেশ আমার কিঙ্কর।

এসব বলিয়া নিমাই নিজেই চন্দন পরিয়া ফুলের মালা গলায় দিয়া চাউল-কলার নৈবেদ্য সন্দেশাদি খাইতে থাকেন। তখন বালিকাগণ ক্রোধে বলেন—নিমাই, শুন, তুমি গ্রাম-সম্বন্ধে আমাদের ভাই। তোমার পক্ষে আমাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ উচিত নয়। তোমার দেবতার সাজ গ্রহণ অন্যায়, এরূপ করিও না।

প্রভু বলেন—তোমাদিগকে এই বর দিলাম, তোমাদের স্বামী হবে পরম সুন্দর, পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবক, ধনধান্যবান্। আর হবে সাত সাত পুত্র—চিরায়ু, মতিমান্।

বর শুনিয়া বালিকাদের অন্তরে সন্তোষই হইল, তবে তাহারা বাহিরে ভৎর্সনা করিয়া মিথ্যা রোষ প্রকাশ করিলেন।

---

* পয়ার সংখ্যা ৩৭ হইতে ৫৩

যদি কোন কন্যা নৈবেদ্য লইয়া পলায়ন করে, নিমাই তাকে ডাকিয়া কৃত্রিম রোষে বলেন—তুমি আমাকে নৈবেদ্য দিতে কার্পণ্য করিলে তোমার স্বামী হবে বৃদ্ধ, আর ঘরে থাকিবে চারি চারিটি সতিনী।

ইহা শুনিয়া কন্যার মনে ভয় হয়, কি জানি যদি নিমাইর মধ্যে কোন দেবতার আবেশ থাকে। কন্যা নৈবেদ্যের থালি আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরে, নিমাই নৈবেদ্য খাইয়া ইষ্টবর দান করেন।

এইভাবে নিমাই নানা চাপল্য দেখান, ইহাতে কাহারো মনে দুঃখ হয় না, সকলেই এতে সুখ পায়।

একদিন *বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী গঙ্গাস্নান করিয়া দেবতা পূজা করিতে আসেন। তাঁহাকে দেখিয়া ওর সঙ্গে আলাপাদি করিতে প্রভুর ইচ্ছা হইল। প্রভুকে দেখিয়া লক্ষ্মীর মনও বিশেষ প্রসন্ন হয়। উভয়ের অন্তরেই পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির উদয় হইল যদিও উহা বাল্যভাবে আচ্ছন্ন।

পরস্পর দর্শনে যে উভয়ের অন্তরেই উল্লাস হইয়াছে, তাহা দেব-পূজার ব্যপদেশেই ব্যক্ত হইল। প্রভু বলেন—আমাকে পূজা কর, আমিই মহেশ্বর। আমাকে পূজা করিলেই বাঞ্ছিত বর পাইবে।

তখন লক্ষ্মী নিমাইর অঙ্গে পুষ্প চন্দন দিয়া মল্লিকার মালা পরাইয়া বন্দনা করিলেন। নিমাই লক্ষ্মীদেবীর পূজা পাইয়া হাসিতে হাসিতে নিম্নের শ্লোক পাঠ করিয়া (লক্ষ্মী দেবীর মনোগত) ভাব অঙ্গীকার করিলেন।

ভাগবতের শ্লোক (১০।২২।২৫)

হে সাধ্বীগণ! আমার অর্চনাই তোমাদের সঙ্কল্প। তোমরা লজ্জা বশতঃ না বলিলেও তাহা আমি জানিয়াছি। ইহা আমি অনুমোদন করি। তোমাদের সেই অভিলাষ সত্য হউক।৪।

এইভাবে লীলা করিয়া দুইজনে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। চৈতন্য-লীলা অতি গভীর। যাঁহারা অন্তরঙ্গ নহেন, তাঁহারা ইহার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিবেন না। শ্রীচৈতন্যের বালসুলভ নানা চাপল্য দেখিয়া সকলে আসিয়া শচী জগন্নাথের নিকটে প্রীতিবশতঃ নালিশ করিতেন।

* পয়ার সংখ্যা ৫৪ হইতে ৬৭

একদিন শচীদেবী পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া ধরিতে গেলে পুত্র পলাইয়া যান। গিয়া তিনি উচ্ছিষ্ট ফেলিবার গর্তে এক পরিত্যক্ত পোড়া হাঁড়ির উপরে বসিয়া রহিলেন। বিশ্বম্ভরকে এ অবস্থায় দেখিয়া শচী বলিলেন—উচ্ছিষ্ট ছুঁইয়াছ কেন? তুমি অপবিত্র হইয়াছ। যাও, গঙ্গাস্নান করিয়া আস।

ইহা শুনিয়া বিশ্বম্ভর মাতাকে ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে বলিলেন। (অর্থাৎ জগতের সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম পবিত্র, সুতরাং অপবিত্র কিছুই নাই।) মাতা এসব কথা বালকের মুখে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পুত্রকে গঙ্গাস্নান করাইয়া ঘরে আনিলেন।

কখনও বা শচী পুত্রের সঙ্গে শয়ন করিয়াছেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন—দিব্যধামবাসী দেবতাগণে বাড়ী যেন ভর্তি হইয়া গিয়াছে।

কখনও বা শচীদেবী পিতাকে ডাকিয়া আনিতে বালককে পাঠাইয়াছেন। মাতৃ আজ্ঞায় বালক চলিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে নূপুর ধ্বনি ঝন্ ঝন্ বাজিতে লাগিল। ইহাতে পিতা মাতার মন চমকিত হইয়া উঠিল।

মিশ্র বলেন—এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার। শিশুর শূন্যপদে নূপুরের ধ্বনি আসে কোথা হইতে?

শচী বলেন—আর একটি অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলাম। দিব্য দিব্য লোকে আমাদের অঙ্গন ভরিয়া যায়। তাঁহারা কি কোলাহল করেন, বুঝিতে পারি না। কাহাকে যেন স্তুতি করেন অনুমান হয়।

মিশ্র—যা কিছু হয় হউক, তাতে চিন্তা নাই, একমাত্র চাই যেন বিশ্বম্ভরের কুশল হয়।

একদিন জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া অনেক ভৎর্সনা করিয়া তাহাকে ধর্ম শিক্ষা দেন। রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া মিশ্রকে সরোষে বলিতেছেন—মিশ্র! তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই জান না। ওকে ভৎর্সনা, তাড়না কর, 'পুত্র' বলিয়া মান।

মিশ্র বলেন—নিমাই দেবতা হউক, সিদ্ধ মহাপুরুষ হউক, মুনি হউক কি আরো বড় হউক, তথাপি সে আমার তনয় মাত্র। পুত্রের লালন পালন ও শিক্ষা দান—পিতার স্বধর্ম। আমি না শিখাইলে ও ধর্মের মর্ম কোথা হইতে জানিবে?

পয়ার সংখ্যা ৬৮ হইতে ৮৩

বিপ্র উত্তর করেন—পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয়, ওর জ্ঞান যদি স্বতঃসিদ্ধ হয়, তবে ত তোমার শিক্ষা ব্যর্থ।

মিশ্র—পুত্র দেবশ্রেষ্ঠ কি স্বয়ং নারায়ণও যদি হয়, তথাপি সে পুত্র; এবং পিতার ধর্ম—তার শিক্ষা দান।

এইভাবে দুইজনে ধর্মের বিচার করেন। মিশ্র বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসে নিমগ্ন, তিনি আর কিছুই জানেন না। মিশ্রের কথা শুনিয়া দ্বিজ আনন্দিত মনে চলিয়া গেলেন। মিশ্র পরম বিস্ময়ে জাগিয়া উঠিলেন। তিনি বন্ধু বান্ধবের নিকটে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলে সকলেই বিস্মিত হইলেন।

এইভাবে গৌর চন্দ্র শিশুলীলা করেন আর দিনে দিনে পিতা মাতার আনন্দ বাড়িতে থাকে।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে মিশ্র নিমাইএর বিদ্যারম্ভ করাইলেন। অল্পদিনেই নিমাই (য-ফলা, র-ফলা প্রভৃতি) দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিয়া ফেলেন।

বাল্য লীলাসূত্রের অনুক্রম মাত্র করিলাম। বৃন্দাবন দাস (চৈতন্য ভাগবতে) ইহা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। এইজন্যই বাল্যলীলার সূত্রে সংক্ষেপে বলা হইল। বিস্তারিতভাবে বলিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস। চৈতন্য চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদি খণ্ডে বাল্যলীলা-সূত্র বর্ণন
নামক চতুর্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

—

* পয়ার সংখ্যা ৮৪ হইতে ৯৩

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের পৌগণ্ডলীলা

হরিভক্তি বিলাসে আছে (৭।১)—

যাঁহার চরণ কমলে পুষ্পার্পণ মাত্রেই কুমনা ব্যক্তিও সুমনা হইয়া যায়, সেই শ্রীচৈতন্য প্রভুকে ভজনা করি। ।১।

জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।

এক্ষণে পৌগণ্ড লীলার (১) সূত্র বলিতেছি। পৌগণ্ড বয়সে প্রভুর মুখ্যলীলা—অধ্যয়ন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া পাণিগ্রহণ পর্যন্ত পৌগণ্ডলীলা অতি সুবিস্তৃত ও মনোহর ।২।

প্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকটে ব্যাকরণ পাঠ করেন। (তিনি ছিলেন শ্রুতিধর।) শ্রবণ মাত্রেই সূত্রবৃত্তি সমূহ কণ্ঠস্থ হইয়া যাইত। অল্পকাল মধ্যেই পঞ্জী টীকা প্রভৃতিতে এমন অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন যে নূতন ছাত্র হইলেও দীর্ঘকালের পুরাতন ছাত্রদিগকে পরাজিত করিয়া ফেলিতেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে প্রভুর অধ্যয়ন লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাই এস্থলে উল্লেখ মাত্র করা হইল।

একদিন প্রভু মাতার চরণে ধরিয়া বলেন—মা, তোমার কাছে একটি দান চাই।

মাতা—তুমি যাহা চাহিবে তাহাই দিব।

প্রভু—একাদশীতে অন্ন খাইও না।

শচীদেবী—ভাল কথাই বলিয়াছ, খাইব না।

সেই হইতে শচীদেবী একাদশী করিতে লাগিলেন।

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৮

বিশ্বরূপের যৌবন উদ্গম হইলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া কন্যা চাহিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া বিশ্বরূপ গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক তীর্থ পর্যটনে চলিয়া যান। ইহাতে জগন্নাথ পুরন্দর অত্যন্ত ব্যথিত হইলে প্রভু পিতা মাতাকে আশ্বাস দিয়া বলেন— বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে ভালই হইয়াছে। পিতৃকুল মাতৃকুল উভয়কুল উদ্ধার পাইবে। আমি আছি, আমি তোমাদের দুইজনের সেবা করিব।

একদিন প্রভু প্রসাদী পান খাইয়া ভূমিতে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। পিতা মাতা আস্তে ব্যস্তে মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া সুস্থ করিলে প্রভু এক অপূর্ব কাহিনী বলেন।

প্রভু বলেন—(অজ্ঞান অবস্থায় আমার মনে হইল) বিশ্বরূপ আমাকে এখান হইতে নিয়া গিয়া বলিলেন—তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর। আমি বলিলাম—(তুমি চলিয়া গিয়াছ।) আমার পিতামাতা অনাথ। তাছাড়া আমি বালক, আমি সন্ন্যাসের কি জানি? আমি গৃহস্থ হইয়া পিতামাতার সেবা করিব। তাহাতেই লক্ষ্মীনারায়ণ তুষ্ট হইবেন।

তখন বিশ্বরূপ আমাকে এখানে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন—মাতাকে আমার কোটি কোটি নমস্কার জানাইও।

এইভাবে গৌরহরি নানা লীলা করেন। কি কারণে কোন্ লীলা করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

কিছুকাল পরে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করেন। ইহাতে মাতা ও পুত্র শোকে মুহ্যমান্ হইয়া পড়েন। বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাঁহাদিগকে অনেক প্রবোধ দেন। প্রভু শাস্ত্র বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধাদি পিতৃক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

পিতার অন্তর্ধানের কিছুকাল পরে প্রভু মনে মনে চিন্তা করেন—পিতার পরে আমিই গৃহস্থ হইয়াছি। আমাকে গৃহধর্ম পালন করিতে হইবে। কিন্তু গৃহিণী ব্যতীত গৃহধর্ম শোভা পায় না। এই ভাবিয়া তিনি বিবাহ করিতে মন স্থির করেন।

* পয়ার সংখ্যা ৯ হইতে ২৪

উদ্বাহ তত্ত্বে (৭) আছে—

কেবল গৃহকে গৃহ বলা যায় না ; গৃহিনীকেই গৃহ বলা হয়। যেহেতু, গৃহীব্যক্তি গৃহিণীর সহিতই (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই) সমস্ত পুরুষার্থ সম্ভোগ করেন।৩।

একদিন প্রভু টোল হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে বল্লভাচার্যের কন্যাকে গঙ্গাস্নানে যাওয়ার পথে দৈবক্রমে দেখিতে পান। (পূর্বলীলায় প্রভু ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ও বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং লক্ষ্মী।) হঠাৎ দর্শনে সেই পূর্বসিদ্ধভাব উভয়ের মনে উদয় হয়। ঘটনা চক্রে ঐদিনই বনমালী ঘটক শচীর নিকটে আসেন। শচীর ইঙ্গিতে ঘটক এই সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলেন এবং শচীনন্দনের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া যায়।

পৌগণ্ড লীলার সমস্ত ঘটনা বৃন্দাবন দাস (চৈতন্য ভাগবতে) বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি সূত্রাকারে ইঙ্গিতমাত্র করিলাম।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস। চৈতন্য-চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলা সূত্রবর্ণন
নামক পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

* পয়ার সংখ্যা ২৫ হইতে ৩১

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের কৈশোর লীলা

যাঁহার কৃপারূপ অমৃতের নদী বিশ্বকে সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়াও সর্বদা নীচগামিনী রূপেই প্রকাশ পাইতেছে, আমি সেই শ্রীচৈতন্য-প্রভুকে ভজনা করি ।১।

জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।

যিনি গৃহস্থাশ্রমে মূর্তিমতী লক্ষ্মীরূপিনী লক্ষ্মীপ্রিয়া কর্তৃক অর্চিত এবং দিগ্‌বিজয়ীর পরাজয়চ্ছলে বাগ্‌দেবী কর্তৃক অর্চিত, সেই কিশোর চৈতন্য দেবের জয় হউক ।২।

শ্রীচৈতন্যের কৈশোর লীলার সূত্র বলা হইতেছে। কৈশোরে মহাপ্রভু টোলের ছাত্রগণকে পড়াইতে আরম্ভ করেন। তিনি সর্বদা শত শত শিষ্যকে অধ্যাপনা করিতেন এবং তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইতেন। (তিনি সাধারণতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্র পড়াইলেও সর্বশাস্ত্রেই ছিল তাঁহার অভিজ্ঞতা।) সর্বশাস্ত্রের বিচারেই পণ্ডিতগণ হইতেন পরাজিত। কিন্তু তাঁহার সবিনয় আচরণে কেহই ব্যথা অনুভব করিতেন না। তিনি টোলের ছাত্রগণকে নিয়া গঙ্গাতীরে যাইতেন এবং সেখানে নানাভাবে জলকেলি করিতেন ও প্রকাশ করিতেন বিবিধ প্রকার ঔদ্ধত্য।

কিছুকাল পরে প্রভু যান পূর্ববঙ্গে। যেখানে যান সেখানেই প্রচার করেন নাম সংকীর্তন। তাঁহার বিদ্যার খ্যাতি শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হয় এবং শত শত ছাত্র তাঁহার কাছে আসিয়া পড়িতে থাকে। পূর্ববঙ্গে তপন মিশ্র নামে একজন বিপ্র ছিলেন, বহুশাস্ত্র পাঠ করিয়া ও বহু আলোচনা করিয়াও সাধ্যসাধন তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার চিত্তের ভ্রম দূর হয় নাই। সাধ্যের

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৯

মধ্যে ও সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি স্থির করিতে পারেন নাই তিনি। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—এক বিপ্র বলিতেছেন—ওহে তপন, তুমি যাও নিমাই পণ্ডিতের নিকটে, তিনি তোমার সাধ্যবস্তু ও সাধন পন্থা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন।

এই স্বপ্ন দেখিয়া তপন মিশ্র আসিয়া প্রভুর চরণে স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে প্রভু তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধ্যসাধন সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন ও নাম সংকীর্তন করিতে উপদেশ দেন। মিশ্রের ইচ্ছা—তিনি প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে বারাণসী যাইতে আদেশ করেন। সেখানে প্রভু গিয়া তাঁহাকে দর্শন দিবেন বলিয়া দেন। এই আদেশ পাইয়া তপন মিশ্র কাশীধামে চলিয়া যান। প্রভুর লীলা যুক্তি-তর্কের দ্বারা বুঝা—কাহারও সাধ্য নাই। নিজের সঙ্গ ত্যাগ করাইয়া প্রভু মিশ্রকে কেন কাশীতে পাঠাইলেন, ইহার রহস্য ভেদ কে করিতে পারে?

প্রভু এই ভাবে বঙ্গদেশের বহুলোকের উপকার করেন। কাহাকেও নাম সংকীর্তনের উপদেশ দিয়া ভক্ত করেন, কাহাকেও বা শাস্ত্র পড়াইয়া পণ্ডিত করেন। প্রভু যখন পূর্ববঙ্গে এইরূপে লীলা করিতেছিলেন, তখন নবদ্বীপে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী প্রভুর বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। একদিন বিরহ-সর্প লক্ষ্মীকে দংশন করে এবং তিনি পরলোকগমন করেন। প্রভু অন্তর্যামী, তিনি অন্তরে এই দুর্ঘটনা বুঝিতে পারেন এবং শচীমাতার দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া বহু-ধন জন সহ নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ দিয়া শচীমাতার দুঃখ বিমোচন করেন।

প্রভু আবার টোল স্থাপন করিয়া শিষ্যগণের সহিত বিদ্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন। কখনও কখনও বিদ্যাবলে ঔদ্ধত্যও প্রকাশ করেন।

কিছুকাল পরে (রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা) বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয়

* নবদ্বীপে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত (১) আসিলে প্রভু তাঁহাকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করেন। বৃন্দাবন দাস এই ঘটনা বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু

(১) দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—কাশ্মীরের কেশবাচার্য।

* পয়ার সংখ্যা ১০ হইতে ২৪

দিগ্বিজয়ীর বাক্যের যে সমস্ত দোষগুণের বিচার করিয়া প্রভু তাঁহাকে পরাজিত করেন, তাহা তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন নাই। যাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আপনাকে ধিক্কার দিয়াছিলেন, সেই অংশটুকু বৃন্দাবন দাসকে নমস্কার করিয়া বর্ণনা করিতেছি।

এক জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে গঙ্গাতীরে বসিয়া প্রভু শিষ্যগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতে ছিলেন। এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সেখানে আসিয়া গঙ্গার বন্দনা করিয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু বিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। দিগ্বিজয়ী মনে মনে প্রভুকে অবজ্ঞা করিয়া বলেন—তোমার নাম বুঝি নিমাই পণ্ডিত? তুমি নাকি ব্যাকরণ পড়াও? হাঁ, বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার বেশ গুণগ্রাম করে। ব্যাকরণের মধ্যে তুমি বোধ হয় কলাপ ব্যাকরণ পড়াও? আমি (আসিতে আসিতে) শুনিতে পাইলাম—তোমার শিষ্যেরা একে অন্যকে ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেছে।

প্রভু সবিনয়ে উত্তর করেন—আমি ব্যাকরণ পড়াই বলিয়া অভিমান করি মাত্র। আমার যোগ্যতা কোথায়? শিষ্যেরাও বুঝে না, আমি ঠিকমত বুঝাইতেও পারি না। কোথায় তুমি সর্বশাস্ত্রে ও কবিত্বে প্রবীণ পণ্ডিত আর কোথায় আমরা নবীন শিশু-ছাত্রের দল? তোমার কবিত্ব শুনিবার জন্য আমাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে, কৃপা করিয়া যদি গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা কর, তবে কৃতার্থ হই।

এই স্তোক বাক্যে পণ্ডিত গর্ব বোধ করেন। তিনি এক দণ্ডে (ঝড়ের ন্যায়) এক শত শ্লোকে গঙ্গার মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। শুনিয়া প্রভু তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন—মহাপণ্ডিত, তোমার সমকক্ষ কবি পৃথিবীতে আর নাই। তোমার কবিত্বপূর্ণ শ্লোকের অর্থ বুঝে কার সাধ্য? তোমার শ্লোকের অর্থ তুমিই ভালমতে জান আর জানেন দেবী সরস্বতী। তোমার উচ্চারিত শ্লোকগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটি শ্লোকের অর্থ যদি নিজ মুখে কর, তবে আমরা বড়ই সুখী হই।

দিগ্বিজয়ী কোন্ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু শত শ্লোকের মধ্যে একটি শ্লোক পড়িলেন। শ্লোকটি এই—

* পয়ার সংখ্যা ২৫ হইতে ৩৮

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ কমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুত গুণা ॥৩॥

যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণ-কমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, যিনি সুর নরগণ কর্তৃক দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় পূজিতা এবং যিনি ভবানীভর্তা মহাদেবের মস্তকে অদ্ভুত গুণশালিনী-রূপে বিরাজিতা, সেই গঙ্গাদেবীর মহিমা নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে ।৩।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে প্রভু অনুরোধ করিলে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া প্রভুকে বলিলেন—আমি ঝড়ের ন্যায় শ্লোকগুলি পড়িয়াছি, তার মধ্যে এই শ্লোকটি তুমি কিভাবে কণ্ঠস্থ করিলে ?

প্রভু বলেন—দেবতার বরে তুমি যেমন কবিবর, আমিও সেইরূপ দেবতার বরে শ্রুতিধর।

তখন দিগ্বিজয়ী বিপ্র সন্তুষ্ট হইয়া শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। প্রভু ব্যাখ্যা শুনিয়া বলেন—এখন শ্লোকের দোষগুণ কি বল।

বিপ্র—শ্লোকের দোষত নাই-ই, দোষের আভাসও নাই। বরং উহাতে উপমারূপ অলঙ্কার আছে এবং কিছু অনুপ্রাস আছে।

প্রভু—যদি রুষ্ট না হও, তবে আবার বলি—তোমার এই শ্লোকে কি কি দোষ আছে তাহা বল। দেবতার বরে তুমি অসাধারণ প্রতিভা লাভ করিয়াছ, সেই প্রতিভার বলে তুমি ঝড়ের মত শ্লোকগুলি রচনা করিয়া গিয়াছ। এখন ভালমতে বিচার করিয়া দোষগুণ নির্ণয় করিলেই শ্লোক আমরা বুঝিতে পারি।

কবি (দম্ভের সহিত) উত্তর করেন—আমি যাহা বলিলাম তাহাই বেদের সারবৎ অভ্রান্ত। (এ শ্লোকে দোষের আভাসও নাই।) তুমি ব্যাকরণ নাড়া-চাড়া কর, অলঙ্কার শাস্ত্র পড় নাই। কবিত্বের মর্ম তুমি কি বুঝিবে ?

* পয়ার সংখ্যা ৩৯ হইতে ৪৭

প্রভু—সেজন্যই ত তোমাকে দোষগুণ বিচার করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলি। আমি অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ি নাই সত্য, তবে শুনিয়াছি। তাহাতেই মনে হয় এই শ্লোকে বহু দোষ ও বহু গুণ আছে।

কবি—কোন্ গুণ ও কোন্ দোষ আছে বলত দেখি।

প্রভু—বলিতেছি, কিন্তু তুমি রুষ্ট হইও না।

এই শ্লোকে পাঁচটি দোষ ও পাঁচটি অলঙ্কার বা গুণ আছে। আমি ক্রমশঃ সব বলিতেছি, তুমি বিচার করিয়া দেখিও। দোষ পাঁচটির মধ্যে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ দুইটি, বিরুদ্ধমতি দোষ একটি, ভগ্নক্রম একটি, পুনরাত্ত একটি। যেখানে বিধেয়াংশ প্রধানরূপে বর্ণিত হয় না, তাহাকে 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' দোষ বলে। এই দোষের প্রথম উদাহরণ—

শ্লোকে 'গঙ্গার মহত্ত্ব'ই মূল অর্থাৎ প্রধান বিধেয় (বা অজ্ঞাত বস্তু), এবং 'ইদং' শব্দ দ্বারা অনুবাদ (বা জ্ঞাত বস্তুকে) বুঝাইতেছে। অতএব ইহা নিয়ম বিরুদ্ধ হইয়াছে। কারণ বাক্য রচনায় অনুবাদ (জ্ঞাত বস্তু) প্রথমে বসে তৎপরে বসে বিধেয় (অজ্ঞাত বস্তু)। কিন্তু শ্লোকে বিধেয় পূর্বে বলিয়া অনুবাদ পরে বলা হইয়াছে, সেজন্য শ্লোকের অর্থ অসঙ্গত হইয়াছে।

একাদশী তত্ত্বে উদ্ধৃত ন্যায়ের বচন—

অনুবাদ (অর্থাৎ জ্ঞাতবস্তু) না বলিয়া বিধেয় (অর্থাৎ অজ্ঞাত বস্তু) বলা উচিত নহে। কারণ যে বস্তুর আশ্রয় নির্দিষ্ট হয় নাই (অর্থাৎ যাহার তত্ত্ব জ্ঞানগম্য হয় নাই) এমন কোন বস্তু কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না।৪।

দ্বিতীয় উদাহরণ—

শ্লোকে উল্লিখিত 'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী'—এস্থলে দ্বিতীয় বিধেয়। 'দ্বিতীয়া' ও 'শ্রীলক্ষ্মী' এই দুই শব্দের সমাসে 'দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মী' শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় 'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীর তুল্য' অর্থ হইয়াছে। অতএব অর্থ খর্ব হইয়াছে। গঙ্গা লক্ষ্মীর সমান, এই অর্থ নাশ পাইয়াছে। এখানেও 'অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ' দোষ ঘটিল।

পয়ার সংখ্যা ৪৮ হইতে ৫৭

'ভবানীভর্তৃ' শব্দ তুমি আনন্দের সহিত ব্যবহার করিয়াছ। এক্ষেত্রে 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' (অর্থাৎ প্রতিকূল অর্থ উৎপাদক) দোষ ঘটিয়াছে। 'ভবানী' অর্থ মহাদেবের গৃহিণী। 'তার ভর্তা' বলিলে দ্বিতীয় ভর্তার জ্ঞান হয়। 'শিব পত্নীর ভর্তা' শুনিতে বিরুদ্ধভাব মনে জাগে। সুতরাং ইহা 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' শব্দ, শাস্ত্রমতে শুদ্ধ নয়। যদি বলি 'ব্রাহ্মণ পত্নীর ভর্তার হস্তে দেহ দান'—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পত্নীর স্বামীর হস্তে দানীয় দ্রব্য দাও।—এই বাক্য শুনিলেই ব্রাহ্মণ পত্নীর ব্রাহ্মণ ব্যতীত দ্বিতীয় ভর্তার জ্ঞান হয়। সেইরূপ 'ভবানীভর্তা' বলিতে ভব অর্থাৎ শিব ব্যতীত অন্য ভর্তার কথা মনে হয়, যদিও তাহা নয়।

'বিভবতি' ক্রিয়া দ্বারা বাক্য শেষ হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু বাক্য সমাপ্তির পরে 'অদ্ভুতগুণা' বিশেষণ প্রয়োগ করায় 'পুনরাত্ত' নামক দোষ ঘটিয়াছে।

(শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ এই) তিন পাদে অপরূপ সুন্দর অনুপ্রাস আছে কিন্তু দ্বিতীয় পাদে না থাকায় 'ভগ্নক্রম' দোষ ঘটিয়াছে।

যদিও এই শ্লোকে পাঁচটি অলঙ্কার আছে, তথাপি উপরোক্ত পাঁচটি দোষে শ্লোকের সৌন্দর্য নষ্ট হইয়াছে। সুন্দর শরীরে যদি একটি মাত্র শ্বেত কুষ্ঠের দাগ থাকে, তবে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত হইলেও যেমন সেই শরীর নিন্দিত হয়, সেইরূপ একটি শ্লোকে দশটি অলঙ্কার থাকিলেও একটি দোষেই তাহার সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

ভরত মুনি বলিয়াছেন—

অলঙ্কারে বিভূষিত সুন্দর দেহ যেমন একটিমাত্র শ্বেত কুষ্ঠের চিহ্নযুক্ত হইলেও নিন্দিত হয়, সেইরূপ রসালঙ্কার বিশিষ্ট কাব্য দোষযুক্ত হইলেও নিন্দিত হয়।৫।

তোমার শ্লোকের পাঁচটি অলঙ্কারের মধ্যে দুইটি শব্দালঙ্কার এবং তিনটি অর্থালঙ্কার।

---

* পয়ার সংখ্যা ৫৮ হইতে ৬৭

শব্দালঙ্কার দুইটির মধ্যে একটি অনুপ্রাস এবং অপরটি 'পুনরুক্তবদাভাস'। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থপাদে অনুপ্রাস এবং 'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস'। প্রথম চরণে পাঁচটি 'ত', তৃতীয় চরণে পাঁচটি 'র' এবং চতুর্থ চরণে চারিটি 'ভ' আছে। এইগুলি অনুপ্রাস শব্দালঙ্কার।

শ্রীশব্দে ও লক্ষ্মী শব্দে একই বস্তু বুঝায়। পুনরুক্তির মত মনে হয়, কিন্তু পুনরুক্তি নয়। 'শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী' অর্থে—অর্থের বিভিন্নতা বুঝায়, একার্থতা থাকে না। সুতরাং এস্থলে 'পুনরুক্তবদাভাস' শব্দালঙ্কার হইয়াছে।

'লক্ষ্মীরিব' শব্দে উপমারূপ অর্থালঙ্কার হইয়াছে। 'বিরোধাভাস' নামে আর একটি অর্থালঙ্কার আছে। 'গঙ্গাতে কমল জন্মে' বলিলে সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু 'কমলে গঙ্গার জন্ম' বলিলে অর্থ দুর্বোধ্য হয়। এখানে বিষ্ণুর পাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি বলায় অতি চমৎকার 'বিরোধালঙ্কার' হইয়াছে। ঈশ্বরের শক্তি অচিন্ত্য, তাহাতেই গঙ্গার প্রকাশ হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে বিরোধ নাই, বিরোধের আভাসমাত্র। যথা—

জলেই পদ্ম জন্মে, কোথাও পদ্ম হইতে জল জন্মে না। কিন্তু মুরারি বিষ্ণুতে তাহার বিপরীত। কারণ তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহা নদী গঙ্গার জন্ম হইয়াছে।৬।

গঙ্গার মহত্ত্ব স্থাপনই মূল শ্লোকের সাধ্য বা উদ্দেশ্য। আর বিষ্ণুপাদোৎপত্তি সেই মহত্ত্বের সাধন বা হেতু। সাধ্য ও সাধন একত্রে উল্লেখ করায় 'অনুমান' অলঙ্কার সিদ্ধ হইয়াছে।

পণ্ডিত! তোমার শ্লোকের এই পাঁচটি স্থূল দোষ ও পাঁচটি স্থূল অলঙ্কার বা গুণ। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আরো অসংখ্য দোষগুণ আছে। দেবতার প্রসাদে তুমি অসামান্য প্রতিভা লাভ করিয়াছ, তোমার প্রতিভাজাত কবিত্ব অলৌকিক। বিচারহীন কবিত্বে অবশ্য দোষ থাকিয়া যায়। বিচার করিলেই কবিত্ব সুনির্মল হয় এবং সেই দোষশূন্য কবিত্বে অলঙ্কার থাকিলে তাহা ঝলমল্ করে।

* পয়ার সংখ্যা ৬৮ হইতে ৮০

প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন। তাঁহার প্রতিভা স্তম্ভিত হইল, মুখে আর বাক্য সরে না। তিনি কিছু বলিতে চান, কিন্তু উত্তর আসে না। কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া মনে মনে ভাবেন—একটি পড়ুয়া বালক (মাত্র পঠদ্দশায় থাকিয়া) আমার বুদ্ধিলোপ করিল! তবে কি সরস্বতী আমার উপর কোপ করিলেন? বালকটি যে ব্যাখ্যা করিল, মনুষ্যের সাধ্য নাই এমন ব্যাখ্যা করে। তবে কি নিমাইর মুখে স্বয়ং সরস্বতী এই ব্যাখ্যা করিলেন?

এইরূপ চিন্তা করিয়া দিগ্বিজয়ী বলেন—নিমাই পণ্ডিত! তোমার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। তুমি অলঙ্কার শাস্ত্র পড় নাই, অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনাও তোমার নাই। তবে এসব অর্থ কি ভাবে প্রকাশ করিলে?

মহাপ্রভু পণ্ডিতের মনোগত ভাব বুঝিয়া বিশেষ কৌতুকের সহিত বলেন—আমি শাস্ত্রের ভালমন্দ বিচার জানি না। সরস্বতী যে ভাবে বলান, সেইভাবেই বলি।

ইহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীর দৃঢ় বিশ্বাস হয়—শিশু দ্বারা দেবী আমাকে পরাজিত করিলেন। আজ জপধ্যান করিয়া তাঁর চরণে নিবেদন করিব—কেন তিনি একটা শিশুর দ্বারা আমাকে এমনভাবে অপমানিত করিলেন! (সরস্বতীর বরেই আমার কবিত্ব শক্তি!) আজ দেবী সরস্বতী আমার বিচার বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া অশুদ্ধ শ্লোক রচনা করাইলেন!

দিগ্বিজয়ীর পরাজয়ে শিষ্যগণ হাসিতে লাগিলে প্রভু তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া কবিকে বলিলেন—দিগ্বিজয়ী! তুমি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, মহাকবিদের শিরোমণি। তোমার মুখেই এহেন বাক্যবাণী বাহির হইতে পারে। তোমার কবিত্ব গঙ্গাজলের ধারার ন্যায় অনর্গল ও পবিত্র। তোমার সমকক্ষ কবি আমি আর দেখি নাই। ভবভূতি, জয়দেব, কালিদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিত্ব বিচার করিলেও দোষ বাহির হইবে। এই দোষ গুণ বিচার—অল্প শক্তির পরিচায়ক। কাব্য রচনার শক্তিই যথার্থ প্রশংসার যোগ্য। আমি শিশুসুলভ চপলতা প্রযুক্ত যাহা বলিয়াছি সেজন্য অপরাধ গ্রহণ

* পয়ার সংখ্যা ৮১ হইতে ৯৭

করিও না। আমি তোমার শিষ্যের যোগ্যও নই। আজ বাড়ী যাও, কাল আবার সাক্ষাৎ হইবে, তখন তোমার মুখে শাস্ত্রবিচার শুনিব।

অতঃপর দুইজনেই স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন। কবি রাত্রিকালে সরস্বতীর আরাধনা করিয়া তাঁহার চরণে স্বীয় মনোবেদনা জ্ঞাপন করেন। দেবীর কৃপায় কবি স্বপ্নে জানিতে পারেন—প্রভু সামান্য মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাই তিনি পরদিন প্রভাতে আসিয়া প্রভুর পদে শরণ গ্রহণ করিলে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার ভববন্ধন খণ্ডন করেন। দিগ্বিজয়ী ভাগ্যবান্, তাঁহার জীবন সফল হইল। বিদ্যাবলে তিনি মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় লাভ করিলেন।

এসব লীলা বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি কেবল কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিলাম।

শ্রীচৈতন্য গোস্বামীর লীলা অমৃতধারার ন্যায় সুমধুর। ইহা শ্রবণে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় সমস্তই তৃপ্তিলাভ করে।

আমি শ্রীরূপ ও শ্রীরঘুনাথের পদে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণদাস, চৈতন্য-চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিখণ্ডে কৈশোর লীলাসূত্র বর্ণন
নামক ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

* পয়ার সংখ্যা ৯৮ হইতে ১০৫

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের যৌবনলীলা

সেই স্বেচ্ছাধীন অদ্ভুতকর্মা শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি, যাঁহার প্রসাদে যবনগণও কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হয় ।১।

জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ, জয় অদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ।

পূর্ব পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর কৈশোরলীলার সূত্র বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে যৌবনলীলার সূত্র আরম্ভ করি ।

বিদ্যা, সৌন্দর্য, সুন্দরবেশ, বিষয়-উপভোগ, নৃত্য, কীর্তন ও প্রেম-নাম-প্রদান দ্বারা গৌর প্রভু যৌবনে লীলা করেন ।২।

যৌবনের অলৌকিক ঘটনাপুঞ্জ

যৌবনের প্রারম্ভে মহাপ্রভুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন সুন্দর হয় যে তাহাই ভূষণের আকার ধারণ করে। তাহার উপর তিনি দিব্যবস্ত্র, দিব্যবেশ, মাল্য-চন্দন ব্যবহার করিতেন। বিদ্যার ঔদ্ধত্যে তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না; অধ্যাপনায় ছিলেন সকল পণ্ডিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

তাঁহার চিত্তে প্রেম প্রকাশ পাইলে (তিনি হাস্য, নৃত্য, ক্রন্দনাদি করিতেন,) ইহাকে বায়ু রোগের প্রকোপ বলিয়া মনে করা হইত। তিনি ভক্তগণ সঙ্গে বিবিধ বিলাস করিতেন।

কিছুকাল পরে তিনি গয়ায় গমন করিলে সেখানে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে মিলন হয়। তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে প্রভুর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ পায়। তিনি প্রেমে বিভোর অবস্থায় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন. এবং শচীদেবীকে প্রেমদান করিয়া অদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে মিলিত হন। আচার্য একদিন প্রভুর মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করেন। অন্য একদিন প্রভু শ্রীবাসের বাড়ীতে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া ঐশ্বর্য প্রকাশ করিলে শ্রীবাস তাঁহাকে অভিষেক করেন।

---

* পয়ার সংখ্যা ১ হইতে ৯

তৎপরে নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে আগমন করিয়া প্রভুর ষড়ভুজ মূর্তি দেখিতে পান। প্রথমে প্রভু তাঁহাকে শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ (১) বেণুধর ষড়ভুজ রূপ প্রদর্শন করেন। পরে তিনি ধারণ করেন—দুই হস্তে বেণু ও দুইহস্তে শঙ্খ-চক্র-ধারী ত্রিভঙ্গ চতুর্ভুজ মূর্তি। ক্ষণকাল পরে সেই মূর্তিও অন্তর্হিত হয় এবং প্রভু শ্যাম-অঙ্গ, পীত-বস্ত্র, বংশীবদন, দ্বিভুজ ব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপ পরিগ্রহ করেন। নিত্যানন্দ শ্রীবাসের গৃহে ব্যাসপূজা করেন এবং স্বয়ং বলরামের আবেশে মুষল ধারণ করেন। শচীদেবী নিমাই নিতাই দুই জনকে রাম কৃষ্ণ দুই ভাই রূপে দেখিতে পান।

প্রভু জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেন।

একদিন মহাপ্রভু (শ্রীবাসের গৃহে) সাত প্রহর অবিচ্ছিন্নভাবে ভাবাবেশে ছিলেন এবং ভক্তগণ তাঁহার বিশেষ অবস্থা দর্শন করেন। মুরারিগুপ্তের গৃহে প্রভুর বরাহ-আবেশ হয় এবং তাঁহার স্কন্ধে চড়িয়া অঙ্গনে নাচেন। আর একদিন দরিদ্রভক্ত শুক্লাম্বরের (ভিক্ষার ঝুলি হইতে) তণ্ডুল ভক্ষণ করেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।৩।

অর্থাৎ কলিকালে কেবল হরিনামই একমাত্র গতি, অন্য কোন গতিই নাই।৩।

কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ নামরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। নাম হইতেই সমস্ত জগৎ উদ্ধার পায়। এই শ্লোকে দৃঢ়তার জন্য 'হরের্নাম' শব্দ তিনবার প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং তিনবার প্রয়োগের পরেও জড়লোককে বুঝাইবার জন্য পুনরায় 'এব' অর্থাৎ 'ই' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নিশ্চয়তার জন্য 'কেবল' শব্দের প্রয়োগ। (অর্থাৎ হরিনামই কলির একমাত্র সাধন,) জ্ঞানযোগ, তপস্যা, যাগযজ্ঞাদি কর্ম নিবারণ করা হইতেছে। ইহা যাঁহারা মানেন না, তাঁহাদের নিস্তার নাই। এই কথা দৃঢ়তার সহিত বলার জন্য 'নাহি নাহি নাহি' অর্থাৎ 'নাস্ত্যেব' শব্দ তিনবার প্রয়োগ করা হইয়াছে।

---

(১) শার্ঙ্গ—ধনুক।

* পয়ার সংখ্যা ১০ হইতে ২২

তৃণ হইতেও নীচ হইয়া সর্বদা নাম গ্রহণ করিবে। আপনি নিরভিমানী হইয়া অন্যকে মান দিবে। বৈষ্ণব তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইবেন এবং ভর্ৎসন তাড়নেও কিছু বলিবেন না। তরুকে কাটিলেও তরু মুখে প্রতিবাদ জানায় না, শুকাইয়া মরিলেও জল যাচ্ঞা করে না। এইরূপে বৈষ্ণবও কাহারো কাছে ভিক্ষা করিবেন না। তিনি অযাচিত বৃত্তি গ্রহণ করিবেন অথবা শাক-ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিবেন। সর্বদা হরিনাম গ্রহণ করিবেন, (বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না)। যখন যাহা লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন।

পদ্যাবলীর (৩২) শ্রীমুখবর্ণিত শিক্ষা শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৪।

অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও নিজে নিরভিমান হইয়া এবং অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সর্বদা হরিনাম কীর্তন করিবে।৪।

আমি দুই বাহু উর্ধ্বে তুলিয়া (চীৎকার করিয়া) বলিতেছি—জগতের জীব! তোমরা শোন, এই শ্লোকটি হরিনামের সূত্রে গাঁথিয়া কণ্ঠে পরিধান কর। এই শ্লোকের অনুরূপ আচরণ কর, মহাপ্রভুর আজ্ঞায় অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ লাভ করিবে।

মহাপ্রভু ক্রমাগত এক বৎসর রাত্রিযোগে শ্রীবাসের অঙ্গনে হরিনাম কীর্তন করেন। তিনি কপাটের অর্গল বন্ধ করিয়া পরম আবেশে কীর্তন করিতেন, যাহাতে কীর্তন বিদ্বেষী পাষণ্ডীরা উপহাস করিতে আসিয়া অঙ্গনে প্রবেশ করিতে না পারে। তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া কীর্তন শুনিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত এবং শ্রীবাসকে দুঃখ দিবার জন্য নানা যুক্তি করিত।

গোপাল চাপালের কাহিনী

গোপাল চাপাল নামে এক দুর্মুখ বাচাল ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি কীর্তন বিরোধী পাষণ্ডদের প্রধান। ইনি একদিন রাত্রে শ্রীবাসের সদর দ্বারের

* পয়ার সংখ্যা ২৩ হইতে ৩৩

সম্মুখে কিছু জায়গা লেপাইয়া কলার পাতার উপরে জবাফুল, হরিদ্রা, সিন্দুর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল প্রভৃতি ভবানী পূজার সামগ্রী রাখেন। এবং পাশে একটি মদ্যভাণ্ড রাখিয়া বাড়ী চলিয়া যান। প্রভাতে এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শ্রীবাস স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ডাকিয়া আনেন। শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া তাঁহাদেরে বলেন—নিত্য রাত্রে আমি ভবানীপূজা করি। আপনারা ব্রাহ্মণ সজ্জন, আমার মহিমা দেখুন।

উপস্থিত শিষ্টজন মাত্রেই এই সমস্ত কোন দুর্বৃত্তের কাণ্ড বুঝিতে পারিয়া হাহাকার করিতে থাকেন। পরে 'হাড়ি' আনাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করা হয় এবং স্থানটি গোময়জলে লেপাইয়া দেওয়া হয়। তিন দিনের মধ্যেই গোপাল চাপালের অঙ্গে কুষ্ঠ রোগ দেখা দেয় ও তাহা হইতে রক্তধারা পড়িতে থাকে। সর্বাঙ্গে কুষ্ঠের ঘায়ে কীট জন্মে ও তাহারা নিরন্তর কাটিতে থাকে। অসহ্য যন্ত্রণায় গোপাল-চাপালের অন্তর নিদারুণ দুঃখে জ্বলিতে থাকে এবং তিনি গঙ্গার ধারে এক বৃক্ষতলে বসিয়া থাকেন। একদিন প্রভুকে দেখিতে পাইয়া তিনি বলেন—গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল। ভাগিনা! আমি কুষ্ঠ-ব্যাধিতে একেবারে ব্যাকুল হইয়াছি। সকলকে উদ্ধারের জন্যই তোমার অবতার, আমি বড় দুঃখী, আমাকে উদ্ধার কর বাবা!

ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তিনি ক্রোধাবেশে তর্জন করিয়া বলেন—রে পাপী, তুই ভক্তদ্বেষী, তোর উদ্ধার নাই, কোটি জন্ম তোকে কুষ্ঠের কীট দংশন করিবে। শ্রীবাস মদিরা দ্বারা ভবানী পূজা করিয়াছেন অপবাদ দিবার জন্য তুই নৈবেদ্যাদি তাহার দ্বারে সাজাইয়া রাখিয়াছিলি, কোটি জন্ম তোকে রৌরব নরকে পঁচিতে হইবে। পাষণ্ডের সংহারের জন্যই আমার এ অবতার, তোর মত পাষণ্ডের সংহার করিয়াই আমি ভক্তিধর্ম প্রচার করিব।

এই বলিয়া প্রভু গঙ্গাস্নান করিতে যান। সেই পাপী গোপাল চাপাল দুঃখ ভোগই করিতে থাকে, তাহার প্রাণ আর বাহির হয় না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া প্রভু যখন নীলাচল হইতে কুলিয়া গ্রামে আসেন, তখন সেই পাপী প্রভুর শরণ লয়। তাহার নিদারুণ অবস্থা দেখিয়া প্রভুর করুণা হয়, তিনি

* পয়ার সংখ্যা ২৪ হইতে ৫১

তাহাকে নানা হিত-উপদেশ দিয়া বলেন—শ্রীবাসের নিকটে তোমার অপরাধ হইয়াছে, তাঁর কাছে যাও, তিনি যদি প্রসন্ন হন, আর তুমি কখনও কোন ভক্তের প্রতি এরূপ আচরণ না কর, তবে তোমার পাপ বিমোচন হইবে।

তখন বিপ্র শ্রীবাসের শরণ লইলে তাঁহার কৃপায় ওর পাপ বিমোচন হয়।

প্রভুর প্রতি ব্রহ্মশাপ

আর একদিনের কথা। এক বিপ্র কীর্তন দেখিতে আসেন, কিন্তু কপাট বন্ধ দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। তখন তিনি মনো দুঃখে গৃহে ফিরিয়া যান। একদিন তিনি গঙ্গার ঘাটে প্রভুকে দেখিয়া বলেন—(নিমাই, আমি কীর্তন দেখিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি নাই।) এতে আমি নিদারুণ দুঃখ পাইয়াছি। আমার মনের ব্যথা এখনও যায় নাই। আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিব।

এই বলিয়া সেই প্রচণ্ড দুর্মুখ ব্রাহ্মণ ক্রোধে আপনার পৈতা ছিঁড়িয়া অভিসম্পাত করিলেন—তোমার সংসার-সুখ বিনাশ হউক।

অভিশাপ শুনিয়া প্রভুর চিত্তে উল্লাস হইল। প্রভুর প্রতি বিপ্রের এই অভিশাপের কথা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রবণ করেন, ব্রহ্মশাপ হইতে তাঁহার পরিত্রাণ হয়। একদা প্রভু মুকুন্দ দত্তকে দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চিত্তের গ্লানি দূর হয়। (১)

অদ্বৈতাচার্যকে প্রভু গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন, তাহাতে আচার্যের মনে বড়ই দুঃখ হয়। (প্রভুর দণ্ডলাভের জন্য) আচার্য জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রভু ক্রোধাবেশে তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করেন। শাস্তি লাভ করিয়া আচার্যের কিন্তু আনন্দ হয়। প্রভুও লজ্জিত হইয়া আচার্যের প্রতি কৃপা বর্ষণ করেন।

মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীরাম চন্দ্রের ভক্ত। তাঁহার মুখে রামের গুণগ্রাম শুনিয়া প্রভু তার ললাটে 'রামদাস' লিখিয়া দেন, অর্থাৎ তুমি এক হনুমান।

(১) চৈ, চ,—আদিলীলা ১৩৪ পৃষ্ঠা এবং চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

* পয়ার সংখ্যা ৫২ হইতে ৬৫

(খোলাবেচা দরিদ্র) শ্রীধরের লৌহপাত্রে ভক্তবৎসল প্রভু পান করেন জল। (শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময়ে) প্রভু ভক্তগণকে দান করেন অভীষ্ট বর আর (যবন) হরিদাস ঠাকুরের প্রতি করেন কৃপা। শচীমাতা আচার্যের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। প্রভু মাতার সেই অপরাধ খণ্ডন করেন।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকটে নামের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলে একটি টোলের ছাত্র বলিয়া উঠে—ইহা 'অর্থবাদ' (অর্থাৎ অতিরঞ্জিত স্তুতিবাক্য। প্রত্যুত নামে এত মাহাত্ম্য নাই।) নাম-মাহাত্ম্যকে স্তুতিবাদ বলায় প্রভুর দুঃখ হয়। প্রভু এই নামাপরাধীর মুখ দেখিতে সকলকে নিষেধ করেন। (ওর বাক্যে দেহ অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া) ভক্তগণের সহিত সবস্ত্রেই গিয়া গঙ্গাস্নান করেন এবং ভক্তির মহিমা কীর্তন করেন।

জ্ঞান কর্ম যোগ ধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ-হেতু এক প্রেমভক্তি রস॥

অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ ও যোগ মার্গের সাধনে কৃষ্ণকে বশীভূত করা যায় না। তাঁহাকে বশীভূত করার একমাত্র হেতু—প্রেম ও ভক্তি রস।

ভাগবতে (১১।১৪।২০) শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেন—

হে উদ্ধব। মদ্‌বিষয়ক দৃঢ়ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাসও সেইরূপ পারে না।৫।

মুরারি গুপ্তকে প্রভু বলেন—তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছ। একথা শুনিয়া মুরারি ভাগবতের (১০।৮১।১৪) শ্লোক পড়িতে লাগিলেন—

(শ্রীদাম বলিলেন)—কোথায় আমি দরিদ্র ও পাপী, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! আমি ব্রহ্মবন্ধু বলিয়াই তিনি আমাকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন।৬।

অলৌকিক আম্রবৃক্ষ

একদিন প্রভু ভক্তগণ সহ সংকীর্তন করিয়া ক্লান্তভাবে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে তিনি একটি আম্রবীজ অঙ্গনে রোপন করেন। তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ জন্মিয়া

* পয়ার সংখ্যা ৬৬ হইতে ৭৪

বাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ ফলে ভরিয়া যায়। ক্ষণেক পরে ফলগুলি পাকিয়া গেল। এ সব আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হন। প্রভু বৃক্ষ হইতে দুইশত আম পাড়াইলেন এবং ফলগুলি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোগে লাগাইলেন। ফলগুলির কোনটি লাল, কোনটি পীতবর্ণ,—আটি, আঁশ বা ছাল নাই। অমৃতরসে পরিপূর্ণ। একটি খাইলেই একজনের উদর পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী ফল প্রভু প্রথমে নিজে গ্রহণ করিলেন ও পরে ভক্তগণকে খাওয়াইলেন। এইভাবে সারা বৎসর প্রতিদিন ফল ধরে, বৈষ্ণবগণ গ্রহণ করেন আর প্রভুর উল্লাস হয়। শচীর নন্দন এই এক অদ্ভুত লীলা করেন। ভক্তগণই শুধু তাহা জানিতে পান, অন্য কেহ নহে। প্রতিদিন কীর্তনের পরে এইভাবে আম্র-মহোৎসব হয়।

একদিন মেঘগণ কীর্তন করিতে আসিলে ইচ্ছাময় প্রভু তাহাদিগকে বারণ করেন।

নৃসিংহ আবেশ

আর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু মহাভারতের অন্তর্গত বিষ্ণুর সহস্র নাম পড়িতে শ্রীবাসকে আদেশ করেন। এই সহস্র নামে নৃসিংহের নাম আছে। এই নাম উচ্চারিত হওয়ামাত্র প্রভু সেইভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। নৃসিংহের আবেশে প্রভু গদাহস্তে পাষণ্ডী বিনাশ করিতে নগরের দিকে ধাইয়া ছুটেন। তাঁহার মহা তেজোময় মূর্তি দেখিয়া লোক ভয়ে পথ ছাড়িয়া পলায়ন করে। লোকের ভয় দেখিয়া প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হয়। তিনি শ্রীবাসের গৃহে গিয়া গদা ফেলিয়া দেন এবং বিষণ্ণ চিত্তে শ্রীবাসকে বলেন—আমার আবেশ দেখিয়া লোকে ভয় পাইয়াছে, এতে আমার অপরাধ হইল।

শ্রীবাস বলেন—যে তোমার নাম লয় তার কোটি অপরাধ ক্ষয় হয়। তোমার কোন অপরাধ হয় নাই প্রভু। তুমি লোক উদ্ধার করিয়াছ। যে তোমাকে দেখিয়াছে, তারই সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে।

এই বলিয়া শ্রীবাস প্রভুর সেবা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে ফিরিয়া যান।

* পয়ার সংখ্যা ৭৫ হইতে ৯২

একদিন এক শিবভক্ত ডমরু বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর অঙ্গনে আসিয়া শিবের মহিমা কীর্তন করিতে থাকেন। ইহাতে প্রভুর মধ্যে মহাদেবের আবেশ হয়। তিনি শিবভক্তের কাঁধে চড়িয়া বহুক্ষণ নৃত্য করেন।

আর একদিন এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করিতে আসিয়া দেখে—প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন। দেখিয়া ভিক্ষুকও পরম উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে। অনেকক্ষণ প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিলে প্রভু প্রীত হন ও তাকে প্রেম দান করেন। ভাগ্যবান্ ভিক্ষুক প্রেমরসে ভাসিয়া যায়।

একদিন এক সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী প্রভুর গৃহে আসেন। প্রভু তাঁকে খুব সম্মান করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করেন—পূর্বজন্মে আমি কি ছিলাম গণিয়া বলত দেখি।

শুনিয়া সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী গণিতে থাকেন। প্রভুর পূর্বজন্মের কথা গণিতে গণিতে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন। তিনি দেখিতে পান—এক মহা জ্যোতির্ময় মূর্তি। সেই মূর্তিই অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়। ইনিই পরতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম ঈশ্বর। প্রভুর এই রূপ দেখিয়া সর্বজ্ঞ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়েন। কিছু বলিতে পারেন না, মৌন হইয়া রহিলেন।

প্রভু পুনর্বার প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতে লাগিলেন—পূর্বজন্মে তুমি ছিলে জগতের আশ্রয়, সর্বৈশ্বর্যময় পরিপূর্ণ ভগবান্। পূর্বজন্মে তুমি যাহা ছিলে এখনও তাহাই আছ। নিত্যানন্দ তোমার এক স্বরূপ, তাঁহার তত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়।

প্রভু হাসিয়া বলেন—তুমি কিছুই জানিতে পার নাই। পূর্বজন্মে আমি জাতিতে ছিলাম গোয়ালা। গোপ গৃহে ছিল আমার জন্ম। গাভী চরাইতাম। সেই পুণ্যেই এই জন্মে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

সর্বজ্ঞ বলিলেন—সেই রূপও আমি ধ্যানে দেখিয়াছি। কিন্তু তোমার সেই রাখাল বেশেও ঐশ্বর্য দেখিয়া একটু ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। সেই রাখাল বেশে ও এই ব্রাহ্মণ সন্তানবেশে একই রকম দেখিতেছি। তবে কখন কখন যে কিছু পার্থক্য দেখি—সে কেবল তোমার মায়ার খেলা। যাক্ তুমি যে হও সে হও,—তোমাকে নমস্কার জানাই।

প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রেমদানে কৃতার্থ করেন।

---

* পয়ার সংখ্যা ৯৩ হইতে ১০৮

বলরামের আবেশ

একদিন প্রভু বিষ্ণু মণ্ডপে বসিয়া 'মধু আন, মধু আন'—বলিয়া ডাকিতে থাকেন। তাঁহার বলরামের আবেশ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাজলের পাত্র আনিয়া সম্মুখে ধরিলেন। মধুজ্ঞানে সেই জল পান করিয়া প্রভু বিহ্বল চিত্তে নাচিতে থাকেন। সকলে তখন যমুনাকর্ষণ লীলা দেখিতে পান। বলদেবের অনুকরণে তাঁহার মদমত্ত গতি দেখিয়া চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন অনুভব করেন—ঠিক যেন বলরামই নৃত্য করিতেছেন। বনমালী আচার্য প্রভুর হাতে সোনার লাঙ্গলও দেখিতে পাইয়াছিলেন। আবেশে বিহ্বল হইয়া সকলে একত্রে নৃত্য করিতে থাকেন। এভাবে চারি প্রহর নৃত্য হয়। সন্ধ্যায় সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া যান।

কাজীর পরাভব

নবদ্বীপের নগরবাসী সকলকে প্রভু সংকীর্তন করিতে আদেশ করেন। তাহারা প্রভুর আজ্ঞায় ঘরে ঘরে কীর্তন করিয়া গাইতে লাগিলেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।

সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ করতালের বাদ্য ও উচ্চ হরিধ্বনি। হরিধ্বনি ব্যতীত অন্য শব্দ আর শোনা যায় না। নাম সংকীর্তনের উচ্চ ধ্বনিতে নদীয়ার যবন মাত্রেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে ও তাহারা কাজির নিকটে নালিশ করে। ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী স্বয়ং কীর্তনরত এক বাড়ীতে ঢুকিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং কীর্তনীয়াদেরে বলেন—এতদিন তোমাদের এসব হিন্দুয়ানী লক্ষ্য করি নাই। এখন তোমরা যে অনুক্ষণ কীর্তন চালাইতেছ, সে কোন্ বলে—আমি জানিতে চাই। এই নগরে আর কেহই সংকীর্তন করিতে পারিবে না। আজ আমি তোমাদেরে ক্ষমা করিয়া চলিয়া যাইতেছি। আর কাহাকেও কীর্তন করিতে দেখিলে তার সর্বস্ব সরকারে বাজেয়াপ্ত করিব এবং তার জাতি নষ্ট করিয়া মুসলমান করিয়া ফেলিব। এ কথা যেন মনে থাকে।

* পয়ার সংখ্যা ১০৯ হইতে ১২২

এই আদেশ জারি করিয়া কাজী চলিয়া গেলে নগরবাসী লোক শোকে মর্মাহত হইয়া মহাপ্রভুর নিকটে সমস্ত নিবেদন করে। মহাপ্রভু সকলকে সান্ত্বনা দিয়া আজ্ঞা দিলেন—যাও, তোমরা সকলে কীর্তন কর। বাধা দিলে আমি সকল যবনকে ধ্বংস করিব।

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সকলে ঘরে গিয়া সংকীর্তন করিতে থাকে। কিন্তু পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছন্দে নহে, কাজীর ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত ও চমকিত। তাহাদের অন্তরের ভয়ের কথা জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—আজ নগরে নগরে কীর্তন করিব। আজ সন্ধ্যায় সকলে সারা নবদ্বীপ নগর সুসজ্জিত কর। ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বালাও। দেখি, কোন্ কাজী আসিয়া আমাকে বারণ করে?

এই বলিয়া গৌর রায় তিনটি সম্প্রদায়ে কীর্তন লইয়া সন্ধ্যাকালে নগর পরিক্রমায় বাহির হইলেন। সম্মুখের সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়া চলেন হরিদাস। মধ্যে পরম উল্লাসে নাচেন আচার্য গোস্বামী। সর্বশেষে নাচেন স্বয়ং গৌরচন্দ্র, সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভু।

প্রভুর কৃপায় বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে এই ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

কীর্তনের দল নগর পরিক্রমা করিতে করিতে কাজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বলে ও প্রশ্রয়ে লোক তখন পাগলের মত হইয়াছে। তাহারা সেখানে গিয়া কোলাহল ও তর্জন গর্জন করিতে থাকে। কীর্তনের ধ্বনিতে কাজী ঘরে লুকাইয়া পড়েন, তর্জন গর্জনেও বাহির হন না। তখন লোক উদ্ধত হইয়া কাজীর ঘর, পুষ্পবন প্রভৃতি নষ্ট করে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ বৃন্দাবন দাস বর্ণনা করিয়াছেন।

তখন মহাপ্রভু কাজীর বাড়ীর বহির্দ্বারে বসিয়া একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কাজীর নিকটে প্রেরণ করেন। প্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কাজী দূর হইতেই মাথা নোয়াইয়া আসিলেন, প্রভুও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিয়া বসাইলেন।

প্রভু বলিলেন—আমি তোমার অভ্যাগত অতিথিরূপে আসিয়াছি, অথচ তুমি লুকাইয়া আছ। এ তোমার কোন্ ধর্ম?

* পয়ার সংখ্যা ১২৩ হইতে ১৩৯

কাজী—তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছ, তোমাকে শান্ত করিবার জন্য আমি লুকাইয়া ছিলাম। এখন তুমি শান্ত হইয়াছ, তাই আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইলাম। আজ তোমার মত অতিথি পাইয়াছি, সে আমার ভাগ্য। গ্রাম সম্পর্কে নীলাম্বর চক্রবর্তী আমার চাচা। দেহ সম্বন্ধ অপেক্ষা গ্রাম সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ। নীলাম্বর চক্রবর্তী তোমার মাতামহ, সুতরাং তুমি আমার ভাগিনেয়; ভাগিনেয়ের ক্রোধ মামা অবশ্যই সহ্য করেন, মাতুলের অপরাধও ভাগিনেয় গ্রহণ করেন না।

এইভাবে উভয়ের মধ্যে ইঙ্গিতে কথাবার্তা হয়, গূঢ় অর্থ কেহই বুঝিতে পারেন না।

প্রভু—কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য তোমার নিকটে আসিলাম।

কাজী—তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর।

প্রভু—তোমরা গোদুগ্ধ পান কর, সুতরাং গাভী তোমাদের মাতা, আর বৃষ চাষের সহায়তা করিয়া তোমাদের অন্ন জন্মায়, অতএব বৃষ তোমাদের অন্নদাতা পিতা। কিন্তু তোমরা পিতামাতাকে হত্যা করিয়া খাও,—এ তোমাদের কোন্ ধর্ম? কোন্ নীতিতে তোমরা এমন গর্হিত কর্ম কর?

কাজী—বেদ পুরাণ যেমন তোমাদের শাস্ত্র, সেইরূপ কোরাণ আমাদের ধর্ম শাস্ত্র। সেই শাস্ত্র বলে—প্রবৃত্তি মার্গ ও নিবৃত্তি মার্গ—এই দুইটি বিভিন্ন পন্থা। নিবৃত্তি মার্গে জীব মাত্র বধেরই নিষেধ আছে। প্রবৃত্তি মার্গে গোবধের বিধান আছে। শাস্ত্রের বিধান মত বধ করিলে পাপের আশঙ্কা নাই। তোমাদের বেদেও গোবধের বিধি আছে, তাই বড় বড় মুনি গোবধ করিতেন।

প্রভু বলেন—বেদ গোবধ নিষেধ করিয়াছেন, তাই হিন্দুমাত্রেই গোবধ করে না। তবে বেদে ও পুরাণে এইরূপ অনুজ্ঞা আছে—পুনর্জন্ম দিতে পারিলে প্রাণী হত্যায় আপত্তি নাই। সেজন্য মুনিগণ জরদ্গব (জরাগ্রস্ত) পশু হত্যা করিয়া বেদমন্ত্রে শীঘ্রই তাহার জীবন দান করিতেন। তখন আর জীবটি জরদ্গব থাকিত না, যুবা হইয়া উঠিত। সুতরাং তার হত্যা হইত

* পয়ার সংখ্যা ১৪০ হইতে ১৫৬

না, উপকারই হইত। কলিকালে ব্রাহ্মণের সে শক্তি নাই, সেজন্য এখন কেহ গোবধ করে না। তার প্রমাণ—

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে (১৮৫।১৮০)—

অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা সুতোৎপাদন,—কলিযুগে এই পাঁচটি বর্জন করিবে।৭।

তোমরা জীবকে বাঁচাইতে পার না, বধমাত্রই সার হয়, সুতরাং তোমাদের নরকে নিস্তার নাই। গরুর শরীরে যত লোম আছে, গোহত্যা-কারী তত সহস্র বৎসর রৌরব নরকে পঁচে। তোমাদের শাস্ত্রকর্তা ভ্রান্ত, শাস্ত্রের মর্ম না জানিয়া (প্রবৃত্তিমার্গে) গোবধের আজ্ঞা দিয়াছেন।

প্রভুর এ সমস্ত যুক্তি শুনিয়া কাজী স্তব্ধ হইলেন, তাঁহার মুখে আর বাক্য স্বরে না। প্রভুর কথার বিচার করিয়া পরাভব স্বীকার করিয়া কাজী বলেন—পণ্ডিত, তুমি যাহা বলিলে তাহাই সত্য, আমাদের শাস্ত্র আধুনিক, বিচার-সহ নহে। আমাদের শাস্ত্র কল্পিত, আমি সবই বুঝি। কিন্তু জাতির অনুরোধে আমাকে সেই শাস্ত্র মানিতে হয়। স্বভাবতঃই যবন শাস্ত্র সুদৃঢ় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

তখন মহাপ্রভু হাসিয়া কাজীকে আর একটি প্রশ্ন করেন,—মামা, তোমাকে আর একটি প্রশ্ন করি, ছলনা না করিয়া যথার্থ উত্তর দাও। তোমার নগরে সর্বদা সংকীর্তন হইতেছে, তাহাতে বাদ্য,গীত, কোলাহল, নৃত্যাদি চলিয়াছে। তুমি কাজী, হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধাচরণে তোমার অধিকার আছে, তবু যে মানা কর না, তাহার কারণ কি ?

কাজী—সকলে তোমাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকে। আমিও সেই নামেই সম্বোধন করি। গৌরহরি ! এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, তবে গোপনে।

প্রভু—এরা সব আমার অন্তরঙ্গ লোক, তুমি প্রকাশ করিয়াই বল, কোন সঙ্কোচ করিও না।

কাজী—যেদিন আমি হিন্দুর বাড়ী গিয়া মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া কীর্তন মানা করি, সেই দিন রাত্রে শয়ন কালে—নরদেহ ধারী সিংহমুখ এক মহা ভয়ঙ্কর সিংহ

* পয়ার সংখ্যা ১৫৭ হইতে ১৭২

গর্জন করিতে করিতে আমার উপর লাফাইয়া পড়ে, তার মুখে অট্ট অট্ট হাসি, দাঁতে কড়মড়ি শব্দ। আমার বক্ষে নখ দিয়া আঘাত করিয়া ঘোর গম্ভীর স্বরে বলে—তুই কীর্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়াছিস্, তোর বুক চিরিয়া ফেলিব। আমার কীর্তন বারণ করিলে তোকে নাশ করিব।

এসব কথা শুনিয়া আমি চোখ বুজিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকি। আমি অত্যন্ত ভীত দেখিয়া সিংহ সদয় হইয়া বলে—তোকে শিক্ষা দিবার জন্যই আজ তোকে পরাজিত করিলাম। সেদিন তুই বেশী উৎপাত করিস্ নাই, সেজন্য ক্ষমা করিলাম। প্রাণে মারিলাম না। পুনরায় সংকীর্তনে বাধা দিলে কিন্তু সহ্য করিব না। সবংশে তোকে হত্যা করিব।

অতঃপর সিংহ চলিয়া গেল। আমার মনে ভয়ানক ভয় হইল। আমার বুকে নখচিহ্ন এখনও রহিয়াছে—এই দেখ।

এই বলিয়া কাজী নিজ বুক দেখাইলেন। এসব শুনিয়া আর বক্ষের চিহ্ন দেখিয়া সমস্ত লোক আশ্চর্যান্বিত হইল।

কাজী বলিতে লাগিলেন—এ ঘটনা আমি কাহাকেও বলি নাই। সেদিন আমার এক পেয়াদা আসিয়া বলে—আমি কীর্তন নিষেধ করিতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ শূন্য হইতে এক অগ্নিশিখা আসিয়া আমার মুখে লাগে। আমার সব দাঁড়ি পুড়িয়া মুখে ফোস্কা উঠিয়া গিয়াছে।

যে পেয়াদা কীর্তন বারণ করিতে যায়, তারই এরূপ ঘটনা ঘটে। ইহাতে মহা ভয়ে আমি কীর্তনে বাধা না দিয়া সকলকে ঘরে বসিয়া থাকিতে বলিয়া দিয়াছি। সেইজন্যই নগরে স্বচ্ছন্দে কীর্তন হইতেছে।

নগরে কীর্তন হইতেছে শুনিয়া এক যবন আসিয়া কাজীর কাছে নিবেদন করে—নগরে হিন্দুদের ধর্মের বড় বাড়াবাড়ি হইতেছে। হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছু শুনাই যায় না।

আর এক যবন আসিয়া বলে—হিন্দুরা 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া কেবল হাসে কাঁদে নাচে গায়। ধূলায় পড়িয়া যায় গড়াগড়ি। তারা 'হরি হরি' বলিয়া করে কোলাহল। বাদসাহ এ সব কথা শুনিলে তোমাকে শাস্তি দিবেন।

কাজী বলিতে লাগিলেন—এ সব কথা শুনিয়া আমি সেই যবনকে বলিলাম

* পয়ার সংখ্যা ১৭৩ হইতে ১৮৯

হিন্দুরা হরিনাম করে ইহা তাহাদের স্বভাব। কিন্তু তুমি যবন হইয়া অনুক্ষণ হিন্দুর দেবতার নাম লও কেন ?

তখন সেই যবন উত্তর করে—আমি হিন্দুদের পরিহাস করিতাম। ওরা কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রামদাস, কেহবা হরিদাস। আর মুখে কেবল বলে—হরি হরি। হরি হরি বলিতে বলিতে না জানি কার ধন হরণ করে। সেই হইতে আমার জিহ্বা কেবল 'হরি হরি' বলে। আমার ইচ্ছা নাই, তথাপি বলে, এখন কি উপায় করি ?

আর একটি যবন বলে—আমিও এই ভাবে হিন্দুকে পরিহাস করিতাম। সেই হইতে আমার জিহ্বা কেবল কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে, বাধা মানে না। জানি না হিন্দুরা কোন মন্ত্রৌষধি জানে কি না।

এ সব শুনিয়া আমি তাদেরে চলিয়া যাইতে বলিয়া দিলাম। এমন সময় পাঁচ সাত জন পাষণ্ড হিন্দু আমার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করে। তাহারা আসিয়া বলে—নিমাই হিন্দুধর্ম নাশ করিয়া ফেলিতেছে। ও যে কীর্তন প্রবর্তন করিয়াছে, তার কথা আমরা কখনও শুনি নাই। মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি প্রভৃতির পূজায় নৃত্যগীতবাদ্যে রাত্রি জাগরণ হিন্দুধর্মের অনুকূল আচরণ। পূর্বে এ সমস্ত যথারীতি চলিত, কিন্তু নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া তার বিপরীত আচরণ করিতেছে। চীৎকার করিয়া কীর্তন করে, সঙ্গে সঙ্গে করতালি আর মৃদঙ্গ করতালের শব্দে কানে তালি লাগিয়া যায়। বোধ হয় নিমাই কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া নাচে ও গান করে, কখনও হাসে কখনও কাঁদে, কখনও ভূমিতে যায় গড়াগড়ি। সংকীর্তনের প্রভাবে নগরবাসী লোক পাগল হইতে চলিয়াছে, রাত্রে কাহারও নিদ্রা নাই, শুধু জাগরণ। এতদিন ওর নাম ছিল 'নিমাই'। এখন 'গৌরহরি' নাম প্রচার করা হইতেছে। ধর্মবিরুদ্ধ মত ও আচরণ প্রচারে হিন্দুধর্ম নষ্ট হইতে চলিয়াছে। কৃষ্ণকীর্তন নীচ জাতীয় লোকেরাই করিয়া থাকে, (এখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরাও কৃষ্ণকীর্তন করিতেছে।) এই পাপে সারা নবদ্বীপ উজাড় হইয়া যাইবে। হিন্দুশাস্ত্র মতে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র, সকলে শুনিলে মন্ত্রের বীর্যহানি হয়। কাজী! তুমি নগরের শাসন কর্তা, আমরা

* পয়ার সংখ্যা ১৯০ হইতে ২০৫

সকলেই তোমার প্রজা, তুমি নিমাইকে ডাকাইয়া কীর্তন করিতে বারণ কর।

কীর্তন বিদ্বেষী হিন্দুদের কথা শুনিয়া, আমি কীর্তন নিষেধ করিব—এই আশ্বাস দিয়া সকলকে মধুর বাক্যে বিদায় দিলাম। কিন্তু আমার মনে হইতেছে—হিন্দুর যে নারায়ণ, তিনিই তুমি।

কাজীর কথা শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে কাজীকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন—তোমার মুখে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া আমার বড়ই অদ্ভুত ঠেকিতেছে। কৃষ্ণ নামে তোমার পাপক্ষয় হইয়াছে, তুমি পরম পবিত্র হইয়াছ। হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ—তিন নামই তুমি উচ্চারণ করিয়াছ, তুমি মহাভাগ্যবান্, মহাপুণ্যবান্।

মহাপ্রভুর বাক্যে কাজীর দুই চক্ষু হইতে প্রেমবারি নির্গত হইতে থাকে। তিনি প্রভুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন—তোমার প্রসাদে আমার কুমতি ঘুচিয়াছে। এখন এই কৃপা কর যেন তোমার প্রতি আমার ভক্তি থাকে।

প্রভু—তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাই। নবদ্বীপে যেন সংকীর্তনের বিঘ্ন না ঘটে।

কাজী—আমার বংশধরদের কাছে আমার এই দিব্য থাকিবে, তাহারা যেন কখনও সংকীর্তনে বাধা না দেয়।

কাজীর এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া মহাপ্রভু হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবগণও হরিধ্বনি করিলেন।

অতঃপর প্রভু কীর্তন করিতে যাত্রা করেন, সঙ্গে সঙ্গে কাজীও উল্লাসে আসিতে থাকেন। প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া নাচিতে নাচিতে আপন ভবনে আসেন। এই ভাবে শচীর নন্দন কাজীকে কৃপা করেন। যে ব্যক্তি এই কাহিনী (শ্রদ্ধার সহিত) শ্রবণ করে, তাহার সমস্ত অপরাধ নাশ হয়।

একদিন গৌরনিতাই দুই ভাই শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তনে নৃত্য করিতে-ছিলেন। এই সময়ে শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু (গৌরনিতাইর উপস্থিতিতে) শ্রীবাসের চিত্তে কোন শোকের উদ্রেক হয় নাই। তিনি মৃত পুত্রকে সাক্ষাতে রাখিয়া বলিতে থাকেন নানা তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সেই সময়ে

পয়ার সংখ্যা ২০৬ হইতে ২২২

গৌরনিতাই দুই ভাই শ্রীবাসকে বলেন—আমরা দুই ভাইকে তোমার পুত্র বলিয়া জ্ঞান কর।

শ্রীবাসের অঙ্গনে মহাপ্রকাশের সময়ে প্রভু ভক্তগণকে বরদান করেন এবং (শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বৃন্দাবনদাসের জননী, চারিবৎসর বয়স্কা বালিকা নারায়ণী দেবী কৃষ্ণ নামে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিলে) প্রভু তাঁহাকে স্বীয় চর্বিত তাম্বুলের প্রসাদ খাইতে দিয়া সম্মানিত করেন।

একটি যবন দরজী শ্রীবাসের বস্ত্র সেলাই করিতেন। প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভগবৎরূপ প্রদর্শন করেন। দরজী 'দেখিয়াছি, দেখিয়াছি' বলিয়া প্রেমাবেশে পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবে পরিণত হন।

একদিন প্রভু ব্রজভাবের আবেশে শ্রীবাসের নিকট বাঁশী চাহিলেন। শ্রীবাস চতুরতা করিয়া বলিলেন—তোমার বাঁশী ত গোপীরা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রভু তখন বংশী চুরি-লীলার আবেশে—তারপর কি হইল—বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন।

শ্রীবাস প্রথমেই শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য বর্ণনা করেন। ইহা শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িতে থাকে। তিনি 'আরো বল, আরো বল'—বলিয়া বার বার অনুনয় করতে থাকেন। শ্রীবাসও বৃন্দাবন মাধুর্য ও রাসলীলাদির কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকেন। শারদীয় মহারাসে কি ভাবে গোপীগণ বনমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া আকৃষ্ট হন, তাঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবে বন বিহার করেন, বৃন্দাবনের বনে বনে যুগপৎ ছয় ঋতুর লীলা, মধুপান লীলা, রাসোৎসব, জলকেলি লীলা প্রভৃতি শ্রীবাস আবেগের সহিত বর্ণনা করেন। প্রভু উল্লাসে 'বোল, বোল' বলিয়া আরো অনুনয় করিতে থাকেন। সর্বশেষে শ্রীবাস রাসরসের বিলাস বর্ণনা করেন। এরূপ কথোপ-কথনে সারারাত্রি কাটিয়া প্রভাত হইয়া যায়। প্রভাতে প্রভু কৃপা করিয়া শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করেন।

একদিন প্রভু চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে কৃষ্ণ লীলা অভিনয় করেন, ইহাতে প্রভু স্বয়ং গ্রহণ করেন রুক্মিণী দেবীর ভূমিকা। রুক্মিণী সাজার পর প্রভু কখনও বা চিৎশক্তি দুর্গা, কখনও বা চিৎশক্তি লক্ষ্মীর ভাবে বিভোর হন।

পয়ার সংখ্যা ২২২ হইতে ২৩৫

অভিনয় সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া খাটে বসিয়া ভক্তগণকে তিনি প্রেমভক্তি দান করেন।

শ্রীবাস-অঙ্গনে নৃত্যকীর্তনাদির পরে একদিন এক ব্রাহ্মণী আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া বার বার প্রণাম করেন। তিনি বার বার প্রভুর চরণ-ধূলি গ্রহণ করেন। পরস্ত্রীর স্পর্শে প্রভুর মনে অত্যন্ত দুঃখ হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়া গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়েন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস শেষে তাঁহাকে ধরিয়া গঙ্গা হইতে উঠাইয়া আনেন। সে রাত্রি তিনি বিজয় আচার্যের গৃহে যাপন করেন। প্রাতঃকালে ভক্তগণ গিয়া তাঁহাকে বাড়ী নিয়া আসেন।

গোপীভাব

একদিন প্রভু গোপীভাবে বিভোর হইয়া বিষণ্ণ মনে 'গোপী, গোপী' জপ করিতে ছিলেন। এই সময়ে এক পড়ুয়া (ছাত্র) আসিয়া প্রভুকে গোপীনাম জপ করিতে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে। পড়ুয়া বলে—কৃষ্ণ নাম জপ কর না কেন? কৃষ্ণ নামই ত ধন্য। গোপী গোপী-জপ করিলে কি পুণ্য হয়?

প্রভু তখন গোপীভাবে আবিষ্ট। তিনি ভাবিলেন—পড়ুয়া নিশ্চয়ই কৃষ্ণ পক্ষের লোক। তাই তিনি কৃষ্ণের নিষ্ঠুরতার কথা বলিয়া মনের জ্বালা দূর করিতে থাকেন। পরিশেষে এক লাঠি নিয়া পড়ুয়াকে মারিতে উদ্যত হন। পড়ুয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। আর প্রভু তার পিছনে পিছনে ধাইয়া ছুটেন। পরিশেষে ভক্তগণ তাঁহাকে ধরিয়া নিজ গৃহে নিয়া আসেন।

সেই ছাত্রটি পলাইয়া ছাত্রদের সভায় গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে সহস্র ছাত্র একত্রে অধ্যয়ন করিত। সেই ব্রাহ্মণ ছাত্রটি সকলের কাছে তখন প্রভুর বৃত্তান্ত বর্ণনা করে। শুনিয়া ছাত্রের দল ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুর নিন্দা করিতে থাকে। তাহারা বলে—এই নিমাই একা সারা দেশটাকে ধর্ম ভ্রষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। সে ব্রাহ্মণকে মারিতে আসে, তার কি কোন ধর্মভয় নাই? পুনরায় যদি এরূপ করে তবে আমরা তাহাকে প্রহার করিব। সে এমন কি মানুষ, আমাদের কি করিতে পারিবে?

---

* পয়ার সংখ্যা ২৩৫ হইতে ২৪৯

সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ

প্রভুর নিন্দায় সকলের বুদ্ধিভ্রংশ হইল, সুপঠিত বিদ্যাও আর তাহারা প্রকাশ করিতে পারে না। তথাপি দাম্ভিক ছাত্রগণ নম্র হইল না। তাহারা যেখানে সেখানে পরিহাস করিয়া প্রভুর নিন্দা করিতে থাকে। সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু এদের দুর্গতির কথা ভাবিয়া তাদের অব্যাহতির কথা ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে থাকেন।—যে সমস্ত অধ্যাপক, তাঁদের শিষ্য, ধর্মী, কর্মী, তপোনিষ্ঠ, নিন্দুক ও দুর্জন—আমার নিন্দায় অপরাধী, তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া ভক্তি পথে পরিচালিত করিতে না পারিলে এদের নিস্তার নাই। আমি এবার সকলকে উদ্ধার করিতেই আসিয়াছি, কিন্তু তার বিপরীত হইল দেখিতেছি। কিসে এসব দুর্জনের হিত হয়? এরা শ্রদ্ধার সহিত আমাকে প্রণতি করিলেই ওদের পাপ ক্ষয় হইতে পারে। তখন উপদেশ করিলে ওরা ভক্তির পথ গ্রহণ করিতে পারিবে। যারা আমাকে নিন্দা করে, নমস্কার করে না, তাদেরে উদ্ধার করিতেই হইবে। অতএব আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। আমাকে সন্ন্যাসী দেখিলে সন্ন্যাসী-বুদ্ধিতে আমার নিকটে ওরা প্রণত হইবে। সেই প্রণতিতে এদের পাপক্ষয় হইবে। এভাবে হৃদয় নির্মল হইলে এদের অন্তরে ভক্তি সঞ্চার করিব। তখন এসব পাষণ্ডের নিস্তার হইবে। আর কোন উপায় নাই।

ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি বসিয়া আছেন। এমন সময়ে কেশব ভারতী নদীয়া নগরে আগমন করেন। প্রভু তাঁহাকে নমস্কার করিয়া নিমন্ত্রণ করেন। ভিক্ষা গ্রহণের (অর্থাৎ আহারের) পরে প্রভু কেশব ভারতীকে বিনীতভাবে বলেন—আপনি ঈশ্বর, সাক্ষাৎ নারায়ণ, কৃপা করিয়া আমার সংসার বন্ধন মোচন করুন।

ভারতী উত্তর করেন—তুমি ঈশ্বর, অন্তর্যামী। যাহা করাও, তাহাই করিব। আমার কোন স্বতন্ত্র মত নাই।

অতঃপর ভারতী গোস্বামী কাটোয়াতে যান এবং মহাপ্রভু সেখানে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মুকুন্দ দত্ত তাঁহার সঙ্গে গিয়া সমস্ত কার্য সমাধা করিয়া দেন।

* পয়ার সংখ্যা ২৫০ হইতে ২৬৬

আদিলীলার সূত্র এখানেই শেষ হইল। বৃন্দাবন দাস এ সমস্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তের সার সংকলন।

যশোদানন্দন শচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হইয়া, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চতুর্বিধ ভক্তভাব আস্বাদন করেন। তিনি স্বমাধুর্য ও রাধাপ্রেম-রস ভালমতে আস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আপনাকে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় কান্ত বলিয়া মনে করিতেন। গোপীভাবের নিশ্চিত লক্ষণ এই যে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি এইভাব প্রযোজ্য হয় না। গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ—

শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ। (১)
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলী বদন॥

অন্য আকারের (যেমন দ্বারকাধিপতি বা চতুর্ভুজ) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের কান্তাভাব স্ফূর্তি পায় না।

তাই ললিত মাধবে (৬।১৪) আছে—

গোপীদিগের মন নন্দনন্দন-নিষ্ঠ। তাঁহারা যে ভাব-রাজ্যে বিচরণ করেন তাহা অতি দুরূহ। তাঁহাদের মনোগত ভাবের প্রক্রিয়া কোন্ কৃতী বুঝিতে সমর্থ? কারণ নন্দনন্দনও যদি বিচিত্র শোভাযুক্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি ধারণ করিয়া প্রকটিত হন, তাহা হইলে তাঁহাতেও গোপীগণের রাগোল্লাস (অর্থাৎ প্রেমভাব) সঙ্কুচিত হয়।৮।

একদা বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতে রাসলীলা করিতেছিলেন। শ্রীরাধার সঙ্গে নিভৃত নিকুঞ্জে বিহারের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাকে সংকেত করিয়া অকস্মাৎ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হন এবং শ্রীরাধার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া

(১) শিখিপিচ্ছ গুঞ্জা বিভূষণ—যাঁহার চূড়ায় ময়ূরের পাখা ও বক্ষে গুঞ্জা অর্থাৎ কাইচের মালা শোভিত।

* পয়ার সংখ্যা ২৬৭ হইতে ২৭৫

উপস্থিত হন এবং দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠেন—ঐ দেখ ব্রজেন্দ্রনন্দন কুঞ্জের ভিতরে লুকাইয়া আছেন।

কিন্তু গোপীগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ত্রাস উপস্থিত হইল। তিনি ভয়ে লুকাইতে পারিলেন না, বিবশ হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিলেন। গোপীগণ নিকটে আসিয়া সেই রূপ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—ইনি ত আমাদের (নন্দ নন্দন) কৃষ্ণ নন, ইনি যে নারায়ণ মূর্তি।—এই বলিয়া সকলে তাঁহার কাছে নতি স্তুতি করিতে লাগিলেন—নমো দেব নারায়ণ! তুমি আমাদের উপরে প্রসন্ন হও। আমাদের প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণের সহিত মিলাইয়া দাও, আমাদের দুঃখ দূর কর।

এই বলিয়া গোপীগণ নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই সময়েই শ্রীরাধা আসিয়া উপস্থিত হন। রাধাকে দেখিয়া কৌতুক করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ সেই চতুর্ভুজ মূর্তি রক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু শ্রীরাধা উপস্থিত হওয়ামাত্র তাঁহার দুইটি বাহু অন্তর্হিত হইয়া গেল। বহু যত্ন করিয়াও কৃষ্ণ সেই বাহুদ্বয় রক্ষা করিতে পারিলেন না। শ্রীরাধার বিশুদ্ধপ্রেমের এতই অচিন্ত্য প্রভাব যে তাহা শ্রীকৃষ্ণকে স্বাভাবিক দ্বিভুজ হইতে বাধ্য করিল।

উজ্জ্বল নীলমণিতে নায়িকা ভেদ প্রকরণে (৬) আছে—

রাসলীলা আরম্ভ হওয়ার পরে (রাস মণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া) শ্রীকৃষ্ণ কোনও কুঞ্জে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময়ে মৃগনয়না গোপিকাগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলে, তিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বশতঃ আত্মগোপনের অভিপ্রায়ে স্বীয় চতুর্ভুজ রূপ সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীরাধার প্রণয় মহিমার এমনই প্রভাব যে সর্বশক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও স্বীয় চতুর্ভুজত্ব রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই।৯।

দ্বাপরে যিনি ছিলেন ব্রজেশ্বর নন্দ, নবদ্বীপে তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পিতা জগন্নাথ মিশ্র; যিনি ছিলেন ব্রজেশ্বরী যশোদা, তিনিই মাতা শচীদেবী; যিনি ছিলেন নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই এখানে শ্রীচৈতন্য গোস্বামী;

* পয়ার সংখ্যা ২৭৬ হইতে ২৮৬

যিনি ছিলেন বলদেব, তিনিই এখানে নিত্যানন্দ। সেই নিত্যানন্দে বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য—তিনটি ভাবই বিরাজিত; তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা-সহচর। তিনি নির্বিচারে প্রেমভক্তি দান করিয়া জগৎ ভাসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র সাধারণ লোকের বুদ্ধির অতীত।

অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী ভক্ত অবতার। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ করিয়া ভক্তির প্রচার করেন। তাঁহার স্বাভাবিক ভাব দুইটি—সখ্য ও দাস্য। কখনও কখনও মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহারও করিতেন।

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবে শ্রীচৈতন্যের সেবা করিতেন। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভৃতি যেরূপ রসের ভক্ত, মহাপ্রভু সেই সেই রসের ভাবেই তাঁহাদের বশীভূত ছিলেন।

দ্বাপরে যিনি ছিলেন শ্যামবর্ণ বংশীবদন, গোপবিলাসী,—নবদ্বীপে তিনিই গৌরবর্ণ—কখনও দ্বিজ, কখনও বা সন্ন্যাসী।

সেইজন্য প্রভু স্বয়ং গোপীভাব ধারণ করিয়া ব্রজেন্দ্র নন্দনকে 'প্রাণনাথ' বলিয়া সম্বোধন করেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীর (শ্রীরাধার) ভাবকান্তি গ্রহণ করিয়াছেন।—একই পাত্রে দুইটি বিরুদ্ধভাবের (অর্থাৎ বিষয় জাতীয় ও আশ্রয় জাতীয় ভাবের) (১) সমাবেশ দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হইলেও প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

এ বিষয়ে তর্ক করিয়া সংশয় করা বৃথা। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবেই এরূপ সম্ভবপর হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের লীলা—অচিন্ত্য, অদ্ভুত; তাঁহার ভাব, গুণ, ব্যবহার সবই বিচিত্র! যে দুরাচার ইহা স্বীকার করে না, সে কুম্ভীপাক নরকে পচে, তাহার নিস্তার নাই।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাব-লহরীতে আছে (৫১)—
যে সকল ভাব অচিন্ত্য, তাহাদিগকে তর্কের বিষয়ীভূত করিবে না। কারণ যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য।১০।

(১) বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়—শ্রীরাধা

* পয়ার সংখ্যা ২৮৬ হইতে ২৯৮

যিনি অদ্ভুত শ্রীচৈতন্য লীলায় বিশ্বাস করেন, তিনিই তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে সিদ্ধান্তের সার কথা বলিলাম। যিনি ইহা শ্রদ্ধার সহিত শুনেন, তাঁহার শুদ্ধভক্তি লাভ হয়।

আদিলীলার অনুবাদ বা বিষয় সূচি

কোন গ্রন্থে লিখিত বিষয়গুলি গ্রন্থশেষে অনুবাদ (অর্থাৎ সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ) করিলে, গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলি আস্বাদনের সুবিধা হয়। স্বয়ং ব্যাসদেবও শ্রীমদ্‌ভাগবতের শেষ স্কন্ধে—দ্বাদশ অধ্যায়ে—সমগ্র গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের অনুবাদ করিয়াছেন। এইজন্য আদিলীলার বিবিধ পরিচ্ছেদের বিষয় সূচি বলিতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদে—মঙ্গলাচরণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—চৈতন্যতত্ত্ব নিরূপণ। যিনি স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তিনিই শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে—শ্রীচৈতন্যের জন্মের সামান্য কারণ বর্ণন। তাহার মধ্যে বিশেষ কারণ—প্রেমদান এবং যুগ ধর্ম ও কৃষ্ণ নাম প্রেম প্রচার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে—শ্রীচৈতন্যের জন্মের মূল প্রয়োজন; অর্থাৎ স্বমাধুর্য ও প্রেমানন্দরস আস্বাদন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে—শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব নিরূপণ।—নিত্যানন্দই রোহিণীনন্দন বলরাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে—অদ্বৈততত্ত্বের বিচার।—অদ্বৈতাচার্য মহাবিষ্ণুর অবতার।

সপ্তম পরিচ্ছেদে—পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান।—পঞ্চতত্ত্ব কর্তৃক প্রেমদান।

অষ্টম পরিচ্ছেদে—চৈতন্যলীলা বর্ণনের কারণ। এক কৃষ্ণ নামের মহা মহিমা।

নবম পরিচ্ছেদে—ভক্তি কল্পবৃক্ষের বর্ণনা। শ্রীচৈতন্যমালী কর্তৃক এই বৃক্ষ রোপণ।

দশম পরিচ্ছেদে—মূল স্কন্ধের শাখাদি বর্ণনা।—সর্ব শাখা কর্তৃক ফল বিতরণ।

---

* পয়ার সংখ্যা ২৯৯ হইতে ৩১৩

একাদশ পরিচ্ছেদে—নিত্যানন্দ শাখার বিবরণ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে—অদ্বৈত স্কন্ধ শাখার বর্ণনা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে—মহাপ্রভুর জন্ম বিবরণ। কৃষ্ণনাম সহ প্রভুর জন্ম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে—বাল্যলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে—পৌগণ্ড লীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে—কৈশোর লীলার উদ্দেশ্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে—যৌবন লীলার বৈশিষ্ট্য।

আদিলীলার সতরটি পরিচ্ছেদে সতরটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত গ্রন্থের মুখবন্ধ বা ভূমিকা। পরবর্তী পাঁচ পরিচ্ছেদে পঞ্চরসের চরিত কথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের আজ্ঞায় এই সমস্ত বিষয় চৈতন্যভাগবতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যলীলা অদ্ভূত ও অনন্ত। ব্রহ্মা, শিব ও সহস্র-বদন অনন্ত-দেবও ইহা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না। যিনি এই অদ্ভুত ও অনন্ত লীলার যে অংশ বিবৃত করেন বা শুনেন, তিনিই ধন্য। তিনি অচিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণ লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস-গদাধরাদি ভক্তবৃন্দ, বৃন্দাবনের অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সকলের চরণে নতি জানাই। শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীজীব—এঁদের চরণ বন্দনা করি, এঁদের চরণেই আমার আশা। এঁদের চরণে নিত্য আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী আমি কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরিতামৃত সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিখণ্ডে
যৌবনলীলা সূত্র বর্ণনা নামক
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

আদিলীলা সমাপ্ত

---

* পয়ার সংখ্যা ২১৪ হইতে ৩২৬

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদিলীলা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুরুবন্দনা ও মঙ্গলাচরণ

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥ ১ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩ ॥

বিদগ্ধমাধবে (১।২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ,
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥
সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী, গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে, পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং, তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ, শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেবস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥
যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী, যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতুস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০ ॥
যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং, পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্তস্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥
মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ১৪ ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫ ॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ, শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ, প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ১৭ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এ তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ। এ তিনের চরণ বন্দো তিন মোর নাথ ॥২
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ। গুরু বৈষ্ণব ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥ ৩
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ৪

সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার। বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ॥ ৫
প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার। সামান্য বিশেষরূপে দুই ত প্রকার ॥ ৬
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ। যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥ ৭
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥ ৮
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার কারণ। পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল প্রয়োজন ॥ ৯
এই ছয় শ্লোকে কহি চৈতন্যের তত্ত্ব। আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥ ১০
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈততত্ত্বাখ্যান। আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥ ১১
এই চৌদ্দ শ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ। তহি মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ ॥ ১২
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার। এই সব শ্লোকের করি অর্থবিচার ॥ ১৩
সকল বৈষ্ণব শুন করি একমন। চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্র মত নিরূপণ ॥ ১৪
কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥ ১৫
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণবন্দন। প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥ ১৬

তথাহি— বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁ সবার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥ ১৭
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ১৮
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার। ইঁহা সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥ ১৯
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান। তাঁ সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥ ২০
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর অংশ অবতার। তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥ ২১
নিত্যানন্দরায় প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ। তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥ ২২
গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি। তাঁ সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥ ২৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥ ২৪
সাবরণ মহাপ্রভুকে করি নমস্কার। এই ছয় তেঁহো যৈছে করি সে বিচার ॥ ২৫
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥ ২৬
গুরু, কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ ২৭

তথাহি শ্রীভাগবতে (১১।১৭।২৭)—
আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ১৮ ॥

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্য্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ ॥ ২৮

তত্রৈব (১১।২৯।৬)

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ, ব্রহ্মায়ুষাঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৯ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ২০ ॥

যথা ব্রহ্মণে ভগবান্ স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৯।৩০-৩৫)

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্ বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ২১ ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২২ ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৩ ॥
ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ২৪ ॥
যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ২৫ ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ২৬ ॥

তথা শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথমশ্লোকে—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে,
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু,
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ২৭ ॥

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে। শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে ॥ ২৯ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৬।২৬)—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৮ ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৫।২৪)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো, ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি, শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ২৯ ॥

ঈশ্বর স্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥ ৩০ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৮)—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৩০ ॥

তত্রৈব (১।১৩।১০)—

ভবদ্‌বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ৩১ ॥

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার। পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর ॥৩১
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার। অংশ-অবতার আর গুণ-অবতার ॥৩২
শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত। অংশ-অবতার পুরুষ মৎস্যাদিক যত ॥৩৩
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, তিন গুণাবতারে গণি। শক্ত্যাবেশ সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥৩৪
দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ। একে ত প্রকাশ হয় আরে ত বিলাস ॥৩৫
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ। আকারে হো ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥৩৬
মহিষী-বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য 'প্রকাশ' ॥৩৭

তত্রৈব (১০।৬৯।২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৩২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩)—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্ ॥ ৩৩ ॥

তথা হি লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে (১।২১)—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥ ৩৪ ॥

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন। অনেক প্রকাশ হয় 'বিলাস' তার নাম ॥৩৮

তত্রৈব তদেকাত্মরূপকথনে (১।১৫)—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।

প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥ ৩৫ ॥

যৈছে বলদেব, পরব্যোম নারায়ণ। যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥৩৯

ঈশ্বরের শক্তি হয় এ তিন প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥৪০

ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান। ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্ ॥৪১

স্বয়ং রূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ, তার সম। ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥৪২

ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন। এ সবার বন্দন সর্ব্বশুভের কারণ ॥৪৩

প্রথম শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ। দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥৪৪

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।

গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ৩৬ ॥

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম। কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম ॥৪৫

সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়। গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিলা উদয় ॥৪৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ। যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ ॥৪৭

সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার। বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥৪৮

এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান। তমোনাশ করি কৈল বস্তুতত্ত্ব দান ॥৪৯

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥৫০

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান। যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥৫১

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ,

সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণৈঃ—

"প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ" ইতি ॥ ৩৮ ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহো এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম ॥৫২

যাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ। তমো নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥৫৩

তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ। নামসংকীর্ত্তন সব আনন্দস্বরূপ ॥৫৪

সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে। বহির্বস্তু ঘটপট আদি সে প্রকাশে ॥৫৫

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার। দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥৫৬

এক ভাগবত হয় ভাগবতশাস্ত্র।　আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র ॥৫৭
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।　তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥৫৮
এক অদ্ভুত সমকালে সমান প্রকাশ।　আর অদ্ভুত চিত্ত-গুহার তমঃ করে নাশ ॥৫৯
এই দুই চন্দ্র সূর্য্য পরম সদয়।　জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয় ॥৬০
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।　যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥৬১
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।　তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥৬২
বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ বিস্তারের ডরে।　বিস্তারি না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥৬৩
উক্তঞ্চ—　　　মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতেতি ॥ ৩৯ ॥
শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদিদোষ।　কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে　পাইবে সন্তোষ ॥৬৪
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতমহত্ত্ব।　তার ভক্ত ভক্তি-নাম প্রেম-রসতত্ত্ব ॥৬৫
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।　শুনিলে জানিবে সব বস্তু-তত্ত্বসার ॥৬৬
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।　চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৬৭
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদিবন্দনং মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যতত্ত্ব

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহ-ব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥ ১ ॥
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা,
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিলাসাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥ ২ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।　জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।　বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥২

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, অনুবাদ তিন।　অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ, তিন বিধেয় চিহ্ন ॥৩

অনুবাদ কহি পাছে বিধেয়-স্থাপন। সেই অর্থ কহি শুন শাস্ত্র-বিবরণ ॥৪
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥৫
'নন্দসুত' বলি যাঁরে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি ॥৬
প্রকাশ-বিশেষে তেঁহো ধরে তিন নাম। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর পূর্ণ ভগবান্ ॥৭

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৪ ॥

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল। উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥৮
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ ॥৯

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪০)—

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং. গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ৫ ॥

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি। সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥১০
সে গোবিন্দ ভজি আমি তেঁহো মোর পতি। তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি-শক্তি ॥১১

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৬।৪৭)—

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ ৬ ॥

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়। সেই গোবিন্দের অংশবিভূতি যে হয় ॥১২
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে। তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥১৩

শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (১০।৪২)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৪২)—

তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং, সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥ ৮ ॥

সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥ ১৪
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥ ১৫
বেদ ভাগবত উপনিষদ আগম। 'পূর্ণ তত্ত্ব' যাঁরে কহে নাহি যাঁর সম ॥ ১৬
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন। সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥ ১৭
জ্ঞান-যোগমার্গে তাঁরে ভজে যেই সব। ব্রহ্ম আত্মারূপে তাঁরে করে অনুভব ॥ ১৮
উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা। অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত উপমা ॥ ১৯

সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ। একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার বিভেদ ॥ ২০
ইহোঁ ত দ্বিভুজ, তিঁহো ধরে চারি হাত। ইহোঁ বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥ ২১

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোক সাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৯ ॥

শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা করি অপরাধ। অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥ ২২
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়। তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয় ॥ ২৩
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ। অপরাধ ক্ষম মোরে করহ প্রসাদ ॥ ২৪
কৃষ্ণ কহেন,ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ। আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥ ২৫
ব্রহ্মা বলেন, তুমি কি না হও নারায়ণ? তুমি নারারণ, শুন তাহার কারণ ॥ ২৬
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্ট্যে যত জীব রূপ। তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥ ২৭
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়। জীবের নিদান তুমি—তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥ ২৮
'নার'-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়। 'অয়ন'-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥ ২৯
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ। এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥ ৩০
জীবের ঈশ্বর পুরুষাদি অবতার। তাহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥ ৩১
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা। তোমার শক্তিতে তারা জগৎ-রক্ষিতা ॥ ৩২
নারের অয়ন যাতে করহ পালন। অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৩
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৪
ইথে যত জীব, তার ত্রৈকালিক কর্ম্ম। তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম ॥ ৩৫
তোমার দর্শনে সর্ব্বজগতের স্থিতি। তুমি না দেখিলে কারো নাহি স্থিতি গতি ॥ ৩৬
নারের অয়ন যাতে কর দরশন। তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৩৭
কৃষ্ণ কহেন ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন। জীবহৃদি জলে বৈসে, সেই নারায়ণ ॥ ৩৮
ব্রহ্মা কহে জলে জীবে যেই নারায়ণ। সে সব তোমার অংশ, এ সত্য বচন ॥ ৩৯
কারণাব্ধি গর্ভোদক ক্ষীরোদকশায়ী। মায়া দ্বারে সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী ॥ ৪০
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্যামী। ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের আত্মা যে পুরুষ নামী ॥ ৪১
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী। ব্যষ্টিজীব অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥ ৪২
এ সভার দর্শনেতে আছে মায়াগন্ধ। তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥ ৪৩

তথাহি (ভাঃ ১১।১৫।১৬) স্বামিটীকায়াম্—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যত্ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥ ১০ ॥

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার। তথাপি তৎস্পর্শ নাহি সবে মায়াপার ॥ ৪৪

তথাহি (ভাঃ ১।১১।৩৯)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১১ ॥

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়। তুমি মূল নারায়ণ, ইথে কি সংশয় ॥ ৪৫

সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারায়ণ। তেঁহ তোমার বিলাস, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৪৬

অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম-নারায়ণ। তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ত্ব বিবরণ ॥ ৪৭

এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবতসার। পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥ ৪৮

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ কৃষ্ণের বিহার। এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর ॥ ৪৯

অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার। তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য আকার ॥ ৫০

এই মতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ। তাহারে নির্জিতে ভাগবতপদ্য দক্ষ ॥ ৫১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ১২ ॥

শুন ভাই! এই শ্লোক করহ বিচার। এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥ ৫২

অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ তিন তাঁর রূপ ॥ ৫৩

এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন। আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥ ৫৪

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৩ ॥

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ। তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥ ৫৫

তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়। যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥ ৫৬

অবতার সব পুরুষের কলা অংশ। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব-অবতংস ॥ ৫৭

পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভালত ব্যাখ্যান। পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৫৮

তিঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার। এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার? ॥ ৫৯

তারে কহে, কেন কর কুতর্কানুমান? শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥ ৬০

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতন্যায়ঃ—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।

ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়। আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয় ॥৬১

িধেয়' কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। 'অনুবাদ' কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥৬২
যছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। বিপ্র অনুবাদ, ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥৬৩
বপ্রত্ব বিখ্যাত, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত। অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥৬৪
তছে ইহাঁ অবতার সব হৈল জ্ঞাত। কার অবতার? এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥৬৫
এতে' শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ। 'পুরুষের অংশ' পাছে বিধেয় সংবাদ ॥৬৬
তছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হৈল জ্ঞাত। তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥৬৭
াতএব 'কৃষ্ণ' শব্দে আগে অনুবাদ। 'স্বয়ং ভগবত্ত্ব' পিছে বিধেয় সংবাদ ॥৬৮
ৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য। 'স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য ॥৬৯
ষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ। তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥৭০
ারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্। তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥৭১
ম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥৭২
ারুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ। তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ॥৭৩
ার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা। 'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥৭৪
াপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন। মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥৭৫
তছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ। আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা খণ্ডন ॥৭৬

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।১০।১-২)—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥ ১৫ ॥

াশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ। এ নবের উৎপত্তি হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥৭৭
ষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ববিশ্বের বিশ্রাম ॥৭৮

তথা ভাবার্থদীপিকায়াম্ (১০।১।১)—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥ ১৬ ॥

ষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান। যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥৭৯
ষ্ণের স্বরূপে হয় ষড়্‌বিধ বিলাস। প্রভাব বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥৮০
ংশ শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার। বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার ॥৮১
কশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী। ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি ॥৮২
ই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ। অনন্ত রূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥৮৩

চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম। তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥৮৪
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ। তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥৮৫
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত। মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত ॥৮৬
এই ত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি। সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সব স্থিতি ॥৮৭
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়। সেই পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥৮৮
'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ' কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়। 'পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ', সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥৮৯

ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৭ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে। তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥৯০
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার। আপনি চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥৯১
অতএব চৈতন্য গোসাঞি পরতত্ত্বসীমা। তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি,কি তাঁর মহিমা ॥৯২
সেহো ত ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী। সকল সম্ভবে তাঁতে যাতে অবতারী ॥৯৩
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি। কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি ॥৯৪
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহো নর-নারায়ণ। কেহো কহে কৃষ্ণ হয়ে সাক্ষাৎ বামন ॥৯৫
কেহো কহে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার। অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥৯৬
কেহো কহে পরব্যোম-নারায়ণ করি। সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥৯৭
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন। এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন ॥৯৮
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥৯৯
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে। চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমাজ্ঞান হৈতে ॥১০০
চৈতন্য-প্রভুর মহিমা কহিবার তরে। কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥১০১
চৈতন্য গোসাঞির এই তত্ত্বনিরূপণ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১০২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০৩

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশ
মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং
নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য অবতারের সামান্য কারণ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ। চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥২

বিদগ্ধমাধবে (১।২)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ। সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥৩
ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো একবার। অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥৪
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি। সেই চারিযুগে 'দিব্য এক যুগ'মানি ॥৫
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর। চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥৬
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর। সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর ॥৭
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥৮
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার, চারি রস। চারিভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥৯
দাস সখা পিতা মাতা কান্তাগণ লঞা। ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১০
যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান। অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান ॥ ১১
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥ ১২
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজ ভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ১৩
ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৪
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা ॥ ১৫
সার্ষ্টি, সারূপ্য আর সামীপ্য, সালোক্য। সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য ॥ ১৬
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সঙ্কীর্ত্তন। চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন ॥ ১৭
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সবারে ॥ ১৮
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥ ১৯

তথাহি গীতায়াম্ (৪।৮)—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২ ॥

তত্রৈব (৩।২৪)—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।২।৪)—

যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥২০

লঘুভাগবতামৃতে, পূর্ব্ব খণ্ডে (৫।৩৭)

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ ৫ ॥

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে ॥২১
এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥২২
চৈতন্য-সিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রাব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥২৩
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে। কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে ॥২৪
প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম। ভক্তিরসে ভরিল ধরিল ভূতগ্রাম ॥২৫
'ডুভৃঞ' ধাতুর অর্থ পোষণ ধারণ। পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥২৬
শেষ লীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥২৭
তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়। কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥২৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১৩)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ৬ ॥

শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি। সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥২৯
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ। এই সব শাস্ত্রাগমপুরাণের মর্ম্ম ॥৩০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥

কলিকালে যুগধর্ম্ম নামের প্রচার। তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥৩১
তপ্তহেম সম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর। নবমেঘ জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গম্ভীর ॥৩২
দৈর্ঘ্যে বিস্তারে যেই আপনার হাতে। চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাতে ॥৩৩
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তার নাম। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥৩৪

আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন। তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন ॥৩৫
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ। ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥৩৬
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন ভূষণ। নৃত্যকালে পরি করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥৩৭
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন। সহস্রনামে কৈল তাঁর নামের গণন ॥৩৮
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ। দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥৩৯

মহাভারতে দানধর্ম্মে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে (১২৭।৭৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৮ ॥

ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার। কলিযুগে ধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন সার ॥৪০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩১-৩২)—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি যথা শৃণু ॥ ৯ ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ১০ ॥

শুন ভাই এই সব চৈতন্য-মহিমা। এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥৪১
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে। অথবা কৃষ্ণকে তেহোঁ বর্ণে নিজে সুখে ॥৪২
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত প্রমাণ। কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥৪৩
কেহ তাঁরে বলে যদি 'কৃষ্ণবরণ'। আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥৪৪
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ। অকৃষ্ণবরণে কহে পীত-বরণ ॥৪৫

স্তবমালায়াম্ (২।১)—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১১ ॥

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি। যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥৪৬
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে। অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥ ৪৭
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম। তাহার 'কল্মষ' নাম সেই মহাতম ॥ ৪৮
বাহু তুলি 'হরি' বলি প্রেমদৃষ্টে চায়। করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥ ৪৯

স্তবমালায়াম্ (২।৮)—

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো,
গিরাস্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১২ ॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন। তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥ ৫০
অন্য অবতারে সব সৈন্য শস্ত্র সঙ্গে। চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥ ৫১
অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য সাধন ॥ ৫২ 'অঙ্গ' শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥ ৫৩
'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ। অঙ্গের অবযব 'উপাঙ্গ' ব্যাখ্যান ॥ ৫৪

তথা হি ভাগবতে (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৩ ॥

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ। সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥ ৫৫
'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে সেহো সত্য হয়। মায়া-কার্য্য নহে সব চিদানন্দময় ॥ ৫৬
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ। অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে 'উপাঙ্গ' ॥ ৫৭
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে। সেই সব অস্ত্র হয পাষণ্ড দলিতে ॥ ৫৮
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর। অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা। দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া ॥ ৬০
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়। আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডী পলায় ॥ ৬১
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য ॥ ৬২
সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার। সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥ ৬৩
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম। যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥ ৬৪
ভাগবত-সন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে। এই শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥ ৬৫

তথা হি ভাগবতসন্দর্ভে (১।২)—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ১৪ ॥

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন। কৃপা করি ব্যাস প্রতি কহিয়াছেন কথন ॥ ৬৬

তথা হি উপপুরাণে—

অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ১৫ ॥

ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ। চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ ॥ ৬৭
প্রত্যক্ষ দেখহ নানা প্রকট প্রভাব। অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥ ৬৮
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥ ৬৯

তথা হি যমুনাচার্য্যস্তোত্রে (১৫)—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ,
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ,
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥ ১৬ ॥

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে। তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥ ৭০

তথা হি তত্রৈব (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম-সমাতিশায়ি,
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং,
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥ ১৭ ॥

অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে। লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥ ৭১

তথা হি পাদ্মে—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার। কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥ ৭২
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার। প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥ ৭৩
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ। প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥ ৭৪
মাধব, ঈশ্বরপুরী, শচী, জগন্নাথ। অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥ ৭৫
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার। কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়ব্যবহার ॥ ৭৬
কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ ॥ ৭৭
লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণ-হৃদয়। বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয় ? ৭৮
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার। আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥ ৭৯
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর। কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার ॥ ৮০

শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥ ৮১
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার। তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার ॥ ৮২
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে। বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥ ৮৩

তথা হি গৌতমীয়তন্ত্র বচনম্—
শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১১।১১০)—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৯ ॥

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ। কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন ॥ ৮৪
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন। জল তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥ ৮৫
তবে আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন। এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন ॥ ৮৬
গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ ॥ ৮৭
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার। এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার ॥ ৮৮
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু ॥ ৮৯

তথাহি ভাগবতে (৩।৯।১১)—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি, তত্তদ্‌বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ২০ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার। ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥ ৯০
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে। অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥ ৯১
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯২

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে
চৈতন্যাবতার-সামান্যকারণং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য অবতারের মূল প্রয়োজন

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্টা ব্রজবিলাসিনঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ। পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥ ২
মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ। অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥ ৩

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।　প্রেম নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥ ৪
সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।　আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ ॥ ৫
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।　কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥ ৬
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভার-হরণ।　স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎ-পালন ॥ ৭
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতারকাল।　ভার-হরণকাল তাতে হইল মিশাল ॥ ৮
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।　আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥ ৯
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।　যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥ ১০
সবে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।　ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ ১১
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।　বিষ্ণু-দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে ॥ ১২
আনুষঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।　যে লাগি অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥ ১৩
প্রেমরস-নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।　রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ ১৪
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরম-করুণ।　এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ ১৫
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।　ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ১৬
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।　তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥ ১৭
আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।　তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ ১৮

তথা হি শ্রীগীতায়াম্ (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।　এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥ ১৯
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম, হীন।　সর্ব্ব ভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥ ২০

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৩ ॥

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।　অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন ॥ ২১
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।　'তুমি কোন্ বড়লোক ? তুমি আমি সম' ॥ ২২
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।　বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ ২৩
এই শুদ্ধ ভক্তি লঞা করিমু অবতার।　করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার ॥ ২৪
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।　সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥ ২৫

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ ২৬
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ। দোঁহার রূপ-গুণে দোঁহার নিত্য হরে মন ॥ ২৭
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দোঁহে করয়ে মিলন। কভু মিলে কভু না মিলে, দৈবের ঘটন ॥ ২৮
এই সব রসনির্য্যাস করিব আস্বাদ। এই দ্বারে করিব সর্ব্বভক্তেরে প্রসাদ ॥ ২৯
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্মকর্ম্ম ॥ ৩০

তথা হি শ্রীভাগবতে (১০।৩৩।৩৬)—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়। কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥ ৩১
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণ-প্রাকট্য-কারণ। অসুর-সংহার আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥ ৩২
এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥ ৩৩
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন। যুগধর্ম্মকাল হৈল সে কালে মিলন ॥ ৩৪
দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ। আপনে আস্বাদে প্রেম নামসংকীর্ত্তন ॥ ৩৫
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে। নাম-প্রেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥ ৩৬
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার। আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৭
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার। চারিভাবে চতুর্বিধ ভক্তই আধার ॥ ৩৮
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। নিজভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ আস্বাদনে ॥ ৩৯
তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি। সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥ ৪০

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (৫।২১)—

যথোত্তরমসৌ স্বাদ-বিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ৫ ॥

অতএব মধুর রস কহি তার নাম। স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান ॥ ৪১
পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ ৪২
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥ ৪৩
প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদনের কারণ ॥ ৪৪
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি। সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥ ৪৫

তথা হি স্তবমালায়াং চৈতন্যস্তবে (১।২)—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং,
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।

বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ৬ ॥

তত্রৈব দ্বিতীয়স্তবে (২।৩)--

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৭ ॥

ভাব-গ্রহণ হেতু কৈল ধর্ম্ম স্থাপন।　মূল হেতু আগে শ্লোকে করি বিবরণ ॥ ৪৬
ভাব গ্রহণের এই শুনহ প্রকার।　তাহা লাগি পঞ্চম শ্লোকের করিয়ে বিচার ॥ ৪৭
এই ত পঞ্চম শ্লোকের কহিল আভাস।　এবে করি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥ ৪৮

তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্ ॥ ৮ ॥

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।　অন্যোন্যে বিলসে, রস আস্বাদন করি ॥ ৪৯
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।　রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই ॥ ৫০
ইথি লাগি আগে করি তার বিবরণ।　যাহা হইতে হয় গৌরের মহিমা কথন ॥ ৫১
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।　স্বরূপশক্তি 'হলাদিনী' নাম যাঁহার ॥ ৫২
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।　হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥ ৫৩
সচ্চিদানন্দ-পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।　একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥ ৫৪
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী। চিদংশে সংবিৎ, যারে 'জ্ঞান' করি মানি ॥ ৫৫

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (১।১২।৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ৯ ॥

সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।　ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥ ৫৬
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।　এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥ ৫৭

তথা হি ভাগবতে (৪।৩।২৩)—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং, যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণের-ভগবত্তা জ্ঞান সংবিতের সার। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥ ৫৮
হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব' ॥ ৫৯
মহাভাবস্বরূপা-শ্রীরাধা ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণ-খনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥ ৬০

তথা হি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ (২)

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণপ্রেম ভাবিত যার চিত্তেন্দ্রিয় কায়। কৃষ্ণ নিজশক্তি রাধা-ক্রীড়ার সহায় ॥ ৬১

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৭)—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিস্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন। ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ ॥ ৬২
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥ ৬৩
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার ॥ ৬৪ শ্রীরাধিকা হইতে কান্তাগণের বিস্তার ॥ ৬৫
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥ ৬৬
লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশ-বিভূতি। বিম্ব-প্রতিবিম্বস্বরূপ মহিষীর ততি (৬৬ ক)
লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ। মহিষীগণ প্রাভব প্রকাশ স্বরূপ ॥ ৬৭
আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহ রূপ তাঁর রসের কারণ ॥ ৬৮
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥ ৬৯
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব রসভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে ॥ ৭০
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী। গোবিন্দ-সর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥ ৭১

তথা হি বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব-কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ১৩ ॥

দেবী কহি দ্যোতমানা পরমসুন্দরী। কিংবা কৃষ্ণ পূজা ক্রীড়ার বসতি-নগরী ॥ ৭২
'কৃষ্ণময়ী' কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে। যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে ॥ ৭৩
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ। তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥ ৭৪
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥ ৭৫

তথা হি শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১০।৩০।২৮)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ১৪ ॥

অতএব সর্ব্ব-পূজ্যা পরম-দেবতা। সর্ব্ব-পালিকা সর্ব্ব জগতের মাতা ॥ ৭৬
সর্ব্ব-লক্ষ্মী শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান। সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহো হয় অধিষ্ঠান ॥ ৭৭
কিংবা 'সর্ব্ব-লক্ষ্মী' কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য। তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি সর্ব্ব-শক্তিবর্য্যা ॥ ৭৮
সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে। সর্ব্ব-লক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥ ৭৯
কিংবা 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে। কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥ ৮০
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ। 'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এই অর্থ-বিবরণ ॥ ৮১
জগৎ-মোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী। অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥ ৮২
রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ ॥ ৮৩
মৃগমদ, তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ ৮৪
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥ ৮৫
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি। রাধা-ভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥ ৮৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার। এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ-পরচার ॥ ৮৭
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ। প্রথমে কহিযে এই শ্লোকের আভাস ॥ ৮৮
অবতরি প্রভু প্রচারিলা সঙ্কীর্ত্তন। এহো বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥ ৮৯
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ। রসিক শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥ ৯০
অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার। দামোদর স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ ৯১
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ। তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥ ৯২
রাধিকার ভাব মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর। সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥ ৯৩
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ উন্মাদ। ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ ॥ ৯৪
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে। সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে ॥ ৯৫
রাত্রে বিলাপ করেন স্বরূপের কণ্ঠ ধরি। আবেশে আপন ভাব কহেন উঘাড়ি ॥ ৯৬
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর। সেই গীতি-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ ৯৭
এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে। আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥ ৯৮
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম। কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতি মর্ম্ম ॥ ৯৯
বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল। পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল ॥ ১০০
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি বিলাস। বাঞ্ছা ভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস ॥ ১০১
কৈশোর-বয়স, কাম, জগৎ সকল। রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল ॥ ১০২

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩।৫৯)—

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥ ১৫ ॥

ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ (১২৪)—

বাচা সূচিত-শর্ব্বরী-রতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং,
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্‌বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ,
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥ ১৬॥

তথা হি বিদগ্ধমাধবে (৭।৫)—

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি! রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র॥ ১৭॥

এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন। যদ্যপি করিল রস-নির্য্যাস চর্ব্বণ॥ ১০৩
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ। তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন॥ ১০৪
তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান। কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান॥ ১০৫
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥ ১০৬
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥ ১০৭
রাধিকার প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট। সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥ ১০৮

তথা হি গোবিন্দলীলামৃতে (৮।৭৭)—

কস্মাদ্‌বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ,
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্‌বিদিক্ষু স্ফুরন্তী,
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ॥ ১৮॥

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ। তাহা হৈতে কোটি গুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়। রাধা-প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়॥ ১১০
রাধা-প্রেম বিভু যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি। তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই॥ ১১১
যাহা হইতে গুরু বস্তু নাহি সুনিশ্চিত। তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরববর্জ্জিত॥ ১১২
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর। তথাপি সর্ব্বদা বাম্য বক্র ব্যবহার॥ ১১৩

তথা হি দানকেলিকৌমুদ্যাম্ (২)

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং, গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিত-বক্রিমাপি শুদ্ধো, জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ॥ ১৯॥

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা 'পরম আশ্রয়'। সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥ ১১৪
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥ ১১৫
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায়॥ ১১৬

কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়। তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥ ১১৭
এত চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী। হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেমলোভ ধক্‌ধকি ॥ ১১৮
এই এক শুন আর লোভের প্রকার। স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥ ১১৯
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা। ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ ১২০
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥ ১২১
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ। তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥ ১২২
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাঢ়িতে অবকাশে। এ দর্পণের আগে নব নবরূপে ভাসে ॥ ১২৩
মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি। ক্ষণে ক্ষণে বাঢে দোঁহে কেহ নাহি হারি ॥ ১২৪
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ ১২৫
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী। আস্বাদিতে লোভ হয়, আস্বাদিতে নারি ॥ ১২৬
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়। রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥ ১২৭

তথা হি ললিতমাধবে (৮।৩২)—

অপরিকলিত-পূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী, স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ, সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল। কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল ॥ ১২৮
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করয়ে যতন ॥ ১২৯
এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে। তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তরে ॥ ১৩০
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন। অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥ ১৩১
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই। তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥ ১৩২

তথা হি শ্রীভাগবতে (১০।৩১।১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে, জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥ ২১ ॥

তথা হি ভাগবতে (১০।২৮।৩৯)—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং, যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন। যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্ ॥ ১৩৩

তথা হি শ্রীভাগবতে (১০।২১।৭)—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ, সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্ব্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনু বেণুজুষ্টং, যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ২৩ ॥

তত্রৈব (১০।২৪।১৪)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং, লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ॥ ২৪ ॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল। যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥ ১৩৪
কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ। সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥ ১৩৫
এই ত দ্বিতীয় হেতুর কৈল বিবরণ। তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥ ১৩৬
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত। স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥ ১৩৭
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহ তাঁহা হৈতে। চৈতন্য গোসাঞির তেঁহো অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥ ১৩৮
গোপীগণের প্রেম-'অধিরূঢ়ভাব' নাম। বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম ॥ ১৩৯

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে (২।১৪৩)—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ২৫ ॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ ১৪০
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা-ধরে প্রেম নাম ॥ ১৪১
কামের তাৎপর্য্য নিজসম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য হয় প্রেম ত প্রবল* ॥ ১৪২
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম। লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥ ১৪৩
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ নিজ পরিজন। স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন ॥ ১৪৪
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন। কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ ১৪৫
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ। স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ ॥ ১৪৬
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর। কাম অন্ধতম, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর ॥ ১৪৭
অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ। কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ ॥ ১৪৮

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু, ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিং স্বিৎ, কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ২৬ ॥

আত্মসুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণ-সুখ হেতু চেষ্টা মনো-ব্যবহার ॥ ১৪৯
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ। কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥ ১৫০

* পাঠান্তর—প্রেম মহাবল।

অথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২১)—

এবং মদর্থোজ্‌ঝিতলোকবেদস্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।

ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং, মাসূয়িতুমার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে। যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥ ১৫১

তথা হি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৮ ॥

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে। তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে ॥ ১৫২

তথা হি ভাগবতে (১০।৩২।২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং, স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

যা মাঽভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,

সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২৯ ॥

তবে যে দেখিযে গোপীর নিজ দেহে প্রীত। সেহো তো কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৫৩

'এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগসাধন ॥ ১৫৪

এ দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।' এই লাগি করেন দেহের মার্জ্জন ভূষণ ॥ ১৫৫

তথা হি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে (৪০)—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যা মমেতি সমুপাসতে।

তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥ ৩০ ॥

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব। বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥ ১৫৬

গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন। সুখ-বাঞ্ছা নাহি, সুখ হয কোটিগুণ ॥ ১৫৭

গোপীকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥ ১৫৮

তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ অনুরোধ। তথাপি বাড়যে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥ ১৫৯

এ বিরোধের এক এই দেখি সমাধান। গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান ॥ ১৬০

গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা। সে মাধুর্য্য বাড়ে যার নাহিক সমতা ॥ ১৬১

'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।' এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ ॥ ১৬২

গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত। কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥ ১৬৩

এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি। পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥ ১৬৪

কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপগুণে। তাঁর সুখে সুখ-বৃদ্ধি হয় গোপীগণে ॥ ১৬৫
অতএব সেই সুখে কৃষ্ণসুখ পোষে। এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কামদোষে ॥ ১৬৬

যথোক্তং শ্রীরূপগোস্বামিনা স্তবমালাযাম্ কেশবাষ্টকে (৮)—

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥ ৩১ ॥

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন। যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥১৬৭
গোপী-প্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি। মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥১৬৮
প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ। তাহাঁ নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥১৬৯
নিরুপাধি প্রেম যাহাঁ তাহাঁ এই রীতি। প্রীতি বিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥১৭০
নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ১৭১

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে
প্রীতিভক্তিলহর্য্যাম্ (২।২৪)

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং, প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে সাক্ষাদক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥ ৩২ ॥

তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে সাত্ত্বিকভাবলহর্য্যাম্ (৩।৩২)—

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥ ৩৩ ॥

আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা বিনে। স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥১৭২

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৯।১১-১৩)—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না তথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥ ৩৪ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ৩৫ ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ৩৬ ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৯।৪।৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥ ৩৭ ॥

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম। নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥১৭৩
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী। গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখা, দাসী ॥ ১৭৪

তথা হি গোপীপ্রেমামৃতে—

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥ ৩৮ ॥

গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত। প্রেমসেবা পরিপাটী ইষ্ট সমীহিত ॥ ১৭৫

আদিপুরাণে (৩৯)

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩৯ ॥

সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা রাধিকা। রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥ ১৭৬

তথা হি পদ্মপুরাণে—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৪০ ॥

তথা হি গোপীপ্রেমামৃতে—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥ ৪১ ॥

রাধা সহ ক্রীড়ারস-বৃদ্ধির কারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥১৭৭
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন। তাহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥১৭৮

তথা হি গীতগোবিন্দে (৩।১)—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্। রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ৪২ ॥

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার। যুগধর্ম্ম নাম প্রেম কৈল পরচার ॥ ১৭৯
সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ। অবতারের এই বাঞ্ছা মূল যে কারণ ॥ ১৮০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার। রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥ ১৮১
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার। আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥ ১৮২

তথা হি গীতগোবিন্দে (১।১১)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণী-শ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন। অশেষবিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥ ১৮৩

সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগধর্ম্ম। চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥ ১৮৪
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ শ্রীনিবাস। গদাধর দামোদর মুরারি হরিদাস ॥ ১৮৫
আর যত চৈতন্যকৃষ্ণের ভক্তগণ। ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥ ১৮৬
ষষ্ঠ শ্লোকের এই কহিল আভাস। মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ ॥ ১৮৭

তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৪৪ ॥

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে না জুয়ায়। না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥ ১৮৮
অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ়। বুঝিবে রসিক ভক্ত না বুঝিবে মূঢ় ॥ ১৮৯
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য নিত্যানন্দ। এ সব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ ॥ ১৯০
এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব। ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥ ১৯১
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ। তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ ॥ ১৯২
যে লাগি কহিতে ভয়, সে যদি না জানে। ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥ ১৯৩
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার। নিঃশঙ্কে কহিয়ে, সভার হউক চমৎকার ॥ ১৯৪
কৃষ্ণের বিচার এক রহয়ে অন্তরে। পূর্ণানন্দ-পূর্ণরস-রূপ কহে মোরে ॥ ১৯৫
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন। আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন ॥ ১৯৬
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥ ১৯৭
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব। একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥ ১৯৮
কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার। অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সাম্য নাহি যার ॥ ১৯৯
মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন। রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥ ২০০
মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন। রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥ ২০১
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ। মোর চিত্ত প্রাণ হরে রাধার অঙ্গগন্ধ ॥ ২০২
যদ্যপি আমার রসে জগত সরস। রাধার অধর-রস আমা করে বশ ॥ ২০৩
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল। রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥ ২০৪
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু। রাধিকার রূপ গুণ আমার জীবাতু ॥ ২০৫
এইমত অনুভব আমার প্রতীত। বিচারে দেখিয়ে যদি সব বিপরীত ॥ ২০৬
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন। আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥ ২০৭
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন। মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥ ২০৮

'কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে'। সেই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে ॥২০৯
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ। উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হঞা অন্ধ ॥২১০
তাম্বূলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে। আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন কিছুই না জানে ॥২১১
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ। শত মুখে কহি যদি, নাহি পাই অন্ত ॥২১২
লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গ-মাধুরী। তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥২১৩
দোঁহার যে সমরস ভরতমুনি মানে। আমার ব্রজের রস সেহো নাহি জানে ॥২১৪
অন্যোন্য সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই। তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই ॥২১৫

তথা হি ললিতমাধবে (৯।৯)—

নির্ধৌতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো,
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহুরুত-শ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্,
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে! মুহুর্মোদতে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীরূপগোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং,
দম্ভোদ্গীর্ণমাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥ ৪৬ ॥

তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস। আমার মোহিনী রাধা তারে করে বশ ॥২১৬
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥২১৭
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে। সে-সুখমাধুর্য্যঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে ॥২১৮
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার। প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥২১৯
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে। তাহা শিখাইল লীলা-আচরণ দ্বারে ॥২২০
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ। বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥২২১
রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥২২২
রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥২২৩
সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়। হেনকালে আইল যুগাবতারসময় ॥২২৪
সেই কালে শ্রীঅদ্বৈত করেন আরাধন। তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ ॥২২৫
পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতারি। রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি ॥২২৬
নবদ্বীপে শচীগর্ভশুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু ॥২২৭

এই ত করিল ষষ্ঠ শ্লোকের ব্যাখ্যান। স্বরূপ-গোসাঞির পাদপদ্ম করি ধ্যান ॥২২৮
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ। শ্রীরূপগোসাঞির শ্লোক প্রমাণসমর্থ ॥২২৯

তথা হি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তম্—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,
রসস্তোমাং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ৪৭ ॥

গ্রন্থকারস্য—

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণ-চৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতম্ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩০

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতারমূলপ্রয়োজনকথনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিত্যানন্দ তত্ত্ব

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
ষষ্ঠ শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা। পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-সীমা ॥ ২
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥ ৩
একই স্বরূপ দুই ভিন্নমাত্র কায়। আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণ-লীলার সহায় ॥ ৪
সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র। সেই বলরাম সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ৫

তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যানন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ২ ॥

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল সঙ্কর্ষণ। পঞ্চরূপ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৬
আপনে করেন কৃষ্ণ-লীলার সহায়। সৃষ্টিলীলা কার্য্য করে ধরি চারি কায় ॥ ৭

সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন। শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥ ৮
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ। সেই রাম চৈতন্য সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ৯
সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারি শ্লোকে। যাতে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে ॥ ১০

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়াম্—

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৩ ॥

প্রকৃতির পার পরব্যোম নামে ধাম। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্ ॥ ১১
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥ ১২
তাহার উপরিভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি। দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥ ১৩
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥ ১৪
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম। উপর্য্যধো ব্যাপি আছে নাহিক নিয়ম ॥ ১৫
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায ॥ ১৬
চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন। চর্ম্মচক্ষে দেখে তার প্রপঞ্চের সম ॥ ১৭
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ। গোপ-গোপী সঙ্গে যাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস ॥ ১৮

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।২৯)—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লতাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪ ॥

মথুরায় দ্বারকায় নিজ রূপ প্রকাশিয়া। নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥ ১৯
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ। সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ২০
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়। নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥ ২১
পরব্যোমমধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ। নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ॥ ২২
স্বরূপ বিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ। নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥ ২৩
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মহৈশ্বর্য্যময়। শ্রী ভূ লীলা শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥ ২৪
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম। তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥ ২৫
সালোক্য সামীপ্য সাষ্টি´ সারূপ্য প্রকার। চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ॥ ২৬
ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি। বৈকুণ্ঠ-বাহিরে তা সবার হয় স্থিতি ॥ ২৭

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল। কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা পরম উজ্জ্বল ॥ ২৮
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার। চিৎস্বরূপ, তাহাঁ নাহি চিচ্ছক্তিবিকার ॥ ২৯
সূর্য্যের মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ। ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥ ৩০

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৬)—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্‌ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ ॥ ৫ ॥

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস। নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥ ৩১
নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাহাঁ পায় লয় ॥ ৩২

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (১।২।১৩৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ৬ ॥

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে। দ্বারকা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ॥ ৩৩
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই, তুরীয় বিশুদ্ধ ॥ ৩৪
তাঁহা যে রামের রূপ মহাসঙ্কর্ষণ। চিচ্ছক্তি আশ্রয় তিঁহো কারণের কারণ ॥ ৩৫
চিচ্ছক্তি-বিলাস এক শুদ্ধসত্ত্ব নাম। শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ৩৬
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়। সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয় ॥ ৩৭
'জীব' নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়। মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয় ॥ ৩৮
যাহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি যাহাতে প্রলয়। সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥ ৩৯
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাদ্ভুত ঐশ্বর্য্য অপার। অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার ॥ ৪০
তুরীয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম। তেঁহো যার অংশ সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৪১
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপে বিবরণ। নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৪২

তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ,
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৭ ॥

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম। তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম ॥৪৩
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি। অনন্ত অপার তার নাহিক অবধি ॥৪৪

বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়। মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥৪৫
চিন্ময় জল সেই পরম কারণ। যার এককণা গঙ্গা পতিত পাবন ॥৪৬
সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ। আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥৪৭
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তেঁহো জগৎ-কারণ। আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ ॥৪৮
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণ-সমুদ্রে মায়া পরশিতে নারে ॥৪৯
সেই ত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি। জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি ॥৫০
জগৎ-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥৫১
কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥৫২
অতএব কৃষ্ণ মূল জগৎ কারণ। প্রকৃতি কারণ যৈছে অজা-গলস্তন ॥৫৩
মায়া অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ। সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ ॥৫৪
ঘটের নিমিত্ত হেতু যৈছে কুম্ভকার। তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার ॥৫৫
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়। ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥৫৬
দূর হইতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥৫৭
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন। মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥৫৮
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ডসন্নিবেশ। তত রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥৫৯
পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ ॥৬০
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥৬১
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে। পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥৬২

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৪৮)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮ ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১১)—

কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্‌বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ৯ ॥

অংশের অংশ যেই 'কলা' তার নাম। গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥৬৩
তাঁর এক স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ। তাঁর অংশ পুরুষ হয় কলায়ে গণন ॥৬৪

যাঁহাকে ত কলা কহি তেঁহো মহাবিষ্ণু। মহাপুরুষ অবতারী তেঁহ সর্ব্বজিষ্ণু ॥৬৫
গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম। সেই দুই যাঁর অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম ॥৬৬

লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে নবমাঙ্কে (২।৯)—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ১০ ॥

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি। মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারের তেঁহো অবতারী ॥ ৬৭

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১১ ॥

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা। নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা ॥ ৬৮
সৃষ্ট্যাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান। সেই ত অংশের কহি 'অবতার' নাম ॥ ৬৯
আদ্য অবতার মহাপুরুষ ভগবান্। সর্ব্ব-অবতার-বীজ সর্ব্বাশ্রয় ধাম ॥ ৭০

শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৬।৪২)—

আদ্যেঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ১২ ॥

তত্রৈব (১।৩।১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ ১৩ ॥

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেঁহো তাঁহাতে সংসার। অন্তরাত্মারূপে তাঁর জগৎ আধার ॥ ৭১
প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ। তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শ-গন্ধ ॥ ৭২

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১১।৩৯)

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১৪ ॥

এইমত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়। সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥ ৭৩
আমিত জগতে বসি জগত আমাতে। না আমি জগতে বসি না আমায় জগতে ॥ ৭৪
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার। এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥ ৭৫

সেই ত পুরুষ যাঁর 'অংশ' ধরে নাম। চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ রাম ॥ ৭৬
এই ত নবম শ্লোকের অর্থ-বিবরণ। দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৭৭

তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৫ ॥

সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া। সেই অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা ॥ ৭৮
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার। রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার ॥ ৭৯
নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন। সেই জলে কৈল অর্দ্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥ ৮০
ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। আয়াম বিস্তার হয়ে দুই এক সম ॥ ৮১
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজবাস। আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ ॥ ৮২
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম। শেষ শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥ ৮৩
অনন্তশয্যাতে তাহাঁ করিল শয়ন। সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥ ৮৪
সহস্র নয়ন হস্ত, সহস্র চরণ। সর্ব্ব-অবতার-বীজ জগৎ-কারণ ॥ ৮৫
তাঁর নাভিপদ্ম হইতে উঠিল এক পদ্ম। সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম ॥ ৮৬
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন। তেঁহো ব্রহ্মা হৈঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥ ৮৭
বিষ্ণুরূপ হৈঞা করে জগত পালনে। গুণাতীত বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া-গুণে ॥ ৮৮
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ সংহার। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥ ৮৯
হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্য্যামী জগৎ-কারণ। যাঁর অংশ করি করে বিরাট কল্পন ॥ ৯০
হেন নারায়ণ যাঁর অংশেরও অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস ॥৯১
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ। একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥ ৯২

তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৬ ॥

নারায়ণের নাভিনালমধ্যে ত ধরণী। ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥ ৯৩
তাহাঁ ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপ নাম। পালয়িতা বিষ্ণু তাঁর সেই নিজ ধাম ॥ ৯৪
সকল জীবের তেঁহো হয়ে অন্তর্যামী। জগত পালক তেঁহো জগতের স্বামী ॥ ৯৫

যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার। ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার ৯৬
দেবগণ নাহি পায় যাঁহার দর্শন। ক্ষীরোদক-তীরে যাই করেন স্তবন ॥ ৯৭
তবে অবতরি করে জগত পালন। অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥ ৯৮
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংশ ॥ ৯৯
সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী। কাহাঁ আছে মহী শিরে হেন নাহি জানি ॥ ১০০
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল। সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝল্‌মল ॥ ১০১
পঞ্চাশৎকোটি যোজন পৃথিবী-বিস্তার। যাঁর এক ফণে রহে সর্ষপ আকার ॥ ১০২
সেই ত অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ ১০৩
সহস্রবদনে করে কৃষ্ণ-গুণগান। নিরবধি গুণ গান অন্ত নাহি পান ॥ ১০৪
সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে। ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥ ১০৫
ছত্র পাদুকা শয্যা উপাধান বসন। আরাম আবাস যজ্ঞসূত্র সিংহাসন ॥ ১০৬
এত মূর্ত্তি ভেদ করি কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥ ১০৭
সেই ত অনন্ত যাঁর কহি 'এক কলা'। হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥১০
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ-সীমা। তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা ॥ ১০৯
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি। সেহো ত সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥ ১১
অবতার অবতারী অভেদ যে জানে। পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি মানে ॥১১
কেহ কহে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নর-নারায়ণ। কেহ কহে কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥ ১১২
কেহ বলে কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার। অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥ ১১৩
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়। সর্ব্ব-অংশে আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥ ১১৪
যেই যেই-রূপে জানে, সেই তাহা কহে। সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥ ১১
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি। সর্ব্ব অবতার-লীলা করি সবারে দেখাই ॥ ১১৬
এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ। সেই ভাবে কহে 'মুঞি চৈতন্যের দাস' ॥ ১১৭
কভু গুরু কভু সখা কভু ভৃত্য-লীলা ॥ পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥ ১১
বৃষ হঞা কৃষ্ণ সনে মাথামাথি রণ। কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদসংবাহন ॥ ১১৯
আপনাকে 'ভৃত্য' করি, কৃষ্ণ 'প্রভু' জানে। 'কৃষ্ণের কলার কলা' আপনাকে
মানে ॥ ১২

অথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১১।৪৪)—

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ১৭ ॥

তথা হি তত্রৈব (১০।১৫।১৪)

কচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ ।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥

তত্রৈব (১০।১৩।২৭)—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী ।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥ ১৯ ॥

তত্রৈব (১০।৬৮।২৩)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থম্ ।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥ ২০ ॥

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য । যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ ১২১
এইমত চৈতন্য গোসাঞি একলে ঈশ্বর । আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর ॥ ১২২
গুরুবর্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য । 'শ্রীবাসাদি আর যত' লঘুসম আর্য্য ॥ ১২৩
সবে পরিষদ সবে লীলার সহায় । সবা লঞা নিজকার্য সাধে গৌররায় ॥ ১২৪
অদ্বৈত আচার্য্য নিত্যানন্দ দুই অঙ্গ । দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ । ১২৫
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর । প্রভু 'গুরু' করি মানে, তেঁহো ত কিঙ্কর ॥ ১২৬
আচার্য্যগোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন । কৃষ্ণ অবতারি যেঁহো তারিল ভুবন ॥ ১২৭
নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ । লঘু ভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥ ১২৮
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ । স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥ ১২৯
নিষেধ করিতে নারে যাতে ছোট ভাই । মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥ ১৩০
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণ । কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥ ১৩১
রাম-লক্ষ্মণ কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ । অবতারকালে দোঁহে দোঁহেতে প্রবেশ ॥ ১৩২
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান । অংশাংশিরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৩

তথা হি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫।৩৯)—

রামাদি-মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু ।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ২১ ॥

শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাম ॥ নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ ১৩৪
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত অপার। এককণ স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার ॥ ১৩৫
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা। অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধসীমা ॥ ১৩৬
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে। তথাপি কহিযে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥ ১৩৭
'উল্লাসের বশে লিখি তোমার প্রসাদ। নিত্যানন্দ প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ ॥' ১৩৮
অবধূত-গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম। মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম ॥ ১৩৯
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন। তাহাতে আইলা তেঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥ ১৪০
মহা প্রেমময় তেঁহো বসিলা অঙ্গনে। সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিল চরণে ॥ ১৪১
নমস্কার করিতে কারো উপরেতে চড়ে। প্রেমে কারে বংশী মারে কাহারে চাপড়ে ॥১৪২
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মনে হয যার। সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥ ১৪৩
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব। এক অঙ্গে জাড্য তাঁর আর অঙ্গে কম্প ॥ ১৪৪
'নিত্যানন্দ' বলি যবে করেন হুঙ্কার। তাহা দেখি লোকের হয় মহা-চমৎকার ॥ ১৪৫
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র-আর্য্য। শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে সেবাকার্য্য ॥ ১৪৬
অঙ্গনে বসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভাষ। তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥ ১৪৭
এই ত দ্বিতীয় সূত শ্রীরোমহর্ষণ। বলরামে দেখি যে না করিল প্রত্যুদ্গম ॥ ১৪৮
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ। কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র না করিল রোষ ॥ ১৪৯
উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ। মোর ভ্রাতা সনে তাঁর কিছু হৈল বাদ ॥ ১৫০
চৈতন্যগোসাঞিতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস। নিত্যানন্দ প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস ॥ ১৫১
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে। তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥ ১৫২
দুই ভাই একতনু সমান প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥ ১৫৩
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান। অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায় তোমার প্রমাণ ॥ ১৫৪
কিংবা দোঁহা না মানিঞা হও ত পাষণ্ড। একে মানি আরে না মানি এইমত ভণ্ড ॥১৫৫
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস। তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥ ১৫৬
এই ত কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব। আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥ ১৫৭
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই গুণ। সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন ॥ ১৫৮
নৈহাটি-নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম। তাহাঁ স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম ॥ ১৫৯
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে। নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥ ১৬০
'উঠ উঠ' বলি মোরে বলে বার বার। উঠি তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার ॥ ১৬১
শ্যাম-চিক্কণকান্তি প্রকাণ্ড শরীর। সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর ॥ ১৬২
সুবলিত হস্ত-পদ, কমলনয়ান। পট্টবস্ত্র শিরে পট্টবস্ত্র পরিধান ॥ ১৬৩

স্ুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে স্বর্ণাঙ্গদ বালা। পায়েতে নূপুর বাজে কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥ ১৬৪
চন্দন-লেপিত অঙ্গ তিলক সুঠাম। মত্তগজ জিনি মদমন্থর পয়াণ ॥ ১৬৫
কোটিচন্দ্র জিনি মুখ, উজ্জ্বল বরণ। দাড়িম্ববীজ-সম দন্ত তাম্বূলচর্ব্বণ ॥ ১৬৬
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিযা গভীর বোল বোলে ॥ ১৬৭
রাঙ্গা যষ্টি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ। চারিপাশে বেড়ি আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥ ১৬৮
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম আবেশ ॥ ১৬৯
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়। সেবক যোগায় তাম্বূল চামর ঢুলায় ॥ ১৭০
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিযা বৈভব। কিবা রূপ গুণ লীলা অলৌকিক সব ॥ ১৭১
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি। তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥১৭২
'অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস! না করহ ভয়। বৃন্দাবনে যাহ তাহাঁ সর্ব্ব লভ্য হয়' ॥ ১৭৩
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া। অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১৭৪
মূর্চ্ছিত হইযা মুঞি পড়িনু ভূমিতে। স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে ॥ ১৭৫
কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার। প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥ ১৭৬
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন। প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥ ১৭৭
জয জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম। যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম ॥ ১৭৮
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়। যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥ ১৭৯
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়। যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥ ১৮০
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত। শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥ ১৮১
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ। যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধা-গোবিন্দ ॥ ১৮২
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥ ১৮৩
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়। মোর নাম লয়ে যেই, তার পাপ হয় ॥ ১৮৪
এমন নির্ঘৃণ মোরে কে বা কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥ ১৮৫
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার। উত্তম অধম কিছু না করে বিচার ॥ ১৮৬
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার। অতএব নিস্তারিলা মো হেন দুরাচার ॥ ১৮৭
মো পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন। মো হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥ ১৮৮
শ্রীমদনগোপাল শ্রীগোবিন্দ দরশন। কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন ॥ ১৮৯
বৃন্দাবনপুরন্দর মদনগোপাল। রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-কুমার ॥ ১৯০
শ্রীরাধা ললিতা সঙ্গে রাস-বিলাস। মন্মথ-মন্মথ-রূপে যাহার প্রকাশ ॥ ১৯১

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩২।২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ২২ ॥

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ। দুই পার্শ্বে রাধা ললিতা করেন সেবন ॥ ১৯২
নিত্যানন্দদয়া মোরে তাঁরে দেখাইল। শ্রীরাধা-মদনমোহনে 'প্রভু' করি দিল ॥ ১৯৩
মো অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন। কহিবার কথা নহে অকথ্য কথন ॥ ১৯৪
বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরুবনে। রত্নমণ্ডপ তাহে রত্নসিংহাসনে ॥ ১৯৫
শ্রীগোবিন্দ বসি আছেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন মাধুর্য্য প্রকাশি করেন জগৎ মোহন ॥ ১৯৬
বামপার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে। রাসাদিক লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥ ১৯৭
যাঁর ধ্যান নিজ লোকে করে পদ্মাসন। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন ॥ ১৯৮
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান। বৈকুণ্ঠাদিপুরে যাঁর লীলা গুণ গান ॥ ১৯৯
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী-আকর্ষণ। রূপগোসাঞি করিয়াছেন সে রূপ বর্ণন ॥ ২০০

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে (২।১১১)—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং,
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥ ২৩ ॥

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-সুত ইথে নাহি আন। যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥২০১
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার। ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥ ২০২
হেন যে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে। তাঁহার চরণকৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২০৩
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল। কৃষ্ণনামপরায়ণ পরম-মঙ্গল ॥ ২০৪
যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য। রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥ ২০৫
সে বৈষ্ণবের পদরেণু তার পদছায়া। মো অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া ॥ ২০৬
"তাহাঁ সর্ব্ব লভ্য হয়" প্রভুর বচন। সেই সূত্র, এই তাঁর কৈল বিবরণ ॥ ২০৭
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবনে আয়। সেই সব লভ্য এই প্রভুর অভিপ্রায় ॥ ২০৮
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া। নিত্যানন্দ গুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥ ২০৯
নিত্যানন্দ প্রভুর গুণ-মহিমা অপার। সহস্র বদনে শেষ নাহি পায় যার ॥ ২১০
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২১১

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যা-
নন্দতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপযেৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়। জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত মহাশয় ॥ ১
পঞ্চ শ্লোকে কহিলা এই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব। শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥ ২

তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ২ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥

অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর। যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥ ৩
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য। তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ৪
যে পুরুষ সৃষ্টিস্থিতি করেন মায়ায়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥ ৫
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ। এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥ ৬
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ। শরীর-বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ ॥ ৭
সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধানে। কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণে ॥ ৮
জগৎ মঙ্গলাদ্বৈত মঙ্গল-গুণধাম। মঙ্গল চরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর নাম ॥ ৯
কোটি অংশ কোটি শক্তি কোটি অবতার। এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥ ১০
মায়া যৈছে দুই অংশ নিমিত্ত উপাদান। মায়া নিমিত্ত হেতু উপাদান প্রধান ॥ ১১
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া। বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লঞা ॥ ১২
আপনে পুরুষ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ। অদ্বৈতরূপে উপাদান হন নারায়ণ ॥ ১৩
নিমিত্তাংশে করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ। উপাদান অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড সৃজন ॥ ১৪
যদ্যপি সাংখ্য মানে—প্রধান কারণ। জড় হইতে কভু নহে জগৎ সৃজন ॥ ১৫
নিজ সৃষ্টি শক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে। ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ত নির্ম্মাণে ॥ ১৬
অদ্বৈতরূপে করে শক্তি সঞ্চারণ। অতএব অদ্বৈত হয়েন মুখ্য কারণ ॥ ১৭
অদ্বৈত-আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥ ১৮
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ অদ্বৈত। 'অঙ্গ' শব্দে 'অংশ' করি কহে ভাগবত ॥ ১৯

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নর-ভূ-জলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৪ ॥

ঈশ্বরের অঙ্গ-অংশ চিদানন্দময়। মায়ার সম্বন্ধ নাহি এই শ্লোকে কয় ॥ ২০
অংশ বা কহিয়া কেন কহ তাঁরে অঙ্গ ? অংশ হৈতে অঙ্গ যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥ ২১
মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরের অভেদ হৈতে 'অদ্বৈত' পূর্ণনাম ॥ ২২
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ববিশ্বের স্বজন। অবতারি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥ ২৩
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান। গীতা ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥ ২৪
ভক্তি উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য। অতএব নাম তাঁর হইল 'আচার্য্য' ॥ ২৫
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য। দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈত আচার্য্য ॥ ২৬
কমল-নয়নের তেঁহো যাতে অঙ্গ-অংশ। 'কমলাক্ষ' করি ধরে নাম অবতংস ॥ ২৭
ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পারিষদগণ। চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ ॥ ২৮
অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য। তাঁর তত্ত্ব নাম গুণ সকল আশ্চর্য্য ॥ ২৯
যাঁহার তুলসীজলে যাঁহার হুঙ্কারে। স্বগণ সহিতে চৈতন্যেরে অবতারে ॥ ৩০
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার। যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগত-নিস্তার ॥ ৩১
আচার্য্যগোসাঞির গুণ-মহিমা অপার। জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥ ৩২
আচার্য্যগোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ। আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৩৩
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ। হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র সম ॥ ৩৪
এই সব লইয়া চৈতন্য প্রভুর বিহার। এই সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত প্রচার ॥ ৩৫
'মাধবেন্দ্রপুরীর ইহোঁ শিষ্য' এই জ্ঞানে। আচার্য্যগোসাঞিরে প্রভু 'গুরু' করি মানে ॥৩৬
লৌকিকলীলাতে ধর্ম্ম-মর্যাদারক্ষণ। স্তুতিভক্ত্যে করেন তাঁর চরণবন্দন ॥ ৩৭
চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভু জ্ঞান। আপনাকে করেন তাঁর দাস অভিমান ॥৩৮
সেই অভিমানে সুখে আপনা পাসরে। 'কৃষ্ণদাস হও' জীবে উপদেশ করে ॥ ৩৯
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥ ৪০
মুঞি যে চৈতন্যদাস আর নিত্যানন্দ। দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥ ৪১
পরম প্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি। তেঁহো দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥ ৪২
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদ্‌গণ। বিধি ভব নারদ আর শুক সনাতন ॥ ৪৩
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল। চৈতন্যের দাস্যপ্রেমে হইল পাগল ॥ ৪৪

শ্রীবাস হরিদাস রামদাস গদাধর। মুরারি মুকুন্দ চন্দ্রশেখর বক্রেশ্বর ॥ ৪৫
এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব। চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥ ৪৬
এইমত গায় নাচে করে অট্টহাস। লোকে উপদেশে হও চৈতন্যের দাস ॥ ৪৭
চৈতন্যগোসাঞি মোরে করে গুরু জ্ঞান। তথাপিহ মোর হয় দাস অভিমান ॥ ৪৮
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব। গুরু সম লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥ ৪৯
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান। মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥ ৫০
অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়! তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয় ॥ ৫১
শুদ্ধবাৎসল্য ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি যাঁর। তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য অনুকার ॥ ৫২
তেঁহো রতি মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে। তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥ ৫৩
'শুন উদ্ধব! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়। তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয় ॥ ৫৪
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি। তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥' ৫৫

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭।৬৬-৬৭)—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥ ৫ ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬ ॥

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল সখ্যময় ॥ ৫৬
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে স্কন্ধে আরোহণ। তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন ॥ ৫৭

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।১৭)—

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ। যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥ ৫৮
যাঁ সবা উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন। তাঁরা আপনাকে করে দাসী অভিমান ॥ ৫৯

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।৬)—

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ-কিঙ্করীঃ স্ম নো,
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৮ ॥

তত্রৈব (১০।৪৭।২১)—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৯ ॥

তাঁ সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা। সবা হইতে সকলাংশে পরম অধিকা ॥ ৬০
তেঁহো যাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ। যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥ ৬১

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩০।৩৯)—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ১০ ॥

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী। তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥ ৬২

তথাহি-(ভাঃ ১০।৮৩।৮)—

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্ম্মুকেষু
রাজস্বজেয়ভট-শেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ
তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চ্চনায় ॥ ১১ ॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাবগতে (১০।৮৩।১১)—

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং নাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥ ১২ ॥

তথৈব (১০।৮৩।৩৯)—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ১৩ ॥

আনের কি কথা বলদেব মহাশয়। যাঁর ভাব শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥ ৬৩
তেঁহো আপনাকে করে দাস-ভাবনা। কৃষ্ণদাসভাব বিনু আছে কোন্ জনা ? ৬৪
সহস্র বদনে যেঁহো শেষ সঙ্কর্ষণ। দশ দেহ ধরি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৬৫
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ। গুণাবতার তেঁহো সর্ব্ব-অবতংস ॥ ৬৬
তেঁহো যে করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ। নিরন্তর কহে শিব মুঞি কৃষ্ণদাস ॥ ৬৭
কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর। কৃষ্ণ-গুণলীলা গায় নাচে নিরন্তর ॥ ৬৮
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেন নয়। কৃষ্ণ-প্রেমের স্বভাবে দাস্যভাব সে করয় ॥ ৬৯
এক কৃষ্ণ সর্ব্ব সেব্য জগৎ-ঈশ্বর। আর যত সব তাঁর সেবকানুচর ॥ ৭০

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর। অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর ॥ ৭১
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস। যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥৭২
চৈতন্যের দাস মুঞি চৈতন্যের দাস। চৈতন্যের দাস মুঞি তাঁর দাসের দাস ॥ ৭৩
এত বলি নাচে গায় হুঙ্কার গম্ভীর। ক্ষণেকে বসিল্যাচার্য্য হইয়া সুস্থির ॥ ৭৪
ভক্ত অভিমান মূল শ্রীবলরামে। সেইভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥ ৭৫
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ। 'ভক্ত' করি অভিমান করে সর্বক্ষণ ॥ ৭৬
তাঁর অবতার এক শ্রীযুত লক্ষ্মণ। শ্রীরামের দাস্য তেঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥ ৭৭
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী। তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥ ৭৮
তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত আচার্য্য। কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥ ৭৯
বাক্যে কহে 'মুঞি চৈতন্যের অনুচর'। 'মুঞি তাঁর ভক্ত' মনে ভাবে নিরন্তর ॥ ৮০
জল তুলসী দিয়ে করে কায়েতে সেবন। ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥ ৮১
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ সঙ্কর্ষণ। কায়ব্যূহ করি করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ ৮২
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার। নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥ ৮৩
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে 'ভক্ত-অবতার'। ভক্ত-অবতার পদ উপরি সবার ॥ ৮৪
অতএব অংশী কৃষ্ণ, অংশ অবতার। অংশী অংশে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ আচার ॥ ৮৫
জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান। কনিষ্ঠভাবে আপনাতে ভক্ত অভিমান ॥ ৮৬
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্ত-পদ। আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ ॥ ৮৭
আত্মা হইতে কৃষ্ণ-ভক্ত বড় করি মানে। তাহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে ॥ ৮৮

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।১৪।১৪)—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন। ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥ ৮৯
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞের অনুভব। মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥ ৯০
ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলরাম লক্ষ্মণ। অদ্বৈত নিত্যানন্দ শেষ সঙ্কর্ষণ ॥ ৯১
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান। সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥ ৯২
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ। আপন মাধুর্য্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ ॥ ৯৩
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন। ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন ॥ ৯৪
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥ ৯৫
নানা ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান। পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখান ॥ ৯৬
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার। ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥ ৯৭

মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ। ভক্ত অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন ॥ ৯৮
অদ্বৈত-আচার্য গোসাঞির মহিমা অপার। যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥ ৯৯
সংকীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগত তারিল। অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥১০০
অদ্বৈত-মহিমানন্ত কে পারে কহিতে। সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥১০১
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার। ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥ ১০২
তোমার মহিমা কোটি-সমুদ্র অগাধ। তাহার ইয়ত্তা কহি এ বড় অপরাধ ॥ ১০৩
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য। জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আর্য্য ॥ ১০৪
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্ব নিরূপণ। পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন ভক্তগণ ॥ ১০৫
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৬

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীমদদ্বৈত-
তত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য ॥ ১
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বের কৈল নমস্কার। গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি শুন পাঁচের বিচার ॥ ২
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য সঙ্গে। পঞ্চতত্ত্ব মিলি করে সংকীর্ত্তন রঙ্গে ॥ ৩
পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ। রস আস্বাদিতে তভু বিবিধ বিভেদ ॥ ৪

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়াম্—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ২ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর। অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর ॥ ৫
রাসাদি-বিলাসী ব্রজললনা-নাগর। আর যত দেখ সব তাঁর পরিকর ॥ ৬
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৭
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর। ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ৮

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব। আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্ত ভাব ॥ ৯
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোঁসাঞি। ভক্তস্বরূপ তাঁর নিত্যানন্দ ভাই ॥ ১০
ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্য গোঁসাঞি। এই তিন তত্ত্ব সবে 'প্রভু' করি গাই ॥ ১১
এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুই জন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১২
এই তিন তত্ত্ব সর্ব্বারাধ্য করি মানি। চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব আরাধক করি জানি ॥ ১৩
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ। শুদ্ধভক্ততত্ত্ব-মধ্যে সভার গণন ॥ ১৪
গদাধর-আদি প্রভুর শক্তি অবতার। অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার ॥ ১৫
যাঁহা সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার। যাঁহা সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার ॥ ১৬
যাঁহা সবা লঞা করেন প্রেম-আস্বাদন। যাঁহা সবা লঞা দান করেন প্রেমধন ॥ ১৭
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া। পূর্ব্বপ্রেম ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ ১৮
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন। যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥ ১৯
পুনঃ পুনঃ পিঞা পিঞা হয় মহামত্ত। নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত ॥ ২০
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। যেই যাহাঁ পায় তাহাঁ করে প্রেমদান ॥ ২১
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে। আশ্চর্য্য ভাণ্ডার প্রেম শত গুণ বাড়ে ॥ ২২
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়। স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সবারে ডুবায় ॥ ২৩
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ। প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৪
জগৎ ডুবিল জীবের হৈল বীজনাশ। তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস ॥ ২৫
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে। তত তত বাড়ে জল ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥ ২৬
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ। নিন্দুক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম ॥ ২৭
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ২৮
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন। জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন ॥ ২৯
কেহ কেহ এড়াইল প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ। তা সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩০
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার। সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার ॥ ৩১
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে। পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥ ৩২
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ। যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ৩৩
পড়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত। তারা আসি প্রভু-পায় হয় অবনত ॥ ৩৪
অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে। কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥ ৩৫
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার। সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ ৩৬
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি। সবে একা এড়াইল কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৭
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে। মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে ॥ ৩৮

সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন নাচন। না করে বেদান্তপাঠ করে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৩৯
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে। ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে ॥ ৪০
এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে। উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥ ৪১
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন। মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪২
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর। তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৩
তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ। সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৪
সনাতনগোসাঞি আসি তাহাঁই মিলিলা। তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দুমাস রহিলা ॥ ৪৫
তাঁরে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। ভাগবত আদি শাস্ত্রে যত গূঢ়-মর্ম্ম ॥ ৪৬
ইতি মধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন। দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৭
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৪৮
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ। শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয় শ্রবণ ॥ ৪৯
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া। সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫০
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া। এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫১
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ। তুমি যদি আইস পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫২
না যাহ সন্ন্যাসিগোষ্ঠী ইহা আমি জানি। মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি ॥ ৫৩
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার। সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৫
সে বিপ্র জানেন প্রভু না যান কারো ঘরে। তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥৫
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে। দেখিলেন বসি আছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৬
সবা নমস্করি গেলা পাদ-প্রক্ষালনে। কর পাদ প্রক্ষালিয়া বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৭
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ। মহাতেজোময় বপু কোটি সূর্য্যভাস ॥ ৫৮
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন। উঠিল সন্ন্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন ॥ ৫৯
প্রকাশানন্দ নামে সর্ব্বসন্ন্যাসি-প্রধান। প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৬০
ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ। অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ ? ৬১
প্রভু কহেন আমি হই হীন সম্প্রদায়। তোমা সভার সভায় বসিতে না জুয়ায় ॥ ৬২
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিযা। বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৬৩
পুছিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ? কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৪
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে। কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে ॥ ৬৫
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন। ভাবক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন ॥ ৬৬
বেদান্ত-পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি কেনে কর ভাবকের কর্ম্ম ॥ ৬৭
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ। হীনাচার কর কেনে কি ইহার কারণ ? ৬৮

প্রভু কহে-শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।　গুরু মোরে মুর্খ দেখি করিলা শাসন ॥ ৬৯
মুর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।　কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥ ৭০
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসারমোচন।　কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭১
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।　সর্ব্বমন্ত্র-সার নাম এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥ ৭২
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।　কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥ ৭৩

তথা হি বৃহন্নারদীয়বচনম্ (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৩ ॥

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।　নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৪
ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।　হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদোন্মত্ত ॥ ৭৫
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার।　কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন করিল আমার ॥ ৭৬
পাগল হইলাঙ আমি ধৈর্য্য নহে মনে।　এত চিন্তি নিবেদিনু গুরুর চরণে ॥ ৭৭
কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাঞি কিবা তার বল।　জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৭৮
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন　এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন ॥ ৭৯
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।　যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮০
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।　যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ৮১
পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।　মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৮২
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা' সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়। ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥ ৮৩
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনুক্ষোভ।　কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥ ৮৪
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়।　উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায় ॥ ৮৫
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ্য।　উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য ॥ ৮৬
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।　কৃষ্ণের আনন্দামৃত-সাগরে ভাসায় ॥ ৮৭
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ।　তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥৮৮
নাচো গাও ভক্ত সঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।　কৃষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্ব্বজন ॥ ৮৯
এত বলি এক শ্লোক শিক্ষাইলা মোরে।　ভাগবতের সার এই বলি বারে বারে ॥ ৯০

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে—(১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৪ ॥

তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ়-বিশ্বাস ধরি।　নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি ॥ ৯১

সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥ ৯২
কৃষ্ণ-নামে যে আনন্দসিন্ধু আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খদ্যোতক সম॥ ৯৩

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥ ৫॥

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ। চিত্ত ফিরি গেল কহে মধুর বচন॥ ৯৪
যে কিছু কহিলে তুমি সর্ব্ব সত্য হয়। কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায় যার ভাগ্যোদয়॥ ৯৫
কৃষ্ণভক্তি কর ইহায সবার সন্তোষ। বেদান্ত না শুন কেনে তার কিবা দোষ॥ ৯৬
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন। দুঃখ না মানিহ যদি করি নিবেদন॥ ৯৭
ইহা শুনি বোলে সর্ব্বসন্ন্যাসীর গণ। তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ॥ ৯৮
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ। তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন। কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥ ১০০
প্রভু কহে-বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বরবচন। ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ॥ ১০১
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥ ১০২
উপনিষৎ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব। মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব॥ ১০৩
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য। তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্বকার্য্য॥ ১০৪
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা। গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া॥ ১০৫
ব্রহ্মশব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥ ১০৬
তাঁহার বিভূতি দেহ সব চিদাকার। চিদ্বিভূতি আস্বাদি তাঁরে কহে নিরাকার॥ ১০৭
চিদানন্দ তেঁহো তাঁর স্থান পরিবার। তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার? ১০৮
তাঁর দোষ নাহি তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস। আর যেই শুনে তার হয় সর্ব্বনাশ॥ ১০৯
বিষ্ণুনিন্দা আর নাই ইহার উপর। প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর॥ ১১০
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥ ১১১
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্। গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥ ১১২

তথা হি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৬॥

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ ৭॥

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব। আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥ ১১৩
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ। 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি তাহাঁ উঠাইল বিবাদ ॥ ১১৪
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি ॥ ১১৫
বস্তুতঃ পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ। 'দেহে আত্মবুদ্ধি' হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥ ১১৬
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥ ১১৭
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ ১১৮
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে ॥ ১১৯
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ? ১২০
প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান। ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ব্ব বিশ্বধাম ॥ ১২১
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ। 'তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২২
প্রণব মহাবাক্য তাহা করি আচ্ছাদন। মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন ॥ ১২৩
সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান। মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান ॥ ১২৪
স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি। লক্ষণা করিল স্বতঃ প্রমাণতা হানি ॥ ১২৫
এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া। গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ ১২৬
এইমত প্রতি সূত্রে করেন দূষণ। শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১২৭
সকল সন্ন্যাসী কহে শুনহ শ্রীপাদ। তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥ ১২৮
আচার্য্যকল্পিত অর্থ ইহা সবে জানি। সম্প্রদায় অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ ১২৯
মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল। মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্র সকল ॥ ১৩০
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩১
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়া-গন্ধ। সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ' ॥ ১৩২
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি। অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥১৩৩
ভগবান্-প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়। শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায় ॥ ১৩৪
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম। সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্‌গম ॥ ১৩৫
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ। কৃষ্ণ বিনু অন্যে তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৩৬
পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥ ১৩৭
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ। প্রেমা হৈতে পাইল কৃষ্ণ-সেবা-সুখ-রস ॥ ১৩৮
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম। এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥ ১৩৯
এইমত সব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া। সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৪০
বেদময় মূর্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন ॥ ১৪১
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪২

এইমত তা সবার ক্ষমি অপরাধ। সবাকারে কৃষ্ণনাম করিলা প্রসাদ ॥ ১৪৩
তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া। ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৪৪
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর। হেন চিত্রলীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ১৪৫
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন। শুনি দেখি আনন্দিত সবাকার মন ॥ ১৪৬
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী। প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব্ব বারাণসী ॥ ১৪৭
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পুরী সহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৪৮
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে। মহাভিড় হৈল, দ্বারে নারে প্রবেশিতে ॥১৪৯
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর দরশনে। লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫০
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে। তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫১
বাহু তুলি বোলে প্রভু বোল হরি হরি। হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি ॥ ১৫২
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন। বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন ॥ ১৫৩
রাত্রি-দিবসে লোকের দেখি কোলাহল। বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥১৫৪
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া। সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ-পাইয়া ॥ ১৫৫
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য ॥ ১৫৬
মথুরাতে পাঠাইল রূপ সনাতন। দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ ॥ ১৫৭
নিত্যানন্দগোসাঞে পাঠাইল গৌড়দেশে। তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে ॥১৫৮
আপনে দক্ষিণদেশে করিলা গমন। গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণ-নাম প্রচারণ ॥ ১৫৯
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার। কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবারে নিস্তার ॥ ১৬০
এই ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান। ইহার শ্রবণে হয় গৌরতত্ত্বজ্ঞান ॥ ১৬১
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিন জন। শ্রীবাস গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬২
সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার। যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার ॥ ১৬৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে

পঞ্চতত্ত্বাখ্যান নিরূপণং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যলীলা রচনায় বৈষ্ণবদের আদেশ

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র। জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥ ১
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য কৃপাময়। জয় জয় গদাধরপণ্ডিত মহাশয় ॥ ২
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ। প্রণত হইয়া বন্দো সবার চরণ ॥ ৩
মূক কবিত্ব করে যা সবার স্মরণে। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৪
এ সব না মানে যেই পণ্ডিত সকল। তা সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৫
এ সব না মানে যেবা করে কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে নাহি তার গতি ॥ ৬
পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ আদি রাজগণ। বেদধর্ম্ম করে বিষ্ণুর পূজন ॥ ৭
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে 'দৈত্য' করি মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে 'দৈত্য' তারে জানি ॥ ৮
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ। এই লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ৯
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার। তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥ ১০
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন। সর্ব্বোত্তম হৈলে তারে অসুরে গণন ॥ ১১
অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা। চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১২
যদি বা তার্কিক কহে তর্ক সে প্রমাণ। তর্ক-শাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥ ১৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৪
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৫

ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে (১।২৩)—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ ॥
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া ॥ ১৬

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।৬।১৮)—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৩ ॥

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথা তথা। জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥ ১৭
স্বতন্ত্র ঈশ্বর-প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার। বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥ ১৮
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়। কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয় ॥ ১৯
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়। আউলায় সর্ব্ব-অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয় ॥ ২০
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। 'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ ২১

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (২।৩।২৪)—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৪ ॥

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২২
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥ ২৩
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ২৪
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥ ২৫
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥ ২৬
চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥ ২৬
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ২৮
অরে মূঢ়লোক ! শুন চৈতন্যমঙ্গল। চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ২৯
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস। চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥ ৩০
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥ ৩১
চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা। যাতে জানি কৃষ্ণ-ভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা ॥ ৩২
ভাগবতে যত ভক্তি-সিদ্ধান্তের সার। লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৩
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন। সেহ মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৪
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৫
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার। ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার ॥ ৩৬
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন। তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাসবৃন্দাবন ॥ ৩৭
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন। যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ ৩৮
অতএব ভজ লোক চৈতন্য নিত্যানন্দ। খণ্ডিবে সংসারদুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৩৯
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল। তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥ ৪০
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন। পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈল বিবরণ ॥ ৪১
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার। বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪২

বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন। সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৩
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ। চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৪
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ। বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৫
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম সুবর্ণ-সদন। মহাযোগপীঠ তাহাঁ রত্ন সিংহাসন ॥ ৪৬
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্র নন্দন। শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৪৭
রাজসেবা হয় তাহাঁ বিচিত্র প্রকার। দিব্য সামগ্রী দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার ॥ ৪৮
সহস্র সেবক, সেবা করে অনুক্ষণ। সহস্রবদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ ৪৯
সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস। তাঁর যশ গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ ॥ ৫০
সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর। মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর ॥
সবার সম্মানকর্ত্তা, করেন সবার হিত। কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত ॥৫২
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ। সেই সব গুণ তাঁর শরীরে নিবাস ॥ ৫৩

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৮।১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫ ॥

পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য অনন্ত-আচার্য্য। কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার মহা আর্য্য ॥ ৫৪
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ। তাঁর প্রিয়শিষ্য ইহোঁ পণ্ডিত হরিদাস ॥ ৫৫
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস। চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ ৫৬
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, নাহি দেখযে দোষ। কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ॥ ৫৭
নিরন্তর শুনেন তেঁহো চৈতন্যমঙ্গল। তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল ॥ ৫৮
কথায় সভা উজ্জ্বল করেন যেন পূর্ণচন্দ্র। নিজ গুণামৃতে বাড়ান বৈষ্ণব-আনন্দ ॥ ৫৯
তেঁহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈলা মোরে। গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥ ৬০
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দগোসাঞি। গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাই ॥৬১
শ্রীযাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী। চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥ ৬২
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি। গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই ॥ ৬৩
তাঁর শিষ্য গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস। মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ ৬৪
আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ। নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ ॥৬৫
(রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত সদা করে পান। মদনমোহন বিনা নাহি জানে আন ॥ ৬৫ক)
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ। শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥ ৬৬
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া। তা সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ ৬৭
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত অন্তরে। মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৬৮

দর্শন করিয়া কৈলুঁ চরণবন্দন। গোসাঞিদাস পূজারী করেন চরণসেবন ॥ ৬৯
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল। প্রভুকণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ ৭০
সর্ব্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল। গোসাঞিদাস আনি মালা মোর গলে দিল ॥ ৭১
আজ্ঞা-মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ। তাহাঁই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭২
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন। আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৩
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লিখায়। কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৪
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন। যাঁর সেবক রঘুনাথ রূপসনাতন ॥ ৭৫
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান। তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৭৬
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস। তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ ৭৭
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়লালস। বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥ ৭৮
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল। যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল ॥ ৭৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮০

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে
বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

ভক্তিকল্পতরু বৃক্ষ

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ১
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-ভক্তগণ। সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি হেতু যাঁহার স্মরণ ॥ ২
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥ ৩
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলাগুণ। জানি বা না জানি করি আপন শোধন ॥ ৪

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥

প্রভু কহে আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি। নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৫
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম। নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম ॥ ৬

শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি। ভক্তি-কল্পতরু রূপিলা সিঞ্চি ইচ্ছাপানি ॥ ৭
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর। ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥ ৮
শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল। আপনে চৈতন্য মালী স্কন্ধ উপজিল ॥ ৯
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হৈয়া স্কন্ধ হয়। সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥ ১০
পরমানন্দপুরী আর কেশব-ভারতী। ব্রহ্মানন্দপুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥ ১১
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ। শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ॥ ১২
এই নবমূল নিকসিল বৃক্ষমূলে। এই নব-মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥ ১৩
মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর। অষ্টদিকে অষ্টমূল বৃক্ষ কৈল স্থির ॥ ১৪
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল। উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥ ১৫
বিশ বিশ শাখা করি এক এক মণ্ডল। মহা মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড-সকল ॥ ১৬
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত। যত উপজিল শাখা, কে গণিবে কত ? ॥ ১৭
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম অগণন। আগে ত করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥ ১৮
বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ। এক অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ ॥ ১৯
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল। তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥ ২০
বড় শাখা উপশাখা তার উপশাখা। যত উপজিল, তার কে করিবে লেখা ? ॥ ২১
শিষ্য প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ। জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥ ২২
উডুম্বর-বৃক্ষে যৈছে ফলে সর্ব্ব-অঙ্গে। এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥ ২৩
মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে। লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে ॥ ২৪
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর। বিলায় চৈতন্যমালী নাহি লয় মূল ॥ ২৫
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্ন-মণি। এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি ॥ ২৬
মাগে বা না মাগে * কেহো পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র ॥ ২৭
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে। দরিদ্র কুড়ায়ে খায় মালাকার হাসে ॥ ২৮
মালাকার কহে শুন বৃক্ষ-পরিবার। মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার ॥ ২৯
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম। স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥ ৩০
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন। বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥ ৩১
একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব ? একলে বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ? ৩২
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম। কেহো পায়, কেহো না পায় রহে মনে ভ্রম ॥ ৩৩
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে। যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ যারে তারে ॥ ৩৪

---

* "যাচে বা না যাচে"—পাঠান্তর।

একলা মালাকার আমি কত ফল খাব ? না দিয়া বা এই ফল কি আর করিব ? ৩৫
আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর। তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥ ৩৬
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে। খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে ॥ ৩৭
জগৎ ভরিয়া আমার হবে পুণ্য-খ্যাতি। সুখী হৈয়া লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি ॥ ৩৮
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার। জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ॥ ৩৯

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।২৫)—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (৩।১২।৪৫)—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪ ॥

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন। ফল-ফুল দিয়া করি পুণ্য-উপার্জ্জন ॥ ৪০
মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাঙ এই ত ইচ্ছাতে। সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥ ৪১

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।৩৩)—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৫ ॥

এই আজ্ঞা কৈল যবে চৈতন্য মালাকার। পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥ ৪২
যেই যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল। ফলাস্বাদে মত্ত লোক হৈল সকল ॥ ৪৩
মহামাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়। মাতিল সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥ ৪৪
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত হুঙ্কার। দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥ ৪৫
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল। নিরবধি মত্ত রহে বিবশ বিহ্বল ॥ ৪৬
সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান। প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥ ৪৭
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি 'মাতোয়াল'। সেহো ফল খায়, নাচে বোলে 'ভাল ভাল' ॥ ৪৮
এই ত কহিল প্রেমফল-বিবরণ। এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥ ৪৯
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫০

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্প-
বৃক্ষবর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

মূল স্কন্ধ বা চৈতন্য শাখা

চৈতন্যচরণাম্ভোজ-† মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্‌যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
এই মালীর এই বৃক্ষের অকথ্য কথন। এবে শুন মূলশাখার নামবিবরণ ॥ ২
চৈতন্যগোসাঞির যত পারিষদচয়। লঘু গুরু ভাব কার না হয় নিশ্চয় ॥ ৩
যত যত মহান্ত করিব তাঁ সবার গণন। কেহ না করিতে পারে জ্যেষ্ঠ লঘু-ক্রম ॥ ৪
অতএব তাঁ সবারে করি নমস্কার। নামমাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥ ৫

তথা হি—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্। ২ ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত। দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত ॥ ৬
শ্রীপতি শ্রীনিধি তাঁর দুই সহোদর। চারি ভাইর দাস দাসী গৃহ পরিকর ॥৭
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ সবার গণন। যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৮
চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা। গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী দেবা ॥ ৯
আচার্য্যরত্ন নাম ধরে এক বড় শাখা। তাঁর পরিকর তাঁর শাখা উপশাখা ॥ ১০
আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর। যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥ ১১
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি। যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি ॥ ১২
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোঁসাঞি। তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম কেহ নাঞি ॥ ১৩
তাঁর শিষ্য উপশিষ্য তাঁর উপশাখা। এইমত সব শাখা উপশাখার লেখা ॥ ১৪
বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য। একভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥ ১৫
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে। প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বোলে ॥ ১৬
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ। তারা গায়, মুঞি নাচোঁ, তবে মোর সুখ ॥ ১৭
প্রভু বোলে তুমি মোর পক্ষ এক শাখা। আকাশে উড়িতাম যদি পাঙ আর পাখা ॥ ১৮
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ। লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥ ১৯

† "শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ"—পাঠান্তর।

প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন। বৈরাগ্য লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥২০
দুই জনে খটমটি লাগায় কোন্দল। তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥ ২১
রাঘবপণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর। তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ কর ॥ ২২
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী। প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসী ॥ ২৩
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া। রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥ ২৪
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার। 'রাঘবের ঝালি' বলি প্রসিদ্ধি যাহার ॥ ২৫
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার। যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥ ২৬
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত গঙ্গাদাস। যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ নাশ ॥ ২৭
চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীআচার্য্য পুরন্দর। পিতা করি যাঁরে কহে গৌরাঙ্গ ঈশ্বর ॥ ২৮
দামোদর পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড। প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥ ২৯
দণ্ডকথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া। দণ্ডে তুষ্ট তাঁরে প্রভু পাঠাল্য নদীয়া ॥ ৩০
তাঁহার অনুজ শাখা শঙ্কর পণ্ডিত। প্রভুর 'পাদোপাধান' যাঁর নাম বিদিত ॥ ৩১
সদাশিব পণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ। প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥ ৩২
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। প্রভু তাঁর নাম কৈল 'নৃসিংহানন্দ' করি ॥ ৩৩
নারায়ণ পণ্ডিত এক বড়ই উদার। চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর ॥ ৩৪
শ্রীমান্‌পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজ ভৃত্য। দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥ ৩৫
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্। যাঁর অন্ন মাগি কাড়ি খাইলা ভগবান্ ॥ ৩৬
নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত। লুকাইযা দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥ ৩৭
শ্রীমুকুন্দদত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী। যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্যগোসাঞি ॥ ৩৮
বাসুদেবদত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়। সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥ ৩৯
জগতে যতেক জীব তার পাপ লঞা। নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া ॥ ৪০
হরিদাসঠাকুর শাখার অদ্ভুত চরিত। তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥ ৪১
তাঁহার অনন্ত গুণ কহি দিঙ্মাত্র। আচার্য্যগোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥ ৪২
প্রহ্লাদ সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ। যবন-তাড়নে যাঁর নহিল ভ্রূভঙ্গ ॥ ৪৩
তিঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে। নাচিলা চৈতন্য প্রভু মহাকুতূহলে ॥ ৪৪
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস। যেবা অবশিষ্ট আগে করিব প্রকাশ ॥ ৪৫
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন। সত্যরাজ আদি তাঁর কৃপার ভাজন ॥ ৪৬
শ্রীমুরারি গুপ্ত শাখা প্রেমের ভাণ্ডার। প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥ ৪৭
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কারো ধন। আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ ॥ ৪৮
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয় ॥ ৪৯

শ্রীমানসেন প্রভুর সেবক-প্রধান। চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন ॥ ৫০
শ্রীগদাধরদাস শাখা সর্ব্বোপরি। কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি ॥ ৫১
শিবানন্দসেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ। প্রভু-স্থানে যাইতে সবে লয় যাঁর সঙ্গ ॥ ৫২
প্রতিবর্ষা প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া। নীলাচল চলেন পথে পালন করিয়া ॥ ৫৩
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে। সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাবরূপে ॥ ৫৪
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্ব্বিশেষ। নকুল-ব্রহ্মচারি দেহে প্রভুর আবেশ ॥ ৫৫
'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল। 'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছেতে রাখিল ॥৫৬
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব। অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥ ৫৭
আস্বাদিল এই সব রস শিবানন্দ। বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥ ৫৮
শিবানন্দের উপশাখা-তাঁর পরিকর। পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্যের অনুচর ॥ ৫৯
চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপুর। তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত শূর ॥ ৬০
শ্রীবল্লভসেন আর সেন শ্রীকান্ত। শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥ ৬১
প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত। প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥ ৬২
শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আঁখরিয়া। প্রভুকে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়া ॥ ৬৩
'রত্নবাহু' বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম। অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম ॥ ৬৪
খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস। যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥ ৬৫
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল। যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥ ৬৬
প্রভুর অতি প্রিয়দাস ভগবান্ পণ্ডিত। যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈলা অধিষ্ঠিত ॥ ৬৭
জগদীশপণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়। যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥ ৬৮
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশীদিনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইলা আপনে ॥ ৬৯
প্রভুর পড়ুয়া দুই পুরুষোত্তম সঞ্জয়। ব্যাকরণে মুখ্য শিষ্য দুই মহাশয় ॥ ৭০
বনমালী পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে। সোনার মুষল হল দেখিল প্রভুর হাতে ॥ ৭১
শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্তখান। আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবকপ্রধান ॥ ৭২
গরুড় পণ্ডিত লয়ে শ্রীনামমঙ্গল। নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥ ৭৩
গোপীনাথসিংহ এক চৈতন্যের দাস। অক্রূর বলি প্রভু যাঁরে করে পরিহাস ॥ ৭৪
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে। ভাগবতের ভক্তি অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥ ৭৫
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস শ্রীরঘুনন্দন। নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥ ৭৬
এই সব মহাশাখা চৈতন্য-কৃপাধাম। প্রেমফল-ফুল করে যাহাঁ তাহাঁ দান ॥ ৭৭
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ। যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥ ৭৮
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন। সবেই চৈতন্যভৃত্য চৈতন্য-প্রাণধন ॥ ৭৯

প্রভু কহে কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর। সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর ॥ ৮০
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। শূকর চরায় ডোম সেহো কৃষ্ণ গায় ॥ ৮১
অনুপমবল্লভ, শ্রীরূপ, সনাতন। এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম ॥ ৮২
তাঁর মধ্যে রূপসনাতন বড় শাখা। অনুপম জীব রাজেন্দ্রাদি উপশাখা ॥ ৮৩
মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাড়িল। বাড়িয়া পশ্চিম দিশা সব আচ্ছাদিল ॥ ৮৪
আসিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়। বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥ ৮৫
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল। প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥ ৮৬
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার। তাহাঁ প্রচারিল দোঁহে ভক্তি সদাচার ॥ ৮৭
শাস্ত্রদৃষ্টে কৈল লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার। বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-সেবার প্রচার ॥ ৮৮
মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রঘুনাথদাস। সব ছাড়ি কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ ৮৯
প্রভু সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে। প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥ ৯০
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥ ৯১
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া। গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥ ৯২
এই ত নিশ্চয় করি আইলা বৃন্দাবনে। আসি রূপ-সনাতনের বন্দিলা চরণে ॥ ৯৩
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল। নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল ॥ ৯৪
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির অন্তর। দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥ ৯৫
অন্নজল ত্যাগ কৈল অন্যকথন। পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥ ৯৬
সহস্র দণ্ডবৎ করেন, লয়ে লক্ষনাম। দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥ ৯৭
রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবন। প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন ॥ ৯৮
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান। ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করে আলিঙ্গন মান ॥ ৯৯
সার্দ্ধসপ্ত প্রহর করে ভক্তির সাধনে। চারিদণ্ড নিদ্রা সেহো নহে কোন দিনে ॥ ১০০
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার। সেই রঘুনাথদাস প্রভু যে আমার ॥ ১০১
ইহ সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন। আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥ ১০২
শ্রীগোপালভট্ট এক শাখা সর্ব্বোত্তম। রূপসনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম আলাপন ॥ ১০৩
শঙ্করারণ্য-আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা। মুকুন্দ কাশীনাথ রুদ্র উপশাখায় লেখা ॥ ১০৪
শ্রীনাথপণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন। যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন ॥ ১০৫
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয়দাস। প্রভুর আজ্ঞাতে তিঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥ ১০৬
কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর। কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥ ১০৭
শ্রীনাথমিশ্র শুভানন্দ শ্রীরাম ঈশান। শ্রীনিধি শ্রীগোপীকান্ত মিশ্র ভগবান্ ॥ ১০৮
সুবুদ্ধিমিশ্র হৃদয়ানন্দ কমল-নয়ন। মহেশপণ্ডিত শ্রীকর শ্রীমধুসূদন ॥ ১০৯

পুরুষোত্তম শ্রীগালিম জগন্নাথদাস। শ্রীচন্দ্রশেখরবৈদ্য দ্বিজ হরিদাস ॥ ১১০
রামদাস কবিচন্দ্র শ্রীগোপালদাস। ভাগবতাচার্য্য ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥ ১১১
জগন্নাথ তীর্থ বিপ্র শ্রীজানকীনাথ। গোপাল-আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ ॥ ১১২
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই। যাঁ সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই ॥ ১১৩
রামদাস অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ হাতে লৈয়া কৈল বাঁশী ॥১১৪
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা। তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভু আজ্ঞায় আইলা ॥১১৫
রামদাস, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ। প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥ ১১৬
ভাগবতাচার্য্য চিরঞ্জীব শ্রীরঘুনন্দন। মাধবাচার্য্য কমলাকান্ত শ্রীযদুনন্দন ॥ ১১৭
মহাকৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই। পতিতপাবন গুণের সাক্ষী দুই ভাই ॥ ১১৮
গৌড়দেশের ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন। অনন্ত চৈতন্য-ভক্ত না যায় গণন ॥ ১১৯
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভু-সঙ্গে। দুই স্থানে প্রভু সেবা কৈল নানারঙ্গে ॥ ১২০
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ। সংক্ষেপে তা সবার কিছু করিয়ে কথন ॥১২১
নীলাচলে প্রভু সঙ্গে যত ভক্তগণ। সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুই জন ॥ ১২২
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ দামোদর। গদাধর জগদানন্দ শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ১২৩
দামোদরপণ্ডিত ঠাকুর হরিদাস। রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথদাস ॥ ১২৪
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ। নীলাচলে রহি করেন প্রভুর সেবন ॥ ১২৫
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী। প্রত্যব্দ প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি ॥ ১২৬
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন। সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥ ১২৭
বড়শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীমদ্‌গোপীনাথ আচার্য্য ॥ ১২৮
কাশীমিশ্র প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় ভবানন্দ। যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥ ১২৯
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন। তুমি পাণ্ডু পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন ॥ ১৩০
রামানন্দ রায় পট্টনায়ক গোপীনাথ। কলানিধি সুধানিধি নায়ক বাণীনাথ ॥ ১৩১
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রিয়পাত্র। রামানন্দ সহ মোর দেহভেদমাত্র ॥ ১৩২
প্রতাপরুদ্র রাজা আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ। পরমানন্দ মহাপাত্র ওড্র শিবানন্দ ॥ ১৩৩
ভগবান্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী। শ্রীশিখিমাহিতী আর মুরারি-মাহিতী ॥ ১৩৪
মাধবীদেবী শিখি-মাহিতীর ভগিনী। শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি ॥ ১৩৫
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর। শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥ ১৩৬
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা। নীলাচলে প্রভু-স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥ ১৩৭
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে। তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে ॥১৩৮

অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর। জগন্নাথ দেখিতে চলেন আগে কাশীশ্বর॥ ১৩৯
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে। মনুষ্য ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে॥ ১৪০
রামাই নন্দাই দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর। গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর॥ ১৪১
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই। গোবিন্দ-আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই॥ ১৪২
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। যাঁরে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণগমন॥ ১৪৩
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভক্তি-অধিকারী। মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো ব্রহ্মচারী॥ ১৪৪
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস। দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥ ১৪৫
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর। তপন-আচার্য্য আর রঘুনীলাম্বর॥ ১৪৬
সিঙ্গাভট্ট কামাভট্ট দন্তুর শিবানন্দ। গৌড়ে পূর্ব্বভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ॥ ১৪৭
শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-আচার্য্যতনয়। নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয়॥ ১৪৮
নির্লোম গঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস। ইহা সবের নীলাচলে প্রভুসঙ্গে বাস॥ ১৪৯
বারাণসীমধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন। চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্রতপন॥ ১৫০
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য মিশ্রের নন্দন। প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন॥ ১৫১
চন্দ্রশেখর-ঘরে কৈল দুই মাস বাস। তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস॥ ১৫২
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন। উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদসংবাহন॥ ১৫৩
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে। অষ্টমাস রহিল, ভিক্ষা দেন কোন দিনে॥১৫৪
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা। আসিয়া শ্রীরূপগোসাঞির নিকটে রহিলা॥১৫৫
তাঁর স্থানে রূপগোসাঞি শুনেন ভাগবত। প্রভুর কৃপায় তিঁহো হৈল প্রেমে মত্ত॥১৫৬
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ। দিঙ্মাত্র লিখি সম্যক্ না যায় কথন॥ ১৫৭
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল। তার শিষ্য উপশিষ্য তার উপডাল॥ ১৫৮
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফুল-ফলে। ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণ-প্রেমজলে॥ ১৫৯
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা। সহস্রবদনে যার দিতে নারে সীমা॥ ১৬০
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ। সমগ্র গণিতে যাহা নারেন অনন্ত॥ ১৬১
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ১৬২

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ-
শাখা-বর্ণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিত্যানন্দ শাখা

নিত্যানন্দপদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ১

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ ॥ ২ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ বৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর। তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥ ২
মালাকারের ইচ্ছাজলে বাড়ে শাখাগণ। প্রেম-ফল-ফুল ভরি ছাইল ভুবন ॥ ৩
অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন। আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥ ৪
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধ মহা শাখা। তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা ॥ ৫
ঈশ্বর হইযা কহায় 'মহাভাগবত'। বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত ॥ ৬
অন্তরে ঈশ্বরচেষ্টা বাহিরে নির্দ্দম্ভ। চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥ ৭
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা মহিমা হইতে। চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ৮
সেই বীরভদ্রগোসাঞির লইনু শরণ। যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্টপূরণ ॥ ৯
শ্রীরামদাস আর গদাধরদাস। চৈতন্যগোসাঞির ভক্ত, রহে তাঁর পাশ ॥ ১০
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে। মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে ॥১১
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন। মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥ ১২
রামদাস মুখ্য শাখা সখ্য প্রেমরাশি। ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কৈল বাঁশী ॥ ১৩
গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ। যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥ ১৪
শ্রীমাধবঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে। নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥ ১৫
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে। কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥ ১৬
মুরারি চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা। ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে, সর্প সনে খেলা ॥ ১৭
নিত্যানন্দের গণ যত সব ব্রজের সখা। শৃঙ্গ বেত্র গোপবেশ শিরে শিখিপাখা ॥ ১৮
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়। যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥ ১৯
সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম। যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করেন ব্রজনর্ম্ম ॥ ২০
কমলাকর পিপ্পলাই অলৌকিক রীত। অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥ ২১
সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস। নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস প্রেমের নিবাস ॥ ২২

গৌরীদাস পণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥ ২৩
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল পাঁতি। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি॥ ২৪
নিত্যানন্দ-প্রিয় অতি পণ্ডিত পুরন্দর। প্রেমার্ণবমধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর॥ ২৫
পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈক-শরণ। কৃষ্ণভক্তি পায় তাঁরে যে করে স্মরণ॥ ২৬
জগদীশ পণ্ডিত হয় জগত-পাবন। কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষাঘন॥ ২৭
নিত্যানন্দ প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়। অত্যন্ত বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়॥ ২৮
মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোয়াল। ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥ ২৯
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়। নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোন্মাদ হয়॥ ৩০
বলরামদাস কৃষ্ণ-প্রেমরসাস্বাদী। নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥ ৩১
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র। যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥ ৩২
রাঢ়ে জন্ম যাঁর কৃষ্ণদাস দ্বিজবর। শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর॥ ৩৩
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব-প্রধান। নিত্যানন্দচন্দ্র বিনু নাহি জানে আন॥ ৩৪
শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়॥ ৩৫
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে। নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥ ৩৬
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর। যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপুর॥ ৩৭
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ। সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ॥ ৩৮
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি অধিকারী। পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর রঘুনাথপুরী॥ ৩৯
শ্রীবিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস-তিন ভাই। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোসাঞি॥৪০
নিত্যানন্দ-ভৃত্য পরমানন্দ উপাধ্যায়। শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দ-গুণ গায়॥ ৪১
পরমানন্দ গুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি॥ ৪২
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর। দেবানন্দ চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর॥ ৪৩
বিহারী কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ-প্রভু প্রাণ। নিত্যানন্দ-পদ বিনু নাহি জানে আন॥ ৪৪
নকড়ি মুকুন্দ স্র্য্য মাধব শ্রীধর। রামানন্দ বসু জগন্নাথ মহীধর॥ ৪৫
শ্রীমন্ত গোকুলদাস হরিহরানন্দ। শিবাই নন্দাই অবধূত পরমানন্দ॥ ৪৬
বসন্ত নবনী হোড় গোপাল সনাতন। বিষ্ণাই হাজরা কৃষ্ণানন্দ সুলোচন॥ ৪৭
কংসারিসেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ। গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ, তিন কবিরাজ॥৪৮
পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর। শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥ ৪৯
নর্ত্তক গোপাল রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস। নৃসিংহ চৈতন্যদাস মীনকেতন রামদাস॥ ৫০
বৃন্দাবনদাস নারায়ণীর নন্দন। চৈতন্যমঙ্গল যিঁহো করিলা রচন॥ ৫১
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস। চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥ ৫২

সর্ব্বশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র-গোসাঞি। তাঁর উপশাখা যত তার অন্ত নাই ॥ ৫৩
অনন্ত নিত্যানন্দগণ কে করু গণন। আত্ম-পবিত্রতা হেতু লিখিল কথো জন ॥ ৫৪
এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ পক্ক-প্রেমফলে। যারে দেখে তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥ ৫৫
অনর্গল প্রেমা সবার চেষ্টা অনর্গল। প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল ॥ ৫৬
সংক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ-গণ। যাঁহার অবধি না পায় সহস্রবদন ॥ ৫৭
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৫৮
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দস্কন্ধশাখাবর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত শাখা

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্ সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাসারান্ সারভৃতো বন্দে চৈতন্যজীবনান্ ॥ ১ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥ ১

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ ॥ ২ ॥

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্য গোসাঞি। তাঁর যত শাখা হৈল, তার লেখা নাঞি ॥২
চৈতন্য মালীর কৃপা-জলের সেচনে। সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥ ৩
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল। সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥ ৪
সেই জল স্কন্ধের করে শাখায় সঞ্চার। ফলে ফুলে বাঢ়ে শাখা হইল বিস্তার ॥ ৫
প্রথমেত একমত আচার্য্যের গণ। পাছে দুই মত হৈল দৈবের কারণ ॥ ৬
কেহ ত আচার্য্য-আজ্ঞায় কেহ ত স্বতন্ত্র। স্বমত কল্পনা করে দৈব-পরতন্ত্র ॥ ৭
আচার্য্যের মত যেই সেই মত 'সার'। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে সেই ত 'অসার' ॥ ৮
অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন। ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥ ৯
ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে। পাছে পাতনা উড়াইয়ে সংস্কার করিতে ॥ ১০
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্যনন্দন। আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ ॥ ১১

চৈতন্যগোসাঞির গুরু কেশবভারতী। এই পিতার বাক্য শুনি দুঃখ পাইল অতি ॥ ১২
“জগদ্‌গুরুতে কর ঐছে উপদেশ। তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ ॥ ১৩
চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্যগোসাঞি। তাঁর গুরু অন্য এই কোন শাস্ত্রে নাই” ॥ ১৪
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার। শুনিয়া পাইল আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥ ১৫
কৃষ্ণমিশ্র নাম তার আচার্য্যতনয়। চৈতন্যগোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥ ১৬
শ্রীগোপাল নামে আর আচার্য্যের সুত। তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত ॥ ১৭
গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে। কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেমসুখে ॥ ১৮
নানা ভাবোদ্‌গম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন। দুই গোসাঞি ‘হরি’বোলে আনন্দিত মন ॥ ১৯
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইয়া মূর্চ্ছিত। ভূমিতে পড়িলা, দেহে নাহিক সংবিত ॥ ২০
দুঃখী হৈলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা। রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িঞা ॥ ২১
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য না হয় চেতন। দুঃখী হৈয়া আচার্য্য করেন ক্রন্দন ॥ ২২
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি। উঠহ গোপাল! বলি বোলে হরি হরি ॥ ২৩
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ ধ্বনি শুনি। আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি ॥ ২৪
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম। আর পুত্রস্বরূপ শাখা জগদীশ নাম ॥ ২৫
কমলাকান্ত বিশ্বাস নাম আচার্য্য-কিঙ্কর। আচার্য্য-ব্যবহার সব তাঁহার গোচর ॥ ২৬
নীলাচলে তেঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া। প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়া ॥ ২৭
সেই ত পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে। কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভুর স্থানে ॥ ২৮
সে পত্রীতে লেখা আছে এই ত লিখন। ঈশ্বরত্বে আচার্য্যের করেছে স্থাপন ॥ ২৯
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ। ঋণ শোধিবারে চাহি তঙ্কা শত তিন ॥ ৩০
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুখ। বাহিরে হাসিয়া কিছু কহে চাঁদমুখ ॥ ৩১
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর। ইথে দোষ নাহি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর ॥ ৩২
ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা। অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা ॥ ৩৩
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ইহাঁ আজি হৈতে। বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে ॥ ৩৪
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরম দুঃখিত। শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥ ৩৫
বিশ্বাসেরে কহে, তুমি বড় ভাগ্যবান্। তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥ ৩৬
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান। দুঃখ পাই মনে আমি কৈল অপমান ॥ ৩৭
‘মুক্তি’ শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান। ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥ ৩৮
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ। যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ ॥ ৩৯

যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী। সে দণ্ডপ্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি ? ৪০
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস। আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ ॥৪১
প্রভুরে কহেন তোমার না বুঝিয়ে লীলা। আমা হৈতে প্রসাদ-পাত্র করিলা কমলা ॥৪২
আমারেহ কভু যেই না হয় সে প্রসাদ। তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥ ৪৩
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা। বোলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥ ৪৪
আচার্য্য কহে ইহাকে কেনে দিলে দরশন ? দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥৪৫
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল। দোঁহার অন্তর-কথা দোঁহে সে বুঝিল।৪৬ ॥
প্রভু কহে বাউলিয়া ! ঐছে কাহে কর ? আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্মহানি সে আচর ॥ ৪৭
প্রতিগ্রহ না করিযে কভু রাজধন। বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ ৪৮
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ। কৃষ্ণ-স্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন ॥ ৪৯
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্মকীর্ত্তি হয় হানি। ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি ॥ ৫০
এই শিক্ষা সবাকারে সবে মনে কৈল। আচার্য্য গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল ॥ ৫১
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভু মাত্র বুঝে। প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥ ৫২
এইত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে নারি লিখিবার ॥ ৫৩
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা। তাঁর শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা ॥ ৫৪
বাসুদেবদত্তের তিঁহো কৃপার ভাজন। সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ ॥ ৫৫
ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য। চক্রপাণি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য ॥ ৫৬
নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস। দুর্ল্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস ॥ ৫৭
জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ। হৃদয়ানন্দ সেন, আর দাস ভোলানাথ ॥ ৫৮
যাদবদাস বিজয়দাস দাস জনার্দ্দন। অনন্তদাস কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ ॥ ৫৯
শ্রীবৎসপণ্ডিত ব্রহ্মচারী হরিদাস। পুরুষোত্তম-ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস ॥ ৬০
পুরুষোত্তম-পণ্ডিত আর রঘুনাথ। বনমালী কবিচন্দ্র আর বৈদ্যনাথ ॥ ৬১
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত। শ্রীহরিচরণ আর মাধবপণ্ডিত ॥ ৬২
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম। অসংখ্য অদ্বৈতশাখা কত লব নাম ? ৬৩
মালীদত্ত জল অদ্বৈতস্কন্ধ যোগায়। সেই জলে জীয়ে শাখা ফুলফল পায় ॥ ৬৪
ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখাগণ। না মানে চৈতন্যমালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥ ৬৫
যে জন্মাইল জীয়াইল তাঁরে না মানিল। কৃতঘ্ন হইল, তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল ॥ ৬৬
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে। জলাভাবে কৃশশাখা শুকাইয়া মরে ॥ ৬৭
চৈতন্যরহিত দেহ শুষ্ক কাষ্ঠসম। জীবিতেই মৃত সেই, দণ্ডে তারে যম ॥ ৬৮
কেবল এ গণ প্রতি নহে এই দণ্ড। চৈতন্যবিমুখ যেই সেই ত পাষণ্ড ॥ ৬৯

কি পণ্ডিত কি তপস্বী কিবা গৃহী যতি। চৈতন্যবিমুখ যেই, তার এই গতি ॥ ৭০
যে যে লইল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত। সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত ॥ ৭১
অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার। আর যত মত সব হৈল ছারখার ॥ ৭২
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন। অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ ॥ ৭৩
সেই আচার্য্যের গণে মোর কোটি নমস্কার। অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার ॥৭৪
এইত কহিল আচার্য্য-গোসাঞির গণ। তিন-স্কন্ধ-শাখার কৈল সংক্ষেপ গণন ॥ ৭৫
শাখা উপশাখা তাঁর নাহিক গণন। কিছুমাত্র কহি করি দিগ্‌দরশন ॥ ৭৬
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম। তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥ ৭৭
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধরব্রহ্মচারী। ভাগবতাচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৭৮
অনন্ত আচার্য্য কবি দত্ত মিশ্রনয়ন। গঙ্গামন্ত্রী মামুঠাকুর কণ্ঠাভরণ ॥ ৭৯
ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবতদাস। এই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥ ৮০
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়। বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণ-প্রেমময় ॥ ৮১
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস। জিতামিশ্র কাঠকাটা জগন্নাথ দাস ॥ ৮২
শ্রীহরি আচার্য্য সাদিপুরিয়া গোপাল। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী পুষ্পগোপাল ॥ ৮৩
শ্রীহর্ষ রঘুমিশ্র পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ। রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস শ্রীরঘুনাথ ॥ ৮৪
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম। মদনগোপাল-পায়ে যাহার বিশ্রাম ॥ ৮৫
অমোঘ পণ্ডিত হস্তিগোপাল চৈতন্যবল্লভ। শ্রীযদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥ ৮৬
সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিতগোসাঞির গণ। ঐছে আর শাখা উপশাখার গণন ॥ ৮৭
পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য। প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৮৮
এই তিন স্কন্ধের (কৈল) শাখার সংক্ষেপ গণন। যাঁ সবার স্মরণে হয় বন্ধ বিমোচন ॥৮৯
যাঁ সবার স্মরণে পাই চৈতন্য-চরণ। যাঁ সবার স্মরণে হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥ ৯০
অতএব তাঁ সবার বন্দিয়ে চরণ। চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥ ৯১
গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ। কে করিতে পারে তাহে অবগাহ সাধ ॥ ৯২
তাহার মাধুর্য্য-গন্ধে লুব্ধ হয় মন। অতএব তটে রহি চাখি এক কণ ॥ ৯৩
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৪
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈতস্কন্ধ-শাখাবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের জন্মলীলা

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় গৌরচন্দ্র। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ১
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস। জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥ ২
জয় দামোদর স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত। এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥ ৩
জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ। সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল কৈল ত্রিভুবন ॥ ৪
এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ। এবে কহি চৈতন্য-লীলার ক্রম-অনুবন্ধ ॥ ৫
প্রথমে ত সূত্ররূপে করিয়ে গণন। পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ ॥ ৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি ॥ ৭
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥ ৮
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস। নিরন্তর কৈল কৃষ্ণ কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ৯
চব্বিশ বৎসর-শেষে করিয়া সন্ন্যাস। চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥ ১০
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন। কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥ ১১
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে। কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে ॥ ১২
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা আদিলীলাখ্যান। মধ্য-অন্ত্য লীলা শেষ-লীলার দুই নাম ॥ ১৩
আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥ ১৪
প্রভুর যে শেষ-লীলা স্বরূপ দামোদর। সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ ১৫
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া। বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥ ১৬
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন চারি ভেদ। অতএব আদিখণ্ডে গণি চারি ভেদ ॥ ১৭

তথাহি—

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥ ২ ॥

বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশতি যুগসম্ভবে।
চতুর্দ্দশশতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে ॥
ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে।
রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃ প্রকটো ভবেৎ ॥*

---

* এই শ্লোকটি সকল গ্রন্থে নাই।

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়। সেই কালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয় ॥ ১৮
হরি হরি বলে লোক হরষিত হঞা। জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া ॥ ১৯
জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবাকালে। হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥ ২০
বাল্যভাবচ্ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন। 'কৃষ্ণ-হরিনাম' শুনি রহয়ে রোদন ॥ ২১
অতএব 'হরি হরি' বোলে নারীগণ। দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ববন্ধুজন ॥ ২২
'গৌরহরি' বলি তাঁরে হাসে সর্ব্বনারী। অতএব হইল তাঁর নাম 'গৌরহরি' ॥ ২৩
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল। পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥ ২৪
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন। সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সংকীর্ত্তন ॥ ২৫
পৌগণ্ডবয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে। সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥ ২৬
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য। শিষ্যের প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য্য ॥ ২৭
যারে দেখে, তারে কহে—'কহ কৃষ্ণনাম'। কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম ॥ ২৮
কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন। রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ ॥ ২৯
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া। ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥ ৩০
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে। লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম নামে ॥ ৩১
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস। ভক্তগণ লঞা কৈল নীলাচলে বাস ॥ ৩২
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর। নৃত্য গীত প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥ ৩৩
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন। প্রেমনাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৪
এই 'মধ্যলীলা' নাম-লীলামুখ্যধাম। শেষ অষ্টাদশ বর্ষ 'অন্ত্যলীলা' নাম ॥৩৫
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে। প্রেমভক্তি লওয়াইলা নৃত্য-গীত-রঙ্গে ॥ ৩৬
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে। প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে ॥ ৩৭
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ-স্ফুরণ। উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপবচন ॥ ৩৮
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে। সেইমত উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥ ৩৯
বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত। আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥ ৪০
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম-চেষ্টিত। আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত ॥ ৪১
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা। কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিয়া ॥ ৪২
সূত্র করি গণে যদি আপনি অনন্ত। সহস্র-বদনে তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ৪৩
দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি। মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি ॥ ৪৪
সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন ॥ ৪৫
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ ॥ ৪৬
গ্রন্থবিস্তারভয়ে তেঁহো ছাড়িলে যে যে স্থান। সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যান ॥ ৪৭

প্রভুর লীলামৃত তেঁহো কৈল আস্বাদন। তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥ ৪৮
আদিলীলাসূত্র লিখি শুন ভক্তগণ। সংক্ষেপে লিখিয়ে, সম্যক্ না যায় লিখন ॥ ৪৯
কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার। অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥ ৫০
আগে অবতারিলা যে যে গুরু পরিবার। সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥ ৫১
শ্রীশচী জগন্নাথ শ্রীমাধবপুরী। কেশবভারতী আর শ্রীঈশ্বরপুরী ॥ ৫২
অদ্বৈত-আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস। আচার্য্যরত্ন বিদ্যানিধি ঠাকুর হরিদাস ॥ ৫৩
শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র নাম। বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণপ্রধান ॥ ৫৪
সপ্তমিশ্র তাঁর পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর। কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর ॥ ৫৫
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্যনাথ। নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥ ৫৬
জগন্নাথ মিশ্রবর পদবী 'পুরন্দর'। নন্দ-বসুদেব-রূপ * সদ্‌গুণ-সাগর ॥ ৫৭
তাঁর পত্নী শচী নাম পতিব্রতা সতী। যাঁর পিতা নীলাম্বর নাম চক্রবর্ত্তী ॥ ৫৮
রাঢ়দেশে জনমিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ। গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥ ৫৯
অসংখ্য নিজভক্তের করাইয়া অবতার। শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬০
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ। অদ্বৈতাচার্য্য স্থানে করেন গমন ॥ ৬১
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্যগোসাঞি। জ্ঞানকর্ম্ম নিন্দি করে ভক্তির বড়াঞি ॥ ৬২
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান। জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ নাহি মানে আন ॥ ৬৩
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ। কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণকথা নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬৪
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণ-বহির্মুখ। বিষয়-নিমগ্ন লোক দেখি পায় দুখ ॥ ৬৫
লোকের নিস্তারহেতু করেন চিন্তন। কেমতে এ সব লোকের হইবে তারণ ॥ ৬৬
কৃষ্ণ অবতরি করে ভক্তির বিস্তার। তবে ত সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥ ৬৭
কৃষ্ণাবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া। কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া ॥ ৬৮
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার। হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ৬৯
জগন্নাথমিশ্রপত্নী শচীর উদরে। অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল জন্মি জন্মি মরে ॥ ৭০
অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন। পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ ॥ ৭১
তবে পুত্র উপজিলা বিশ্বরূপ নাম। মহাগুণবান্ তিঁহো বলদেবধাম ॥ ৭২
বলদেব-প্রকাশ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ। তিঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত-কারণ ॥ ৭৩
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর। অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥ ৭৪

---

* "নন্দ বসুদেব পূর্ব্বে"—পাঠান্তর।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।২৫)—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৩ ॥

অতএব প্রভুর তেঁহ হৈল বড় ভাই। কৃষ্ণ বলরাম দুই চৈতন্য নিতাই ॥ ৭৫
পুত্র পাঞা দম্পতি হৈলা আনন্দিত মন। বিশেষে সেবন করে গোবিন্দ-চরণ ॥ ৭৬
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘমাসে। জগন্নাথ শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে ॥ ৭৭
মিশ্র কহে শচীস্থানে দেখি আন রীত। জ্যোতির্ম্ময় দেহে গেহে লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥ ৭৮
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বলোক করেন সম্মান। ঘরে পাঠাইয়া দেয় বস্ত্র ধন ধান ॥ ৭৯
শচী কহে মুঞি দেখোঁ আকাশ উপরে। দিব্যমূর্ত্তি লোক সব যেন স্তুতি করে ॥ ৮০
জগন্নাথ মিশ্র কহে স্বপ্ন যে দেখিল। জ্যোতির্ম্ময়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥ ৮১
আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে। হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥ ৮২
এত বলি দুঁহে রহে হরষিত হঞা। শালগ্রাম-সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥ ৮৩
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস। তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে, মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥ ৮৪
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিলা গণিয়া। এই মাসে পুত্র হৈবে শুভক্ষণ পাঞা ॥ ৮৫
চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন। পূর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ ॥ ৮৬
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ। ষড়্‌বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্বসুলক্ষণ ॥ ৮৭
'অকলঙ্ক' গৌরচন্দ্র দিলা দরশন। সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ? ॥ ৮৮
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রের গ্রহণ। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥ ৮৯
জগৎ ভরিয়া লোক বলে 'হরি হরি'। সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি ॥ ৯০
প্রসন্ন হইল সর্ব্বজগতের মন। 'হরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥ ৯১
'হরি' বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি। স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতুহলী ॥ ৯২
প্রসন্ন হইল দশদিক্, প্রসন্ন নদীজল। স্থাবর জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥ ৯৩

যথা—রাগ

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয় ॥ ৯৪

সেইকালে নিজালয়ে,　　উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে,
নৃত্য করে আনন্দিতমনে।
হরিদাস লঞা সঙ্গে,　　হুঙ্কার কীর্ত্তন রঙ্গে,
কেনে নাচে কেহ নাহি জানে ॥ ৯৫ ধ্রু ॥

দেখি উপরাগ হাসি,　　শীঘ্র গঙ্গা-ঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে,　　আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥ ৯৬

জগৎ আনন্দময়,　　দেখি মনে সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ,　　মোর মন পরসন্ন,
দেখি কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥ ৯৭

আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস,　　হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন,　　করে হরি-সঙ্কীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ ৯৮

এইমত ভক্ত-ততি,　　যার যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন,　　আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥ ৯৯
ব্রাহ্মণ সজ্জন নারী,　　নানা দ্রব্য থালি ভরি,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা সোনা দ্যুতি,　　দেখে বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥ ১০০
সাবিত্রী গৌরী সরস্বতী,　　শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা দ্রব্য পাত্র ভরি,　　ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করে দরশন ॥ ১০১

অন্তরীক্ষে দেবগণ, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ চারণ,
স্তুতি নৃত্য করে বাদ্য গীত।
নর্ত্তক বাদক ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি নাচে পাঞা প্রীত ॥ ১০২

কেবা আইসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কারো বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদে পূরিল লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৩

আচার্য্য-রত্ন শ্রীবাস, জগন্নাথ মিশ্র-পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥ ১০৪

যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক গায়ন, ভট্ট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবায় মান ॥ ১০৫

শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে।
সিন্দূর হরিদ্রা তৈল, খই কলা নারিকেল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥ ১০৬

অদ্বৈতআচার্য-ভার্য্যা, জগৎ-পূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥ ১০৭

সুবর্ণের কড়িবৌলি, রজতমুদ্রা পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ।
দুবাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ ॥ ১০৮

ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি,　　　কটি-পট্টসূত্র ডোরী,
হস্তপদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী　　　ভুনী-ফোতা পট্টপাড়ি,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহু ধন ॥ ১০৯

দূর্ব্বা ধান্য গোরোচন,　　　হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিয়া
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি,　　　সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥ ১১০

ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার,　　　সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচীগৃহে হইলা উপনীত।
দেখিযা বালক-ঠাম,　　　সাক্ষাৎ গোকুলকান
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥ ১১১

সর্ব্ব-অঙ্গ সুনির্ম্মাণ,　　　সুবর্ণপ্রতিমা ভাণ,
সর্ব্ব-অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য দ্যুতি,　　　দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥ ১১২

দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে,　　　কৈল বহু আশীষে,
'চিরজীবী হও দুই ভাই'।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে,　　　শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥ ১১৩

পুত্র-মাতা-স্নানদিনে,　　　দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা,　　　মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী ॥ ১১৪

ঐছে শচী জগন্নাথ,　　　পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর,　　　লোকমান্য কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥ ১১৫

মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধন-ভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥ ১১৬
লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ ১১৭
ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দযাময়, তারে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥ ১১৮
পাইয়া মানুষ-জন্ম যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত-ধুনী, পিযে বিষগর্ত্তপানি,
জন্মিয়া সে কেনে না মইল ॥ ১১৯
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথদাস।
ইঁহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥ ১২০

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মমহোৎসববর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা

হরিভক্তিবিলাসে (২০।১)—

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র। যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥ ২
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনুক্রম। এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন ॥ ৩

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশ-চেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥ ২ ॥

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্থান শয়ন। পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন-চরণ ॥ ৪
গৃহে দুই জন দেখি লঘু পদচিহ্ন। তাহে শোভে ধ্বজ বজ্র শঙ্খ চক্র মীন ॥ ৫
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়। কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥ ৬
মিশ্র কহে বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে। তেঁহো মূর্ত্তি হঞা খেলে জানি ঘরে রঙ্গে ॥ ৭
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন। অঙ্কে লৈয়ে শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥ ৮
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল। সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল ॥ ৯
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি। গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥ ১০
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া। লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥ ১১
বত্রিশ লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ। এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥ ১২

তথা হি সামুদ্রিকে (৩)

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥ ৩ ॥

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত চরণ। এই শিশু সর্ব্ব লোকের করিবে তারণ ॥ ১৩
এই ত করিবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার। ইঁহা হৈতে হবে দুই কুলের উদ্ধার ॥ ১৪
মহোৎসব কর সব বোলাহ ব্রাহ্মণ। আজ দিন ভাল, করিব নামকরণ ॥ ১৫
সর্ব্বলোকের করিব ইহোঁ ধারণ পোষণ। 'বিশ্বম্ভর' নাম ইঁহার এই ত কারণ ॥ ১৬
শুনি শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল ॥ ১৭

তবে কত দিনে প্রভুর জানুচংক্রমণ। নানা চমৎকার তথা করাইল দর্শন ॥ ১৮
ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরিনাম। নারী সব 'হরি' বলে, হাসে গৌরধাম ॥ ১৯
তবে কত দিনে কৈল পদ-চংক্রমণ। শিশুগণে মিলি করে বিবিধ খেলন ॥ ২০
একদিন শচী খই সন্দেশ আনিয়া। বাটা ভরি দিয়া বৈল-'খাও ত বসিয়া' ॥ ২১
এত বলি গেলা গৃহকর্ম্মাদি করিতে। লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥ ২২
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়। মাটী কাড়ি লঞা কহে 'মাটী কেনে খায়' ॥২৩
কান্দিয়া বোলেন শিশু কেনে কর রোষ। তুমি মাটী খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ ॥ ২৪
খই সন্দেশ অন্ন যত মাটীর বিকার। এহো মাটী সেহো মাটী কি ভেদ বিচার ॥ ২৫
মাটী দেহ মাটী ভক্ষ্য দেখহ বিচারি। অবিচারে দেহ দোষ, কি বলিতে পারি ॥ ২৬
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিল তাঁহারে। মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাইল তোরে॥২৭
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্ট হয়। মাটী খাইলে রোগ হয় দেহ যায় ক্ষয় ॥২৮
মাটীর বিকার ঘটে পানি ভরি আনি। মাটী-পিণ্ডে ধরি যবে শোষি যায় পানি ॥ ২৯
আত্ম লুকাইতে প্রভু কহিল তাঁহারে। আগে কেনে ইহা মাতা না শিখাইলে মোরে ॥৩০
এবে ত জানিলু আর মাটী না খাইব। ক্ষুধা লাগিলে তোমার স্তনদুগ্ধ পিব ॥ ৩১
এত কহি জননীর কোলেতে চড়িয়া। স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৩২
এইমত নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়। বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥ ৩৩
অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার। পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥ ৩৪
চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া। তার স্কন্ধে চড়ি আইলা তারে ভুলাইয়া ॥৩৫
ব্যাধিচ্ছলে জগদীশ হিরণ্য-সদনে। বিষ্ণুর নৈবেদ্য খাইলা একাদশীদিনে ॥ ৩৬
শিশুগণ লঞা পাড়াপড়শীর ঘরে। চুরি করি দ্রব্য খায় মারে বালকেরে ॥ ৩৭
শিশু সব শচীস্থানে কৈল নিবেদন। শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন ॥ ৩৮
কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে। কেন পর-ঘরে যাহ, কিবা নাহি ঘরে ॥ ৩৯
শুনি প্রভু ক্রুদ্ধ হঞা ঘর-ভিতর যাঞা। ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥ ৪০
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ। লজ্জিত হইল প্রভু জানি নিজদোষ ॥ ৪১
কভু মৃদু-হস্তে কৈল মাতারে তাড়ন। মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করেন ক্রন্দন ॥ ৪২
নারীগণ কহে, নারিকেল দেহ আনি। তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥ ৪৩
বাহির হইয়া আনিলেন দুই নারিকেল। দেখিয়া হৈলা অপূর্ব্ব, বিস্মিত সকল ॥ ৪৪
কভু শিশু সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে। কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে ॥ ৪৫
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা। কন্যাগণমধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥ ৪৬
কন্যাগণে কহে-আমা পূজ, আমি দিব বর। গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর ॥৪৭

আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা। নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল কলা ॥ ৪৮
ক্রোধে কন্যাগণ বলে শুন হে নিমাঞি। গ্রাম সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই ॥৪৯
আমা সবার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়। না লহ দেবতাসজ্জা না কর অন্যায় ॥ ৫০
প্রভু কহে তোমা সবাকে দিল এই বর। তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর ॥ ৫১
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্। সাত সাত পুত্র হৈবে চিরায়ু মতিমান্ ॥ ৫২
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ। বাহিরে ভৎর্সনা করে করি মিথ্যা রোষ ॥ ৫৩
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া। তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া ॥ ৫৪
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী। বুড়া ভর্ত্তা হবে আর চারি চারি সতিনী ॥৫৫
ইহা শুনি তা সবার মনে হৈল ভয়। জানি কোন দেবাবিষ্ট ইহাতে বা হয় ॥ ৫৬
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল। খাইযা নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥ ৫৭
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়। দুঃখ কারো মনে নহে, সবে সুখ পায় ॥ ৫৮
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীনাম। দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান ॥ ৫৯
তাহা দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন। লক্ষ্মী চিত্তে প্রীতি পাইলা প্রভু দরশন ॥ ৬০
সাহজিক প্রীতি দোঁহার চিত্তে করিল উদয়। বাল্যভাবাচ্ছন্ন তবু হইল নিশ্চয ॥ ৬১
দোঁহা দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস। দেবপূজাচ্ছলে দোঁহে করেন পরকাশ ॥৬২
প্রভু কহে আমা পূজ, আমি মহেশ্বর। আমাকে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥ ৬৩
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল পুষ্প চন্দন। মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥ ৬৪
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা। শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা ॥ ৬৫

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।২৫)—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ! ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥ ৪॥

এইমত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘর। গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিবে পর ॥ ৬৬
চৈতন্য-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন ॥ শচী-জগন্নাথে দেখি দেন ওলাহন ॥ ৬৭
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভৎর্সিয়া। ধরিবারে গেলা, পুত্র গেলা পলাইয়া ॥ ৬৮
উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর। বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর ॥ ৬৯
শচী আসি কহে কেন অশুচি ছুঁইলা। গঙ্গাস্নান কর যাই অপবিত্র হৈলা ॥ ৭০
ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান। বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল গঙ্গাস্নান ॥ ৭১
কভু পুত্র-সঙ্গে শচী করিলা শয়ন। দেখে দিব্যলোক আসি ভরিল ভবন ॥ ৭২
শচী বলে যাহ পুত্র বোলাহ বাপেরে। মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিলা বাহিরে ॥ ৭৩
চলিতে নূপুর ধ্বনি বাজে ঝন্ঝন্। শুনি চমকিত হৈল মাতা-পিতার মন ॥ ৭৪

মিশ্র কহে এই বড় অদ্ভুত কাহিনী। শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥ ৭৫
শচী বোলে আর এক অদ্ভুত দেখিল। দিব্য দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল ॥ ৭৬
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি। কাহাকে বা স্তুতি করে, অনুমান করি ॥ ৭৭
মিশ্র কহে কিছু হউক্, চিন্তা কিছু নাই! বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এইমাত্র চাই ॥ ৭৮
একদিন মিশ্র পুত্রের চাঞ্চল্য দেখিয়া। ধর্ম্মশিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসনা করিয়া ॥ ৭৯
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ। মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥ ৮০
মিশ্র! তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান। ভর্ৎসন তাড়ন কর 'পুত্র' করি মান ॥ ৮১
মিশ্র কহে দেব সিদ্ধ মুনি কেনে নয়। যে সে বড় হউক মাত্র আমার তনয় ॥ ৮২
পুত্রের লালন শিক্ষা পিতার স্বধর্ম্ম। আমি না শিখাইলে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম ॥ ৮৩
বিপ্র কহে পুত্র যদি দেবশ্রেষ্ঠ হয। স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয ॥ ৮৪
মিশ্র বোলে পুত্র কেনে নহে নারায়ণ। তথাপি পিতার ধর্ম্ম পুত্রের শিক্ষণ ॥ ৮৫
এইমতে দোঁহে করেন ধর্ম্মের বিচার। বিশুদ্ধবাৎসল্য মিশ্র নাহি জানে আর ॥ ৮৬
এত শুনি দ্বিজ গেলা হৈয়া আনন্দিত। মিশ্র জাগিয়া হৈলা পরম বিস্মিত ॥ ৮৭
বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপন কহিল। শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥ ৮৮
এতমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র। দিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়য়ে আনন্দ ॥ ৮৯
কতদিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল। অল্পদিনে দ্বাদশ ফলা অক্ষর শিখিল ॥ ৯০
বাল্যলীলা-সূত্রে এই কৈল অনুক্রম। ইহা বিস্তারিযাছেন দাস বৃন্দাবন ॥ ৯১
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল। পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল ॥ ৯২
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৯৩

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম
চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের পৌগণ্ডলীলা

হরিভক্তি বিলাসে (৭।১)—

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন। পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥ ২

তথা হি—

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্য-কৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ২ ॥

গঙ্গাদাস-পণ্ডিত স্থানে পড়ে ব্যাকরণ। শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥ ৩
অল্পকালে হৈল পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ। চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥ ৪
অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন। চৈতন্যমঙ্গলে কৈল বিস্তারি বর্ণন ॥ ৫
একদিন মাতার চরণে করি প্রণাম। প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান ॥ ৬
মাতা কহে তাহি দিব, যে তুমি মাগিবা। প্রভু কহে একাদশীতে অন্ন না খাইবা ॥ ৭
শচী কহে না খাইব, ভালই কহিলা। সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ৮
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন। কন্যা চাহি বিবাহ দিতে করিলেন মন ॥ ৯
বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা। সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥ ১০
শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হৈল মন। তবে প্রভু মাতা পিতার কৈল আশ্বাসন ॥ ১১
ভাল হৈল বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল ॥ ১২
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন। শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল মাতাপিতার মন ॥ ১৩
একদিন প্রভু নৈবেদ্য তাম্বূল খাইয়া। ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হৈয়া ॥ ১৪
আস্তেব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিলা পানী। সুস্থ হঞা কহে প্রভু অদ্ভুত কাহিনী ॥ ১৫
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা। সন্ন্যাস করহ তুমি আমারে কহিলা ॥ ১৬
আমি কহি আমার অনাথ পিতা-মাতা। আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥ ১৭
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতামাতার সেবন। ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ ॥ ১৮
তবে বিশ্বরূপ ইহা পাঠাইল মোরে। 'মাতাকে কহিও কোটি কোটি নমস্কারে' ॥ ১৯
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি। কি কারণে লীলা, ইহা বুঝিতে না পারি ॥ ২০
কত দিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক। মাতা পুত্র দোঁহার বাড়িল হৃদি শোক ॥ ২১

বন্ধুবান্ধব আসি দোঁহে প্রবোধিল। পিতৃক্রিয়া বিধিদৃষ্টে ঈশ্বর করিল ॥ ২২
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন। গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥ ২৩
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন। এত চিন্তি বিবাহ করিতে হইল মন ॥ ২৪

তথা হি উদ্‌বাহতত্ত্বে (৭)

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥ ৩ ॥

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে। বল্লভাচার্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে ॥ ২৫
পূর্ব্ব সিদ্ধভাব দোঁহার উদয় করিল। দৈবে বনমালী ঘটক শচা-স্থানে আইল ॥ ২৬
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন। লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৭
বিস্তারি বর্ণিলেন ইহা বৃন্দাবনদাস। এই ত পৌগণ্ডলীলার সূত্রের প্রকাশ ॥ ২৮
পৌগণ্ডবয়সে লীলা বহুত প্রকার। বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার ॥ ২৯
অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল। চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাত হৈল ॥ ৩০
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩১
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলাসূত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের কৈশোরলীলা

কৃপাসুধাসরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥ ২ ॥

এই ত কৈশোর লীলাসূত্র অনুবন্ধ। শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ২
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন। ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥ ৩
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়। বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৪
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ সঙ্গে। জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥ ৫
কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন। যাহাঁ যায় তাহাঁ লওয়ায় নামসংকীর্ত্তন ॥ ৬

বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে। শতশত পড়ুয়া আসি লাগিল পড়িতে ॥ ৭
সেই দেশে বিপ্র নাম মিশ্রতপন। নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্যসাধন ॥ ৮
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়। 'সাধ্যসাধন শ্রেষ্ঠ' না হয় নিশ্চয় ॥ ৯
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে শুন হে তপন। নিমাঞি পণ্ডিত পাশে করহ গমন ॥ ১০
তেঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়। সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো নাহিক সংশয় ॥ ১১
স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে। স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১২
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল। 'নামসঙ্কীর্ত্তন কর' উপদেশ কৈল ॥ ১৩
তাঁর ইচ্ছা প্রভু-সঙ্গে নবদ্বীপ বসি। প্রভু আজ্ঞা দিল তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৪
তাহাঁ আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন। আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥১৫
প্রভুর অতর্ক্য লীলা বুঝিতে না পারি। স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠান কাশীপুরী ॥ ১৬
এইমত বঙ্গের লোকের কৈল মহা হিত। নাম দিয়া ভক্ত কৈল-পড়াঞা পণ্ডিত ॥ ১৭
এইমতে বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা। এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ ১৮
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল। বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥ ১৯
অন্তরে জানিলা প্রভু যাতে অন্তর্যামী। দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি ॥ ২০
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধনজন। তত্ত্ব জ্ঞানে কৈলা শচীর দুঃখ-বিমোচন ॥ ২১
শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস। বিদ্যাবলে সভা জিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥ ২২
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয়। তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ি-জয় ॥ ২৩
বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার। স্ফুট নাহি করেন দোষ-গুণের বিচার ॥ ২৪
সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার। যাহা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপন ধিক্কার ॥২৫
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে। বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৬
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঁঞি আইলা। গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা ॥ ২৭
বসাইলা তাঁরে প্রভু আদর করিয়া। দিগ্বিজয়ী কহে, মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥ ২৮
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি পণ্ডিত তোমার নাম। বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥ ২৯
ব্যাকরণমধ্যে জানি পড়াহ কলাপ। শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ। ৩০
প্রভু কহে-ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি। শিষ্যেহো না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥৩১
কাহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ। কাঁহা আমি—সব শিশু পড়ুয়া নবীন ॥ ৩২
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন। কৃপা করি করহ যদি গঙ্গার বর্ণন ॥ ৩৩
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা। ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥ ৩৪
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার। তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥ ৩৫

তোমার কবিতা শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি। তুমি ভাল জান অর্থ, কিবা সরস্বতী ॥৩৬
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজমুখে। শুনি সব লোক তবে পাইব বড় সুখে ॥৩৭
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল। শত শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল ॥৩৮

তথা হি দিগ্বিজয়িবাক্যম্—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং,
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা,
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥ ৩ ॥

এই শ্লোকের অর্থ কর প্রভু যদি কৈল। বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল ॥ ৩৯
ঝঞ্ঝাবাত প্রায় আমি শ্লোক পড়িল। তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥ ৪০
প্রভু কহে দেব-বরে তুমি কবিবর। ঐছে দেবের বরে কেহো হয় শ্রুতিধর ॥ ৪১
শ্লোকের ব্যাখ্যা কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ। প্রভু কহে কহ শ্লোকের কিবা গুণ দোষ ॥৪২
বিপ্র কহে শ্লোকে নাহি দোষের আভাস। উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস ॥ ৪৩
প্রভু কহেন কহি যদি না করহ রোষ। কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥৪৪
প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষ। ভাল মতে বিচারিলে জানি গুণ দোষ ॥৪৫
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার। কবি কহে যে কহিল সেই বেদসার ॥ ৪৬
ব্যাকরণী তুমি নাহি পড অলঙ্কার। তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥ ৪৭
প্রভু কহেন অতএব পুছিযে তোমারে। বিচারিয়া গুণ দোষ বুঝাহ আমারে ॥ ৪৮
নাহি পড়ি অলঙ্কার করিযাছি শ্রবণ। তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ গুণ ॥ ৪৯
কবি কহে কহ দেখি কোন্ গুণ দোষ। প্রভু কহে কহি শুন, না করিহ রোষ ॥ ৫০
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার। ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার ॥ ৫১
অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দুই ঠাঞি চিহ্ন। বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন ॥ ৫২
'গঙ্গার মহত্ত্ব' শ্লোকের মূল বিধেয়। 'ইদং' শব্দে অনুবাদ পাছে অবিধেয় ॥ ৫৩
বিধেয় আগে কহি, পাছে কহিলে অনুবাদ। এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥৫৪

তথা হি একাদশীতত্ত্বে ধৃত্যেন্যায়ঃ—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৪ ॥

'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মী' ইহাঁ দ্বিতীয় বিধেয়। সমাসে গৌণ হৈল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥৫৫
'দ্বিতীয়' শব্দ বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে। 'লক্ষ্মীর সমতা, অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৫৬
'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' এই দোষের নাম। আর এক দোষ আছে শুন সাবধান ॥ ৫৭

'ভবানীভর্ত্তু' শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ। 'বিরুদ্ধ-মতিকৃৎ' নাম এই মহা দোষ ॥ ৫৮
'ভবানী' শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী। 'তাঁর ভর্ত্তা' কহিলে দ্বিতীয় ভর্ত্তা-জানি ॥৫৯
শিবপত্নীরভর্ত্তা ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ। 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ ॥ ৬০
'ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান'। শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান ॥ ৬১
'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্যসাঙ্গ, পুনর্বিশেষণ— 'অদ্ভুতগুণা' এই পুনরাত্ত দূষণ ॥ ৬২
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম। এক পাদে নাহি এই দোষ 'ভগ্নক্রম' ॥ ৬৩
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার। এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৪
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়। এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৫
সুন্দর-শরীব যৈছে ভূষণে ভূষিত। এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৬৬

তথা হি ভরতমুনিবাক্যম্—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্‌বিভূষিতম্।
স্যাদ্‌বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥ ৫ ॥

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার। দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥ ৬৭
শব্দালঙ্কার তিন পাদে আছে অনুপ্রাস। 'শ্রীলক্ষ্মী'শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' ॥ ৬৮
প্রথমচরণে পঞ্চ তকারের পাঁতি। তৃতীযচরণে হয় পঞ্চ রেফ-স্থিতি ॥ ৬৯
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ। অতএব শব্দ-অলঙ্কার 'অনুপ্রাস' ॥ ৭০
'শ্রী'শব্দে 'লক্ষ্মী'শব্দে এক বস্তু উক্ত। পুনরুক্ত প্রায় ভাসে, নহে পুনরুক্ত ॥ ৭১
'শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী' অর্থে অর্থের বিভেদ। 'পুনরুক্তবদাভাস' শব্দালঙ্কারভেদ ॥ ৭২
'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার'উপমা' প্রকাশ। আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম 'বিরোধাভাস'॥৭৩
গঙ্গাতে কমল জন্মে সবার সুবোধ। কমলে গঙ্গার জন্ম অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৪
ইহাঁ বিষ্ণু-পাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি। 'বিরোধালঙ্কার' ইহা মহা চমৎকৃতি ॥ ৭৫
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ। ইহাতে বিরোধ নাহি 'বিরোধ আভাস' ॥ ৭৬

তথা হি—

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্‌বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৬ ॥

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্যসাধন তাহার।— বিষ্ণুপাদোৎপত্তি 'অনুমান' অলঙ্কার ॥ ৭৭
স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার। সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥ ৭৮
প্রতিভা কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে। অবিচার-কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষবাদে ॥৭৯
বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল। সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮০
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্‌বিজয়ী বিস্মিত। মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত॥৮১

কহিতে চাহয়ে কিছু, না আইসে উত্তর। তবে মনে বিচারয়ে হইয়া ফাঁফর ॥ ৮২
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ। জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥৮৩
যে ব্যাখ্যা করিল,সে মনুষ্যের নহে শক্তি। নিমাঞি-মুখে রহি বোলে আপনে সরস্বতী॥৮৪
এত ভাবি কহে শুন নিমাই পণ্ডিত। তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাঙ বিস্মিত॥৮৫
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস। কেমনে এসব অর্থ তুমি করিলে প্রকাশ ॥ ৮৬
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী। তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী ॥ ৮৭
শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি। সরস্বতী যে বোলায়, সেই বলি বাণী ॥ ৮৮
ইহা শুনি দিগ্‌বিজয়ী করিল নিশ্চয়। শিশু-দ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥ ৮৯
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপধ্যান। শিশু-দ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥ ৯০
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল। বিচারসময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥ ৯১
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল। তা সবা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল ॥ ৯২
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি-শিরোমণি। যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥ ৯৩
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার। তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ৯৪
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস। তা সবার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥ ৯৫
দোষ গুণ বিচার এই 'অল্প' করি মানি। কবিত্বকরণে শক্তি তাহা যে বাখানি ॥ ৯৬
শৈশব-চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার। শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার ॥ ৯৭
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার। শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ ৯৮
এইমতে নিজঘরে গেলা দুই জন। কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥৯৯
সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল। সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল ॥ ১০০
প্রাতে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ। প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০১
ভাগ্যবন্ত দিগ্‌বিজয়ী সফল জীবন। বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০২
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস। যে কিছু বিশেষ ইহা করিল প্রকাশ ॥ ১০৩
চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার। সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১০৪
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৫

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোর-
লীলা সূত্রবর্ণনং নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যের যৌবন লীলা

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনাম-প্রজল্পকাঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন। যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥ ২

তথা হি—

বিদ্যাসৌন্দর্য্যসদ্বেশ-সম্ভোগনৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥ ২ ॥

যৌবন-প্রবেশে অঙ্গে অঙ্গ বিভূষণ। দিব্যবস্ত্র দিব্যবেশ মাল্য চন্দন ॥ ৩
বিদ্যৌদ্ধত্যে কাহাকেও না করে গণন। সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন ॥ ৪
বায়ুব্যাধিচ্ছলে হৈল প্রেম-পরকাশ। ভক্তগণ লইয়া কৈল বিবিধ বিলাস ॥ ৫
তবে ত করিলা প্রভু গযাতে গমন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথায় মিলন ॥ ৬
দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেম পরকাশ। দেশে আগমন পুন প্রেমের বিলাস ॥ ৭
শচীকে প্রেমদান তবে অদ্বৈতমিলন। অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ দরশন ॥ ৮
প্রভুর অভিষেক তবে করিলা শ্রীবাস। খাটে বসি প্রভু কৈলা ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ ॥ ৯
তবে নিত্যানন্দ স্বরূপের আগমন। প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্ভুজ দর্শন ॥ ১০
প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ বেণুধর ॥ ১১
পাছে চতুর্ভুজ হৈলা তিন অঙ্গ বক্র। দুই হস্তে বেণু বাজায় দুয়ে শঙ্খ চক্র ॥ ১২
তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন। শ্যাম-অঙ্গ পীত-বস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩
তবে নিত্যানন্দ গোসাঞির ব্যাসপূজন। নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষলধারণ ॥ ১৪
তবে শচী দেখিল রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই। তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই মাধাই ॥ ১৫
তবে সপ্ত প্রহর প্রভু ছিলা ভাবাবেশে। যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥ ১৬
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে। তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥ ১৭
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল-ভক্ষণ। 'হরের্নাম' শ্লোকের কৈল অর্থ-বিবরণ ॥ ১৮

তথা হি বৃহন্নারদীয়ে (৩৮।১২৬)—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৩ ॥

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার ॥ ১৯
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার। জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার ॥ ২০

কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ। জ্ঞানযোগ তপ কর্ম্ম আদি নিবারণ ॥ ২১
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার। 'নাহি নাহি নাহি' এ তিন এবকার ॥ ২২
তৃণ হৈতে নীচ হৈঞা সদা লবে নাম। আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥ ২৩
তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে। ভৎর্সন তাড়নে কারে কিছু না বলিবে ॥ ২৪
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয় ॥ ২৫
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব। অযাচিত-বৃত্তি কিংবা শাক ফল খাইব ॥ ২৬
সদা নাম লইব যথালাভেতে সন্তোষ। এই ত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥ ২৭

তথা হি পদ্যাবল্যাম্ (৩২) শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৪ ॥

ঊর্দ্ধবাহু করি কহি শুন সর্ব্বলোক। নামসূত্রে গাঁথি কণ্ঠে পর এই শ্লোক ॥ ২৮
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ। অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥ ২৯
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর। রাত্রে সংকীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর ॥ ৩০
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে পাষণ্ডী হাসিতে আইসে না পায় প্রবেশে ॥৩১
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি পুড়ি মরে। শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥৩২
একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল। পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল ॥ ৩৩
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া। রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ ৩৪
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল। হরিদ্রা সিন্দূর আর রক্তচন্দন তণ্ডুল ॥ ৩৫
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজ ঘর গেলা। প্রাতঃকালে শ্রীবাস আসি তাহা ত দেখিলা ॥৩৬
বড় বড় লোকে সব আনিল ডাকিয়া। সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৩৭
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন। আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ ৩৮
তবে সব শিষ্টলোক কার হাহাকারে। ঐছে কর্ম্ম এথা কৈল কোন্ দুরাচার ? ৩৯
'হাড়ি' আনাইয়া সব দূর করাইল। জল গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥ ৪০
তিন দিন রহি সেই গোপাল চাপাল। সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার ॥ ৪১
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর। অসহ্য বেদনা দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥ ৪২
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া। একদিন বোলে কিছু প্রভুরে দেখিয়া ॥ ৪৩
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল। কুষ্ঠব্যাধ্যে ভাগিনা মুঞি হৈঞাছোঁ ব্যাকুল ॥ ৪৪
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার। মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥ ৪৫
এত শুনি মহাপ্রভু হইলা ক্রোধমন। ক্রোধাবেশে কহে তারে ভর্জ্জন বচন ॥ ৪৬
আরে পাপী ভক্তদ্বেষী তোরে না উদ্ধারিমু। কোটি জন্ম এই মতে কীড়ায় খাওয়াইমু ॥৪৭

শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানীপূজন। কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥ ৪৮
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার। পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার ॥ ৪৯
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান। সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥ ৫০
সন্ন্যাস করি প্রভু যদি নীলাচলে গেলা। তথা হৈতে যবে কুলিয়া-গ্রামেতে আইলা ॥ ৫১
তবে সেই পাপী লইল প্রভুর শরণ। হিতোপদেশ কৈল প্রভু হৈঞা সকরুণ ॥ ৫২
শ্রীবাসপণ্ডিত-স্থানে হৈয়াছে অপরাধ ॥ তাহাঁ যাহ, তেঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥ ৫৩
তবে তোর হবে এই পাপ-বিমোচন। যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥ ৫৪
তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাসের শরণ। তাঁর কৃপায় হৈল তার পাপ-বিমোচন ॥ ৫৫
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে। দ্বারে কপাট, না পাইল ভিতরে যাইতে ॥ ৫৬
ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা। আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় পাঞা ॥ ৫৭
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ। পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥ ৫৮
সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ। শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥ ৫৯
প্রভুর শাপবার্ত্তা যেবা শুনে শ্রদ্ধাবান্। ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥ ৬০
মুকুন্দ দত্তে কৈল দণ্ডপরসাদ। খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ ॥ ৬১
আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি। তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥ ৬২
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান। ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥ ৬৩
তবে আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল। লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥ ৬৪
মুরারি গুপ্ত মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম। ললাটে লিখিল তার 'রামদাস' নাম ॥ ৬৫
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান ॥ সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্টবরদান ॥ ৬৬
হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ। আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥ ৬৭
ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল। শুনি এক পড়ুয়া তাহা 'অর্থবাদ' কৈল ॥ ৬৮
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুখ। সবে নিষেধিল ইহার না দেখিহ মুখ ॥ ৬৯
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান। ভক্তির মহিমা তাহাঁ করিল ব্যাখ্যান ॥ ৭০
জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ। কৃষ্ণবশ হেতু-এক প্রেমভক্তি রস ॥ ৭১

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ৫ ॥

মুরারিকে কহে তুমি কৃষ্ণবশ কৈলা। শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা ॥ ৭২

তথা হি তত্রৈব (১০।৮১।১৬)—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৬ ॥

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা। সংকীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা ॥ ৭৩
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল। তৎক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ ৭৪
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত। পাকিল অনেক ফল সবাই বিস্মিত ॥ ৭৫
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল। প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥ ৭৬
রক্ত-পীতবর্ণ, নাহি অষ্ট্যংশ বল্কল। একজনের উদর পূরে খাইলে এক ফল ॥ ৭৭
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল শচীর নন্দন। সবাকে খাওয়াইল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥ ৭৮
অষ্ট্যংশবল্কল নাহি অমৃত-রসময়। এই ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥ ৭৯
এইমত প্রতিদিন ফলে, বার মাস। বৈষ্ণব খায়েন ফল প্রভুর উল্লাস ॥ ৮০
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন। অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ ॥ ৮১
এইমত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে। আম্র-মহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥ ৮২
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইল মেঘগণ। আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥ ৮৩
একদিন প্রভু শ্রীবাসেরে আজ্ঞা দিল। বৃহৎ সহস্রনাম পড় শুনিতে মন হৈল ॥ ৮৪
পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম। শুনিযা আবিষ্ট হৈলা প্রভু গৌরধাম ॥ ৮৫
নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা। পাষণ্ডী মারিতে যায নগরে ধাইয়া ॥ ৮৬
নৃসিংহ-আবেশ দেখি মহা তেজোময়। পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয ॥ ৮৭
লোকভয় দেখি প্রভুর বাহ্য হইল। শ্রীবাসের গৃহে যাঞা গদা ফেলাইল ॥ ৮৮
শ্রীবাসেরে কহে প্রভু করিয়া বিষাদ। লোক ভয় পাইল মোর হৈল অপরাধ ॥ ৮৯
শ্রীবাস বোলেন যে তোমার নাম লয়। তার কোটি অপরাধ সব হয় ক্ষয় ॥ ৯০
অপরাধ নাহি কৈলে লোকের নিস্তার। যে তোমা দেখিল তার ছুটিল সংসার ॥ ৯১
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন। তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন ভবন ॥ ৯২
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়। প্রভুর অঙ্গনে নাচে ডমরু বাজায় ॥ ৯৩
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন। তার কান্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥ ৯৪
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে। প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে॥৯৫
প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে। প্রভু তারে প্রেম দিল প্রেমরসে ভাসে ॥ ৯৬
আর দিন জ্যোতিষ সর্ব্বজ্ঞ এক আইল। তাহার সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥ ৯৭
কে আছিলাঙ্ আমি পূর্ব্বজন্মে কহ গণি। গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভু-বাক্য শুনি ॥ ৯৮
গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ মহাজ্যোতির্ম্ময়। অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয় ॥ ৯৯

পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর। দেখি প্রভু-মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥ ১০০
বলিতে না পারে কিছু, মৌন ধরিল। প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল ॥ ১০১
পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি জগত আশ্রয়। পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥ ১০২
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা, তুমি এবেহ সেরূপ। দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ ॥ ১০৩
প্রভু হাসি বোলে তুমি কিছু না জানিলা। পূর্ব্বে আমি আছিলাঙ্ জাতিয়ে গোয়ালা॥১০৪
গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল। সেই পুণ্যে হইলাঙ্ আমি ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল।১০৫
সর্ব্বজ্ঞ কহে আমি তাহা ধ্যানে দেখলিাঙ্। তাহাতেও ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁফর হইলাঙ্ ॥ ১০৬
সেই রূপে এই রূপে দেখি একাকার। কভু ভেদ দেখি, এই মায়া যে তোমার ॥ ১০৭
যে হও সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার। প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার ॥ ১০৮
একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া। 'মধু আন মধু আন' বোলেন ডাকিয়া ॥ ১০৯
নিত্যানন্দ গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল। গঙ্গাজলপাত্র আনি সম্মুখে ধরিল ॥ ১১০
জলপান করিয়া নাচে হইয়া বিহ্বল। যমুনাকর্ষণলীলা দেখয়ে সকল ॥ ১১১
মদমত্ত গতি বলদেব অনুকার। আচার্য্য-শেখর তাঁর দেখে রামাকার ॥ ১১২
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল। সবে মিলি নৃত্য করে আবেশে বিহ্বল ॥১১৩
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর। সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর ॥ ১১৪
নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিল। ঘরে ঘরে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল ॥ ১১৫
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"১১৬
মৃদঙ্গ করতাল সংকীর্ত্তন উচ্চধ্বনি। হরি হরি ধ্বনি বিনে আন নাহি শুনি ॥ ১১৭
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন। কাজী-পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন ॥ ১১৮
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল। মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল॥১১৯
এতকাল কেহ নাহি কৈল হিন্দুয়ানী। এবে যে উদ্যম চালাও, কোন্ বল জানি॥১২০
কেহো কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে। আজি আমি ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে ॥১২১
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু। সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥ ১২২
এত বলি কাজী গেল, নগরিয়া লোক। প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥১২৩
প্রভু আজ্ঞা দিল, যাহ, করহ কীর্ত্তন। আমি সংহারিমু আজি সকল যবন ॥ ১২৪
ঘরে গিয়া সব লোক করে সংকীর্ত্তন। কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে চমকিত মন ॥ ১২৫
তা সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি। কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি॥১২৬
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন। সন্ধ্যাকালে কর সবে নগরমণ্ডন ॥ ১২৭
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জ্বাল ঘরে ঘরে। দেখোঁ কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে॥১২৮
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়। কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥ ১২৯

আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস। মধ্যে নাচে আচার্য্যগোসাঞি পরম উল্লাস॥১৩০

পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র। তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ১৩১

বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্য-মঙ্গলে। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু-কৃপাবলে ॥ ১৩২

এইমত কীর্ত্তন করি নগরে ভ্রমিলা। ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজীর দ্বারে গেলা ॥ ১৩৩

তর্জ্জ-গর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল। গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয় পাগল ॥ ১৩৪

কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে। তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥ ১৩৫

উদ্ধতলোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর পুষ্পবন। বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ১৩৬

তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা। ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা॥১৩৭

দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া। কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া॥১৩৮

প্রভু বোলে, আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত। আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম্ম কেমত ॥ ১৩৯

কাজী কহে, তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া। তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥ ১৪০

এবে তুমি শান্ত হইলে, আসি মিলিলাম। ভাগ্য মোর তোমা হেন অতিথি পাইলাম॥ ১৪১

গ্রামসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় মোর চাচা। দেহ সম্বন্ধ হৈতে হয় গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা ॥ ১৪২

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা। সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥ ১৪৩

ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়। মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥ ১৪৪

এইমতে দোঁহার কথা হয় ঠারে ঠোরে। ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥১৪৫

প্রভু কহে প্রশ্ন লাগি আইলাম তোমার স্থানে। কাজী কহে আজ্ঞা কর যে তোমার মনে ॥ ১৪৬

প্রভু কহে গোদুগ্ধ খাও,গাভী তোমার মাতা। বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা॥১৪৭

পিতা মাতা মারি খাও এবা কোন্ ধর্ম্ম ? কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ॥ ১৪৮

কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরাণ। তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব কোরাণ ॥ ১৪৯

সেই শাস্ত্রে কহে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ। নিবৃত্তিমার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥ ১৫০

প্রবৃত্তিমার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়। শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপভয় ॥ ১৫১

তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী। অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥ ১৫২

প্রভু কহে বেদে কহে গোবধ নিষেধে। অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধে ॥ ১৫৩

জীয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী। বেদ-পুরাণে ঐছে আছে আজ্ঞাবাণী ॥ ১৫৪

অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ। বেদমন্ত্রে শীঘ্র করে তাহার জীবন ॥ ১৫৫

জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার। তাতে তার বধ নহে হয় উপকার ॥ ১৫৬

কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে। অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥ ১৫৭

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫।১৮০)—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৭ ॥

তোমরা জীয়াইতে নার বধ মাত্র সার। নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥ ১৫৮
গরুর যতেক রোম তত সহস্র বৎসর। গোবধী রৌরবমধ্যে পচে নিরন্তর ॥ ১৫৯
তোমা সবার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহ ভ্রান্ত হৈল। না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥১৬০
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী। বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি ॥ ১৬১
তুমি যে কহিলে পণ্ডিত! সেই সত্য হয়। আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচারসহ নয় ॥ ১৬২
কল্পিত আমার শাস্ত্র, আমি সব জানি। জাতি অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥ ১৬৩
সহজে যবন-শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার। হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার ॥ ১৬৪
আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মামা। যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥ ১৬৫
তোমার নগরে হয় সদা সংকীর্ত্তন। বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত-নর্ত্তন ॥ ১৬৬
তুমি কাজী হিন্দুধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী। এবে যে না কর মানা, বুঝিতে না পারি ॥১৬৭
কাজী বোলে সবে তোমায় বোলে গৌরহরি। সেই নামে আমি তোমা সম্বোধন করি ॥ ১৬৮
শুন গৌরহরি! এই প্রশ্নের কারণ। নিভৃত হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥ ১৬৯
প্রভু বোলে এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়। স্ফুট করি কহ তুমি, নাহি কিছু ভয় ॥ ১৭০
কাজী কহে যবে আমি হিন্দুর ঘর গিয়া। কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥ ১৭১
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর। নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥ ১৭২
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি। অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত কড়মড়ি ॥ ১৭৩
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোরস্বরে বলে। ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥ ১৭৪
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্ করিমু তোর ক্ষয়। আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়॥১৭৫
ভীত দেখি সিংহ বোলে হইয়া সদয়। তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয় ॥ ১৭৬
সে দিন বহুত নাহি কৈলে উৎপাত। তেঞি ক্ষমা করিয়া না কৈলুঁ প্রাণাঘাত ॥ ১৭৭
ঐছে যদি পুন কর, তবে না সহিমু। সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু ॥ ১৭৮
এত কহি সিংহ গেল মোর হৈল ভয়ে। এই দেখ নখচিহ্ন আমার হৃদয়ে ॥ ১৭৯
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল। শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥ ১৮০
কাজী কহে ইহা আমি কারে না কহিল। সেই দিন আমার এক পেয়াদা আইল ॥১৮১
আসি কহে গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে। অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥১৮২
পুড়িলা সকল দাড়ি মুখে হইল ব্রণ। যেই পেয়াদা যায় তার এই বিবরণ ॥ ১৮৩

তাহা দেখি বলি আমি মহাভয় পাঞা। কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ, ঘরে রহত বসিয়া ॥১৮৪
তবেত নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন। শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন ॥ ১৮৫
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার। হরি হরি ধ্বনি বিনা নাহি শুনি আর ॥ ১৮৬
আর ম্লেচ্ছ কহে হিন্দু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি। হাসে কান্দে নাচে গায় গড়ি যায় ধূলি ॥ ১৮৭
'হরি হরি' করি হিন্দু করে কোলাহল। পাৎসা শুনিলে তোমায় করিবেক ফল ॥ ১৮৮
তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল। হিন্দু 'হরি' বোলে তার স্বভাব জানিল ॥ ১৮৯
তুমিত যবন হৈঞা কেনে অনুক্ষণ। হিন্দুর দেবতার নাম লও কি কারণ ॥ ১৯০
ম্লেচ্ছ কহে হিন্দুরে আমি করি পরিহাস। কেহ কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রামদাস ॥ ১৯১
কেহ হরিদাস সদা বলে 'হরি হরি'। জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥ ১৯২
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে 'হরি হরি'। ইচ্ছা নাহি তবু বলে কি উপায় করি ॥ ১৯৩
আর ম্লেচ্ছ কহে শুন আমি এইমতে। হিন্দুকে পরিহাস কৈল সে দিন হইতে ॥ ১৯৪
জিহ্বা কৃষ্ণ নাম করে না মানে বর্জ্জন। না জানি কি মন্ত্রৌষধি করে হিন্দুগণ ॥ ১৯৫
এত শুনি তা সবারে ঘরে পাঠাইল। হেন কালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল ॥ ১৯৬
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি। যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল, কভু শুনি নাই ॥ ১৯৭
মঙ্গলচণ্ডী বিষহরি করি জাগরণ। তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ ॥ ১৯৮
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত। গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥ ১৯৯
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি। মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥ ২০০
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়। হাসে কাঁদে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায় ॥ ২০১
নগরিয়াকে পাগল কৈল সদা সংকীর্ত্তন। রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই—করি জাগরণ ॥ ২০২
'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় 'গৌরহরি'। হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ড সঞ্চারি ॥২০৩
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ রাড় বাড়। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥ ২০৪
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বর নাম মহামন্ত্র জানি। সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥ ২০৫
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সবে তোমার জন। নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥ ২০৬
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে। সবে ঘর যাহ, আমি নিষেধিব তারে ॥ ২০৭
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ। সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন ॥ ২০৮
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া। কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া ॥ ২০৯
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র। পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম-পবিত্র ॥ ২১০
"হরি কৃষ্ণ নারায়ণ" লৈলে তিন নাম। বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্ ॥ ২১১
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী। প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয়বাণী ॥ ২১২
"তোমার প্রসাদে কুমমারি ঘুচিল ত। এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি ॥" ২১৩

প্রভু কহে "এক দান মাগিয়ে তোমায়। সংকীর্ত্তন বাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়॥" ২১৪
কাজী কহে "মোর বংশে যত উপজিবে। তাহাকে তালাক দিব কীর্ত্তন না বাধিবে॥" ২১৫
শুনি প্রভু 'হরি' বলি উঠিলা আপনি। উঠিলা বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি॥ ২১৬
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন। সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লাসিত মন॥ ২১৭
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন। নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন॥ ২১৮
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ। ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ॥ ২১৯
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি। নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই॥ ২২০
শ্রীবাসপুত্রের তাহাঁ হৈল পরলোক। তবু শ্রীবাসের চিত্তে জন্মিল না শোক॥ ২২১
মৃতপুত্র-মুখে কৈল জ্ঞানের কথন। আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন॥ ২২২
তবে ত করিল সব ভক্তে বরদান। উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান॥ ২২৩
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন। প্রভু তাঁরে নিজরূপ করাইল দর্শন॥ ২২৪
"দেখিনু দেখিনু" বলি হইল পাগল। প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব আগল॥ ২২৫
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশীকা মাগিল। শ্রীবাস কহে 'গোপীগণ বংশী হরি নিল'॥ ২২৬
শুনি প্রভু 'বোল বোল' বলেন আবেশে। শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলা-রসে॥ ২২৭
প্রথমে শ্রীবৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল। শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল॥ ২২৮
তবে 'বোল বোল' প্রভু বোলে বার বার। পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার॥ ২২৯
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ। তা সবার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ॥ ২৩০
তাহি মধ্যে ছয় ঋতু লীলার বর্ণন। মধুপান রাসোৎসব জলকেলি কথন॥ ২৩১
'বোল বোল' বোলে প্রভু শুনিতে উল্লাস। শ্রীবাস কহে তবে রাসরসের বিলাস॥ ২৩২
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল। প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি আলিঙ্গন কৈল॥ ২৩৩
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা। রুক্মিণীস্বরূপ প্রভু আপনে হইলা॥ ২৩৪
কভু দুর্গা কভু লক্ষ্মী হয়েন চিচ্ছক্তি। খাটে বসি ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি॥ ২৩৫
একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে। এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে॥ ২৩৬
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার। দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার॥ ২৩৭
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িলা। নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইলা॥ ২৩৮
বিজয় আচার্য্য গৃহে সে রাত্রি রহিলা। প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লঞা গেলা॥ ২৩৯
একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া। 'গোপী গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া॥ ২৪০
এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে। 'গোপী গোপী' নাম শুনি লাগিল কহিতে॥ ২৪১
'কৃষ্ণনাম' কেনে না লও, 'কৃষ্ণনাম' ধন্য। 'গোপী গোপী' বলিলে বা কিবা হবে পুণ্য॥ ২৪২
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণ দোষোদ্গার। ঠেঙ্গা লঞা উঠিল প্রভু পড়ুয়া মারিবার॥ ২৪৩

ভয়ে পালায় পড়ুয়া, পাছে পাছে প্রভু ধায়। আস্তেব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥২৪৪
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজঘরে। পড়ুয়া পালায়ে গেল পড়ুয়া-সভারে ॥ ২৪৫
পড়ুয়া সহস্র যাহাঁ পড়ে একঠাঞি। প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহাঁ যাই ॥ ২৪৬
শুনি ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ। সবে মেলি তবে করে প্রভুর নিন্দন ॥ ২৪৭
'সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি। ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাঞি ॥ ২৪৮
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে। কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে ॥' ২৪৯
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ। সুপঠিত বিদ্যা কারো না হয় প্রকাশ ॥ ২৫০
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়। যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয় ॥ ২৫১
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি তা সবার দুর্গতি। ঘরে বসি চিন্তে তা সবার অব্যাহতি ॥২৫২
যত অধ্যাপক, আর তাঁর শিষ্যগণ। ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন ॥ ২৫৩
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হইতে। আমি না লওয়াইলে ভক্তি না পারে লইতে ॥২৫৪
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত। এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ? ২৫৫
আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয়। তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥ ২৫৬
মোরে নিন্দা করে যে না করে নমস্কার। এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার ॥ ২৫৭
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥ ২৫৮
প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয়। নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয় ॥ ২৫৯
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার। আর কোন উপায় নাই, এই যুক্তি সার ॥ ২৬০
এই দৃঢ়যুক্তি করি প্রভু আছে ঘরে। কেশব ভারতী আইলা নদীয়া নগরে ॥ ২৬১
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ। ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥ ২৬২
তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ নারায়ণ। কৃপা করি কর মোর সংসার-মোচন ॥ ২৬৩
ভারতী কহেন তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী। যেই করাহ সেই করি স্বতন্ত্র নহি আমি ॥ ২৬৪
এত বলি ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা। মহাপ্রভু তাহাঁ যাই সন্ন্যাস করিলা ॥২৬৫
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য। মুকুন্দ দত্ত এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য ॥ ২৬৬
এই আদিলীলার কৈল সূত্রগণন। বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন ॥ ২৬৭
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন। চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥ ২৬৮
স্বমাধুর্য্য রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে। রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥ ২৬৯
গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত। ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত ॥ ২৭০
গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয় ॥ ২৭১
শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাবিভূষণ। গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ॥ ২৭২
ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার। গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥ ২৭৩

তথা হি ললিতমাধবে (৬।১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী,
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে। অন্তর্দ্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে ॥ ২৭৪
নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট। অন্বেষিতে আইলা তাহাঁ গোপিকার ঠাট ॥ ২৭৫
দূর হৈতে কৃষ্ণে দেখি বলে গোপীগণ। এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৭৬
গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস। লুকাইতে নারিলা ভয়ে হইলা বিবশ ॥ ২৭৭
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি আছেন বসিয়া। কৃষ্ণে দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥ ২৭৮
ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহোঁ নারায়ণমূর্ত্তি। এত বলি তাঁরে সবে করে নতি স্তুতি ॥ ২৭৯
নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ। কৃষ্ণসঙ্গ দেহ মোরে ঘুচাহ বিষাদ ॥ ২৮০
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ। হেন কালে রাধা আসি দিলা দরশন ॥ ২৮১
রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে ॥ সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥ ২৮২
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে। বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ নারিল রাখিতে ॥ ২৮৩
রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য প্রভাব। যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ স্বভাব ॥ ২৮৪

উজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদকথনে (৬)—

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং,
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥ ৯ ॥

সেই ব্রজেশ্বর ইহাঁ জগন্নাথ পিতা। সেই ব্রজেশ্বরী ইহাঁ শচীদেবী মাতা ॥ ২৮৫
সেই নন্দসুত ইহাঁ চৈতন্যগোসাঞি। সেই বলদেব ইহাঁ নিত্যানন্দ ভাই ॥ ২৮৬
বাৎসল্য দাস্য সখ্য তিন ভাবময়। সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্য সহায় ॥ ২৮৭
প্রেমভক্তি দিয়া তিঁহো ভাসাইল জগতে। তাঁহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে ॥ ২৮৮
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত অবতার। কৃষ্ণ অবতারি কৈল ভক্তির প্রচার ॥ ২৮৯
'সখ্য দাস্য' দুই ভাব সহজ তাঁহার। কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু ব্যবহার ॥ ২৯০
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ। নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্যসেবন ॥ ২৯১
পণ্ডিতগোসাঞি আদি যাঁর যেই রস। সেই সেই রসে প্রভু হন তাঁর বশ ॥ ২৯২
তেঁহো শ্যাম বংশীমুখ গোপবিলাসী। ইহোঁ গৌর কভু দ্বিজ কভু ত সন্ন্যাসী ॥ ২৯৩

অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি। ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে 'প্রাণনাথ' করি ॥ ২৯৪
সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ। অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥ ২৯৫
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়। কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয় ॥ ২৯৬
অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য বিহার। চিত্রভাব, চিত্রগুণ, চিত্র ব্যবহার ॥ ২৯৭
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার। কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার ॥ ২৯৮

তথা হি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে, স্থায়িভাবলহর্য্যাম্ (৫১)—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ১০ ॥

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস। সেই জন যায় চৈতন্যের পদপাশ ॥ ২৯৯
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার। ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥ ৩০০
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ। তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইয়ে আস্বাদ ॥ ৩০১
দেখি গ্রন্থে ভাগবতে ব্যাসের আচার। কথা কহি অনুবাদ করে বার বার ॥ ৩০২
তাতে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদগণন। প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল মঙ্গলাচরণ ॥ ৩০৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ। স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩০৪
তিঁহো ত চৈতন্যকৃষ্ণ শচীর নন্দন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের সামান্য কারণ ॥ ৩০৫
তহি মধ্যে প্রেমদান বিশেষ কারণ। যুগধর্ম্ম কৃষ্ণনাম প্রেম-প্রচারণ ॥ ৩০৬
চতুর্থে কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন। স্বমাধুর্য্য প্রেমানন্দ-রস-আস্বাদন ॥ ৩০৭
পঞ্চমে শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব-নিরূপণ। নিত্যানন্দ হইলা রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩০৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অদ্বৈততত্ত্বের বিচার। অদ্বৈত-আচার্য্য মহাবিষ্ণু-অবতার ॥ ৩০৯
সপ্তম পরিচ্ছেদে পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান। পঞ্চতত্ত্ব মিলে যৈছে কৈল প্রেমদান ॥ ৩১০
অষ্টমে চৈতন্যলীলা-বর্ণন-কারণ। এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন ॥ ৩১১
নবমেতে ভক্তিকল্প-বৃক্ষের বর্ণন। শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥ ৩১২
দশমেতে মূলস্কন্ধের শাখাদিগণন। সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফল-বিতরণ ॥ ৩১৩
একাদশে নিত্যানন্দ-শাখা-বিবরণ। দ্বাদশে অদ্বৈতস্কন্ধ-শাখার বর্ণন ॥ ৩১৪
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর জন্ম-বিবরণ। কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥ ৩১৫
চতুর্দ্দশে বাল্যলীলার কিছু বিবরণ। পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা সংক্ষেপে কথন ॥ ৩১৬
ষোড়শ পরিচ্ছেদে কৈশোরলীলার উদ্দেশ। সপ্তদশে যৌবনলীলা কহিল বিশেষ ॥ ৩১৭
এই সপ্তদশ প্রকার আদিলীলার প্রবন্ধ। দ্বাদশ প্রবন্ধে তাতে গ্রন্থমুখবন্ধ ॥ ৩১৮
পঞ্চপ্রবন্ধে পঞ্চ রসের চরিত। সংক্ষেপে কহিল, অতি না কৈল বিস্তৃত ॥ ৩১৯
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে। বিস্তারি বর্ণিল নিত্যানন্দ-আজ্ঞাবলে ॥ ৩২০

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত ॥　ব্রহ্মা শিব শেষ যার নাহি পায় অন্ত ॥ ৩২১
যে যেই অংশ কহে শুনে সেই ধন্য।　অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৩২২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত নিত্যানন্দ।　শ্রীবাস গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ ॥ ৩২৩
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।　নম্র হঞা শিরে ধরোঁ তাহার চরণে ॥ ৩২৪
শ্রীস্বরূপ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন।　শ্রীরঘুনাথদাস আর শ্রীজীবচরণ ॥ ৩২৫
শিরে ধরি বন্দোঁ নিত্য করো তাঁর আশ।　চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৬
ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

আদিলীলা সমাপ্ত।

ভ্রমসংশোধন

শ্রীগ্রন্থের যে যে সংস্করণ হইতে এই গদ্যানুবাদ ও মূল পয়ার সঙ্কলিত ও সংশোধিত হইয়াছে তাহাদের নাম—

(১) ডাঃ রাধাগোবিন্দনাথের সম্পাদিত আদিলীলা (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) (২) প্রভুপাদ শ্রীল অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত গ্রন্থ (৩) প্রভুপাদ শ্রীল নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সংস্করণ (৪) বসুমতী মন্দিরের সংস্করণ (৫) (দেবসাহিত্যকুটির হইতে প্রকাশিত) শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়সম্পাদিত সংস্করণ (৬) প্রভুপাদ শ্রীল রাধিকানাথ গোস্বামী সম্পাদিত সংস্করণ (৭) প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণ গোপাল গোস্বামী সম্পাদিত সংস্করণ (৮) গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীঅনন্ত বাসুদেব সম্পাদিত সংস্করণ।

বাংলা সংস্করণ নির্ভুল পাওয়া দুষ্কর। আমাদের এই গদ্যানুবাদ ও মূল পয়ারযুক্ত শ্রীগ্রন্থেও দুর্ভাগ্যক্রমে ভ্রমপ্রমাদ আছে. তাহা মার্জনীয়। নিম্নে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৶০	১৯	ষোড়শ	প্রথম
১৷৶০	foot note ৩য়	সন্ধর্ভ	সন্দর্ভ
১৸৶০	নীচ হইতে ২য়	নিমাই সুন্দর	নিতাই সুন্দর
২৶০	শেষ পংক্তি	১৮৮	১৮৯
২৷০	১ম পংক্তি	১৮৯	(১)—(৬)
১৭২	১১	কীর্তন করিতে	কীর্তনের সময়ে
১৯৩	নীচে হইতে ৩য়	রূপস্মৈকস্য	রূপস্যৈকস্য
২০৬	১ম শ্লোক ২য়	দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা
২১৫	২৭শ শ্লোক, ১ম পংক্তি	মস্যনুবৃত্তয়ে	ময্যনুবৃত্তয়ে
	,, ২য় ,,	মাস্থয়িতুমার্হথ	মাস্থয়িতুং মার্হথ
২১৬	৩২শ শ্লোক, ২য় পংক্তি	ব্যাধায়ি	ব্যধায়ি
২২৪	১২শ শ্লোক, ১ম ,,	আম্নেঽবতারঃ	আম্নোঽবতারঃ
২৩০	৫	জন্দ্র	ব্রজেন্দ্র
২৩৪	১১শ শ্লোক, ৪র্থ ,,	তচ্ছীনিকেত	তচ্ছ্রীনিকেত
	১২শ শ্লোক, ২য় ,,	নাহং	সাহং
২৪৪	৪র্থ শ্লোক, ১ম ,,	যন্ গৃহ্য	যদ্ গৃহ্য
(২)	২য় পত্র ৬ষ্ঠ ,,	তত্ত্ব	তপ্ত
(৩)	নীচ হইতে ৬ষ্ঠ ,,	পরিহার্য	অপরিহার্য

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য কৃত গদ্য-সংস্করণ সম্বন্ধে মনীষীদের অভিমত

১। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য কৃত বৈষ্ণব মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গদ্য সংস্করণ দেখিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। চৈতন্যচরিতামৃত লইয়া নানাবিধ আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু ইহাকে সহজ গদ্যে রূপান্তরিত করার কল্পনা ইতিপূর্বে কাহারও মনে জাগে নাই। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর যুগে সর্ববিধ আলোচনাই পদ্যের মাধ্যমে ও বিশেষতঃ পয়ার ছন্দে করা হইত। দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব, শাস্ত্রবিচার প্রভৃতি মনন ক্রিয়াত্মক রচনা পদ্যের মাধ্যমে করিতে গেলে কিছুটা সংক্ষেপীকরণজনিত দুর্বোধ্যতা অপরিহার্য। আজকাল আমরা পদ্যের ভিতর দিয়া দার্শনিক আলোচনায় অনভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছি—এ সবের জন্য আমরা ক্রমশঃ গদ্যের মুখাপেক্ষী হইতেছি। বিশেষত গদ্যে সংক্ষেপীকরণের প্রয়োজন নাই, ইচ্ছামত বিস্তার ও সম্প্রসারণ করা চলে ও বিশদ ব্যাখ্যা ও আলোচনা ইহার দ্বারাই সহজসাধ্য। এই সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিলে ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলা সাহিত্যের একটি বৃহৎ অভাব মোচন করিলেন ও বাংলা পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিলেন। আমি এই সদ্ গ্রন্থখানির বহুল প্রসার ও পাঠকের নিকট উহার উপযুক্ত মর্যাদালাভ কামনা করি।

৩১, সাদার্ণ এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯
৭।৮।৫৯

(ডক্টর) শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম ও দার্শনিক তত্ত্বাদি জানিবার জন্য আজকাল অনেকেরই আগ্রহ জাগ্রত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য গোস্বামিপাদগণ বহু গ্রন্থে এই সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের আলোচনা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। একখানা মাত্র গ্রন্থ আছে, যাহাতে সমস্ত গোস্বামি-গ্রন্থের সার সঙ্কলিত হইয়াছে; সুতরাং এই গ্রন্থখানির আলোচনা

করিলেই সাধারণভাবে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এই অপূর্ব গ্রন্থখানি হইতেছে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। কিন্তু এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইলেও বিষয়বস্তুর দুরূহতায় সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নহে। সুখের বিষয়, শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীল কুমুদ রঞ্জন ভট্টাচার্য মহোদয় কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থের গদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহার গদ্যানুবাদ পয়ারাদির অন্বয় মাত্র নহে; মূল পয়ারাদিতে যে সমস্ত তত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রামাণ্য টীকাদির আনুগত্যে ভট্টাচার্য মহোদয়, সে-সমস্তের বিবৃতিও দিতেছেন। তাহাতে এই গদ্যানুবাদ গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, ভট্টাচার্য মহোদয়ের এই গ্রন্থখানি সুধী সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

রসারোড ইষ্ট ফার্ষ্ট লেন,
কলিকাতা-৩৩
ইং—৮।৮।৫৯

(ডক্টর) **শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ**
(ভাগবতভূষণ)

৩। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্যের গদ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থের ভাষা বেশ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ্য।

বর্তমানকালের শিক্ষিত লোকেরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়িতে চাহেন না। যাঁহারা বৈষ্ণবতার প্রতি বিমুখ তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাঁহারা বৈষ্ণব ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত তাঁহারা পড়েন না দুই কারণে। একটি কারণ ইহা তত্ত্বঘন,—তাঁহাদের কাছে ইহা তপ্ত ইক্ষুচর্বণের মত। আর একটি কারণ ইহার ভাষার জটিলতা ও প্রাচীনতা, এই ভাষার সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় নাই। ছন্দে লেখা বলিয়াও অনেকে পাঠে পরাঙমুখ।

লেখক দ্বিতীয় অসুবিধাটি দূর করিবার জন্য গ্রন্থখানি বর্তমান ভাষায় ও গদ্য রীতিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচনা রীতি গদ্য ও পদ্যের মাঝামাঝি। সেজন্য ইহাকে গদ্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান যুগের গদ্য ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য গ্রন্থের বিশেষ অঙ্গ হানি হয় নাই—কারণ, গ্রন্থখানি প্রধানতঃ তত্ত্বমূলক, কবিত্বগর্ভ

হইলে গ্রন্থের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইত। গ্রন্থের ভাষায় মাঝে মাঝে যে আলঙ্কারিকা আছে—রূপান্তরে তাহার মর্যাদারও হানি হয় নাই। আমার মনে হয়, এই গ্রন্থের সাহায্যে চৈতন্যচরিতামৃতের মূল বক্তব্য সকলের অধিগম্য হইবে—অন্ততঃ তাহার সহিত প্রাথমিক পরিচয় ঘটিবে।

লেখকের রচনাগুণে গ্রন্থের দুরূহতা অনেকটা প্রাঞ্জল হইয়াছে। অপ্রচলিত শব্দগুলি বর্জিত হওয়ায় অনুবাদ বেশ সুখ পাঠ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব তত্ত্বের পিপাসুদের তো কাজে লাগিবেই—অধিকন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতম পরীক্ষার্থীদেরও খুবই কাজে লাগিবে।

সন্ধ্যার কুলায়
টালিগঞ্জ, কলিকাতা
তাং—৭।৮।৫৯

শ্রীকালিদাস রায় (কবিশেখর)

৪। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়ের অমূল্য গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" খানি আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যে অনূদিত করিয়াছেন। এই মহাগ্রন্থ আজ হইতে সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে রচিত হয়, এবং ইহা একাধারে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রামাণিক জীবনী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এক প্রধান সম্পুট গ্রন্থ। ইহার ভাষা অতি সরল ও প্রাঞ্জল। এখনও ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য ও দুরূহত্বও ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কারণ ইহা প্রাচীন বাঙ্গলা দেশের একখানি প্রধান দার্শনিক ও তাত্ত্বিক পুস্তক। ব্যাখ্যা বা টীকা টিপ্পনী এবং উপদেশ ভিন্ন এইসব দুরূহ অংশের পূর্ণ অর্থ গ্রহণ হয় না। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ প্রমুখ ভক্ত ও পণ্ডিতের টীকা বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে এই মহাগ্রন্থ বুঝিবার জন্য অপরিহার্য হইয়া আছে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য মহাশয় সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক যাহাতে বইখানির রস পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সরল বাঙ্গালা গদ্যে এই বইয়ের সমস্ত পয়ার ও অন্য ছন্দে রচিত অংশ, মূল সংস্কৃত শ্লোক প্রভৃতি উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই নূতন বেশে, বিশেষজ্ঞদের মত অনুসারে, মূল পুস্তকের মর্যাদার হানি হয় নাই। আমি নিজে অবশ্য জিজ্ঞাসু বা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে

মূল গ্রন্থ পাঠ করিবার পরামর্শ দিব। কিন্তু তাহা হইলেও বহু পাঠকের জন্য এই গদ্য অনুবাদের উপযোগিতা অস্বীকার করি না। আশা করি এই গদ্য "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের যথোচিত সমাদর হইবে। ইতি ২৭শে শ্রাবণ ১৩৬৬, ১৩ই আগষ্ট ১৯৫৯।

১৬, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা

(ডক্টর) শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৫। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বঙ্গভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীচৈতন্য-দেবের অলৌকিক চরিত্র অত্যুজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা একাধারে জীবনকাহিনী, ধর্মগ্রন্থ এবং দার্শনিক গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষার বিবিধ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতে বহু সংখ্যক শ্লোক ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের বহু উৎকৃষ্ট শ্লোকের সন্নিবেশ হেতু ইহা সমুজ্জ্বল হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় পয়ার ছন্দে লিখিত হওয়ায় অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও ইহা পড়িতে পারেন না। আধুনিক বাঙ্গলা গদ্যে লিখিত হইলে ইহা পাঠ করিবার সুবিধা হয়। এজন্য ইহার একটি গদ্য অনুবাদ প্রয়োজন ছিল। শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের গদ্যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের এই আন্তরিক প্রয়োজন উৎকৃষ্ট ভাবে মিটাইয়াছেন। আসামের ভূতপূর্ব ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌সন, বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীসতীশচন্দ্র রায়ের (বর্তমান নাম শ্রীহরিদাস নামানন্দ) সাহচর্য এবং আনুকূল্য কুমুদ বাবুকে এই সৎকার্যে উৎসাহিত করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অধ্যয়ন এবং অনুবাদ কুমুদ বাবু জীবনের সাধনারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সাধনা সার্থক হইয়াছে। আশা করি ধর্মপিপাসু বঙ্গীয় পাঠক সমাজে ইহা সমাদৃত হইবে।

৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—২০
শ্রাবণ, সন ১৩৬৬।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৬। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে শিলংএর শৈল-শিখরেই আলাপ। তিনি জ্ঞানী গুণী বিনয়ী। তাঁকে অক্লান্ত কর্মী ও একনিষ্ঠ সাহিত্য সেবক বলেই জানতাম। তিনি যে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও কাব্যমন্থন করে রসসাহিত্যেরও সাধক সে কথা জানলাম সেদিন, যেদিন তাঁর বিরচিত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গদ্য সংস্করণ পড়লাম।

যিনি যেদিক থেকেই দেখুন, শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রসঙ্গ এক অপূর্ব জীবন-কাব্যের ঘনীভূত পরিচয়, সেখানে নর আর নারায়ণ একাত্মীভূত হয়ে মানুষী তনু আশ্রয় করে কৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যময়ী প্রেমরস সীমার মহিমাকে লীলারস আস্বাদনে মধুর করে তুলেছেন। হরিদাস যাঁর নামমাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন, সনাতন যাঁর ভক্তি-সিদ্ধান্তবিলাস মূর্ত করেছেন, শ্রীরূপের দ্বারা যাঁর ব্রজের রসপ্রেমলীলা ব্যখ্যাত হলো, স্বরূপের গানে, রামানন্দের কৃষ্ণকথায় মহা গম্ভীর যে লীলার কিছুটা প্রকট হলো তাঁকেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ ছয় গোস্বামীর আশীর্বাদে ও গুরু রঘুনাথের কৃপায়, কাব্যে, ছন্দে, ভাবে, ব্যঞ্জনায় ধরতে চেয়েছিলেন—সেই অধিরূঢ় মহাভাবকে—স্বরূপ শক্তিকে, হ্লাদিনী মাদনকে। একে যে নামই দিই না কেন, এই পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতমের উপাসনাই কৃষ্ণোপাসনা। প্রশ্ন উঠতে পারে—কেন এই লীলা—লোকবৎ তু লীলা কৈবল্যম্—অন্যের হৃদয় মন, আমার মন বৃন্দাবন - মনে বনে এক করে মানি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই অপরূপ গ্রন্থখানি শুধু ভক্তিশাস্ত্রগ্রন্থ নয়, জীবনদর্শনে জারিত মনোরম কাব্যও। তাই বিশ্বাসী ভক্ত না হয়েও এর রসগ্রহণে বাধা হয় না। আর যিনি তদ্ভাবে ভাবিত তিনি সেই মধুর হতে সুমধুরের কথা চিন্তা করুন, রাধাদ্যুতি সুবলিত তাঁকে দেখুন, ইষ্টাবিষ্ট হয়ে তিলে তিলে নূতন হোন্। উপনিষদকার বললেন এই আত্মাই অমৃত, এই ব্রহ্মই সর্ব। এই সর্বের গানই গৌরাঙ্গের গান—রাধাতত্ত্ব, রাসতত্ত্ব, রসতত্ত্ব। রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা, জগতে জানাতো কে যদি গৌর না হত। তাই নিখিলরসামৃতমূর্তি গৌরচন্দ্র পিরীতি-মূরতিদাতা। তাই কহনা গৌরকথা—গৌর নাম অমিয়ধাম—তাই শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়। কবিরাজ গোস্বামীর সেই কাহিনীকে যিনি আমাদের ঘরের আঙিনায় মনের দুয়ারে এনে দিলেন তাঁকে শুধু সাধুবাদই দেবোনা, নমস্কারও করবো।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রাবণী ঝুলন পূর্ণিমা, সন ১৩৬৬ সাল।

৭। ……………………………শ্রীযুক্ত (কুমুদরঞ্জন) ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি জানি। তিনি যে নিষ্ঠা, উদ্যম ও উৎসাহের সহিত "শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং উক্ত গ্রন্থে দুরূহ দার্শনিক বিচার, তত্ত্বজ্ঞান ও রস চমৎকারিতাযুক্ত পয়ার সমূহের গদ্যানুবাদ করিতে যে গভীর মনোনিবেশের প্রয়োজন, তাহা দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়া এই গদ্যানুবাদকে যে তাঁহার স্বীয় জীবনে পরমার্থ ও নিঃশ্রেয়-সাধনের পন্থারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অবশ্য কল্যাণ হইবে ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ হইবে সন্দেহ নাই। ……………………………

শ্রীভক্তিহৃদয় বন।

মনীষীদের অভিমত

(১৮৮ পৃষ্ঠার পর (১)—(৬) পৃষ্ঠায় ১।—৭। অভিমতের ক্রমানুবৃত্তি)

৮। (শ্রীলপ্রভুপাদ যদুগোপাল গোস্বামী হইতে প্রাপ্ত)—

"পাণ্ডিত্য, দার্শনিকতা, রস, ভাব, লীলাবর্ণনের চাতুর্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সম্ভারে সমৃদ্ধ অদ্বিতীয়, অপৌরুষেয়, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বহুল প্রচারকল্পে শ্রীযুক্ত কুমুদবাবুর গদ্যানুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীচরণ-যুগলে তাঁহার আন্তরিক ক্ষেম প্রার্থনা করি।" ১৪।১১।৫৯

৯। মাননীয় পুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, ভাগবতরত্ন, অবসর-প্রাপ্ত বিচারপতি মহোদয় লিখিত—

"কবে কোন্ শুভক্ষণে রসতীর্থ বৃন্দাবনে গৌরলীলাদুগ্ধসিন্ধু মন্থন করিয়া যে অমৃত কবিরাজগোস্বামী আহরণ করিয়াছিলেন তাহা ভক্তিসাহিত্যে অবিস্মরণীয় অপূর্ব্ব অবদান। ইহা শুধু শ্রীচৈতন্যের জীবনী নহে, ইহা একাধারে বৈষ্ণব দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র ও কাব্য। শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বন করিয়া দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে—একটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অপরটি বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত। এই চৈতন্য-ভাগবতের সম্বন্ধে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন, "মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥" আমরা বলি যদি শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন দাসমুখে বেনামী দলিল সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বৃন্দাবনের শ্রীমদনমোহনই চৈতন্যচরিতামৃতের লেখক, কারণ কবিরাজ বলিতেছেন, "এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন"। যাহা হোক্ এই চৈতন্য চরিতামৃত শুধু বৈষ্ণবের ধর্ম্মগ্রন্থ নহে—ইহা বিশ্ববাসীর ধর্ম্মগ্রন্থের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে অনায়াসে, ইহার এমনি মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও আকর্ষণী শক্তি আছে। হয়তো সেদিন আসন্ন যেদিন জগৎবাসী চৈতন্যচরিতামৃত পড়িবার জন্য বাংলা শিখিবে বাংলায় আসিবে।

এই চৈতন্যচরিতামৃত পয়ারে বাংলায় লেখা হইলেও ইহার তত্ত্বরস ও মাধুর্য্য আস্বাদন করা এবং সহজে উপলব্ধি তো দূরের কথা বোঝাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারীর পক্ষেও সম্ভব নহে। আমার নিজের অভিমান ছিল বাংলা কেন বুঝিব না—বসুমতী অফিস হইতে চৈতন্যচরিতামৃত কিনিয়া লইয়া গেলাম, বুঝিলাম যে এ জিনিষ বুঝিতে গেলে 'ভাগবত পড় গিয়া বৈষ্ণবের স্থানে' এই উপদেশ স্মরণ করিতে হইবে।

বাংলাদেশ ধন্য—মহাত্মা শিশিরকুমার আগেই সুবিস্তৃত অমিয় নিমাই চরিত লিখিয়া গিয়াছেন, আর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ভাগবতভূষণ রাধাগোবিন্দনাথ মহাশয় চৈতন্য চরিতামৃতের টীকাছলে শ্রীচৈতন্যলীলার যে বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছেন তাহাতে শ্রীচৈতন্যজীবনী সম্বন্ধে মূকও বাচাল হইয়া উঠিবে, অন্ধও দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবে। শিশিরবাবুর অমিয় নিমাইচরিত সমস্ত চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ হইতে আহরণ করা সম্পদে স্বয়ং সম্পূর্ণ কিন্তু ইহাতে চৈতন্যচরিতামৃতের রস আস্বাদন করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ বা অবকাশ নাই, অথচ চৈতন্যচরিতামৃতের রস আস্বাদন করিবার পিয়াসী যাঁহারা তাঁহারা তৃপ্ত হইতে পারেন না। শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ মহাশয়ের পুস্তকটির কলেবর বৃহৎ ও ইহা আয়ত্ত করা শ্রম অধ্যবসায় ও সময় সাপেক্ষ। তা ছাড়া গদ্যে লিখিত প্রবন্ধ বা ইতিহাস সহজপাঠ্য ও মনোরম হয়। ইহার একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। বাংলা ভাষায় এরূপ গদ্যে প্রকাশিত একখানি চৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। দেখিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীচৈতন্য কৃপা করিয়াছেন—ভক্তপ্রবর কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গদ্য সংস্করণ সহজ সরল ভাষায় প্রচার করিতেছেন—আমি পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি, চৈতন্যচরিতামৃতের পয়ারগুলি গদ্যে সাবলীলভাবে বর্ণনা করিয়া তৎসহ টীকা-টীপ্পনী দিয়া মনোরম করিয়াছেন। অথচ টীকা-টীপ্পনীর ভারে বা বাহুল্যে মূল রসধারা বর্ণনে কোনও বাধা হয় নাই।

নরোত্তম দাস গাহিয়াছেন 'গৌরাঙ্গ মধুরলীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা শ্রবণ মঙ্গল [হৃদয় নির্ম্মল] ভেল তার'—এ হেন গৌরাঙ্গ কথা যিনি আমাদের সামনে ঘরের আঙিনায় এনে দিলেন তিনি তো গৌরপ্রেমরসার্ণবে ডুবিয়াই আছেন, রাধামাধবের অন্তরঙ্গ তিনি, সেই বৈষ্ণব প্রবীণকে অভিনন্দন জানাইয়া সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিতেছি। বইটি যে অপূর্ব্ব হইয়াছে তাহা মঞ্চের ভাষায় বলিয়া বিদায় লই :—
"চমৎকার, চমৎকার আরও চমৎকার॥"

১০। "শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সর্ব্বশাস্ত্রের সার নির্য্যাসভুত এক অপূর্ব্ব রসসম্পুট। বিশ্বসাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। কোন দৈব দুর্ঘটনায় যদি পৃথিবীর সকল ধর্ম্মগ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায় আর চৈতন্যচরিতামৃত বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে মানব সমাজের কোন ক্ষতি হইয়াছে মনে করিব না। আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কোন আলোচনাই এই মহাগ্রন্থে বাদ পড়ে নাই।

একদিকে শ্রীগৌরসুন্দরের পাষাণগলান লীলা অপরদিকে দার্শনিক তত্ত্ব বিচার।

একাধারে দর্শন ও সাহিত্য, তত্ত্ব-তথ্য ও কাব্য। এই শ্রীগ্রন্থ প্রত্যেক বাঙ্গালীর পাঠ করা উচিত। প্রত্যেক মানুষের পাঠ করা উচিত।

দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ববিচারে ও রস বিচারে গ্রন্থের স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্যতা আছে। পদ্যে রচিত বলিয়া হয়ত এইরূপ হইয়াছে। তাছাড়া সংস্কৃতবহুল ভাষার ভাবগভীরে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশ ঘটে না। সুধীভক্ত গৌরগতপ্রাণ কুমুদ রঞ্জন সেই বাধা দূর করিয়া—সাবলীল প্রাঞ্জল গদ্য গ্রন্থ সকলের দুয়ারে আনিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকা, পরিচিতি, অবতরণিকা সবই সুন্দর। সর্ব্ব সাধারণের আদর সামগ্রী হইয়াছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চায় মানবসমাজ আজ মরুভূমি হইতে চলিয়াছে। আজ প্রয়োজন একটিমাত্র বস্তুর—প্রেম। প্রেমের সহায়তা ছাড়া জীবের প্রাণ জুড়াইবার আর ঠাঁই নাই। সেই মহাধর্ম প্রেম কোথায়? শ্রীঠাকুর মহাশয় উত্তর দিয়াছেন—"যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়।" প্রেমধন গৌরনাম জয়যুক্ত হউক। ভূরিদা কুমুদরঞ্জনের মহাসাধনা জয়যুক্ত হউক।"

'দাসানুদাস মহানামব্রত'

(ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম. এ., পি. এইচ্. ডি. (চিকাগো) ডি. লিট্
মহোদয়ের লিখিত)

বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি

সভাপতি— কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

পৃষ্ঠপোষক— রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ রাধা গোবিন্দনাথ ভাগবত ভূষণ ও শ্রীগোষ্ঠবিহারী সরকার।

আজীবন সভ্য—অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পি. আর. দাস।

সদস্যগণ— ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ত্রিগুণা সেন, ডাঃ কালিদাস নাগ, ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ডাঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতরুণ-কান্তি ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা ইলা পাল চৌধুরী, অধ্যক্ষ জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী, অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ শশিমোহন চক্রবর্তী, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ডাঃ ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, শ্রীল প্রভুপাদ চৈতন্যচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ অনাদিমোহন গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ রঙ্গনাথ দেব গোস্বামী (পুরী), শ্রীল প্রভুপাদ পশুপতিনাথ গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ মুকুন্দলাল গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ জিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীল প্রভুপাদ আনন্দ গোপাল গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ যদুগোপাল গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ কিশোর গোপাল গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামী, শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী (নবদ্বীপ), পণ্ডিত গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দেব, শ্রীকৃষ্ণকুমার দেববর্ম্মন, অধ্যাপক পূর্ণ চন্দ্র বিশ্বাস, পণ্ডিত শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, পণ্ডিত গোবিন্দ চন্দ্র শাস্ত্রী, ডাঃ হৃষীকেশ বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীল দীনশরণ দাস বাবাজী, শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য, অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য (গৌহাটি), ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ চৌধুরী, শ্রীপতিত পাবন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকুঞ্জবিহারী দাসবাবাজী (শ্রীরাধাকুণ্ড), শ্রীরূপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীযতীন্দ্র মোহন চৌধুরী, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীরাধারমণ দাস ভক্তিভূষণ, শ্রীশচীনন্দন দাস ভক্তিপ্রভা, শ্রীকালাচাঁদ রায়, শ্রীসনাতন দেবনাথ, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (নামানন্দ শ্রীহরিদাস দাস দাসানুদাস)।

সহ সম্পাদক—শ্রীল প্রভুপাদ বিনোদকিশোর গোস্বামী সাহিত্যরত্ন ও শ্রীমাখন চন্দ্র দেব, এম, এ, বি. এল।

কার্যালয়— শ্রীচৈতন্য ভাগবতী ও প্রেম নিকেতন।

১৩ এ ডোভার রোড, কলিকাতা-১৯

এলম্ প্রেস—কলিকাতা